বৈদিক
রশ্মি বিজ্ঞানম্

অধ্রুবম্ বৈ তদ্যৎপ্রাণঃ
– শতপথ ব্রাহ্মণ

ছন্দাস্সি চ্ছাদনাৎ
– নিরুক্ত

প্রাণা বৈ ছন্দাস্সি
– কৌষীতকী ব্রাহ্মণ

ছন্দাস্সি বৈ বাক্
– মৈত্রায়ণী সংহিতা

রশ্মির্যমনাৎ
– মহর্ষি য়াস্ক

প্রাণা রশ্ময়ঃ
– তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

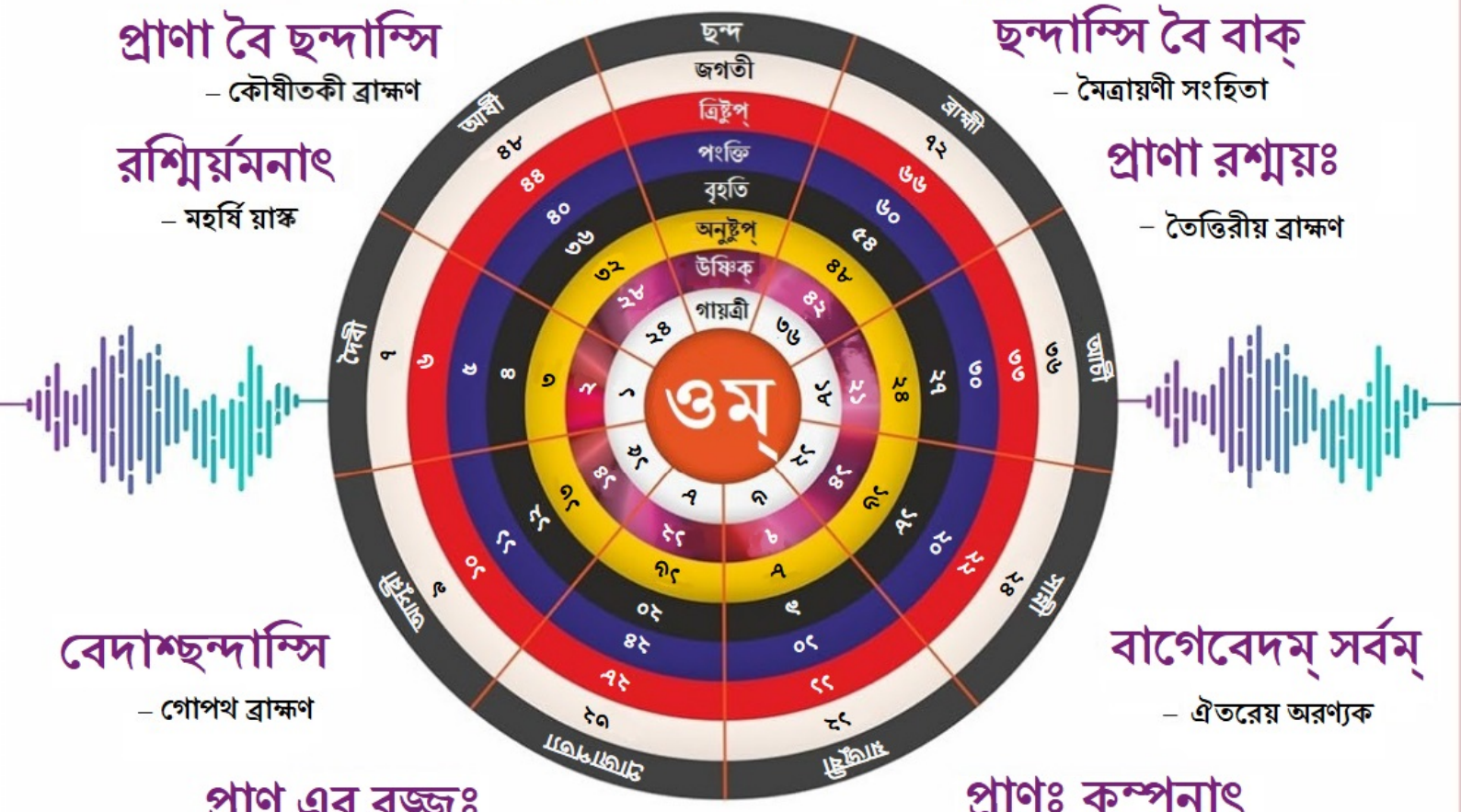

বেদাশ্ছন্দাস্সি
– গোপথ ব্রাহ্মণ

বাগেবেদম্ সর্বম্
– ঐতরেয় অরণ্যক

প্রাণ এব রজ্জুঃ
– কাণ্বীয় শতপথ

প্রাণঃ কম্পনাৎ
– মহর্ষি বেদব্যাস

বলকারী, ঊর্জনম্, প্রকাশঃ
– মহর্ষি দয়ানন্দ

– আচার্য অগ্নিব্রত

ওঽম্

বৈদিক রশ্মি বিজ্ঞানম্

ব্যাখ্যাকার

আচার্য অগ্নিব্রত

প্রমুখ, শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস

(সঞ্চালক, বৈদিক এবং আধুনিক ভৌতিকী শোধ সংস্থান)

সম্পাদক

ড. মধুলিকা আর্যা এবং বিশাল আর্য

উপাচার্যা এবং উপাচার্য, বৈদিক এবং আধুনিক ভৌতিকী শোধ সংস্থান

অনুবাদক

আশীষ আর্য

দ্য বেদ সায়েন্স পাবলিকেশন

ভীনমাল (রাজস্থান)

প্রথম সংস্করণ

বর্ষ ২০২৪

মহর্ষি দয়ানন্দ ২০০ তম জন্মদিবস, ফাল্গুন কৃষ্ণ ১০/২০৮০

05 মার্চ 2024

কপিরাইট © সর্বাধিক সুরক্ষিত

মূল্য : ₹৬০০/-

প্রকাশক : **দ্য বেদ সাইন্স পাবলিকেশন**

বেদ বিজ্ঞান মন্দির, ভাগলভীম, ভীনমাল

জেলা – জালোর (রাজস্থান) – ৩৪৩০২৯

ওয়েবসাইট : www.thevedscience.com, www.vaidicphysics.org

ইমেল : thevedscience@gmail.com

সম্পর্ক সূত্র : 9530363300

সমর্পণম্

আমি এই গ্রন্থ বিশ্বের ভৌতিক বিজ্ঞানী, বেদের গবেষক, প্রবুদ্ধ ও বিচারশীল ধর্মাচার্য, মানব-ঐক্যের স্বপ্নদ্রষ্টা, সুচিন্তাশীল সমাজশাস্ত্রী, তর্কসম্মত পন্থনিরপেক্ষতার সমর্থক, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ, ভারতের প্রতিভাশীল জাতীয়তাবাদী এবং সকল প্রবুদ্ধ যুবক ও যুবতীদের সেবায় ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গৌরবকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার এবং সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের ভাবনায় আমি ঋষি দয়ানন্দের ২০০তম জন্মদিবসে সপ্রেম উৎসর্গ করছি।

— ব্যাখ্যাকার

অনুক্রমণিকা

1 ভূমিকা 01

2 বিদ্যা 29

3 সৃষ্টি-বিজ্ঞানের উপযোগিতা 52

4 বিবর্তনবাদের পর্যালোচনা 61

5 ভাষা ও জ্ঞানের উৎপত্তি 66

6 বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান 116

7 সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়ার অন্য জ্ঞাতব্য তথ্য 345

8 বেদের যথার্থ স্বরূপ 390

ভূমিকা

বেদ হল সংসারের সবথেকে প্রাচীন গ্রন্থ, এটা তো সর্ববিদিত, কিন্তু বেদের পরিচয় কেবল এতটুকুই নয়। যে গ্রন্থ সবথেকে পুরোনো হবে, সেটাই যে সবথেকে প্রামাণিক হবে, এটাও অনিবার্য নয়। বেদের বিষয়ে সংসারের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কিছু মহানুভাব বেদকে কেবল হিন্দুদের গ্রন্থ মনে করে। একইসাথে তারা এই গ্রন্থকে হিন্দুদের পূর্বজ ঋষিদের দ্বারা ভিন্ন-ভিন্নকালে লেখা মানে। এই গ্রন্থের মধ্যে তারা অথর্ববেদকে সবথেকে নবীন বেদ মানে। এই মহানুভাব এমনও মানে যে বেদের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ আর অগ্নি আদি কল্পিত দেবতাদের স্তুতির বাহুল্য আছে। বেদের মধ্যে কিছু রাজা, ঋষি-মহর্ষির ইতিহাস আছে আর অথর্ববেদের মধ্যে জাদু-টোনা, ভূত-প্রেত, শকুন-অপশকুনের বর্ণনা আছে। বেদের মধ্যেও ভিন্ন-ভিন্ন দেশ, নদী আর পর্বতের বর্ণনা আছে আর এইসব নদী, পর्वত বা ব্যক্তি প্রাচীন ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধিত। এইভাবে তাদের দৃষ্টিতে বেদ হল একটা অতি সাধারণ গ্রন্থ আর সেটা ভারতীয়, বিশেষ করে হিন্দুদের জন্য।

অন্যদিকে হিন্দু সমাজ বেদকে ঈশ্বরীয় গ্রন্থ মানে, কিন্তু অনেকত্র কিছু বিদ্বান একে বিভিন্ন ঋষিদের দ্বারা লেখা গ্রন্থ মানে। তাদের দৃষ্টিতে বেদের মধ্যে

Vaidic Physics Youtube Channel

নানা প্রকারের স্তুতি আছে আর এগুলোর ব্যবহার নানা প্রকারের কর্মকাণ্ডের জন্য করা হয়, এইজন্য এই বিদ্বানদের বেদমন্ত্রে নানা প্রকারের কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে দেখা যায় আর সেই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা স্বর্গ প্রাপ্তির অভিলাষা রাখে। কিছু ব্যক্তি এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে পশুবলি, এমনকি নরবলি এবং মাংস-মদের সেবন করাকেও বেদোক্ত মানে। এই ধরণের মান্যতাই সংসারের মধ্যে বাম-মার্গকে উৎপন্ন করে, যেখানে পঞ্চ মকারকেই (মাংস, মদ, মৈথুন, মুদ্রা, মৎস) পূজা মানা হতো।

যখন কিছু বিজ্ঞ জন বেদের এমন বীভৎস রূপ দেখে আর এমন বেদকে অপৌরুষেয় মানতে দেখে, তখন তারা বলে যে বেদ ভাণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচরদের লেখা গ্রন্থ। এই কারণে তারা না কেবল বৈদিক কর্মকাণ্ডের আলোচনা করে, বরং ঈশ্বর, আত্মা, জন্ম আর কর্মফল আদি মান্যতাকেও পুরোপুরি অস্বীকার করে দেয় আর বলে –

য়াবজ্জীবেত্ সুখম্ জীবেত্ ঋণম্ কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেত্।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনম্ কুতঃ।।

(সত্যার্থপ্রকাশ্য দ্বাদশ সমুল্লাস থেকে উদ্ধৃত)

এইভাবে বামমার্গীরা বেদকে মানতো, কিন্তু বেদজ্ঞান হতে শূন্য হওয়ার কারণে সংসারে অনেক প্রকার পাপ ছড়িয়ে দেয়। অপরদিকে অনীশ্বরবাদী এবং বেদবিরোধী নাস্তিক মত চার্বাক নাম তো প্রসিদ্ধ ছিলই। এইভাবে এই মানব সমাজ দুটো বর্গে বিভাজিত হয়ে যায়। একটা বর্গ শিখা, সূত্র ও শাস্ত্রধারী হয়ে ভয়ঙ্কর পাপ করছিল, যজ্ঞের মধ্যে মাংস-মদিরা আর চর্বির দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল, অন্যদিকে চার্বাক মত মানুষকে স্বেচ্ছাচারী বিষয়ভোগী বানাচ্ছিল। সেই পরিস্থিতিতে কোনো পবিত্রাত্মা, যিনি বেদের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে জানেন না,

Vedic Physics Youtube Channel

তার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। এই কারণে মহাত্মা বুদ্ধ আর মহাবীর স্বামীর মতো মহাপুরুষ একদিকে তো বেদকে দূরে সরিয়ে দেন অথবা বেদের প্রতি উদাসীন হন, তো অন্যদিকে নাস্তিক চার্বাক মতকেও অস্বীকার করে দেন। তাঁরা দুইজনই অহিংসা আর সত্যকে আধার বানিয়ে নবীন মার্গে গমণ করেন।

ঋষি দয়ানন্দের অনুসারে প্রতিমাপূজনের প্রথা তাঁদের অনুগামীদের থেকে শুরু হয়েছিল। এমন শোনা যায় যে তাঁদের দিবঙ্গত হওয়ার পশ্চাৎ তাঁদের অনুগামীরা বেদকে হিংসার পোষক গ্রন্থ বলে আর বৈদিক সাহিত্যকে জ্বালানো শুরু করে দেয়, একথা কতদূর সত্য, তা আমি জানি না। এইভাবে বেদ বিজ্ঞানের অস্ত হওয়ার পশ্চাৎ ছড়িয়ে যাওয়া অজ্ঞানের অন্ধকারে চারটা মত পৃথক-পৃথক ভাবে অগ্রসর হতে থাকে। বৈদিক বিদ্যা তো প্রায় সমাপ্তই হয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যও বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে দক্ষিণ ভারতে আদি শঙ্করাচার্যের মতো মহাপুরুষের জন্ম হয়। শোনা যায় যে তিনি আট বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন আর তিনি বেদ এবং ভারতবর্ষের অধোগতি দেখেন, তো তিনি ধর্ম স্থাপনার বিচার করেন। ঋষি দয়ানন্দ সত্যার্থপ্রকাশের ১১ সমুল্লাসে আদি শঙ্করাচার্যকে অনেক সম্মান সহিত বর্ণিত করেছেন। ঋষি দয়ানন্দ লিখেছেন – ‘এরপর ২২০০ বৎসর পূর্বে দ্রবিড় দেশোৎপন্ন ‘শঙ্করাচার্য’ নামক এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য দ্বারা সব শাস্ত্রের অধ্যয়ন করে ভাবতে লাগলেন, হায়! সত্য আস্তিক বেদমত বিলুপ্ত আর নাস্তিক জৈনমত প্রচলিত হওয়ায় বিশেষ অনিষ্ট হচ্ছে। যেকোনো প্রকারে হোক এই মতের অপসারণ আবশ্যক। শঙ্করাচার্য শাস্ত্রধ্যয়ন তো করে ছিলেন, তার পাশাপাশি তিনি জৈনগ্রন্থসমূহও অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর যুক্তিও ছিল প্রবল।’

Vaidic Physics Youtube Channel

এমন মহান বিদ্বান শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক একতার জন্য চার মঠের স্থাপনা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ৩২ বছরের অল্পায়ুতেই বিশ্বাসঘাত করে বিষ দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয় আর তিনি তাঁর বিচারকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাননি। তাঁর পশ্চাৎ তাঁর অনুগামীরা ব্রহ্মসূত্রের সহায়তা নিয়ে ব্রহ্মসূত্রেরই বিরুদ্ধ 'ব্রহ্ম সত্যম্ জগন্মিথ্যা'র মতো মিথ্যা এবং অবৈদিক ঘোষণা প্রারম্ভ করে দেয়। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে নারী আর শূদ্রের প্রতি হেয় ভাবের দুর্ভাগ্যপূর্ণ প্রকরণ আমরা দেখতে পাই আর সম্ভবতঃ এইসব প্রকরণকে দেখেই মনুস্মৃতি, রামায়ণ এবং মহাভারত আদি গ্রন্থের মধ্যে এইরূপ পাপপূর্ণ প্রক্ষেপ করা হয়েছে। হতে পারে এর আগে থেকেই শাস্ত্রের মিথ্যা অর্থ আর প্রক্ষেপের দুর্ভাগ্যপূর্ণ পরম্পরা প্রারম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

আমার নিজের মত হল, বাল্যাবস্থাতেই যে যুবক বৈরাগ্যবান্ হয়েছে, সারা ভারতবর্ষে যে নিজের বিদ্বতার ডঙ্কা বাজিয়েছে, যাঁর মনে বৈদিক সনাতন ধর্ম এবং ভারত দেশকে বাঁচানোর প্রবল উৎকণ্ঠা আছে, সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে যে একাই বিজয় যাত্রার জন্য পা বাড়িয়েছে, এমন তেজস্বী, অপ্রতিম আত্মবলসম্পন্ন আর প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ পূর্ণ য়োগীই হতে পারে। যেকোনো য়োগীর জন্য এমন সম্ভব বলে মনে হয় না যে তিনি মানব মাত্রের মধ্যে ভেদভাব করবেন। য়োগীর প্রারম্ভই হয় অহিংসা থেকে আর অস্পৃশ্যতা তো এক প্রকারের হিংসাই হয়, য়োগ সর্বদা যার বিরোধ করে, এইজন্য এমনই মনে হয় যে কিছু ব্যক্তি নিজের পাপকে প্রমাণিত সিদ্ধ করার জন্য শঙ্করাচার্যের গ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষেপ করেছে। যদি দুর্জনতোষ ন্যায় দ্বারা এটা তাঁর নিজস্ব মত মানা হয়, তাহলেও বেদবিরুদ্ধ হওয়ার কারণে এটা কাউকে স্বীকার করা উচিত নয়।

এইভাবে এরপর ভারতবর্ষের মধ্যে পাঁচটা মুখ্য ধারা প্রচলিত হয় –

Vaidic Physics Youtube Channel

বামমার্গ, চার্বাক, বৌদ্ধমত, জৈনমত আর তথাকথিত অদ্বৈতবাদ। বৌদ্ধমত ভারতীয়কে অহিংসার নামে ভীতু করে দিয়েছিল, তো অন্যদিকে অদ্বৈত মত 'অহম্ ব্রহ্মাऽস্মি' এবং 'ব্রহ্ম সত্যম্ জগন্মিথ্যা'র মতো ভ্রামক কথন করে-করে ভারতীয়দের পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় হিত থেকে বিরক্ত করে দেয়। বামমার্গ আর চার্বাক তো ছিলই অধর্মের দুটো নাম। এমন পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ বেদবিদ্যা থেকে নিরন্তর দূর থেকে দূরতর হয়ে যাচ্ছিল। অনেক আচার্য নিজ-নিজ মতের প্রবর্তন করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কোনো মতের মধ্যেই বেদবিদ্যার যথার্থ প্রকাশ না হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয়তা এবং সামাজিক অবধারণাই সমাপ্ত হয়ে যায়। কোনো আচার্যই রাষ্ট্র আর সমাজের প্রতি কর্তব্যকে বলার ছিল না। অধিকাংশ জনসংখ্যার জন্য বেদের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় আর যারা পঠন-পাঠন করছিল, তারাও বেদপাঠ আর কর্মকাণ্ড পর্যন্তই সীমিত হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, এটুকু অবশ্যই ছিল যে বেদার্থ হতে সর্বথা শূন্য বেদপাঠিরা বেদকে সস্বর কণ্ঠস্থ করে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে তাকে বাঁচিয়ে রাখে আর এই কারণে তারমধ্যে প্রায় কোনো প্রক্ষেপ হয়নি। বীভৎস কর্মকাণ্ডিগণও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এবং শ্রৌত্র সূত্র আদি গ্রন্থকে বাঁচিয়ে রাখেন। এই কারণে সংসার এই ব্রাহ্মণদের অবশ্যই ঋণী থাকবে।

এমন পরিস্থিতিতে মৃতপ্রায় ভারত বিদেশী আক্রমণকারীদের আক্রমণে আহত হতে থাকে। এইভাবে এই ভারত দেশ ধার্মিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সবদিক থেকে ছিন্ন-ভিন্ন আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। অনেক মত-পন্থ জন্ম নিচ্ছিল, দেশ বিদেশিদের কাছে পদাক্রান্ত হচ্ছিল। এমন কোনো রাজা-মহারাজা বা ধর্মাচার্য দেখা যাচ্ছিল না, যিনি এই সম্পূর্ণ পরিস্থিতির মূল্যাঙ্কন করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেশ আর বিশ্বকে উচিত দিশা দিতে পারেন। এই

Vaidic Physics Youtube Channel

দেশে অনেক মহাপুরুষও জন্মে ছিলেন, যাঁদের মধ্যে আচার্য চাণক্য, সন্ত কবীর, গুরু নানকদেব, সন্ত রবিদাস, গোস্বামী তুলসীদাস, মীরা বাই, সন্ত জ্ঞানেশ্বর আদি প্রমুখ। এখানে আমি বীরক্ষত্রিয়দের চর্চা করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি না, কারণ ধর্মাচার্য আর দার্শনিকগণই দেশকে দিশা দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এইসব মহাপুরুষদের মধ্যে কেউই বেদবিদ্যার বিশেষ জ্ঞাতা ছিলেন না, তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজের সামর্থ্য আর পরিস্থিতি অনুসারে নিষ্কাম পুরুষার্থ করেন।

এমন বিষম পরিস্থিতিতে গুজরাটের টাঙ্কারা নামক গ্রামে এক মহাপুরুষ জন্ম নেন আর সেই মহাপুরুষ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নামে বিশ্ববিখ্যাত হন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি মহান প্রজ্ঞাবান্ স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতীর মতো গুরুকে পান। দণ্ডী স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতী নেত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও নিজের মহতী প্রজ্ঞা এবং য়োগারূঢ় আত্মার বলে ভারতবর্ষের অধোগতিকে সূক্ষ্মতা সহিত দেখতে পান, সেই সময় সেই দৃশ্য দেখতে ভারতবর্ষের কোনো আচার্য কিংবা রাজা-মহারাজা সক্ষম ছিলেন না। এমন মহান গুরু স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের বানিয়ে দেন। স্বামী দয়ানন্দ তাঁর গুরুর ভাবনার অনুরূপ, যেটা প্রাচীন আর্ষ পরম্পরার অনুসারেই ছিল, সেই শাস্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে দেশ আর সমাজ উদ্ধারের সংকল্প নেন। তিনি এক সুদক্ষ বৈদ্যের মতো এটা যথাযথ ভাবে জানতে পারেন যে প্রাচীন আর্যাবর্ত (ভারত) দেশেরও উৎকৃষ্ট রূপ ছিল, বেদবিদ্যার প্রকাশই ছিল তার কারণ আর ভারতের যে বিনাশ হয়েছে, সেটা বেদবিদ্যার পতনের কারণেই হয়েছে।

যদিও তিনি সত্যার্থপ্রকাশ আদি গ্রন্থের মধ্যে বিবিধ ক্ষেত্রের মধ্যে দেশ আর বিশ্বকে একটা নতুন দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেন আর দেশকে স্বতন্ত্র করার আহ্বান তিনিই প্রথম করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সবথেকে প্রমুখ কাজ ছিল – বিভিন্ন

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রকারের কর্মকাণ্ডের শিকলে জড়িয়ে থাকা বেদের যথার্থ স্বরূপকে সংসারের সম্মুখে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা। তিনি বেদকে সনাতন আর্ষ পরম্পরার অনুকূল দেখার চেষ্টা করেন আর তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে যেদিন তাঁর বেদভাষ্য পূর্ণ হবে, সেইদিন ভূমণ্ডলে সূর্যের মতো প্রকাশ হবে, যাকে নষ্ট কিংবা ঢেকে ফেলার সামর্থ্য কারও হবে না। তাঁর দৃষ্টি আর্ষ ছিল, মহান য়োগবল ছিল আর তাঁর হৃদয়ে বৈদিক ধর্ম ধ্বংস হওয়ার প্রবল সন্তাপ ছিল। শরীরে অদ্ভুত বল আর মস্তিষ্ক প্রবল প্রতিভাসম্পন্ন ছিল। এইজন্য তিনি আর্যাবর্ত দেশ আর সনাতন বৈদিক ধর্মের দুরবস্থার মূলকারণকে জানতে পেরে ছিলেন। এমন ব্যক্তি হাজার-হাজার বছর পশ্চাৎ তিনি প্রথম মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি অনুভব করেন যে যখন থেকে ভারতবর্ষ অথবা বিশ্বের মধ্যে বেদের যথার্থ স্বরূপ লুপ্ত হয়েছে, তখন থেকেই এই পতন শুরু হয়েছে।

এই কারণে তিনি পরম্পরাগত শৈলী থেকে আলাদা হয়ে বেদভাষ্য করা শুরু করেন। তিনি ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকার মধ্যেই বেদের যথার্থ বিজ্ঞানের এক অতি সংক্ষিপ্ত ঝলক প্রস্তুত করেন। ঋগ্বেদের প্রারম্ভিক মন্ত্রের কিছু বিস্তারভাবে দুই-দুই প্রকারের ভাষ্য করেন আর ক্রমে-ক্রমে তাঁর ভাষ্য সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হতে থাকে আর ঋগ্বেদ ভাষ্যের পশ্চাৎ তিনি য়জুর্বেদ ভাষ্যও সংক্ষিপ্ত রূপেই করেন। আর্য বিদ্বান আচার্য বিশ্বশ্রবা ব্যাসের অনুসারে 'ঋষি দয়ানন্দ বলতেন যে চারটা বেদের ভাষ্য করতে তাঁকে চারশ বছরের আয়ু লাগবে', কিন্তু তিনি বেদভাষ্য করার জন্য মাত্র ৭-৮ বছর পেয়েছিলেন, তারমধ্যেও তিনি একটা স্থানে নিশ্চিন্তভাবে বসে ভাষ্য করতে পারেন নি।

বর্তমানে ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৬১তম সূক্তের দুটো মন্ত্র পর্যন্তই তাঁর করা ভাষ্য আমরা পাই, কিন্তু তাঁর য়জুর্বেদ ভাষ্যের শুরুতে যে লেখা আছে,

Vaidic Physics Youtube Channel

তাতে স্পষ্ট হয় যে তিনি ঋগ্বেদের ভাষ্য পূর্ণ করেছিলেন, কিন্তু কারও প্রমাদবশ ঋগ্বেদের শেষ ভাষ্যের পাণ্ডুলিপি সম্ভবতঃ কোথাও হারিয়ে গেছে। কেউ তার সন্ধান করার চেষ্টা করেছে কিনা, তা আমার জানা নেই। তাঁর উপলব্ধ ভাষ্যও সাংকেতিক মাত্রই আছে, কারণ কোথাও-কোথাও তো তিনি অনেক পদের ভাষ্য না করেই ছেড়ে দিয়েছেন। ভাষ্যের হিন্দি অনুবাদও তাঁর নয়, বরং তাঁর লেখন কাজ করা পণ্ডিতদের। তারা হিন্দি - অনুবাদে অনেকত্র ঋষি দয়ানন্দের মন্তব্যের বিপরীত অনুবাদ করেছে, যা কোথাও-কোথাও হাস্যাস্পদ হয়ে গেছে। সাধারণজন হিন্দি অনুবাদই পড়ে, এই কারণে বেদের স্বাধ্যায় করেও আর্যজন বিশেষ কিছু লাভ নিতে পারেনি। ঋষি দয়ানন্দের সংস্কৃত ভাষ্যও বিস্তৃত ব্যাখ্যার আবশ্যকতা রাখে।

সম্ভবতঃ ঋষির এমন অনুভব হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর জীবন অধিক দিন যাবে না আর তাঁর কাছে কাজের অধিকতাও ছিল। এইজন্য তিনি সাংকেতিক ভাষ্যই করতে পেরে ছিলেন। যে সকল আর্যজন হঠপূর্বক এই ভাষ্যকে পূর্ণ মানে, তারা আজ পর্যন্ত সেখানে থেকে কিছু প্রকাশ না স্বয়ং আর না নিজের পরিবারে করতে পেরেছে, অথচ তাদের এই প্রকাশ সারা ভূমণ্ডলে করার ছিল। কেউই এই বিচার করার জন্য উদ্যত নয় যে আমরা কেন বেদভাষ্য থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য কুশিক্ষা আর কুসভ্যতার দাস হয়েগেছি? কেন আমরা নিজের পরিবারের মধ্যে বেদের শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত করতে পারিনি? আমাদের আত্মনিরীক্ষণ করা উচিত যে উপলব্ধ বেদভাষ্য পড়ে এমন নিশ্চয় হয় কি যে বেদভাষ্যের মধ্যে যা কিছু আছে, মানুষ তা লিখতে পারবে না? আমাদের কি এমন মনে হয় যে বেদের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের চর্চা করা হয়েছে আর সেই চর্চাও এমন গম্ভীর যে তাকে বর্তমান বিজ্ঞান পূর্ণরূপে কখনও জানতে পারবে না? আমাদের

Vaidic Physics Youtube Channel

কি এমন মনে হয় না যে বেদভাষ্য সাংকেতিক আছে আর তাকে আধার করে আমরা সংসারে বেদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো না?

এইসব লেখার মানে এই নয় যে আমি ঋষি দয়ানন্দের অবমাননা করছি, বরং আমার উদ্দেশ্য হল ঋষি দয়ানন্দের সময়ের পরিস্থিতি আর তাঁর বিবশতাকেও অনুভব করার চেষ্টা করা হোক। কেউ যতই প্রতিভাশালী ব্যক্তি হোক না কেন, সে ঋষি দয়ানন্দের সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এত বড় কাজ করতে পারবে না, এটাই তাঁর গৌরব। ঋষি দয়ানন্দের পশ্চাৎ তাঁর থেকে প্রেরিত পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থী বেদাদি শাস্ত্রকে কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেন। তাঁর লেখা ইউরোপীয় বৈদিক বিদ্বানদের মধ্যে ধূম মেছে যায়, কিন্তু ইউরোপের পদার্থ বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ দিতে অথবা নতুন দিশা দেওয়ার কাজ তিনি করতে পারেননি। আর্যসমাজ আর ডি.এ.বি. কলেজের প্রচার করতে অতি ব্যস্ত থাকার কারণে আর অল্প বয়সে সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে তিনি বিশেষ প্রতিভার ধনী হওয়া সত্ত্বেও বেদের উপর কাজ করতে পারেন নি।

ঋষি হতে প্রেরিত অন্য মহানুভাব মহাত্মা মুন্সীরাম (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ), লেখরাম, পণ্ডিত কৃপারাম (স্বামী দর্শনানন্দ), প্রফেসর শ্যামকৃষ্ণ বর্মা, লালা লাজপতরায় এবং মহাত্মা হংসরাজ প্রমুখ হন, যাঁরা রাষ্ট্র ও সমাজকে জাগাতে আর স্বাধীনতা আন্দোলনকে দাঁড় করাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের পশ্চাৎও অনেক বিদ্বান আর দেশভক্ত আর্যসমাজের মধ্যে হয়, যারা নিজের সারাজীবন দেশ আর সমাজের জন্য আহুতি করে দেন, কিন্তু বেদের যথার্থ স্বরূপকে জানতে ইচ্ছুক এমন কোনো বিদ্বান হননি, যিনি বেদের অপৌরুষেয়তা এবং সর্ববিজ্ঞানময়তাকে সিদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। এই কারণে আমাদের গুরুকুল বিদেশী শিক্ষার ঝড়কে থামাতে সক্ষম তো হয়নি, বরং গুরুকুল স্বয়ং

Vaidic Physics Youtube Channel

ম্যাকালের শিক্ষার প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে। যদি আমরা আধুনিক শিক্ষার কোনো বিকল্প প্রস্তুত করতে পেতাম, বৈদিক বিজ্ঞান আর প্রৌদ্যোগিকীর কিছু বিকাশ করতে পেতাম আর সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজ আর্য সমাজের বিদ্বানদের পাশে দাঁড়াতো, তাহলে আজ দেশের মধ্যে নিজেদের স্বদেশী শিক্ষা আর চিকিৎসার সাম্রাজ্য হতো।

আমি প্রায় ৩০ বছর পূর্বেই এটা অনুভব করা শুরু করে ছিলাম যে আমরা আর্যসমাজের প্রথম আর তৃতীয় নিয়মের উপর যতই ভাষণ-প্রবচন করি না কেন, তবে বৈজ্ঞানিক জগতে একে সিদ্ধ করা অতি দুষ্কর। তাই আমি বেদের উপর এমন দৃষ্টিতে বিচার করার ব্রত নিয়েছি যাতে বেদ ঈশ্বরীয়ও হয় আর তার সঙ্গে সর্ববিজ্ঞানময়ও হয়। আর্য বিদ্বানদের মধ্যে এমন কাউকে দেখিনি, যিনি এই দিশাতে মার্গদর্শন বা পরামর্শ দিতে পারেন। এই কারণে আমি স্বয়ংই আর্ষ গ্রন্থ পড়ার সিদ্ধান্ত নিই। এই ক্রমে পড়তে-পড়তে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বারি আসে। সর্বপ্রথম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সায়ণ ভাষ্য তথা ডাক্তার সুধাকর মালবীয় দ্বারা করা হিন্দি অনুবাদ দেখি। একই সঙ্গে আর্য বিদ্বান আচার্য বীরেন্দ্র শাস্ত্রীর হিন্দি অনুবাদ এবং পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় দ্বারা করা শতপথ ব্রাহ্মণের হিন্দি অনুবাদ দেখি। এইসব দেখে খুব ভয় হয় যে যদি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এমন হয়, তাহলে বেদকে অপৌরুষেয় আর সর্ববিজ্ঞানময় বলা নিতান্ত মূর্খতার কথা হবে। এরদ্বারা আর্য সমাজের মূল বিচারধারার ভবনই ভেঙে পড়বে।

ঋষি দয়ানন্দের কথনের উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল আর সকল প্রাচীন ঋষিদের উপরেও অটুট শ্রদ্ধা ছিল। এর দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে আসি যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কোনো ভাষ্য বা অনুবাদই ঠিক নয়। আর তাই স্বয়ং এর ভাষ্য করা উচিত। এই ক্রমেই আমি ‘বেদবিজ্ঞান–আলোকঃ’ নামে ঐতরেয়

Vaidic Physics Youtube Channel

ব্রাহ্মণের বৈজ্ঞানিক ভাষ্য করি। এরমধ্যে প্রায় ১২৫ টা গ্রন্থকে উদ্ধৃত করেছি। যার দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে যে আমার করা ভাষ্য ঋষিদের বিচারের অনুরূপই হয়েছে। কোথাও কোনো কথা কল্পনা করে লেখা হয়নি। এইরূপ স্থিতি এই গ্রন্থের মধ্যেও আছে। বেদ মন্ত্রকে রশ্মির রূপে মানতে তথা বেদের ঋষিদেরও রশ্মিরূপে অন্তরীক্ষে বিদ্যমান হওয়ার সংকেত পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত রিসার্চ স্কোলারের নিরুক্ত-ভাষ্য থেকে প্রাপ্ত হয়। একইসঙ্গে ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকার বেদনিত্যত্ব বিষয় নামক অধ্যায়ে উল্লিখিত এই বচন থেকেও হয় – 'কিন্তু আকাশে শব্দের প্রাপ্তি হওয়াতে শব্দ তো অখণ্ড একরস সর্বত্র ভরে আছে। আকাশের ন্যায় শব্দ নিত্য হয়। বৈদিক শব্দ সর্ব প্রকারে নিত্যই হয়।' এছাড়াও অনেক ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, উপনিষদ এবং আরণ্যক তথা বেদের কিছু শাখার বচন থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে সম্পূর্ণ সৃষ্টি বৈদিক ছন্দ রশ্মি দিয়ে তৈরি আর সেগুলোর দ্বারাই সঞ্চালিত হচ্ছে। এই সবেরও মূল সঞ্চালক হল পরব্রহ্ম পরমাত্মা।

এইভাবে আমি সৃষ্টিকে জানার জন্য বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করি, যা বাস্তবে আমার সিদ্ধান্ত নয়, বরং প্রাচীন ঋষি আর বেদের সিদ্ধান্ত, যাকে আমরা হাজার-হাজার বছর ধরে ভুলে গিয়েছিলাম। এই সিদ্ধান্তের আধারেই সম্পূর্ণ সৃষ্টির এমন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা বর্তমান বিজ্ঞানের যেকোনো সিদ্ধান্তের থেকে অধিক সূক্ষ্ম, গম্ভীর আর ব্যাপক হবে। বৈদিক রশ্মি বিজ্ঞানের দ্বারাই বেদকে অপৌরুষেয় এবং সর্ববিজ্ঞানময় সিদ্ধ করা যেতে পারে, এছাড়া অন্য কোনো মার্গ নেই। এই সিদ্ধান্তের দ্বারাই প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণা করতে যেকোনো ঘটনার সম্ভব বা অসম্ভব হওয়ার সন্ধানও করা যেতে পারে। এর আধারে বেদাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে সেগুলো পূর্ণ নির্দোষ আর সর্বহিতকারী

Vaidic Physics Youtube Channel

রূপে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এইভাবে এই বিজ্ঞানের বিকাশ করে সুদূর ভবিষ্যতে এমনও বৈদিক শিক্ষা প্রণালীর বিকাশ করা যেতে পারে, যা আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ আর হিতকারী হবে, কিন্তু এইসব করতে হলে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদের আবশ্যকতা হবে।

এর জন্য সেই সব মহানুভাবকে গম্ভীরতা পূর্বক বিচার করা উচিত, যারা বেদকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। যাদের মধ্যে ভারতবর্ষকে বৌদ্ধিক দাসত্ব থেকে মুক্তি করার প্রচণ্ড ইচ্ছা আছে আর যাদের মধ্যে ঋষি-মুনি আর দেব তথা অন্য প্রাচীন মহাপুরুষদের প্রতি গভীর সম্মানের ভাব বিদ্যমান আছে। আজ আসুরী কুশিক্ষা ও কুসংস্কারকে প্রচারিত আর প্রসারিত করার জন্য বিশ্বের সব সংস্থান উঠে পরে লেগে আছে, অথচ বেদ আর দেবতাদের কথা বলে এমন মহানুভাবের কাছে না কোনো পরিকল্পনা আছে আর না আছে কোনো দিশা। পৌরাণিক তথাকথিত সনাতনী মহানুভাব মন্দিরের উপর ধন ব্যয় করা আর নানা কর্মকাণ্ড করা-করানোর মধ্যেই ব্যস্ত আছে আর আর্যসমাজী যজ্ঞ, কথিত য়োগ, প্রবচন আদি মাত্র করেই স্বয়ংকে বেদভক্ত মেনে বসে আছে। বস্তুতঃ বেদ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আশা করি সকল দেশভক্ত বৈদিক সনাতন ধর্মপ্রেমী সজ্জন এর উপর অবশ্যই বিচার করবেন।

প্রশ্ন – আপনার এই কথন যে সৃষ্টির শুরুতে অগ্নি আদি চারজন ঋষি বেদজ্ঞান প্রাপ্ত করেন, এটা উচিত নয়। কারণ ভারতীয় পরম্পরা মহর্ষি ব্রহ্মাকে সর্বপ্রথম বেদের জ্ঞান প্রাপ্তকারী মানে।

উত্তর – এখানে আমি সর্বপ্রথম তো এটা বলতে চাইবো যে এটা আমার মত নয় বরং এটা হল সংসারের সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রথম রাজর্ষি ভগবান্ মনুর মত, যাঁর বিষয়ে প্রাচীন ঋষিদের কথন আছে – 'য়দ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদত্ তদ্ ভেষজম্'

Vaidic Physics Youtube Channel

(তৈত্তেরীয় সংহিতা ২.২.১০.৩) অর্থাৎ মনু মহারাজের কথন ওষুধের সমান হিতকারী হয়। এই কারণে ভারতীয় কোনো পরম্পরা তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া সম্ভব নয়। এখন আমি অন্য আর্ষ গ্রন্থকেও উদ্ধৃত করবো –

‘ততো ব্রহ্মৈব প্রথমমসৃজ্যত (প্রজাপতিঃ) ত্রয়্যেব বিদ্যা
তস্মাদাহুর্ব্রহ্মাস্য সর্বস্য প্রথমজামিতি’ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.১.১.১০)

এই কথন থেকে এই সংকেত পাওয়া যায় যে পরমাত্মা মহর্ষি ব্রহ্মাকে ত্রয়ী বিদ্যা অর্থাৎ চতুর্বেদের (শৈলী অনুসারে তিন) জ্ঞান দেন। এই কথন হল মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্যের। যদিও মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্যের তুলনায় ভগবান্ মনুর স্থান অত্যন্ত উচ্চ, তবুও মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্যও আপ্ত পুরুষ ছিলেন তাই তাঁর কথনও মিথ্যা হতে পারে না। তাহলে আমাদের কোনো একটা পক্ষকে দেখা উচিত নয়, বরং উভয়ের সামঞ্জস্য নির্ধারিত করা উচিত। এর জন্য ভগবান্ মনু প্রোক্ত শ্লোক ‘অগ্নিবায়ুরবিভ্যঃ’ এরমধ্যে পঞ্চমী বিভক্তি মানতে হবে। এইভাবে শতপথের উপরোক্ত বচনের প্রকাশে মনু প্রোক্ত শ্লোকের অর্থ এই দাঁড়াবে –

মহর্ষি ব্রহ্মা যজ্ঞ অর্থাৎ লোককল্যাণার্থ অগ্নি, বায়ু আদি ঋষিদের থেকে ঋক্, য়জুঃ এবং সাম লক্ষণ যুক্ত বেদ প্রাপ্ত করেন। এর মানে হল পরমাত্মা এই সৃষ্টিতে সব জীবের কল্যাণের জন্য অগ্নি, বায়ু আদি ঋষিদের মাধ্যমে মহর্ষি ব্রহ্মাকে সম্পূর্ণ বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত করিয়ে দেন। এইভাবে মহর্ষি ব্রহ্মাই এই পৃথিবীর প্রথম পুরুষ ছিলেন, যিনি সম্পূর্ণ ত্রয়ীবিদ্যার জ্ঞান প্রাপ্ত করেন। অগ্নি, বায়ু আদি ঋষিগণ এক-একটা বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিলেন। এইভাবে এক-একটা বেদ প্রাপ্তকারী অগ্নি, বায়ু আদি চার ঋষি ছিলেন, কিন্তু চার বেদের জ্ঞান প্রাপ্তকারী মহর্ষি ব্রহ্মাই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। তাই ভগবান্ মনু এবং মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্য উভয়ের কথনই সত্য।

Vedic Physics Youtube Channel

প্রশ্ন – আপনি বার-বার বেদমন্ত্রকে রশ্মি নাম দিয়েছেন, কখনও কোনো ঋষি তো এমন বলেনি। এটা আপনার মনের মিথ্যা কল্পনা নয় কি? যখন আপনি এই রশ্মিজাল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বেদের চিন্তন করবেন, তখন আপনি বেদের অর্থ বুঝবেন।

উত্তর – এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে বেদ আসলে কি? বেদ হচ্ছে ছন্দরূপ, এই বিষয়ে কোনো প্রকারের তর্ক-বিতর্ক করার আবশ্যকতা নেই। ছন্দের বিষয়ে মহর্ষি য়াস্ক বলেছেন – ছন্দাম্সি চ্ছাদনাত্ (নিরুক্ত ৭.১২)। এই বিষয়ে দৈবত ব্রাহ্মণে (৩.১৯) বলা হয়েছে – 'ছন্দাম্সি ছন্দয়ন্তীতি বা'। এখানে প্রশ্ন দাঁড়াবে যে এই ছন্দ কোন পদার্থের নাম, যেটা অন্য কোনো পদার্থকে আচ্ছাদিত করে। আচ্ছাদন শব্দ এটাই বলে যে ছন্দ হচ্ছে কোনো দ্রব্য, যা অন্য কোনো দ্রব্যকে আচ্ছাদিত করে। 'ছন্দঃ' পদের অনেক অর্থ ঋষি দয়ানন্দ তাঁর বেদভাষ্যে করেছেন –

প্রকাশকর্ম (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৫.৪)
ঊর্জনম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৫.৪)
বলকারী (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৪.১৮)
প্রকাশ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৪.১৮)

এইসব অর্থ দ্বারা এটাই সিদ্ধ হয় যে ছন্দ হচ্ছে কোনো দ্রব্য। এর অর্থ এই হল যে বেদ মন্ত্র দ্রব্যরূপ হয়। অন্যদিকে আরও এক ঋষির কথন হল – 'প্রাণাঃ বৈ ছন্দাম্সি' (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ৭.৯.১৭.২)। এর অর্থ হল ছন্দ প্রাণ রূপ হয় অর্থাৎ বেদমন্ত্র হল প্রাণরূপ। প্রাণ নিরন্তর কম্পনকারী পদার্থ হয়। এর জন্য মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্য বলেছেন – 'অধ্রুবম্ বৈ তদ্যত্প্রাণঃ' (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.২.৬.১৯)। অপরদিকে মহর্ষি ব্যাস বলেছেন – 'প্রাণঃ কম্পনাত্' (ব্রহ্মসূত্র

Vaidic Physics Youtube Channel

১.৩.৩৯)। এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে বেদমন্ত্র রূপী পদার্থ এই সৃষ্টিতে সর্বদা কম্পন করতে থাকে। রশ্মিও সর্বদা কম্পন করতে থাকে, এইজন্য মহর্ষি তিত্তির বলেছেন – 'প্রাণা রশ্ময়ঃ' (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.২.৫.২)। আপনি প্রশ্ন করে ছিলেন যে রশ্মি শব্দের ব্যবহার কেউ করেনি, এটা আপনার স্বাধ্যায়ের ন্যুনতাকেই দর্শায়।

রশ্মি শব্দের ব্যবহার অন্যত্র অনেক স্থানে পাওয়া যায়। উদাহরণার্থ –

মাসা রশ্ময়ঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১৩৭)

রশ্ময়ঃ ঋতবঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.৮.৮, কপিষ্ঠল সংহিতা ৪৩.১)

রশ্ময়ো মরুতঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১৩৭)

এর উপর আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে রশ্মি তো মরুত্ হয়, কিন্তু ছন্দকে কোথায় রশ্মি বলা হয়েছে? যদিও প্রাণকে রশ্মি বলা আর ছন্দকে প্রাণ বললে স্বতঃই ছন্দ রশ্মিরূপ সিদ্ধ হয়ে যায়, তবুও আপনার সন্তোষের জন্য আমি আরও একটা প্রমাণ প্রস্তুত করছি – 'এষ য়ানি ক্ষুদ্রাণি ছন্দাম্সি তানি মরুতাম্' (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৭.১.৩) অর্থাৎ যেসব ন্যুন অক্ষরকারী ছন্দ আছে, সেগুলোই মরুতের রূপ হয়। অথর্ববেদের (১৯.৫৩.১) মধ্যে কালকে সপ্তরশ্মি বলা হয়েছে। এখানে সপ্তরশ্মির অর্থ সাত প্রকারের প্রাণ হবে। সম্পূর্ণ সৃষ্টি এই সব বৈদিক রশ্মি দিয়েই তৈরি হয়েছে, এইজন্য ঋষিগণ বলেছেন –

এতে বৈ বিশ্বেদেবা রশ্ময়ঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৩.১.৭)

অন্নম্ রশ্মিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৫.৩.৩)

এতে বৈ রশ্ময়ো বিশ্বেদেবাঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৪.৪.৬)

এই সব প্রমাণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সম্পূর্ণ সৃষ্টিই হল রশ্মিরূপ অর্থাৎ রশ্মি দিয়ে মিশ্রিত হয়েই তৈরী হয়েছে। এই সৃষ্টিতে এক বিশেষ প্রকারের

Vaidic Physics Youtube Channel

বিভাগের দৃষ্টিতে সব পদার্থ অন্ন এবং প্রাণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে আর উভয় প্রকারের পদার্থ রশ্মিরূপই হবে। অন্যদিকে য়জুর্বেদে সব পদার্থকে ছন্দরূপ বলা হয়েছে –

পৃথিবীছন্দোऽন্তরিক্ষম্ ছন্দো দ্যৌশ্ছন্দঃ সমাস্ছন্দো নক্ষত্রাণি ছন্দো মনশ্ছন্দঃ কৃষিছন্দো হরিণ্যম্ ছন্দো গৌশ্ছন্দোऽজা চ্ছন্দোऽশ্বছন্দঃ।।

(য়জুঃ ১৪.১৯)

শৈলীর দৃষ্টিতে বেদ (ছন্দ) তিন প্রকারের হয় –

১. ঋক্ – এর বিষয়ে বলা হয়েছে –

ঋগ্ভ্যো জাতাম্ সর্বশো মূর্তিমাহুঃ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১২.৯.১১)

ঋক্ বা অয়ম্ পৃথিবীলোকঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.৩৮০)

অর্থাৎ এই সৃষ্টির মধ্যে যেসব পদার্থ বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে ঋক্ ছন্দ রশ্মির প্রাধান্য আছে।

২. য়জুঃ – এর বিষয়ে বলা হয়েছে –

সর্বা গতির্য়াজুষী হৈব শশ্বত্ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১২.৯.১)

অন্তরিক্ষম্ বৈ য়জুষামায়তনম্ (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ২.২৪)

অন্তরিক্ষলোকো য়জুর্বেদঃ (ষড্বিংশ ব্রাহ্মণ ১.৫)

এইসব প্রমাণের অর্থ হল এই সৃষ্টির মধ্যে যেসব পদার্থ গতি করছে, সেগুলো য়জুঃ ছন্দ রশ্মি দিয়ে তৈরি আকাশের মধ্যেই গমন করছে। এই ছন্দ রশ্মির বিস্তারকেই আকাশ মহাভূত বলে।

৩. সাম – এর বিষয়ে বলা হয়েছে –

সর্বম্ তেজঃ সামরূপ্যম্ হ শশ্বত্ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১২.৯.২)

Vaidic Physics Youtube Channel

সাম বা অসৌ দ্যুলোকঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৪.৩.৫)

অর্চিঃ আদিত্যস্য সামানি (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.৫.১.৫)

এইসব প্রমাণ দ্বারা এটা সিদ্ধ হয় যে প্রকাশিত কিরণ এবং প্রকাশিত লোকের মধ্যে সাম নামক ছন্দ রশ্মির প্রাধান্য আছে।

বিস্তার ভয়ের কারণে আমি আর অধিক প্রমাণ দিচ্ছি না আর এইরূপ করাও আবশ্যক নয়। এইসব প্রমাণ থাকতে কোনো ব্যক্তিই এমন বলতে পারবে না যে বেদমন্ত্র দিয়ে সৃষ্টির নির্মাণ হয়নি আর বেদমন্ত্র রশ্মি রূপ নয়, এমনও কেউ বলতে পারবে না।

প্রশ্ন – বেদমন্ত্র ক্রিয়ারূপ নাকি দ্রব্যরূপ? আপনি ছন্দকে মনস্তত্ত্বের মধ্যে উৎপন্ন ঢেউয়ের সমান মানেন, এই মান্যতা দ্বারা তো বেদ ক্রিয়ারূপই হতে পারে, দ্রব্যরূপ নয় আর ক্রিয়ারূপ পদার্থ নিমিত্ত কারণ তো হতে পারে, কিন্তু উপাদান কারণ নয় অথচ আপনি উপরোক্ত প্রমাণের মাধ্যমে বেদকে উপাদান কারণ সিদ্ধ করেছেন, এটা কি আপনার বিচারের পরস্পর বিরোধ দেখাচ্ছে না?

উত্তর – আমার বিচারের মধ্যে এমন কোনো বিরোধ নেই, বরং আপনার মতিবিভ্রম আছে। জলের মধ্যে যেমন ঢেউ উৎপন্ন হয়, তেমনি মনের মধ্যে উৎপন্ন ঢেউকে ছন্দ রশ্মি বলে। যেমন জলের থেকে পৃথক অস্তিত্ব ঢেউয়ের হয় না, বরং ক্রিয়াশীল অর্থাৎ কম্পন করতে থাকা জলকেই ঢেউ বলে, তেমনি কম্পন করতে থাকা মনস্তত্ত্বকেই ছন্দ রশ্মি অর্থাৎ বেদমন্ত্র বলে। বিনা কম্পন অর্থাৎ ক্রিয়া না করে কোনো পদার্থই বিকার প্রাপ্ত হয়ে অন্য কোনো পদার্থকে উৎপন্ন করতে পারে না। এইজন্য মনস্তত্ত্ব মন্ত্রের রূপে কম্পিত না হয়ে সৃষ্টির রচনা করতে অর্থাৎ পদার্থান্তরে পরিবর্তিত হতে সক্ষম হবে না। এইভাবে যেকোনো মন্ত্র অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের মধ্যে উৎপন্ন হওয়া কম্পন যেকোনো পদার্থের

Vaidic Physics Youtube Channel

নিমিত্ত কারণ হবে আর কম্পন করা মনস্তত্ত্ব, যেটা বাক্ রূপ হয়, সেটাই হল এই সৃষ্টির উপাদান কারণ। এইজন্য ঋষিগণ বাক্ আর মনের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে লিখেছেন –

বাক্ চ বৈ মনশ্চ দেবানাম্ মিথুনম্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.২৩)
বাগিতি মনঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.৪.২২.১১)

এখন রশ্মির বিষয়ে মহর্ষি য়াস্কের কথন হল– রশ্মির্যমনাত্ (নিরুক্ত ২.১৫) অর্থাৎ রশ্মি হল সেই পদার্থ যেটা নিজের থেকে স্থূল পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রমাণ থেকে আপনি এমন বলতে পারেন যে এখানে তো রশ্মি দড়ির জন্য বলা হয়েছে, কারণ দড়ি দিয়ে ঘোড়া আদিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তাহলে এই বিষয়ে আমি এটাই বলবো যে শাস্ত্রের নির্বাচনের স্বরূপের বোধ আপনার নেই। বস্তুতঃ শাস্ত্রের নির্বাচন গণিতের সূত্রের মতো ব্যাপকতার সঙ্গে কাজ করে, প্রসঙ্গ থেকেই যার অর্থ জানা যেতে পারে। যদি আমরা প্রসঙ্গের ধ্যান না রাখি, তাহলে বেদের সব পদ রূঢ় হয়ে যাবে আর তখন সেগুলোর অনুবাদ হাস্যাস্পদই হবে, যৌগিক ব্যাখ্যা কখনও হবে না।

প্রশ্ন – আপনার 'বেদবিজ্ঞান আলোকঃ' আর 'বৈদিক রশ্মিবিজ্ঞানম্'কে বুঝতে পারা খুবই দুষ্কর। বেদ আর ঋষিদের বিচারকে এত কঠিন ভাবে প্রস্তুত করা কি উচিত? এর মাধ্যমে কত জন ব্যক্তি জুড়বে?

উত্তর – যেকোনো বিদ্যা যত সংক্ষেপে বলা হবে, সেটা ততটাই সাংকেতিক ও জটিল ভাষাতে হবে। যখন কোনো বিদ্যাকে অধিকাধিক সরল রূপ দেওয়া হবে, তখন তার গ্রন্থের আকার ততটাই অধিক বেড়ে যাবে। সৃষ্টির জ্ঞান অনন্ত, তাহলে সেই অনন্ত জ্ঞানকে সীমিত শব্দের মধ্যে আবদ্ধ করা খুবই দুষ্কর হবে। এর পশ্চাৎ বেদের ব্যাখ্যান গ্রন্থ ব্রাহ্মণগ্রন্থ বা নিরুক্তাদি শাস্ত্র বেদসংহিতার

Vaidic Physics Youtube Channel

তুলনায় সরল আর বিস্তৃত, কিন্তু সেগুলোও সেখানে বর্ণিত জ্ঞানের তুলনায় সংক্ষিপ্ত আর জটিল আছে। তার কারণ হল ঋষি ভগবন্ত কম শব্দের মধ্যে অধিকাধিক জ্ঞান দান করতেন, যাতে তাদের কণ্ঠস্থ করতে সহজ হয়। এই গ্রন্থ সেই সময়কার মানুষের জন্য তো কঠিন ছিল না, কিন্তু আর্ষ পরম্পরা সমাপ্ত হওয়ার হাজার-হাজার বছর পশ্চাৎ আজ সেই গ্রন্থ সবার জন্য দুরূহ হয়ে গেছে, তবে তার দুরূহতা বেদের ঋচার তুলনায় কম আছে। তখন কে জানতো যে ঋষি আর দেবতাদের এই ভূমি আর্যাবর্তে (ভারতবর্ষ) প্রজ্ঞার এমন পতন হবে যে সংস্কৃত ভাষার বড়-বড় বিদ্বান বেদ ও আর্ষ গ্রন্থের এমন ঘৃণিত ও মূর্খতাপূর্ণ ভাষ্য করবেন আর সেই ভাষ্যের আধারেই সারা বিশ্বে বৈদিক সত্য সনাতন ধর্ম এমন অধোগতি প্রাপ্ত করবে।

আমি এই গ্রন্থের ভাষ্য করে একে সেইস্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যা বাস্তবে হওয়া উচিত। আমি সেই মূল গ্রন্থকে যথাপরিস্থিতি আর যথাশক্তি সরল করার চেষ্টা করেছি, তা সত্ত্বেও সংসাধন আর সময়ের ন্যুনতার কারণে আমি একে আরও অধিক সরল রূপ দিতে অসফল হয়েছি। এরপরও আমি এটাই বলবো যে বেদ হল সম্পূর্ণ সত্য বিদ্যার গ্রন্থ অর্থাৎ তারমধ্যে সম্পূর্ণ নিত্য জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে, সেটা পদার্থবিজ্ঞান হোক বা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। যদি গুরুকুল বা আধুনিক শিক্ষণ সংস্থানে বিজ্ঞান থেকে ইতর বিষয়ের বিদ্যার্থী ঈশ্বরের সৃষ্টির বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানটুকুও রাখে না, তাহলে তারা এই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ কিভাবে বুঝবে? যখন য়ম-নিয়ম পালন দুর্লভ হয়ে গেছে, তখন এই গ্রন্থ তাদের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের প্রকাশ কিভাবে দিতে পারবে? কোনো ইংরেজি ভাষার খুব ভালো বিদ্বান ইংরেজি ভাষাতে লেখা বিজ্ঞানের গ্রন্থকে বুঝতে পারবেন কি? তিনি কি পারবেন তার ভাষা আর ব্যাকরণ জ্ঞানের আধারে

Vaidic Physics Youtube Channel

কখনও কোনো বৈজ্ঞানিককে চ্যালেঞ্জ করতে? কক্ষনো পারবেন না, কারণ তার বিষয়টা আলাদা, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য আর ব্যাকরণের জ্ঞাতা প্রবল পবিত্র তর্ক আর ঊহা ছাড়া আর বৈজ্ঞানিক পৃষ্ঠভূমিকে ছাড়া বৈদিক বিজ্ঞানের মহান গ্রন্থকে কিভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন?

এমন পরিস্থিতিতে বেদ কেন সমস্ত আর্ষ গ্রন্থও ভাষা আর ব্যাকরণ পণ্ডিতদের কাছে এতই দুরূহ হয়ে গেছে যে সেগুলোর ব্যাখ্যাতে লেখা গ্রন্থও তাদের কাছে দুরূহ মনে হচ্ছে। যদি নিজের অন্তরে বৈজ্ঞানিক ভাবনার বিকাশ করা হয় আর আধুনিক পদ্ধতি দিয়েও যদি বর্তমান বিজ্ঞানেরও কিছু অধ্যয়ন করা হয় আর নিজের আত্মা ও অন্তঃকরণকে পবিত্র করে ঈর্ষা আর অহংকারকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সতত অভ্যাসে আমার গ্রন্থও ধীরে-ধীরে বোঝা যাবে। প্রণালীটা নতুন, তাই বুঝতে কঠিন মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। বেদের মধ্যে গূঢ় বিদ্যা আছে, তাকে আমি কথাবাচকদের স্তর পর্যন্ত গিয়ে বোঝাতে পারবো না। আজ দেশের মধ্যে কথা আর প্রবচন খুব হচ্ছে, কোথাও ভাগবত কথা, শ্রীরাম কথা, বেদকথা, উপনিষদ কথা, কোথাও গীতার প্রবচন, কোথাও বেদের প্রবচন। এইসবের স্তরকে দেখলে তো কোনো ভাবেই এমন মনে হয় না যে আমাদের বেদাদি শাস্ত্র অপার বিজ্ঞানের ভাণ্ডার।

যদি আপনাকে এমন কথাই সরল লাগে, কেবল দক্ষিণার উদ্দেশ্যে করা নানা প্রকারের কর্মকাণ্ড তথা কেবল স্বাস্থ্য আর ধনের লোভে য়োগের চাদর জড়িয়ে ব্যায়াম আর প্রাণায়ামই যদি সরল লাগে, কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে এমনিভাবে সমাধি প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার মতো মিথ্যা কথাই মোক্ষ প্রাপ্তকারী মনে হয়, তাহলে তো আমার গ্রন্থ জানা কখনও সম্ভব হবে না আর না তাকে জানার জন্য বেদাদি কোনো শাস্ত্র আছে। যদি এইসব কাজ করেই দেশ আর ধর্মের

Vedic Physics Youtube Channel

উদ্ধার হতে পারে, তাহলে এই দেশ ও ধর্মের পতন কখনও হতো না, কারণ এইসব কাজে কখনও বিশেষ বাধা আসেনি। যদি বাধা এসে থাকে তো কেবল শাস্ত্রের বিজ্ঞানকে জানার প্রণালীতে আর যখন থেকে এরমধ্যে বাধা এসেছে, তখন থেকে দেশ আর ধর্ম দুটোরই পতন হয়েছে। আমাদের সবাইকে মিলিত হয়ে এই পতনকে থামাতে হবে।

এমন নয় যে আমার গ্রন্থকে কেউই বুঝতে পাচ্ছে না, এখানে আমি এটাই বলবো যে অনেক পাঠক আর শ্রোতা বেদবিজ্ঞান-আলোক গ্রন্থের কিছু অংশকে জেনেছে আর তারা ভরপুর আনন্দও নিচ্ছে। এটা জেনেই আমার মানস সন্তান (প্রিয় বিশাল আর্য এবং ডাক্তার মধুলিকা আর্যা) উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত করা সত্ত্বেও এখানে বিজ্ঞানের গভীরত্বকে জানার জন্য নিজের জীবন সমর্পণ করে বসেছে আর উজ্জ্বল ভৌতিক ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে ত্যাগ করে দিয়েছে। ভৌতিক বিজ্ঞানের অনেক বিদ্বান আছেন যারা আমার সঙ্গে মিলে কাজ করতে ইচ্ছুক, আবার কিছু বিদেশ থেকে এসে আমার সঙ্গে কাজ করতে চাইছে। অনেক উচ্চ শিক্ষিত যুবক তাদের জীবনকে পূর্ণ রূপে বদলে দিয়েছে। বিজ্ঞানের কত ব্যক্তি সংস্কৃত অধ্যয়ন করছে আর সংস্কৃতের কত ব্যক্তি বিজ্ঞানের অধ্যয়ন করতে চাইছে, তাহলে কিভাবে বলবো যে আমার বিজ্ঞানকে কেউ বুঝতে পাচ্ছে না?

যেমন কোনো মুমুক্ষু ব্যক্তি মুক্তির কামনায় য়োগের তপ করে কিন্তু কামনার সঙ্গে যোগ্যতা না থাকলে তাতে অসফল হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তি কিছুটা হলেও আনন্দ প্রাপ্ত করে অবশ্যই। তেমনই যারা বাস্তবে শাস্ত্রের বিজ্ঞানের আনন্দ নিতে ইচ্ছুক, তারা অবশ্যই 'বৈদিক রশ্মিবিজ্ঞানম্'কে পড়বে। এদের মধ্যে যারা বিশেষ মেধাবী হবে, তারা বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত করতে পারবে আর যাদের মধ্যে পর্যাপ্ত মেধা নেই, তারাও বিশ্বাস তো করতেই পারবে যে

Vedic Physics Youtube Channel

আমাদের বেদাদিশাস্ত্র কত মহান বিজ্ঞানের অসাধারণ গ্রন্থ। জনসাধারণের মধ্যে আজ যদি এইটুকুও বিশ্বাস হয়ে যায়, তাহলেও রাষ্ট্র আর ধর্মের অনেক কল্যাণ হতে পারে।

প্রশ্ন – যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সিদ্ধান্ত প্রয়োগ, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও গণিতের মধ্যে কোনো একটাতে পুষ্টি হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্তের উপর কিভাবে বিশ্বাস করবো?

উত্তর – কোনো সিদ্ধান্তের পুষ্টির জন্য আপনাকে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ বা গণিতের আবশ্যকতা মনে হচ্ছে আর আপনি আপনার এই আদর্শ পাশ্চাত্য শিক্ষা পরম্পরা থেকে শিখেছেন। আমি এর গুরুত্বকে অস্বীকার করছি না, তবে পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক স্বয়ং তাদের আবশ্যকতার বিষয়ে কি বলেছেন, আপনার জানার জন্য আমি সেটা এখানে উদ্ধৃত করছি –

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ভৌতিকশাস্ত্রী স্টিফেন হকিংয়ের কথন হল –

‘‘Any physical theory is always provisional in the sense that it is only a hypothesis, you can never prove it. No matter how many times the result of experiments agree with some theory. You can never be sure that the next time a result will not contradict the theory, on the other hand you can disprove a theory by finding even a single observation that disagree with the predictions.’’

(A Briefer History of Time, Pg.14)

এর মানে হল যেকোনো ভৌতিক সিদ্ধান্ত অস্থায়ী হয়। বস্তুতঃ একটা পরিকল্পনাই হয়। আপনি সেটা সিদ্ধ করতে পারবেন না, যদিও আপনি সেটা

Vaidic Physics Youtube Channel

কয়েকবার পরীক্ষা করে পরীক্ষণ করেছেন। আপনি এটা সুনিশ্চিত করতে পারবেন না যে পরবর্তী কোনো পরীক্ষাতে বিপরীত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হবে না। আপনার যে কোনো একটা বিপরীত নিষ্কর্ষ আপনার অনেক ভবিষ্যবাণীকে অসিদ্ধ করতে পারে।

এই ধরণের বিচারকে বিশ্বপ্রসিদ্ধ ভৌতিকশাস্ত্রী স্যার আলবার্ট আইনস্টাইন ব্যক্ত করে লিখেছেন –

‘‘No amount of experimentation can ever prove me right, a single experiment can prove me wrong.’’

(Meeting the standards in primary science, Lymn D. Newton, Pg.21)

এই পুস্তকের লেখক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১ অস্ট্রিয়ার দার্শনিক কার্ল পোপারকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন –

‘‘...you can never prove or verify a theory, you can only ever disprove it. So investigations and experiments serve the purpose of testing the idea but not to prove it to be true.’’

এখানেও বর্তমান বিজ্ঞানের অসন্দিগ্ধতার উপর প্রশ্ন চিহ্ন লাগানো হয়েছে। স্টিফেন হকিংয়েরই মিত্র রোজোর পেনরোজেরও মত এটাই ছিল, তিনি লিখেছেন –

‘‘One might have thought that there is no real danger here because if the direction is wrong the experiment would disprove it, so that some new direction would be forced upon us. This is the traditional picture of how science progresses. But I fear that this is too stringent a criterion and definitely too idealistic a

Vedic Physics Youtube Channel

view of science in this modern world of 'Big Science'.''

(The Road To Reality, Pg.1020)

এর মানে হল কোনো বৈজ্ঞানিক এমন ভাবতে পারেন যে বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো ধরণের কোনো সংকট নেই অর্থাৎ তার সমস্ত নিষ্কর্ষ সত্যই হবে। তিনি মনে করতে পারেন যে যদি নিষ্কর্ষ ভুল হয়, তাহলে সেটা প্রয়োগ ও পরীক্ষণই অসিদ্ধ করে দিবে আর আরেকটা পৃথক নিষ্কর্ষযুক্ত দিশা প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এর উপর লেখক লিখেছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের এমন বিচার খুবই কট্টর আর আদর্শবাদী হয়।

বিজ্ঞানের আবশ্যকতার বিষয়ে এই দুই বৈজ্ঞানিকের কথনের পশ্চাৎ এর গণিতীয় আধারের উপরেও প্রখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক রিচার্ড পি. ফাইনমেনের বিচারকে আমি এখানে উদ্ধৃত করবো –

''But mathematical definitions can never work in the real world. A mathematical definition will be good for mathematics, in which all the logic can be followed out completely, but the physical world is complex.''

(Lectures on Physics, Pg.148)

অর্থাৎ গণিতীয় ব্যাখ্যা কখনও বাস্তবিক সংসারে কাজ করে না। এই ব্যাখ্যা গণিতের জন্য তো ঠিক আছে, সেখানে এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে তর্কের অনুসরণ করে, কিন্তু ভৌতিক সংসার হল খুবই জটিল। এই তিন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে একমত হয়ে আরও একজন বৈজ্ঞানিক জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বলেছেন –

''The true logic of the world is in the calcululs of probabilities.''

(Lectures on Physics, Pg.64)

Vaidic Physics Youtube Channel

এর মানে হল সংসার হচ্ছে বাস্তবে সম্ভাবনার গণিত। ফাইনমেন খুবই স্পষ্ট শব্দে স্বীকার করেছেন যে –

''We do not yet known all basic laws. There is an expanding frontier of ignorance.''

(Lectures on Physics, Pg.1)

অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্তকে জানতে পারে নি। এখন বর্তমান বিজ্ঞানের একটা বিচিত্র লক্ষণ দেখুন। স্টিফেন হকিং তাঁর ওয়েবসাইটের একটা স্থানে লিখেছেন –

''One can not ask whether the model represents reality, only whether it works. A model is a good model if first it interprets a wide range of observation, in terms of a simple and elegant model. And second, if the model makes definite predictions that can be tested and possibly falsified by observation.''

(www.hawking.org.uk)

এখানে হকিংয় স্বয়ং বর্তমান বিজ্ঞানের অপূর্ণতা কিংবা অনেকত্র মিথ্যাকে না কেবল স্বীকার করেছেন, অপিতু প্রেক্ষণ দ্বারা মিথ্যা সিদ্ধ হওয়াকে বিজ্ঞানের একটা লক্ষণ বা বিশেষত্বও ঘোষণা করেছেন। এমন মিথ্যা সিদ্ধ হওয়া বিজ্ঞান কিভাবে কোনো সত্যপিপাসু বা সত্যব্রতীর জন্য প্রমাণ হতে পারে? আমার মতো বৈদিক বৈজ্ঞানিককে এমন বিজ্ঞানের কাছ থেকে সত্যতার প্রমাণপত্র নেওয়ার আবশ্যকতা হবে কি?

এতকিছুর পরেও আমি বলবো যে আমাদের বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্ত সেই সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা বলে, যাকে বর্তমানের কোনো টেকনোলজি দিয়ে গ্রহণ

Vaidic Physics Youtube Channel

করতে পারা একদমই সম্ভব নয়। বর্তমান টেকনোলজি ফোটোন ও ইলেক্ট্রনের দ্বারাই কোনো কণার অনুভব করতে পারে, এই কারণে স্বয়ং এই দুই কণাকে জানার কোনো বিধিও বর্তমান ভৌতিকীর কাছে নেই। অথচ আমি এই কণার থেকেও সাত চরণ পূর্বের যে প্রকৃতির (যা সর্বদা অব্যাক্ত) কথা বলেছি তার কথা তো ছেড়ে দিন, এমনকি মনস্তত্ত্ব, প্রাণ, আকাশতত্ত্ব এবং ছন্দ রশ্মিকেও এরদ্বারা গ্রহণ করা সর্বথা অসম্ভব। এর সাথে কিছু প্রয়োগ হতে পারে, তবে তারজন্য অত্যুচ্চস্তরীয় প্রয়োগশালার দরকার হবে। কণার স্তরের অনুসন্ধানের জন্য যখন সর্নের (সি.ই.আই.এন.) মতো বিশ্বের সবথেকে বড় পরীক্ষাগারের আবশ্যকতা হতে পারে, তাহলে এরথেকে সূক্ষ্ম স্তরের জন্য পরীক্ষা কোথায় আর কিভাবে সম্ভব হবে? তবুও উচ্চস্তরীয় প্রয়োগশালার মধ্যে কিছু স্থূল প্রয়োগ হতে পারে, কিন্তু সংসাধন ছাড়া এটা এখন সম্ভব নয়। সংসাধনের উপলব্ধতার আধারে পরবর্তী কালে পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

এখন আসছি একথার উপর যে কিভাবে বিশ্বাস করবেন? এই বিষয়ে আমি বলবো যে যদি এমন কোনো ব্যক্তি যিনি গণিতের খুব কম জ্ঞান রাখেন আর তাকে ত্রিকোণমিতির সূত্র পড়ানো হয়, তাহলে তিনি এটাই ভাববেন যে এইসব সূত্র দিয়ে কি হবে? এই সূত্রের সত্যতা কি আছে? কিন্তু যখন সেই সূত্রের মাধ্যমে আমরা কোনো উড়ন্ত বিমান, বৃক্ষ বা পর্বত শিখরের উচ্চতা বলবো, তখন সেই ব্যক্তি ত্রিকোণমিতি সূত্রের সত্যতার উপর বিশ্বাস করবে। ঠিক সেইরূপ বীজগণিত, নির্দেশাংক জ্যামিতি আদির বিষয়েও ধরে নিবেন।

এইভাবেই বর্তমান ভৌতিকীর এমন কিছু জটিল সমস্যা, যেগুলোর সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না আর সমাধান করার প্রচেষ্টাতে কয়েক আরব ডলার ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, তবুও সংসারের বৈজ্ঞানিক অসফল হচ্ছে। যদি আমি আমার

Vaidic Physics - Youtube Channel

বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্ত দিয়ে এমন অসফল হওয়া সমস্যার সমাধান রূপে কোনো মডেল প্রস্তুত করি আর সেই মডেল ওই সমস্যাকে চরণবদ্ধ এবং তার্কিক পদ্ধতিতে সমাধান করে, তখন তো বিশ্বাস হবে। এইভাবে বর্তমান ভৌতিকীর কিছু স্থাপিত সিদ্ধান্ত, যেগুলো সত্য হওয়া সত্ত্বেও তর্কসঙ্গত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করতে পাচ্ছে না, তার ব্যাখ্যা যদি আমি তর্কসঙ্গত পদ্ধতিতে করি, তবেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বিশ্বাস হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, হঠধর্মী আর অজ্ঞানীর অবশ্যই বিশ্বাস হবে না আর এমন ব্যক্তির বিশ্বাসের কোনো গুরুত্বও হয় না।

প্রশ্ন – যদি বৈদিক বিজ্ঞানের উপর আপনার এতই বিশ্বাস থাকে, তাহলে আপনি বিজ্ঞানের রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় পত্রিকাগুলোতে প্রকাশনার্থ শোধ লিখন কেন লেখেন না? যদি কিছু শোধ পত্র উচ্চস্তরীয় পত্রিকার মধ্যে প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে আপনার বিজ্ঞান শিক্ষিত জগতে মান্য হয়ে যাবে।

উত্তর – শোধপত্র লেখার হঠ করা হল পশ্চিমী দেশের দাসত্বের পরিচায়ক। আমাদের ভারতীয় বা বৈদিক পরম্পরা কখনও এমন ছিল না। শোধপত্রও লিখতে হবে আর সেটা তাদের মানদণ্ডের অনুসারেই লিখতে হবে, আমার এমন দাসত্ব করার কোনো আবশ্যকতা নেই। আমাদের পরম্পরা শাস্ত্রার্থ-সংবাদ করার ছিল, তার জন্য আমি সদা প্রস্তুত আছি, কিন্তু সেই ব্যক্তির সঙ্গে যার বিষয় বৈদিক বিজ্ঞান অথবা বর্তমান বিজ্ঞান হবে। আমাদের আরেকটা পরম্পরা হল – গ্রন্থ লেখার, সেগুলো আমি লিখে দিয়েছি। ‘বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ’, ‘বেদার্থবিজ্ঞানম্’ আর এই গ্রন্থটা আপনাদের সকলের সম্মুখে আছে। আমি ৫-১০ পৃষ্ঠার শোধপত্র লেখিনি, বরং কয়েকশ ও হাজার-হাজার পৃষ্ঠার বিশাল গ্রন্থ লিখে দিয়েছি। যাদের মাথায় আসবে তারা পড়ার চেষ্টা করবেন। এই গ্রন্থের এক-একটা পৃষ্ঠাই তো শোধপত্র, এটা আপনিও পড়তে পারেন।

Vaidic Physics Youtube Channel

আমি শোধপত্রের প্রকাশিত হওয়ার কথাকে ভালো করে জানি। পশ্চিমী শৈলী অনুসারে লিখতে হবে, তারাই সেগুলোর পরীক্ষা করবে আর কোনো কারণ না জানিয়ে সেগুলোকে নিরস্ত করারও অধিকারী হবে সেই পশ্চিমী শৈলীর মহানুভাবই। এটা তো সরাসরি আত্মসমর্পণ হল। সেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদেরও এমন লেখা, যেটা কোনো প্রচলিত মান্যতার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে, এমন প্রকাশনেও অনেক বাধা আসে, তাহলে সেই ব্যক্তির শোধপত্র, যা বর্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তিকেই কাঁপাবে তথা প্রাচীন ভারতীয় বা বৈদিক পরম্পরার আধারে লেখা হয়েছে, তাকে কে প্রকাশিত করবে? আছে এমন কোনো বর্তমান বৈজ্ঞানিক যিনি আমাদের সম্পূর্ণ বৈদিক বিজ্ঞান-পরম্পরার মূল্যাঙ্কন করার অধিকারী হবেন, যিনি বিজ্ঞানের বর্ণমালা পর্যন্ত তারা জানেন না? একথাকে কোনো বৌদ্ধিক দাস বা মূর্খই স্বীকার করতে পারবে। বর্তমান পাশ্চাত্য পরম্পরাতে নিষ্ঠাবান শোধকর্তাদেরও কত কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ আমি এখানে প্রস্তুত করছি, সেটা নিচে চিত্রের মধ্যে দেওয়া হল –

Anti-Big Bang theory scientists face censorship by international journals

24 astronomers and physicists from 10 countries including reputed astrophysicist Jayant V Narlikar of Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics are among the protesting scientists.

Published: 09th August 2022 06:17 AM | Last Updated: 09th August 2022 10:28 AM

* * * * *

বিদ্যা

সংসারের সব প্রাণীর মধ্যে মানুষ হল সবথেকে বুদ্ধিমান প্রাণী। অন্য সব প্রাণী যদিও একদমই বুদ্ধিহীন হয় না, তবে তাদের মধ্যে বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশ অনেক চেষ্টা করার পরেও অনেক কমই হতে পারে। এটাও এক সত্য যে মানুষ বাদে সব প্রাণী স্বয়মেব নিজের বৌদ্ধিক বিকাশ করতে প্রায়শঃ সক্ষম হয় না। অন্য কারও দ্বারা তাদের বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও তারা খুব অধিক বিকশিত হতে পারে না। হাতি, ঘোড়া, কুকুর, বাঁদর আদি বিভিন্ন প্রজাতির কিছু প্রাণীকে প্রশিক্ষণ দিলে কিছু বৌদ্ধিক বিকাশ হবে অবশ্য, তবে এদের মধ্যে কোনো প্রাণী মানুষের সমান বুদ্ধির বিকাশ করতে পারে না। এই কারণে সারা সংসারের বিভিন্ন বিদ্যার বিস্তার আর সেগুলোর ব্যবহার মানব জাতির দ্বারাই হয় এবং হচ্ছে।

বিদ্যার পরিভাষা

বিদ্যাই হল এক এমন গুণ, যেটা এই মানব জাতিকে অন্য সব জীবধারির থেকে আলাদা একটা বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করে। বিদ্যাই হল সেই গুণ, যেটা সংসারের সব জড় আর চেতন পদার্থের যথার্থ স্বরূপ বিদিত করায়। এই কথাও বিশেষভাবে বুঝতে হবে যে কোনো মানুষই সৃষ্টির বিভিন্ন পদার্থের যথার্থস্বরূপ আর সেগুলোর পরস্পর বাস্তবিক সম্বন্ধকে ঠিক-ঠিক না জেনে সেগুলো থেকে যথাযোগ্য উপকার নিতে পারবে না। এইজন্য ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী লিখেছেন–

‘‘যারদ্বারা পদার্থের স্বরূপ যথাযথ জেনে তারথেকে উপকার নিয়ে নিজের

Vaidic Physics Youtube Channel

আর অন্যের জন্য সব সুখকে সিদ্ধ করা যেতে পারে, তাকে বিদ্যা বলে।''

(ব্যবহারভানু)

বিদ্যা ছাড়া মানবের পরস্পর ন্যায়যুক্ত ব্যবহার হওয়াও সম্ভব নয়, এই কারণে ঋষি দয়ানন্দ লিখেছেন –

''যারদ্বারা পদার্থকে যথাযথ জেনে ন্যায়যুক্ত কর্ম করা হবে, তাকে বিদ্যা বলে।'' (ব্যবহারভানু)

ঋষি দয়ানন্দের দৃষ্টিতে বিদ্যার ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক, যারমধ্যে বর্তমান জগতে পড়ানো হয় এমন অনেক বিদ্যা যথা – ভৌতিক বিজ্ঞান এবং এর শাখা, যেমন – খগোল ভৌতিকী, খগোল বিজ্ঞান, পরমাণু ভৌতিকী, নাভিকীয় ভৌতিকী, কণা ভৌতিকী, ভূ-ভৌতিকী, সূর্য বিজ্ঞান, জৈব ভৌতিকী আদি। রসায়ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন – কার্বনিক রসায়ন, অকার্বনিক রসায়ন, ভৌতিক রসায়ন, জৈব রসায়ন আদি, প্রাণী বিজ্ঞান, বনস্পতি বিজ্ঞান, টেকনোলজির বিভিন্ন ক্ষেত্র, অত্যন্ত বিকশিত চিকিৎসা বিজ্ঞান, শরীর রচনা এবং ক্রিয়া বিজ্ঞান, পশু-পক্ষী বিজ্ঞান, পরিবেশ এবং আবহাওয়া বিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি এবং সমাজশাস্ত্র, ভাষা-বিজ্ঞান, সূচনা টেকনিক, উদ্যোগ-ব্যাপার প্রবন্ধ, যুদ্ধ বিজ্ঞান, সমুদ্র বিজ্ঞান, সঙ্গীত আদি বিভিন্ন উপযোগী কলা মহর্ষির বিদ্যার অন্তর্গত হয়। এই কথাও মনে রাখতে হবে, এই সব বিদ্যা কেবল জড় পদার্থের সঙ্গেই বিশেষ সম্বন্ধ রাখে, অথচ আমরা জানি যে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কেবল জড় পদার্থেরই সংঘাত অর্থাৎ জড়মাত্র নয় আর না এই সমস্ত জড় পদার্থ স্বয়ংয়ের জন্য হয়। না তো এই ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা জড় হতে পারে আর না এর উপভোক্তা জড় হতে পারে। তাছাড়া এই বিষয় নিয়ে বিস্তার ভাবে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে জানবো।

Vaidic Physics Youtube Channel

ঋষি দয়ানন্দের দৃষ্টিতে উপরোক্ত যত বিদ্যা বর্তমানে প্রচলিত আছে, সেগুলো হল বিদ্যার কেবল অর্ধেক ভাগ, অথচ বিদ্যার আরেকটা ভাগ, যার সম্বন্ধ চেতন পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধিত, তারসঙ্গে যেটা ভৌতিক জগতের সূক্ষ্মতম বিজ্ঞান (কণা ভৌতিকী, তরঙ্গ ভৌতিকী, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরি এবং স্ট্রিং থিয়োরি) থেকেও সূক্ষ্ম এবং বিশালতম সৃষ্টি বিজ্ঞান থেকেও ব্যাপক হয়, এই দুটো মিলিত হয়ে বিদ্যার স্বরূপ পূর্ণ হয়। এইজন্য ঋষি বিদ্যার পরিভাষা সম্বন্ধে লিখেছেন–

''যারদ্বারা ঈশ্বর থেকে শুরু করে পৃথিবী পর্যন্ত পদার্থের সত্য বিজ্ঞান হয়ে সেগুলো থেকে যথাযোগ্য উপকার নেওয়া যায়, তার নাম হল বিদ্যা।''

(আর্য়োদ্দেশ্যরত্নমালা)

বিদ্যা বনাম অবিদ্যা

এইসব বিদ্যার কেবল শব্দ অর্থাৎ সৈদ্ধান্তিক জ্ঞানমাত্রকে মহর্ষি বিদ্যা মানতেন না, বরং এগুলোর উচিত ব্যবহার দ্বারা প্রাণীমাত্রের হিত সিদ্ধ হওয়ার পরেই তাকে বিদ্যার শ্রেণীতে রাখতেন। এরদ্বারা সিদ্ধ হল যে সর্বপ্রথম সমস্ত জগতের শাব্দিক এবং সৈদ্ধান্তিক জ্ঞান হবে, তারপর সেই জ্ঞানের সত্যতা পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রয়োগ, পরীক্ষা এবং প্রেক্ষণ হবে। তারপর সত্য সিদ্ধ হওয়া সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান সর্বহিতের জন্য অনুকূল কিনা, এর সঠিকভাবে পরীক্ষা হবে, তখন সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সংসারের বিদ্যার শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। তবেই সেই বিদ্যা সব জগতের জন্য সুখ আর শান্তিদায়ক হতে পারবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্তমান সংসার এই যথার্থ বিদ্যা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আজকের প্রচলিত বিদ্যা স্বয়ং পরস্পর বিরোধী হয়ে সংসারে দুঃখ আর অশান্তি উৎপন্ন করছে। একে আমরা এই ভাবে বলতে পারি –

বিদ্যা

Vaidic Physics Youtube Channel

সরকারের বিভিন্ন দেশ আর সমাজের মধ্যে আহার-বিহারের বিভিন্ন শ্রেণী এবং সেগুলোকে উৎপন্ন করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান আর টেকনিকের বিকাশ হচ্ছে। সেই খাদ্য পদার্থের গুণবত্তা এবং সরসতার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ করা হচ্ছে। সেগুলোর প্রসংস্করণ এবং সংরক্ষণের জন্য নানা প্রকারের টেকনিকের অনুসন্ধান হচ্ছে। এতকিছু পরেও খাদ্য পদার্থ মানব আদির শরীর, মস্তিষ্ক এবং মনের মধ্যে প্রতিকূল প্রভাব উৎপন্ন করছে। যে খাদ্যকে কোনো এক রোগ বিশেষের দৃষ্টিতে উপযোগী ঘোষণা করা হয়, তো সেই খাদ্য পদার্থই কিছু দিনের অনুসন্ধানের পশ্চাৎ অন্য কোনো রোগ উৎপন্ন-কারী সিদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে আগে কোনো পদার্থকে কোনো বিশেষ রোগ বা অঙ্গের দৃষ্টিতে উপযোগী সিদ্ধ করতে যেমন সময়, ধন এবং টেকনিকের ব্যয় করা হচ্ছে, তারপর কিছু বছর পর তেমনই ব্যয় তার দুষ্পরিণামকে খোঁজার জন্য করা হচ্ছে আর পরিণাম শূন্য প্রাপ্ত হচ্ছে।

আমরা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে উল্ল্যেখযোগ্য প্রগতি করেছি, মানুষের গড় আয়ুতে বৃদ্ধিও হয়েছে, অনেক মহামারীর উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছি, কিন্তু এটাও দুর্ভাগ্যপূর্ণ সত্য যে পুঁজিপতির ক্রীতদাস হওয়া বৈজ্ঞানিক ও অদূরদর্শী শোধগুলো বিভিন্ন মহামারীকে জন্মও দিয়েছে আর এই আশঙ্কা প্রবল যে ভবিষ্যতে অধিকাধিক রোগকে জন্ম দেওয়া হবে। জেনেশুনে নপুংসকতা ও বন্ধ্যাত্বের রোগ উৎপন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া মানব শারীরিক আর মানসিক বল, প্রসন্নতা, স্মৃতি, মেধা, শান্তি এবং পূর্ণ আরোগ্যতা প্রাপ্ত করেছে কি? সারা সংসারে হতে চলা মাছ-মাংস-ডিমের আহার, মদিরা আদি অভক্ষ্য পানীয়ের ব্যবহার এবং বিষয়-লম্পটতা আদি দোষের কারণে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, সামাজিক স্তর তথা পরিবেশ তন্ত্র কি ক্ষত-বিক্ষত হয়নি? বিভিন্ন কৃষি টেকনিক

Vaidic Physics Youtube Channel

খাদ্যান্নতে বৃদ্ধি তো করেছে, কিন্তু এতে সেই খাদ্যের গুণবত্তার ক্ষরণ কি হয়নি?

এই গুণবত্তার বৃদ্ধি আদির জন্য উচ্চ জৈব টেকনিকের বিভিন্ন আবিষ্কার অনেক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমস্যা উৎপন্ন করছে কিনা? বিলাসিতা আদির সংসাধনের উপর হওয়া আবিষ্কার এবং তথাকথিত বিকাশের নামে হওয়া শিল্পায়ন থেকে কুপিত হওয়া পরিবেশ কি বন্যা, খড়া, জল সংকট, ভূমিকম্প, সুনামী, অতি হিমপাত, ওলাবৃষ্টি, অতি উষ্ণতা এবং ভীষণ দাবানলের সমস্যা উৎপন্ন করছে না? মনোরঞ্জনের নামে হওয়া বিবিধ আবিষ্কার এই মানব সমাজের মধ্যে হিংসা, কামুকতা, অশান্তি, অকর্মণ্যতা আদি দোষ উৎপন্ন করে নৈতিকতা, সদাচার, অহিংসা এবং শান্তির মতো সৎ গুণকে কি নষ্ট-ভ্রষ্ট করছে না? বাড়তে থাকা সূচনা টেকনিক অনেক সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি অনেক মনোরোগ, অপরাধ, আতংবাদ এবং বিকিরণ প্রদূষণের মতো গম্ভীর সমস্যাকে কি উৎপন্ন করেনি? সূচনা টেকনিকের নেশায় পাগল হাইটেক মানব বিকিরণ প্রদূষণকে গম্ভীরভাবে নিচ্ছে না। আমি মনে করি এই প্রদূষণ সমস্ত ভৌতিক প্রদূষণের থেকে ভয়ানক তথা দীর্ঘকাল পর্যন্ত হানি করে প্রাণীমাত্রের একদিন ভারী সন্ত্রাস করবে। এর থেকেও ভয়ংকর বৈচারিক প্রদূষণ সর্বত্র গভীর দুঃখের সামগ্রী একত্রিত করছে। হিংসা, ক্রূরতা, কামুকতা, ঈর্ষা, শোক, দ্বেষ আদি থেকে উৎপন্ন সূক্ষ্ম তরঙ্গ সম্পূর্ণ প্রাণী জগতের জন্য একদিন অত্যন্ত ঘাতক সিদ্ধ হবে।

আজ পদার্থ বিজ্ঞান যতই প্রগতি করছে, ততই তার টেকনিকের দুষ্প্রভাব অনুভবে আসছে। সেটা সুবিধার মৃগতৃষ্ণাতে অনেক দুবিধাকে আমন্ত্রিত করছে। দুবিধার বোধ তার তখন হয়, যখন সেটা বিলাসী মানুষকে সুবিধার আসক্ত ও অভ্যস্ত বানিয়ে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে বিষয়ভোগী মানব দুবিধা ভোগার জন্য

Vaidic Physics Youtube Channel

বাধ্য হয়, কারণ সে সুবিধার আসক্তি বা মোহ থেকে স্বয়ংকে মুক্ত করতে পারে না। বর্তমান বিজ্ঞান আসলে সেই চঞ্চল বালকের সমান, যে বালক নিজের কোনো কাজ অল্পজ্ঞানের আধারে কৌতূহলবশতঃ কিংবা কোনো লোভ বা আসক্তিবশতঃ শুরু তো করে দিয়েছে, কিন্তু যখন তার কিছু জ্ঞান হয় যে তার কাজের পরিণাম তো তার জন্য হানিকারক হবে, তখন সেই বালক চাইলেও সেই কাজকে ছাড়তে পারে না। এইরূপ বর্তমান বিজ্ঞানও নিজের অপূর্ণ জ্ঞান এবং সুখ-সুবিধার অসীমিত আসক্তিবশতঃ নিরন্তর নিজেরই বিনাশের জাল বুনে চলেছে।

আমি সংসারের সব আধুনিক বিজ্ঞানবাদীকে সাবধান করে দিচ্ছি যে তারা তাদের দিশা পরিবর্তন করুক, অন্যথা পশ্চাতাপ ছাড়া হাতে কিছুই আসবে না। আজ আমার এই কথা বিজ্ঞান বুঝবে না, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ভবিষ্যতে অবশ্যই আমার এই সাবধান বাণী এই বিজ্ঞানও বুঝবে। সম্পূর্ণ সংসারকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখার চেষ্টা করতে ইচ্ছুক মানব নিজের পরিবার এবং স্বয়ং নিজের আত্মা থেকেও কি দূর হয়ে যায়নি? সংসার কি কখনও এটা বিচার করবে যে এমন কেন হচ্ছে? এত কিছু হওয়ার পরেও আমার এইসব লেখার প্রয়োজন এই নয় যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরোক্ত বিভিন্ন আবিষ্কার বন্ধ করে দেওয়া হোক। এইভাবে সংসারের আর্থিক আর রাজ ব্যবস্থার কারণে যে অশান্তি, দরিদ্রতা, শোষণ, বর্গ-সংঘর্ষ আদি সমস্যা উৎপন্ন হচ্ছে, তার কারণ হলেও আমি এইসব ব্যবস্থাকেই উপড়ে ছুঁড়ে ফেলার আহ্বান করবো না।

আমি জার্মান বিদ্বান এডোল্ফ জাস্টের শব্দে বিজ্ঞানকে বেদম এবং হানি-কারক বলে পশু-পাখিকে নিজের গুরু বানিয়ে ঘাস-পাতা বা ভূমিতে শোয়ার কথা বলবো না আর না ফ্রান্সিসি সুধারক রুসোর মতো রাজ-ব্যবস্থাকে সব

Vaidic Physics Youtube Channel

দুঃখের মূল বলবো, কিন্তু আমি এইটুকু অবশ্যই বলবো যে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম্পরাতে একটা খুব বড় ভুল হচ্ছে। বর্তমান জগৎ চেতন তত্ত্বের নিতান্ত উপেক্ষা করে অথবা তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে উপভোক্তাবাদী, অপূর্ণ এবং বিকৃত সভ্যতার বিস্তার করছে। বিদ্যার বিভিন্ন শাখাতে কোনো সমন্বয় আর নিয়মন দেখা যাচ্ছে না। জগতে বেঁচে থাকার প্রয়োজন কেন তা নিয়ে কারও মাথায় কিছুই আসছে না। এর মুখ্য কারণ হল একটাই আর সেটা হল আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চেতনতত্ত্বের বিজ্ঞানকে ছাড়া নিতান্ত অপূর্ণ। একই সঙ্গে আমার এটাও দৃঢ় বিশ্বাস যে বর্তমান বিকশিত বিজ্ঞানেরও সৃষ্টির সব জড় পদার্থের পূর্ণ আর নির্ভ্রান্ত জ্ঞান নেই।

এখনও সৈদ্ধান্তিক ভৌতিকীকে (থিওরেটিকাল ফিজিক্স) গম্ভীর ও সূক্ষ্ম ভাবে জানার হেতু যথার্থ প্রচেষ্টা করা হচ্ছে না। মূলকণার উপর অনুসন্ধানের যাত্রা সমাপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। য়োগসাধনাজন্য অন্তর্দৃষ্টির না কেবল সর্বথা অভাব আছে, বরং তার উপর কিঞ্চিৎমাত্র বিশ্বাসও নেই। আহার-বিহার, আচার – বিচারের সাত্ত্বিকতার অভাবে সূক্ষ্মগ্রাহী বুদ্ধির উজ্জ্বল প্রকাশ বৈজ্ঞানিকদের কাছে একটুকুও নেই। তারা প্রত্যেক কথায় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কিংবা গণিতীয় ব্যাখ্যার আধারেই জানতে চায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ টেকনিকের সীমার বাইরে অসহায় হয়ে যায়। বিশ্বের মধ্যে একটা বড় সংখ্যার বৈজ্ঞানিক মাছ, মাংস, ডিম, মদ, ধূমপান আদি অভক্ষ্য ও ভ্রষ্ট পদার্থের সেবন করে, এতে তাদের বুদ্ধি কিভাবে সাত্ত্বিক হতে পারে? বুদ্ধিই যদি সাত্ত্বিক না হয়, তাহলে তারা জড় ও চেতনের মতো সূক্ষ্ম পদার্থের গম্ভীর ও বিস্তৃত বিবেচনা কিভাবে করতে পারবে? এই কারণে তাদের বিজ্ঞান শুধু চেতন তত্ত্ব কেন, জড় পদার্থ যেমন – মন, প্রাণ, ছন্দ আদি সূক্ষ্ম তত্ত্ব, যেগুলো

Vaidic Physics Youtube Channel

মূল কণা, ঊর্জা আদিরও মূল কারণ, তার বিষয়ে একটুও বিচার করতে পাচ্ছে না, পরিণামস্বরূপ তাদের সৃষ্টি বিজ্ঞান অপূর্ণ হয়ে আছে। ঈশ্বর ও জীবাত্মার অস্তিত্বের তো তাদের বিশ্বাসই নেই।

এটা স্বাভাবিক কথা যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কোনো পদার্থের যথার্থ বিজ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পদার্থের উচিত ব্যবহার কিভাবে করতে পারবো? এইভাবে এটাও সত্য যে যতক্ষণ পর্যন্ত উপভোক্তা মানব স্বয়ং নিজের চেতন স্বরূপের যথার্থ বোধ করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত উপভোগ্য বস্তুর ভোগ তথা জীবন যাপনের প্রয়োজন কিভাবে বুঝবে? সেইরূপ সৃষ্টি বিজ্ঞানকে জানার সময় যতক্ষণ পর্যন্ত মূল নিমিত্ত তত্ত্ব, যেটা সৃষ্টির স্রষ্টা ও নিয়ামক হবে, সেই চেতন পরমাত্মাতত্ত্বের অস্তিত্বের আবশ্যকতা এবং তাঁর যথার্থ স্বরূপের উপর বিচার করা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত জগৎ রচনার প্রয়োজন এবং বিভিন্ন জীবধারীর পরস্পর সম্বন্ধ এবং উচিত ব্যবহারের যথার্থ বোধ কিভাবে হতে পারে?

প্রশ্ন – ঈশ্বর আর জীবাত্মার মতো রূঢ়িবাদী নষ্টপ্রায় মান্যতার সাথে কোনো যথার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান পরম্পরার কি এমন সম্বন্ধ হবে? আপনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলছেন অথচ এই একুশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে রূঢ়িবাদী অন্ধ পরম্পরাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিথ্যা চাদর জড়িয়ে এই দেশ আর সংসারকে সেই আদিম আর পাষাণ যুগে নিয়ে যেতে চাইছেন। আপনি কি জানেন না যে এই ভারত আর বিশ্বের মধ্যে ঈশ্বর, জীব এবং ধর্ম আদি অন্ধ পরম্পরার নামে কত রক্ত ঝরেছে, মানুষ-মানুষের মধ্যে প্রাচীর দাঁড় করানো হয়েছে, বিকাশের পথে অবরোধ করা হয়েছে? বিদ্যার বাস্তবিক আর সমগ্র দৃষ্টি কি এটাই?

উত্তর – আপনার এই প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক আর সাময়িক। এই ধরণের প্রশ্নের

Vaidic Physics Youtube Channel

জন্য আমি আপনার মতো মহানুভাবকে দোষী মনে করি না, বরং আমি সেই মহানুভাবদের দোষী মনে করি, যারা ঈশ্বর, ধর্ম, পুনর্জন্ম আর জীবাত্মার মতো বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা-লেখন তো খুব করে, উপাসনা, ভক্তি, পূজা আদি ভিন্ন-ভিন্ন বিধি প্রচলিত করে, কিন্তু সেই মহানুভাব না কেবল সৃষ্টি বিদ্যার বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান আদি শাখাকে পূর্ণতঃ ভুলে গেছে, অপিতু যে ধর্ম, ঈশ্বর, জীব আদির কথা বলে এবং এতদ্ বিষয়ক অনেক গ্রন্থ লিখেছে ও পড়েছে, সেগুলোর যথার্থ স্বরূপ থেকেও অতি দূরে চলে গেছে। এটা স্মরণীয় তথ্য যে বিদ্যা মানুষ মাত্রের প্রত্যেক সমস্যার সমাধান হয়, যেকোনো রোগের ওষুধ আছে, কিন্তু যেরূপ অপূর্ণ অথবা বিপরীত ওষুধ রোগীর প্রাণ নিতে পারে, সেইরূপ অপূর্ণ বিদ্যা বা বিপরীত জ্ঞান সংসারের মধ্যে সমস্যাই উৎপন্ন করবে। সুতরাং যেরূপ একাকী বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বের মধ্যে উপরোক্ত বর্ণিত সমস্যাকে উৎপন্ন করেছে, সেইরূপ কিছু হাজার বছর পূর্ব থেকে ভারত ও বাকি বিশ্বের মধ্যে ধর্ম, ঈশ্বর, জীবাত্মা এবং পুনর্জন্মের মতো গম্ভীর বিষয় নিয়ে যথার্থ সঠিক জ্ঞানের স্থানে কল্পনা আর অন্ধবিশ্বাস এই মানব জাতিকে অনেকবিধ দুঃখসাগরে ডুবানোর কাজ করেছে।

বর্তমানে প্রচলিত ভাষাতে জড় পদার্থের জ্ঞানকে বিজ্ঞান (সাইন্স) এবং চেতন তত্ত্বের বিজ্ঞানকে ধর্ম বলা হয়। বস্তুতঃ এই দুটো একে-অপরের পূরক। এই জন্য দয়ানন্দের বিদ্যার পরিভাষাতে এই দুটোরই সুন্দর সমাবেশ আছে। মহান আধুনিক বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনও বলেছেন –

‘‘Science without religion is lame, religion without Science is blind.’’ অর্থাৎ ধর্ম হীন বিজ্ঞান পঙ্গু হয় আর বিজ্ঞান হীন ধর্ম অন্ধ হয়।

‘‘I am of the opinion that all the finer speculations in the

Vaidic Physics Youtube Channel

realm of science spring from a deep religious feeling.''

(মদ্রচিত 'সৃষ্টির মূল উপাদান কারণ' পুস্তকের প্রস্তাবনাতে প্রফেসর আভাস কুমার মিত্রা দ্বারা উদ্ধৃত বচন।)

অর্থাৎ আমার মতে বিজ্ঞানের সমাজ্যের সুন্দর বিচার গম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত থাকে অথবা সেগুলো থেকেই উৎপন্ন হয়।

এখানে এই কথা মনে রাখতে হবে যে ইংরেজি ভাষার 'রিলিজিয়ন' শব্দ 'ধর্ম' শব্দের সমান নয়। এই শব্দ সম্প্রদায়কেই ব্যক্ত করে। 'ধর্ম' শব্দের সমানার্থক ইংরাজি ভাষাতে কোনো শব্দ নেই। এই জন্য একে ধর্মই বলা উচিত, সেটা যে ভাষাতেই হোক বা কেন।

ঋষি দয়ানন্দ বিদ্যা (বিজ্ঞান) এবং ধর্মের আবশ্যক সম্বন্ধকে দর্শানোর জন্য লিখেছেন –

''অবিদ্বান ব্যক্তি অপরকে ধর্মের মধ্যে নিশ্চিত করাতে পারে না আর বিদ্বান ব্যক্তি ধার্মিক হয়ে অনেক মানুষকেও ধার্মিক করতে পারে আর কোনো ধূর্ত মানুষ অবিদ্বানকে ফুসলিয়ে অধর্মে প্রবৃত্ত করতে পারে, কিন্তু বিদ্বানকে অধর্ম পথে কখনও চালাতে পারে না, কারণ যে ব্যক্তি চোখে দেখে সে কখনও কুয়োতে পরে না, কিন্তু অন্ধ ব্যক্তির তো পরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাছাড়া বিদ্বান ব্যক্তি সত্যাসত্যকে জেনে তাতে নিশ্চিত থাকতে পারে আর অবিদ্বান ব্যক্তি ঠিক-ঠিকভাবে স্থির থাকতে পারে না।'' (ব্যবহারভানু)

''ধর্মের রক্ষক বিদ্যা হয়, কারণ বিদ্যার দ্বারাই ধর্ম আর অধর্মের বোধ হয়। সেখান থেকে হিতাহিতের বোধ হয়, অন্যথা নয়।'' (ঋষি দয়ানন্দের পত্র আর বিজ্ঞাপন – দয়ানন্দ-বিচার-কোষ, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ৩ থেকে উদ্ধৃত)

বিদ্যা

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রাচীন আর্যাবর্তে (ভারত) বিদ্যা-বিজ্ঞানের ব্যাপকতা

প্রাচীন বৈদিক ভারতে বিদ্যার সমগ্র স্বরূপের প্রচলন ছিল।এইজন্য একবার দেবর্ষি নারদ মহর্ষি সনৎকুমারের নিকট গিয়ে বললেন –

‘‘ঋগ্বেদম্ ভগবোऽধ্যেমি য়জুর্বেদম্ সামবেদমাথর্বণম্ চতুর্থমিতিহাস পুরাণম্ পঞ্চমম্ বেদানাম্ বেদম্ পিত্র্যঁ রাশিম্ দৈবম্ নিধিম্ বাকোবাক্যমে কায়নম্ দেববিদ্যাম্ ব্রহ্মবিদ্যাম্ ভূতবিদ্যাম্ ক্ষত্রবিদ্যাম্ নক্ষত্রবিদ্যাঁ সর্পদেবজন বিদ্যামেতদ্ভগবোऽধ্যেমি।।’’

(ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭.১.২, ডাক্তার সত্যব্রত সিদ্ধান্তলঙ্কার ভাষ্য)

অর্থাৎ [নারদ] বললেন (ঋগ্বেদম্) ঋগ্বেদ (ভগবঃ) হে ভগবন্ (অধ্যেমি) অধ্যয়ন করি বা করেছি (য়জুর্বেদম্) য়জুর্বেদ (সামবেদম্) সামবেদ (আথর্বণম্) অথর্ববেদ (চতুর্থম্) চতুর্থ (ইতিহাসপুরাণম্) ইতিহাস-পুরাণ (পঞ্চমম্) পঞ্চম (বেদানাম্) বেদের (বেদম্) বেদ [জ্ঞান কারক জ্ঞাপক অর্থাৎ ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, শিক্ষা, কল্প আদি] (পিত্র্যঁম্) পিতৃ কর্ম [পিতৃ-শুশ্রূষা শাস্ত্র অর্থাৎ গৃহ বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, কৃষি বিজ্ঞান আদি] (রাশিম্) গণিত শাস্ত্র (দৈবম্) আবহাওয়া বিজ্ঞান, বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রকোপ আদি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এবং কর্মফল ব্যবস্থা (নিধিম্) অর্থশাস্ত্র (বাকোবাক্যম্) তর্কশাস্ত্র এবং বিধিশাস্ত্র (একায়নম্) নীতিশাস্ত্র (দেববিদ্যাম্) সব প্রকাশিত সূক্ষ্ম পদার্থের বিজ্ঞান এবং বেদমন্ত্রের বিভিন্ন দেবতার বিজ্ঞান (ব্রহ্মবিদ্যাম্) বিদ্যুৎ বিদ্যা, মন-বাক্ তত্ত্ব আদির বিজ্ঞান এবং পরমাত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান (ভূতবিদ্যাম্) ভৌতিকী, রসায়নবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, বনস্পতি বিজ্ঞান, ভূগর্ভশাস্ত্র আদি (ক্ষত্রবিদ্যাম্) যুদ্ধ এবং অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্যা (নক্ষত্রবিদ্যাম্) খগোল ভৌতিকী, খগোল বিজ্ঞান, সূর্য এবং নক্ষত্রের বিজ্ঞান (সর্পদেবজনবিদ্যাম্) পৃথিবীর সরীসৃপ সব প্রাণী এবং বন্য প্রাণীর বিজ্ঞান, শিল্পশাস্ত্র অর্থাৎ টেকনোলজি এবং গণিত

Vaidic Physics Youtube Channel

আদি ললিত বিদ্যা আদি (এতদ্) এই সবের (ভগবঃ) হে ভগবন্ (অধ্যেমি) অধ্যয়ন করছি (অধ্যয়ন করেছি)।

কিন্তু –

> সোঽহম্ ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিচ্ছ্রুতঁ হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি। সোঽহম্ ভগবঃ শোচামি তম্ মা ভগবাচ্ছোকস্য পারম্ তারয়ত্বিতি। তঁ হোবাচ য়দ্বৈ কিম্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ।।৩।। (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭.১.৩)

অর্থাৎ (সঃ অহম্) সেই আমি অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রের জ্ঞাতা হয়েও (ভগবঃ) হে ভগবন্! (মন্ত্রবিত্+এব) কেবল মন্ত্রবেত্তাই (অস্মি) আছি অর্থাৎ পাঠকমাত্র আছি (আত্মবিত্ ন) ব্রহ্মবিত্ নই (হি) কারণ (ভগবদ্দৃশ্যেভ্যঃ) আপনার সমান তত্ত্ববেত্তার থেকে (মে) আমি (শ্রুতমেব) শুনেছি যে (আত্মবিত্) ব্রহ্মবিত্ (শোকম্ তরতি) শোককে অতিক্রম করে যান অর্থাৎ শোক করেন না, (ইতি) কিন্তু (ভগবঃ) হে ভগবন্! (সোঽহম্) আমি তো (শোচামি) শোক করছি, সুতরাং আমি আত্মবিত্ নই (তম্) শোকগ্রস্থ (মা) আমাকে (ভগবান্) আপনি (শোকস্য পারম্) শোককে পার (তারয়তু) করে দিন (ইতি) এটাই আমার প্রার্থনা। (তম্ হ উবাচ) তখন প্রসিদ্ধ সনৎকুমার সেই নারদকে বললেন যে (য়ৎকিঞ্চ) যাকিছু (এতত্) পূর্বোক্ত বিজ্ঞানের (বৈ) নিশ্চয় (অধ্যগীষ্ঠাঃ) আপনি যা অধ্যয়ন করেছেন (এতত্ নামৈব) সেগুলো কেবল নামমাত্র।

(ভাষ্য – পণ্ডিত শিবশঙ্কর শর্মা 'কাব্যতীর্থ')

পাঠকগণ এখানে ভাবুন, দেবর্ষি নারদের অধ্যয়ন কত বিশাল ছিল। একা কোনো ব্যক্তি এতগুলো বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হতে পারে, এমন কল্পনা করাও অতি কঠিন হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আর্যাবর্ত (ভারতবর্ষ) অথবা সারা বিশ্ব আজ

Vaidic Physics Youtube Channel

ভগবান্ নারদ আদি মহাপুরুষদের যথার্থ চরিত্রকে বিস্মৃত করে ফেলেছে। এখন একটু এই পক্ষের উপর বিচার করে দেখুন যে সম্পূর্ণ জড় আর চেতন জগতের বিস্তৃত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও দেবর্ষি নারদ কেন শোকমগ্ন ছিলেন? তিনি কোন জ্ঞান –পিপাসার জন্য মহর্ষি সনৎকুমারের শ্রী চরণে উপস্থিত হয়েছিলেন?

এই কথার উত্তর তিনি স্বয়ং দিয়েছেন যে আমি হলাম মন্ত্রবিত্, আত্মবিত্ নই অর্থাৎ উপরোক্ত সব বিদ্যার বিস্তৃত সৈদ্ধান্তিক জ্ঞান তো তাঁর ছিল। শিল্প শাস্ত্র অর্থাৎ টেকনিকের বিশেষজ্ঞ হওয়ার কারণে তিনি সম্পূর্ণ পদার্থ বিদ্যার প্রয়োগাত্মক জ্ঞানীও ছিলেন। জ্ঞাতব্য হল, তিনি অনেক বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, যিনি বিভিন্ন লোকের যাত্রা করতেন। তিনি অনেক নক্ষত্রের যাত্রাও করতেন। ঈশ্বর আর জীব উভয় চেতন তত্ত্বের গভীর মনন-চিন্তনও করেছিলেন, কিন্তু এই চেতন তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করে তিনি সেই সময় পর্যন্ত জীবনমুক্ত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে পারেননি আর এটাই একমাত্র তাঁর শোকের কারণ ছিল। এই বিষয়ে দুটো কথা গম্ভীর রূপে বিচারণীয় –

১. সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ঈশ্বর জীবের পূর্ণ সৈদ্ধান্তিক জ্ঞান ছাড়া চেতন তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে ভগবান্ নারদ সংসারের বিবিধ বিদ্যার অধ্যয়ন সবার আগে করেছিলেন আর তাঁর গুরুজনও এতখানি বিদ্যার অধ্যয়ন তাঁকে করিয়ে ছিলেন। যদি ঈশ্বর এবং আত্ম সাক্ষাৎকারের জন্য এইসব বিদ্যা অনাবশ্যক হতো, তাহলে সেই মহান বৈদিক কালে এবং সেই মহান দেব সমাজের মহান ঋষি মহানুভাব নারদের মতো মহান ব্যক্তিকে এত বিদ্যা পড়ানোর পুরুষার্থ করতেন না। এই বিষয়ে সেইসব মহানুভাবকে গম্ভীরতাপূর্বক বিচার করা উচিত, যারা পদার্থ বিজ্ঞান এবং লোকব্যবহারের বিদ্যাকে নিতান্ত উপেক্ষা করে কেবল ঈশ্বর আর মুক্তির কথা বলে। কোনো-

Vedic Physics Youtube Channel

কোনো মহানুভাব তো মুহূর্তের মধ্যে সমাধি প্রাপ্ত করানোর দাবি করে। বস্তুতঃ এমন মহানুভাব হল বৈদিক আর্ষ পরম্পরা এবং এর এক অঙ্গ পাতঞ্জল য়োগশাস্ত্র সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

প্রশ্ন – আপনার কথা অনুসারে ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য যদি এত জ্ঞান-বিজ্ঞান আবশ্যক হয় তথা এর পশ্চাৎই ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের উপায় করা হয়, তাহলে তো কোনো মানুষই ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারবে না, কারণ না তো মহর্ষি নারদের মতো জ্ঞান হবে আর না কেউ আত্ম সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করবে।

উত্তর – আমার উপরোক্ত কথনের তাৎপর্য এই নয় যে উপরোক্ত পদার্থ বিদ্যা অথবা চেতন বিদ্যার অধ্যয়ন করার সময় ঈশ্বরের উপাসনা না করা হোক। আমাদের বৈদিক সংস্কৃতির মধ্যে তো বাচ্চা জন্ম হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শিশুর পিতা স্বর্ণ শলাকা দিয়ে মধুর সঙ্গে শিশুর জিহ্বাতে 'ওম্' লিখে দেয়। তার প্রয়োজন হল এটাই যে শিশু জীবনে মধুরত্বের জন্য সংসারে তার মধুর ব্যবহার দ্বারা মধুরত্ব ভরে দিবে তথা মধু উত্তম স্বাস্থ্যবর্ধক হওয়ার কারণে সেই শিশু আয়ুর্বিজ্ঞান, আহার শাস্ত্র এবং শরীরোপয়োগী বিভিন্ন বিদ্যার জ্ঞাতা হয়ে উত্তম বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, প্রজ্ঞা আর দীর্ঘায়ু যুক্ত হয়ে সারা সংসারকে নিজের সমানই গুণ দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করবে এবং সুবর্ণ আদি রত্ন দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে বিভিন্ন লোকোপয়োগী বিদ্যার দ্বারা সংসারকে সুখী-সমৃদ্ধ করার চেষ্টা সর্বদা করবে।

একথা বিশেষ বিচারণীয় যে এমন ব্যাপক উদার ভাবনা কোনো ব্যক্তির মধ্যে তখনই আসবে, যখন সে সম্পূর্ণ সংসারকে নিজেরই পরিবার মনে করবে আর নিজের পরিবার তখনই হবে, যখন তাকে উৎপন্নকারী পিতা একটাই হবে। এইজন্য সেই শিশুর জিহ্বাতে 'ওম্' শব্দ লেখা হয়। এটা একথার সংকেত করে

Vaidic Physics Youtube Channel

যে হে বালক! এই পরমাত্মাই হল এই সম্পূর্ণ জগতের মাতা এবং পিতা অথবা চেতন পরমাত্মাই হল সবার পিতা আর জড় প্রকৃতি হল সবার মাতা। এই কারণে সংসারের সব প্রাণী হল এক পরিবারের সদস্য। এখানে একথা উল্লেখনীয় যে প্রকৃতিকে মাতা তো বলা হয়েছে, কিন্তু পিতা কোথাও বলা হয়নি। অথচ পরমাত্মাকে মাতা এবং পিতা উভয় নামে সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন –

ত্বম্ হি নঃ পিতা বসো ত্বম্ মাতা শতক্রতো বভূবিথ।
অথা তে সুম্নমীমহে।। ১১।।

(ঋগ্বেদ ৮.৯৮.১১, সামবেদ ১১৭০, অথর্ববেদ ২০.১০৮.২)

এইজন্য তিনিই হলেন সর্বোপরী উপাস্য দেব এবং তাঁরই মুখ্য ও নিজ নাম হল 'ওম্'। এই কারণে শিশুকে না কেবল এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যে সংসার হল পরমাত্মার পরিবার, অপিতু সেই পরমাত্মাই হল আমাদের পরমধাম, এই সংকেতও করা হয়।

এইজন্য পাতঞ্জল য়োগের বিভিন্ন অঙ্গের সাধনা করার পাশাপাশি বাল্যাবস্থা থেকেই ঈশ্বর উপাসনা প্রত্যেকটা শিশুর সর্বোপরি ধর্ম হওয়া উচিত। ঈশ্বর উপাসনা এবং ব্রহ্মচর্য-প্রাণায়াম আদি তপের দ্বারা বিদ্যার্থী মহতী প্রজ্ঞাকে প্রাপ্ত করে বিভিন্ন পদার্থ বিদ্যার গম্ভীর রহস্য এবং আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানকেও জানতে অপেক্ষাকৃত সক্ষম হবে আর এমনি করেই দেবর্ষি নারদ উপরিবর্ণিত বিদ্যার মহান বিশেষজ্ঞ হয়ে ছিলেন। এইজন্য যেকোনো অধ্যাত্মবেত্তার জন্য পদার্থ বিদ্যার উপেক্ষা ও নিন্দা মানা মোটেও উচিত নয়, বরং পদার্থ বিদ্যা প্রত্যেক অধ্যাত্মবেত্তার জন্য অনিবার্য বিষয় হবে। এটা খুবই সাধারণ কথা যে কার্যকে না দেখে কোনো কর্তার অনুমান করা কিভাবে সম্ভব হবে আর যদি তাঁর অস্তিত্বের অনুমানই না হয়, তাহলে তাঁর স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান আর তাঁকে প্রাপ্ত করার

Vedic Physics Youtube Channel

কল্পনা করাও তো সম্ভব নয়।

২. সমস্ত সৃষ্টিকে জানার পশ্চাৎ তথা ঈশ্বর-জীবাত্মা বিষয়ক বিভিন্ন বেদাদি শাস্ত্রকে গম্ভীরভাবে পড়ার পরও ঈশ্বর-আত্মার সাক্ষাৎকার না করে কিংবা জীবন মুক্ত অবস্থাকে প্রাপ্ত না করে পূর্ণ বিশোক অবস্থাকে প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়, এই অবস্থাকে মুক্তিও বলে। আমার দৃষ্টিতে দেবর্ষি নারদ মহর্ষি সনৎকুমারের কাছে আসার পূর্বে আত্মা অথবা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করেননি, এমন মোটেও সম্ভব বলে মনে হয় না। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি না হলে এত বিশাল আর গভীর অধ্যয়ন করা যেকোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তিনিই হতে পারেন, যিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করেছেন। বর্তমানে কোনো আধ্যাত্মিক আর প্রতিভা-শালী বিদ্বান দ্বারা বেদার্থ করা আলাদা বিষয় হবে আর সেই মহান যুগে দেবর্ষি নারদ দ্বারা স্বয়ংকে মন্ত্রবিত্ বলা অনেক উচ্চ বিষয় হবে। আমার দৃষ্টিতে 'মন্ত্রবিত্' শব্দের অর্থ কেবল পাঠকমাত্র নয়, বরং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির স্তর প্রাপ্ত করে নেওয়া হবে। আমি বিভিন্ন বিদ্বানের দ্বারা মন্ত্রবিত্ শব্দের অর্থ 'পাঠক মাত্র' বলার পক্ষে সহমত নই।

প্রশ্ন – যদি 'মন্ত্রবিত্' শব্দের অর্থ ঋষি হয়, তাহলে ঋষিও কি শোকাকুল এবং অপূর্ণবিদ্য হন, তবে তো তাদের আর সামান্য মানুষের মধ্যে ভেদ কি রইলো?

উত্তর – সংসারে সর্বথা পূর্ণপুরুষ তো কেবল পরমাত্মাই হতে পারবে আর জীবাত্মার স্তরে পূর্ণ শোকরহিত এবং সমস্ত জ্ঞেয়ের জ্ঞাতা কেবল মুক্তাত্মা এবং জীবনমুক্ত পুরুষই হতে পারবে। অন্য স্তরে একটু-আধটু অল্পমাত্রায় হলেও শোক-দুঃখ আসবেই আর এমনই অবস্থা সেই সময় দেবর্ষি নারদের ছিল। এটাও মনে রাখতে হবে যে এই স্তরের মহাপুরুষ এবং অন্য স্তরের মানুষের সুখ-দুঃখ ও শোক-আনন্দের মধ্যে অনেক ভেদ আছে।

বিদ্যা

Vedic Physics Youtube Channel

দেবর্ষি নারদ সেই সময় যে আত্মবিত্ না হওয়ার কথা বলেছেন, তার মানে এই যে তিনি মুক্তির কামনা হেতু জীবনমুক্ত অবস্থাকে প্রাপ্ত করার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারকে সুদৃঢ় করতে তথা নিজের সব সংস্কারকে দগ্ধবীজ করার অভ্যাসের জন্য জীবনমুক্ত অবস্থাকে প্রাপ্ত করা সদ্গুরু মহর্ষি সনৎকুমারের শরণে এসেছিলেন। এইভাবে এতে এই নিষ্কর্ষ বের হয় যে সম্পূর্ণ পদার্থ বিদ্যার জ্ঞাতা বৈজ্ঞানিক ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা চেতন তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করে তার যথার্থ বিজ্ঞান প্রাপ্ত না করবেন। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান হল একটা সুন্দর মালার সমান। সংসারের সব পদার্থ বিদ্যা সেই মালার সুন্দর মোতির সমান আর সেই মোতিকে পরস্পর জুড়ে রাখার সুতো হল চেতনতত্ত্ব বিজ্ঞান। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সুতো হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত মোতি পরস্পর জুড়ে সৌন্দর্য প্রাপ্ত করতে পারবে না। এইভাবে আধ্যাত্ম বিজ্ঞান ছাড়া পদার্থ বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিদ্যার বিভিন্ন শাখা মানব সমাজ অথবা প্রাণীমাত্রকে কক্ষনো সুখ-শান্তি দিতে পারবে না। তারমধ্যে সংঘর্ষ এবং বিরোধ ভাব হবেই, যারফলে সুখ-সুবিধার বিভিন্ন বিস্তার থাকা সত্ত্বেও মানব সমাজ সুখী আর আনন্দিত হতে পারবে না, আর তখন প্রাণীমাত্রের কথা তো কি বলবো? দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ সংসারে এই সবকিছু হচ্ছে। সুখ-সুবিধার সংসাধনের ভীড়ে সুখ, শান্তি, প্রেম, মৈত্রী, করুণার মতো মানবীয় গুণ কোথাও হারিয়ে গেছে। কোনো মালার সুতো না কেবল সেই মোতির আধার প্রদান করে, বরং তাকে ব্যবস্থিত ক্রম প্রদান করে সুন্দর আর উপযোগীও করে তোলে।

এইভাবে যথার্থ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বিভিন্ন বিদ্যাকে পরস্পর একে-অপরের সঙ্গে জুড়ে আর সেগুলোকে পরস্পর পূরক বানিয়ে প্রাণীমাত্রের জন্য উপযোগী বানিয়ে দেয়। তখন যেমন নিরাপদ এবং আবশ্যক টেকনিকের বিকাশ হয়ে

পরিবেশও সুন্দর আর সুরক্ষিত থাকে, তেমনি মানুষের মধ্যে গলাকাট প্রতিস্পর্ধা না হয়ে পরস্পর প্রীতি আর শান্তিও বজায় থাকে। তিন প্রকারের দুঃখ অর্থাৎ শারীরিক আর মানসিক দুঃখ, প্রাকৃতিক প্রকোপ আদি থেকে উৎপন্ন দুঃখ এবং প্রাণীদের পারস্পরিক সংঘর্ষজন্য দুঃখ কাউকেই পীড়িত করে না। আবার অন্য দিকে বিভিন্ন পদার্থ বিদ্যা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানকে পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে কেবল আধ্যাত্মিক কথা বলে এমন মহানুভাব কোনো সুন্দর মালা রূপ সামাজিক ব্যবস্থার কল্পনার থেকেও অতি দূর এক সুতোর সমান এমনি নীরস ব্যবস্থাকে উৎপন্নকারী হয়, সেখানে তাদের পরমাত্মা অথবা মুক্তির প্রাপ্তি তো কি আর হতে পারে, বরং তারা নিজেদের উদরপোষণেও সক্ষম না হয়ে নিতান্ত দুঃখী আর অভিশপ্ত জীবন যাপন করে। এইজন্য য়জুর্বেদের মধ্যে বলা হয়েছে –

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি য়েऽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয়ऽইব তে তমো য়ऽউ বিদ্যায়াঁ রতাঃ।।

(য়জুর্বেদ ৪০.১২)

অর্থাৎ যেসব মানুষ কেবল পদার্থ বিজ্ঞানের মধ্যে রত থাকেন, তারা দুঃখসাগর রূপ অন্ধকারে ডুবে যাবেন আর যেসব মানুষ পদার্থ বিদ্যার নিতান্ত উপেক্ষা করে কেবল অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মধ্যেই রত থাকতে চান, তারা আরও অধিক গভীর অন্ধকারে ডুবে যাবেন। এর কারণ পাঠক উপরে নিশ্চয়ই জেনে গেছেন। তাহলে মানুষ পূর্ণ সুখী কিভাবে হতে পারবে? এর উত্তরে বেদ পুনঃ বলেছে –

বিদ্যাম্ চাবিদ্যাম্ চ য়স্তদ্বেদোভয়ঁ সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুম্ তীর্ত্বা বিদ্যয়াऽমৃতমশ্নুতে।।

(য়জুর্বেদ ৪০.১৪)

অর্থাৎ যেসব মানুষ পদার্থ এবং আধ্যাত্মিক উভয় বিদ্যাকে জানেন, তারা পদার্থ

বিদ্যার সমুচিত আর সর্বহিতকারী উপয়োগ দ্বারা তথা শরীর আর জগতের নশ্বর হওয়ার জ্ঞান দ্বারা মৃত্যুভয় এবং অন্য সব দুঃখকে অতিক্রম করে যথার্থ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের দ্বারা জীবনমুক্ত বা মুক্তিরূপ পরমানন্দকে প্রাপ্ত করবেন।

এইভাবে সংসারে বিদ্যার বিভিন্নতা, ব্যাপকতা আর সেগুলোর সমন্বিত, সুষম আর উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা মানব স্বয়ং সর্ববিধ দুঃখকে সাঁতরে পার করে অন্য সব প্রাণীদের সুখ দিতে সক্ষম হবে। এটাই হল বিদ্যার উপযোগিতা।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা যে বিভিন্ন বিদ্যার চর্চা করেছি, সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে –

১. যে পদার্থ এই সৃষ্টির উপাদান কারণ হয় অর্থাৎ যার মিশ্রণের কারণে এই সব সৃষ্টি তৈরি হয়েছে।
২. যে পদার্থ এই সৃষ্টির উপাদান কারণ না হয়ে নিমিত্ত কারণ মাত্র হয়।

এরমধ্যে প্রথম প্রকারের পদার্থ জড় তথা দ্বিতীয় প্রকারের পদার্থ কিছুটা জড় তথা কিছুটা চেতন হয়। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর 'আর্য়োদ্দেশ্যরত্নমালা' পুস্তকে সৃষ্টির পরিভাষা নিয়ে লিখেছেন –

''যেটা কর্তার রচনা করে কারণ দ্রব্য কোনো সংযোগ বিশেষ দ্বারা অনেক প্রকার কার্যরূপ হয়ে বর্তমানে ব্যবহার করার যোগ্য হয়, তাকে সৃষ্টি বলে।''

'স্বমন্তব্যামন্তব্যপ্রকাশ' এরমধ্যে পুনরায় ঋষি দয়ানন্দ লিখেছেন –

''সৃষ্টি তাকে বলে, যেটা পৃথক দ্রব্যের জ্ঞান যুক্তিপূর্বক মিলিত হয়ে বিভিন্নরূপ হওয়া।''

এই দুই পরিভাষার উপর বিচার করলে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. সৃষ্টির পদার্থকে মানুষ ব্যবহার করতে পারবে। তার যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত করতে

Vaidic Physics Youtube Channel

পারবে। যথার্থ বিজ্ঞান ছাড়া কোনো পদার্থকে উচিত ব্যবহারে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, এইজন্য সৃষ্টি বিজ্ঞানের যথার্থতা মানব জাতির জন্য অনিবার্য। সৃষ্টি নিকৃষ্ট নয়, বরং ব্যবহারে নিয়ে এসে সবার উপকারের জন্যই হয়। সৃষ্টির সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম ও স্থূল থেকে স্থূল পদার্থ অর্থাৎ সূক্ষ্মতম কণা আর তার থেকেও সূক্ষ্ম প্রাণাদি পদার্থ থেকে শুরু করে বিশাল লোক-লোকান্ত পর্যন্ত সবকিছুর যথার্থ বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ করে তাকে সর্বহিতার্থ ব্যবহার করা উচিত। সৃষ্টির প্রয়োজন হল এটাই।

২. সৃষ্টি কোনো কারণ পদার্থ থেকে তৈরি হয়েছে। সেই কারণ পদার্থ হল অনাদি ও অনন্ত। সেই কারণ পদার্থ না কখনও তৈরি হয় আর না কখনও নষ্ট হয়। সেই পদার্থের ভাব সর্বদা থাকে, সেটা শূন্য অর্থাৎ অবস্তু নয়, যেমনটা মহান তত্ত্ববেত্তা মহর্ষি কপিল বলেছেন –

নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ (সাংখ্য দর্শন ১.৭৮)

অর্থাৎ অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নয়। এটাই য়োগেশ্বর মহান বেদবিজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। (গীতা ২.১৬)

অর্থাৎ অসৎ বস্তুর কখনও ভাব হয় না, সৎ বস্তুর কখনও বিনাশ হয় না। এর মানে হল শূন্য(নথিং) থেকে কখনও কোনো বস্তুর উৎপত্তি হতে পারে না তথা যে বস্তু বিদ্যমান আছে, তার কখনও পূর্ণ বিনাশ হয় না। সংসারে সত্তাবান কোনো কিছুর বিনাশ তথা কোনো কারণ দ্রব্যের কোনো বস্তুর উৎপত্তি দেখা বা শোনা যায়, তার যথার্থ হল –

নাশঃ কারণলয়ঃ (সাংখ্য দর্শন ১.১২১)

Vaidic Physics Youtube Channel

অর্থাৎ স্থূল পদার্থ তার কারণভূত সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াকেই বিনাশ বলে। এইভাবে বস্তুর বিনাশ আসলে হয় না, বরং তার রূপ এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে আমরা তা অনুধাবন করতে পারি না, একেই বিনাশ বা প্রলয় বলে। এর বিপরীত যখন সেই অদৃশ্য, অস্পৃশ্য ও অবিজ্ঞেয় কারণ পদার্থ স্থূল রূপে পরিবর্তিত হয়ে কোনো বস্তুর নির্মাণ হতে দেখা যায়, তখন তাকেই কোনো বস্তুর উৎপন্ন হওয়া মানা হয়। বস্তুতঃ সৃষ্টি ও প্রলয় হল পদার্থের দুই প্রকারের অবস্থার নাম। এটাও মনে রাখতে হবে যে এই সৃষ্টি-প্রলয় বা কার্য-কারণ অবস্থাও সাপেক্ষ হয়ে থাকে। একটা পদার্থ অন্য কোনো পদার্থের উপাদান কারণ হতে পারে, আবার সেই পদার্থ অন্য কোনো সূক্ষ্ম পদার্থের কার্যরূপও হতে পারে।

এই সৃষ্টি পৃথক-পৃথক সূক্ষ্ম পদার্থের সংযোগ বিশেষ দ্বারা তৈরী হয়েছে। এখানে 'বিশেষ' শব্দ এই বলছে যে সৃষ্টির বিভিন্ন পদার্থের (সূক্ষ্ম বা স্থূল) নির্মাণ যেমন-তেমন ভাবে (randomly combination) হয় না বরং জ্ঞান ও যুক্তিপূর্বক সম্যক্ সংযোগ দ্বারাই হয়। সংসারের মধ্যে যে অব্যবস্থা আমরা এলোমেলো দেখতে পাই, সেটা আমাদের অল্পজ্ঞানের কারণেই এমন মনে হয়, অথচ সেই অব্যবস্থার ভিতরেও একটা সুন্দর সোদ্দেশ্য ব্যবস্থা থাকে, যাকে আমরা আমাদের অল্পজ্ঞানের কারণে জানতে পারি না। সমস্ত সৃষ্টি পূর্ণ ব্যবস্থিত, জ্ঞানপূর্বক তৈরী করা হয়েছে, জ্ঞানপূর্বক ও সোদ্দেশ্য সঞ্চালিত হচ্ছে।

এখন যেহেতু সমস্ত সৃষ্টি সোদ্দেশ্য ও জ্ঞানপূর্বক তৈরী করা হয়েছে, এইজন্য এটা অনিবার্য যে তার নির্মাতা কোনো মহান সামর্থ্যশালী, মহান জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, অনাদি ও অনন্ত কর্ত্তা অদৃষ্টরূপেণ সর্বত্র বিদ্যমান আছে। এই পূর্ণ জ্ঞানী কর্ত্তা তত্ত্বের সঙ্গে-সঙ্গে চেতন ভোক্তা তত্ত্বের অস্তিত্বের আবশ্যকতা এবং

Vaidic Physics Youtube Channel

যথার্থ স্বরূপের চর্চা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। বিজ্ঞ পাঠক সৃষ্টিতে ঈশ্বর তত্ত্বের অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিকতার উপর বিচার করে স্বয়ংই ভোক্তারূপ চেতন জীব-তত্ত্বের অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিকতার অনুভব করতে পারবেন।

এইভাবে আমরা 'সৃষ্টি' শব্দের পরিভাষার চর্চা করলাম। এখন এই সৃষ্টির সমার্থক দুটো শব্দ 'জগৎ' ও 'সংসার' এর উপরও চর্চা করবো। এই দুটো শব্দের অর্থ হল যেটা নিরন্তর গতিশীল অর্থাৎ পরিবর্তনশীল, তাকে জগৎ বা সংসার বলে। এই সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই স্থির বা স্থায়ী হয় না, আর যেটা স্থির, নির্বিকার বা স্থায়ী হয়, সেটা এই সৃষ্টির উপাদান তত্ত্ব অথবা এর অঙ্গভূত তত্ত্ব হয় না। সমস্ত জগতের সূক্ষ্মতম থেকে স্থূলতম পদার্থ নিরন্তর গতি করছে, এই নিরন্তর গতির কারণে সেগুলো নিজের স্বরূপকেও ক্রমাগত পরিবর্তিত করছে। এই পরিবর্তন সর্বত্র ও সর্বদা হতে চলা সংযোগ ও বিয়োগের কারণেই হয় আর এই সংযোগ-বিয়োগের কারণ হল গতি। এই সংযোগ-বিয়োগও জ্ঞানপূর্বকই হয়। এই সমস্ত সংযোগ-বিয়োগ রূপী সৃষ্টির সমস্ত ব্যবহার ও গুণের ব্যবস্থিত ও বিশিষ্ট জ্ঞানকেই সৃষ্টি বিজ্ঞান বলে।

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের পাশাপাশি সংসারের অন্য সব বিজ্ঞান হল সৃষ্টি-বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন শাখা। একে এইভাবেও বলা যেতে পারে যে সম্পূর্ণ পদার্থ বিজ্ঞান সৃষ্টি বিজ্ঞানের অন্তর্গত, কিন্তু সংসারে বিভিন্ন লোক-লোকান্তরের রচনার বিজ্ঞানকেই সৃষ্টি বিজ্ঞান বলে। একে ইংরাজি ভাষায় কসমোলজি বলে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক এইটুকু অবশ্য মানে ও জানে যে এই কসমোলজির সঙ্গে সৌর ভৌতিকী (সোলার ফিজিক্স), প্লাজমা, ফিজিক্স, খগোল ভৌতিকী, খগোল বিজ্ঞান, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরি এবং স্ট্রিং থিয়োরি আদির না কেবল অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, অপিতু সেগুলো সবই হল সৃষ্টি বিজ্ঞানের শাখা। এছাড়া

Vaidic Physics Youtube Channel

কণা-পরমাণু-নাভিকীয় ভৌতিকী ছাড়া কসমোলজির কল্পনাও সম্ভব নয়। উষ্মা, প্রকাশ, বিদ্যুৎ, চুম্বক আদির বিজ্ঞানও কসমোলজিকে বোঝাতে আবশ্যক হয়। এইভাবে এই সব বিজ্ঞানের শাখা হল সৃষ্টি বিজ্ঞানেরই ভাগ। যদিও এইসবের জন্য ভৌতিক বিজ্ঞান শব্দই অনেক সার্থক। বিজ্ঞানের অন্য শাখা রসায়ন, ভূগর্ভ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, বনস্পতি বিজ্ঞান আদি সব ভৌতিক বিজ্ঞান ছাড়া অপূর্ণ হয় কিংবা ভৌতিক বিজ্ঞান রসায়ন আদি অনেক শাখা বা বিধির মূল হয়। এইভাবে বর্তমান বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখাই হল সৃষ্টি বিজ্ঞানের অঙ্গ। বাস্তবিকতা তো এই হল যে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ছাড়া সম্পূর্ণ সৃষ্টি বিজ্ঞান অপূর্ণই হবে।

* * * * *

Vaidic Physics Youtube Channel

সৃষ্টি-বিজ্ঞানের উপযোগিতা

আজ অনেক অধ্যাত্মবাদী বিজ্ঞান ও টেকনিকের নিন্দা করেন, অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা স্বয়ং উচ্চ টেকনিকের প্রচুর ব্যবহার করেন। আমি এমন মহানুভাবদের বলতে চাইবো যে পদার্থ বিজ্ঞান অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি বিজ্ঞান না কেবল সংসারে বসবাসরত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক, অপিতু মুমুক্ষু ও বিরক্তজনদের মোক্ষের জন্যও সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আবশ্যক, কারণ সৃষ্টি জ্ঞান ছাড়া এর স্রষ্টা পরমাত্মার জ্ঞান হবে না। যখন তাঁর জ্ঞান বা অনুমানই হবে না, তখন তাঁকে প্রাপ্তির জন্য উৎকট ইচ্ছা ও ধ্যানাদি সাধনের প্রাপ্তি হওয়া মোটেও সম্ভব নয়। এইজন্য ঋষি দয়ানন্দ তাঁর বেদভাষ্যতে সৃষ্টি বিদ্যার উপর খুব বল দিয়েছেন। বিদ্যার পরিভাষাতে তিনি দুই প্রকার বিদ্যার (আধ্যাত্মিক এবং পদার্থ বিদ্যা) সম্মিলিত রূপকেই বিদ্যা বলেছেন। এখানে আমি ঋষির বেদভাষ্যের কিছু বিচার উদ্ধৃত করবো –

১. ন হি কশ্চিদপি সৃষ্টিপদার্থানাম্ গুণবিজ্ঞানেন বিনোপকারান্ গ্রহীতুম্ শক্নোতি তস্মাদ্বিদুষাম্ সম্গেন পৃথিবীমারভ্য পরমেশ্বরপর্য্যন্তান্ পদার্থান্ জ্ঞাত্বা মনুষ্যৈঃ ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সদৈব কার্য্যা।। (ভাবার্থ ঋগ্বেদ ১.৯১.১৯)

অর্থাৎ সৃষ্টির পদার্থের গুণকে না জেনে কেউই সেগুলো থেকে উপকার নিতে পারবে না, এইজন্য মানুষের উচিত বিদ্বানদের সঙ্গ নিয়ে পৃথিবী থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত যথাযোগ্য সব পদার্থকে জেনে ক্রিয়াসিদ্ধি সর্বদা করা।

২. অস্মিন্ জগতি য়স্য সৃষ্টিপদার্থবিজ্ঞান য়াদৃশম্ স্যাত্তাদৃশম্ সদ্যোऽন্যান্

Vaidic Physics Youtube Channel

গ্রায়েত্। য়দি ন গ্রাহয়েত্ তর্হি তন্নষ্টম্ সদন্যৈঃ প্রাপ্তুমশক্যম্ স্যাত্।।

(ভাবার্থ য়জুর্বেদ ১২.৪৮)

অর্থাৎ এই জগতে সৃষ্টির পদার্থের বিজ্ঞান যার যেমন হবে, তৎক্ষণাৎ সেটা অন্যকে জানাবে। যদি অন্যকে বলা না হয়, তাহলে সেই নষ্ট হওয়া জ্ঞান কেউই প্রাপ্ত করতে পারবে না।

এই বিষয়ে ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর য়োগবিদ্যার শিষ্য শ্রী লক্ষ্মণানন্দ তাঁর ধ্যান-য়োগ-প্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখেছেন –

''যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের রুচি আর পরীক্ষা বিদ্বানদের সঙ্গতে তথা ঈশ্বর ও তাঁর রচনার উপর হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিজ্ঞান কখনও বাড়বে না, বরং সদা ভ্রমজালে পড়ে থাকবে।''

প্রশ্ন – এই সৃষ্টি বিজ্ঞান আদি বিষয় কেবল প্রেয়মার্গী সাংসারিকদের জন্য তো ঠিক আছে, কিন্তু শ্রেয়মার্গী মুমুক্ষুজনকে পদার্থ বিজ্ঞান নিজের মুখ্য লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এইজন্য তাদের এর উপেক্ষা করাই উচিত।

উত্তর – এই বিষয়ে কিছু সংকেত আমি পূর্বেই করেছি। এখন আমি ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী, যিনি এই যুগের একজন প্রসিদ্ধ য়োগী ছিলেন, তাঁর বিচার জানার চেষ্টা করবো। তিনি সত্যার্থপ্রকাশের মুক্তি বিষয়ক নবম সমুল্লাসে মুক্তির সাধনের মধ্যে সর্বপ্রথম বিবেকের বিষয়ে বর্ণনা করে শরীরের পঞ্চকোষ তথা চার প্রকারের শরীরের বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা কি সৃষ্টি বিজ্ঞানের অন্তর্গত নয়? প্রাণ, সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, মন আদির জ্ঞান সৃষ্টি বিজ্ঞানের একটা ভাগ নয় কি? এমন বিজ্ঞান, যাকে ঋষি বিবেক বলেছেন, তাকে ছাড়া বৈরাগ্য হওয়া কি সম্ভব? তারপর তিনি বৈরাগ্যের অর্থ নিয়ে সত্যার্থপ্রকাশে সেই সমুল্লাসের মধ্যে বলেছেন –

Vaidic Physics Youtube Channel

''বিবেক দ্বারা যে সত্যাসত্য জানা গেছে, তাতে সত্যাচরণের গ্রহণ আর অসত্যাচরণের ত্যাগ করাই হল বৈরাগ্য।''

এখন বিবেকের বিষয়ে বলেছেন –

''পৃথিবী থেকে শুরু করে পরমেশ্বর পর্যন্ত পদার্থের গুণ, কর্ম, স্বভাব সম্বন্ধে জেনে তাঁর আজ্ঞাপালন আর উপাসনাতে তৎপর হওয়া, তাঁর বিরুদ্ধে না চলা, সৃষ্টি থেকে উপকার নেওয়াকে বিবেক বলে।''

এই বৈরাগ্য কি সৃষ্টি বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত নয়? ঋষির য়োগ বিদ্যার শিষ্য স্বামী লক্ষ্মণানন্দ ধ্যান-য়োগ-প্রকাশ নামক গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন –

''নিজের স্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত করার যোগ্যতা হওয়ার জন্য জীবের উচিত প্রকৃতিজন্য স্থূল আর সূক্ষ্ম পদার্থকে ক্রমশঃ ধ্যানপূর্বক জানা।''

ঋষি দয়ানন্দ তাঁর বেদভাষ্যের মধ্যে য়োগী হওয়ার জন্য সৃষ্টি বিজ্ঞানের আবশ্যকতা নিয়ে বলেছেন –

''ত এব জনা য়োগিনস্সিদ্ধাশ্চ ভবিতুম্ শক্নুবন্তি য়ে য়োগবিদ্যাভ্যাসম্ কৃত্বেশ্বরমারভ্য ভূমিপর্য্যন্তান্ পদার্থান্ সাক্ষাৎকর্তুম্ প্রয়তন্তে য়মাদিসাধনান্বিতাশ্চ য়োগে রমন্তে য়ে চৈতান্সেবন্তে তেঽপ্যেতৎসর্বম্ প্রাপ্নুবন্তি নেতরে।

(য়জুর্বেদ ভাবার্থ ৭.৮)

অর্থাৎ তারাই পূর্ণ য়োগী আর সিদ্ধ হতে পারবেন, যারা য়োগবিদ্যাভ্যাস করে ঈশ্বর থেকে শুরু করে পৃথিবী পর্যন্ত পদার্থকে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন আর য়ম-নিয়ম সাধন যুক্ত য়োগের মধ্যে রত থাকেন আর যারা এই সিদ্ধের সেবন করেন, তারাই এই য়োগসিদ্ধিকে প্রাপ্ত করেন, অন্য কেউ নয়।

তিনি অন্যত্র লিখেছেন –

সৃষ্টি-বিজ্ঞানের উপযোগিতা

‘‘য়ে য়থাবৎসৃষ্টিক্রমম্ জানন্তি তে বিদ্বাম্সঃ সর্বতঃ পূজ্যন্তে য়ে চৈতম্ ন জানন্তি তে সর্বতস্তিরস্কৃতা ভবন্তি।’’ (ভাবার্থ ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৩৬)

অর্থাৎ যারা সঠিকভাবে সৃষ্টিক্রমকে জানেন, সেই বিদ্বানদের সর্বত্র পূজো করা হয় আর যারা একে জানেন না, তারা সবদিকে তিরস্কৃত হন। ঋগ্বেদাদিভাষ্য-ভূমিকার ‘বেদবিষয়বিচার’ নামক অধ্যায়ে ঋষি দয়ানন্দ বলেছেন অপরা বিদ্যা অর্থাৎ সৃষ্টি বিদ্যা অর্থাৎ সম্পূর্ণ পদার্থ বিজ্ঞান, পরাবিদ্যা অর্থাৎ অধ্যাত্ম বিদ্যার মূল হয় আর পরা-বিদ্যা সেই অপরার ফল হয়। একথা এটাই স্পষ্ট করে যে পদার্থ বিজ্ঞান ছাড়া অধ্যাত্ম জ্ঞান, য়োগ আর মুক্তি হওয়া একদমই সম্ভব নয়।

এইভাবে আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী সমস্ত পদার্থ বিজ্ঞানকে মানবমাত্রের জন্য উপযোগী ও আবশ্যক মানতেন। বস্তুতঃ যে মানব এই সংসারে বাঁচতে চাইবে, তাকে বিজ্ঞান জানতেই হবে। বিজ্ঞান ছাড়া তার জন্য লোকব্যবহার, আহার, বিহার, আরোগ্যতা প্রাপ্ত করা, যেখানে-সেখানে গমনাগমন ব্যবহার করা আদি কোনো কিছুই সম্ভব হবে না। যদি মানুষ এইসব করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে কিভাবে সুখী হবে? ভগবৎপাদ পতঞ্জলি তাঁর য়োগশাস্ত্রে (২.১৮) এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির প্রয়োজন সমস্ত সুখের উপভোগ এবং মোক্ষ প্রাপ্তিকেই বলেছেন। যদি কোনো মানুষ এই সৃষ্টির যথার্থ বিজ্ঞানকে না জানেন, তাহলে তিনি তার যথার্থ ব্যবহার কিভাবে করবেন? আর যদি ব্যবহার করতে না পারেন, তাহলে সেই সৃষ্টি যে প্রয়োজনের জন্য তৈরী হয়েছে, সেই প্রয়োজন (সমস্ত সুখ এবং অন্তিম পরম প্রয়োজন মুক্তি) কিভাবে সিদ্ধ হবে?

এইজন্য সংসারের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের উচিত যে তার নিজের জীবন সার্থক করার জন্য সংসারের সব পদার্থের যথার্থ বিজ্ঞান প্রাপ্ত করে সেগুলো থেকে নিজের ও অন্যের যথাযোগ্য উপকার করার চেষ্টা করতে থাকা। এইরূপ

Vaidic Physics Youtube Channel

করেই মানুষ অন্তিমে যথার্থ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মার যথার্থ বিজ্ঞান প্রাপ্ত করে মুক্তিকেও প্রাপ্ত করতে সক্ষম হবে।

মানব জিজ্ঞাসা এবং সৃষ্টি বিজ্ঞান

সৃষ্টির এমন প্রয়োজনকে জেনে এই মানব প্রাণী যখন থেকে এই পৃথিবীতে এসেছে, তখন থেকেই সৃষ্টির রহস্যকে জানার চেষ্টা করছে। বেদ, মনুস্মৃতি, বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, মহাভারত, সূত্র-গ্রন্থ, দর্শন, উপনিষদ আদি সম্পূর্ণ প্রাচীন বৈদিক বাঙ্গময়ের মধ্যে সৃষ্টির যথার্থ বিজ্ঞানের উপর বিস্তার ভাবে গম্ভীর বিচার করা হয়েছে। যখন এইসব গ্রন্থের রচনা হয়, সেই সময় এই ভূ-তলে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের আবির্ভাবও হয়নি। মহাভারত যুদ্ধের পশ্চাৎ এই সংসারে বিভিন্ন মত-মতান্তর প্রচলিত হয় আর সেগুলোতে নিজ-নিজ শৈলী রূপে সৃষ্টি-উৎপত্তি বিষয়ের উপর বিচার করা হয়। আমি মনে করি যত বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম সৃষ্টিবিজ্ঞান বৈদিক বাঙ্গময়ের মধ্যে আছে, ততটা সারা সংসারের কোনো সম্প্রদায় বা দর্শনের মধ্যে হবে না। সংসারের বিভিন্ন সম্প্রদায় বৈদিক বাঙ্গময় থেকেই কিছু-কিছু বিচারকে গ্রহণ করে নিজ-নিজ পৃথক দর্শন তৈরী করেছে। পারসি, বৌদ্ধমত, জৈনমত, ইহুদী, ঈসাই, ইসলাম আদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দর্শনের মধ্যে বৈদিক মান্যতা থেকেই কিছু-কিছু প্রেরণা নেওয়া হয়েছে। কুরআন এবং বাইবেলের মধ্যে সৃষ্টি উৎপত্তির বিষয়ে অনেক বিচার বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে রূঢ়ার্থে নেওয়া হয়েছে।

এইসব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক এইসব গ্রন্থের বিচারের যৌগিক অর্থ (যথার্থ) জানতে পারেনি, বরং সেই সময় সংসারে প্রচলিত বৈদিক কথনের রূঢ়ার্থে প্রচলিত ধারণার সংকেতকে গ্রহণ করে তারই উপর নিজ-নিজ সৃষ্টি বিজ্ঞানের ভবন দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। ভারতীয় অর্বাচীন ভাগবতাদি পুরাণও

Vaidic Physics Youtube Channel

এইভাবে বৈদিক কথনকে রূঢ়ার্থেই গ্রহণ করে নিজ-নিজ মতের প্রবর্তন করে দেয়। বৌদ্ধ ও জৈন মত বৈদিক দর্শনের রূঢ়ার্থকে নিয়ে প্রচলিত হওয়া বীভৎস কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়াতে উদিত হয়, এই কারণে তারা অনীশ্বরবাদের দিকে প্রবৃত্ত হয়, যদিও অন্য দেশী ও বিদেশী মত ঈশ্বরবাদীই থাকে, তাতে তাদের ঈশ্বর যেমনই হোক না কেন। বস্তুতঃ বৈদিক সনাতন মতের যথার্থকে না জেনে সৃষ্টি বিজ্ঞানের বিষয়ে যেসব মান্যতা প্রচলিত হয়, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশ কল্পনাপ্রসূত ভাগ আছে আর বাস্তবিকতা কম। তবে বৌদ্ধ ও জৈন মতের মধ্যে সৃষ্টিবিদ্যার উপর কিছু গম্ভীর বিচারও করা হয়েছে, তবুও তারা বাস্তবিকতার থেকে অনেক দূরে চলে যায়।

আধুনিক পুরাণ গ্রন্থের মধ্যে বায়ু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু আদি পুরাণে যেসব সৃষ্টি বিদ্যা আছে, সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথা প্রাচীন বৈদিক বাঙ্ময়ই হল এর মূল স্রোত। অন্য শিবপুরাণাদিতে কিছু গম্ভীর তো কিছু কাল্পনিক বিচারের সমাবেশ আছে। তবে বাইবেল ও কুরআনের মধ্যে এমন বিস্তৃত বিচার নেই আর না সেখানে কোনো ক্রমবদ্ধতা ও যুক্তিসঙ্গতা প্রতীত হয়। বর্তমানে হিন্দি ভাষাতে এগুলোর যেসব অনুবাদ উপলব্ধ আছে, সেগুলোর মধ্যে চমৎকারী ঈশ্বর কথন মাত্র সৃষ্টির রচনা করে দিয়েছে, এমন বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এই দুই গ্রন্থের মধ্যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কিছু প্রচলিত কথনের রূঢ় পরম্পরার কিছু প্রভাব তো আছে, কিন্তু তারা সেইসব কথনের যথার্থ বুঝতে পারেনি আর রূঢ়ার্থকেই গ্রহণ করে বসে। একথা বর্তমানে প্রচলিত পুরাণের বিষয়েও উচিত মানা যেতে পারে। আধুনিক পুরাণের মধ্যেও না কেবল সৃষ্টি বিজ্ঞানকে কোথাও-কোথাও চমৎকারী ঈশ্বরের জাদুগিরি রূপে বিচিত্র করেছে, অপিতু সেই চমৎকারী ঈশ্বরকেও বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন চমৎকার করে বিভিন্ন চিত্র-বিচিত্র রূপে বর্ণনা

Vaidic Physics Youtube Channel

করে একটা জাদুকরের মতো প্রচারিত করে দেয়।

এইসব মান্যতার মাঝে বিগত কিছু শতাব্দীর মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয় আর এটা সৃষ্টিকে জানতে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা শুরু করে দেয়। যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের উদয় হওয়ার পূর্বে পশ্চিমী দেশের মধ্যে ঈশাই, ইসলাম আদি সাম্প্রদায়িক সৃষ্টি বিদ্যা বিষয়ক বিচার ছাড়াও অরস্তু, প্লেটো আদি বিচারকদের সৃষ্টি বিদ্যা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিচারের প্রাদুর্ভাব হয়ে গিয়েছিল। যাকে আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের উদয় বলতে পারি, সেটা কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিও থেকে শুরু হয়েছে। এরপর সেই সময়ের মহান ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক আইজেক নিউটন থেকে আধুনিক সৃষ্টি বিজ্ঞানের মহান যুগ শুরু হয়। তারপর মহান বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন পর্যন্ত বর্তমান বিজ্ঞান অনেক ক্রান্তিকারী অনুসন্ধান করে। সৃষ্টির অনেক গভীর রহস্যকে জানতে ও বুঝতে পারে।

এই কালে আধুনিক বিজ্ঞান অত্যুচ্চ টেকনিকের এমন বিকাশ করে যে তার সহায়তায় এই ব্রহ্মাণ্ডের অনেক রহস্য থেকে পর্দা উঠতে থাকে। আইনস্টাইনের পশ্চাৎ আজ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে জানতে অনেক টেকনিক বিকশিত হয়েছে। অনেক বিচার যা কখনও নতুন ও ক্রান্তিকারী মানা হতো, তাকে পুরোনো ও অবিকশিত ভেবে ত্যাগ বা সংশোধিত করা হচ্ছে। সারা সংসারের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ার এই ব্রহ্মাণ্ডকে জানতে একসাথে যৌথ প্রচেষ্টা করছে। এইদিকে বিভিন্ন সম্প্রদায় যেন এই বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। তো কোথাও-কোথাও তারাও আধুনিক বিজ্ঞানের বিবেকহীন বা কোথাও-কোথাও বিচারপূর্বক অনুকরণের চেষ্টা করতে দেখা যায়। একদা যে বেদবিদ্যাকে এই ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞান বিষয়ের এক অনুপম ও পূর্ণ বিদ্যার রূপে মানা হতো, আমি এমন মনে করি, মধ্যকালীন অবিদ্যার দুষ্প্রভাবে সেটাও

Vaidic Physics Youtube Channel

নিজেকে বাঁচাতে পারেনি।

যদিও ফাল্গুন কৃষ্ণ দশমী বিক্রম সম্বত ১৮৮১ তদনুসারে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫ সালে ভারতবর্ষে জন্মা ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী সনাতন বৈদিক বিদ্যাকে পুনর্জীবিত করার মহান প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু কুটিল কালের গতি তাঁকে না তো পূর্ণ আয়ুপর্যন্ত বাঁচতে দেয় আর না তাঁকে তাঁর অল্পায়ু কালেও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে বেদোদ্ধারের কাজ করতে দেয়। এইজন্য বৈদিক সৃষ্টি বিদ্যার অপেক্ষিত ও যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হতে পারেনি আর যা কিছু হয়েছে, সেটাও সাংকেতিকই রয়ে গেছে, যাকে পূর্ণরূপে জানা প্রত্যেক বিদ্বানের সামর্থ্য নয়।

আমি মনে করি সৃষ্টি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটোই পক্ষ আছে, যার উপর এখানে বিচার করা আবশ্যক আর সেগুলো হল – ১. আধুনিক বিজ্ঞানের মান্যতা এবং ২. বৈদিক মান্যতার যথার্থ স্বরূপ। এরমধ্যে এখানে আমরা বৈদিক মান্যতার উপরই এরপর বিচার করার চেষ্টা করবো।

সংসারের সব প্রাণীর মধ্যে মানুষ হল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট প্রাণী। অন্য সব প্রাণী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের ভাষা, আহার-বিহার আদির জ্ঞান কখনও বাইরে থেকে শেখে না বরং তাদের ভিতরে এটা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, তাদের বাচ্চাকে তাদের মা কিছু-কিছু শিখিয়ে দেয়। তাছাড়া যদি না শিখায়, তাহলেও বিভিন্ন পশু-পক্ষীর বাচ্চা একাকী থেকেও কথা বলা, হাঁটা-চলা, ভোজন করা, শিকার করা, সন্তানোৎপত্তি করা, নিজের ঘর-ঘোসলা-বাসা বানানো, বলবানের সামনে ভয় পাওয়া ও নির্বলকে ভয় দেখানো আদি স্বয়ং শিখে নেয়। জীবনযাপন শেখার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয় বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা হয় না। তাদের জ্ঞান ও ভাষার মধ্যে শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো বিশেষ বিকাশ দেখা যায় না। তবে কিছু-কিছু পরিবর্তন

Vedic Physics Youtube Channel

দেখা যায়, যেমন বয়স্ক হাতি, শিম্পাঞ্জি, বাঁদর, বাঘ আদি তাদের বাচ্চাদের থেকে একটু অধিক জ্ঞানী ও অনুভবী হয়, তবুও তারা যতই জ্ঞানী হোক না কেন, অতিমূঢ় মানুষের সমানও কখনও হতে পারবে না। তাহলে এখন প্রশ্ন হল, মানব জাতির ভাষা ও জ্ঞানের উৎপত্তি বা বিকাশ কি ক্রমশঃ হয়েছে?

সংসারে হাজার-হাজার ভাষায় কথা বলা হয় তথা সারা সংসারে প্রায় আট আরব মানুষ নিজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক বিকাশ করেছে। আশ্চর্যের কথা হল সারা সংসারের বিভিন্ন জাতির পশু-পক্ষী নিজ-নিজ জাতির অনুসারে প্রায় একইরকম জ্ঞান ও ভাষাকে জানে। তাদের মধ্যে পৃথক-পৃথক স্তর হয় না। একই জাতির বাঁদর বা যেকোনো পশু-পক্ষী স্থান বা কাল ভেদের কারণে পৃথক-পৃথক ভাষায় কথা বলে বা তাদের জ্ঞান ও ব্যবহারের মধ্যে ভিন্নতা হয়, এমন আমরা দেখতে পাই না অথচ মানবজাতির মধ্যে এমন হয়। ভাই-ভাইয়ের মধ্যেও জ্ঞানের অনেক ভেদ দেখা যায়। যদি মানব শিশুকে কোথাও একাকী রেখে দেওয়া হয়, তাহলে সে কোনো মানবীয় ব্যবহারই জানতে পারবে না। এইসব কেন আর কিভাবে হয়েছে? এই বিষয়ে বর্তমান বিদ্বান প্রায়শঃ বর্তমান বিজ্ঞানের বিকাশবাদী সিদ্ধান্তেরই আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

* * * * *

Vaidic Physics Vortune Channel

বিবর্তনবাদের পর্যালোচনা

স্থান ও কালের ভেদানুসারে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরের গঠনের মধ্যে হওয়া ভেদকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক বা প্রবুদ্ধ বর্গ বিবর্তনবাদেরই দান এমন স্বীকার করে এইরূপ বলে যে – ''অমুক প্রাণী তার শরীরে পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনুকূল অমুক-অমুক পরিবর্তন করেছে, ডানা করেছে, পায়ের বিকাশ করেছে, ত্বককে শক্ত করেছে, ত্বকের উপর লোম ও উলের বিকাশ করেছে, লেজ লুপ্ত করেছে, হাত ও পায়ের বিকাশ করেছে, আহার-বিহারের শৈলীতে পরিবর্তন করেছে। শুঁড়ের বিকাশ হয়েছে, পরিস্থিতির অনুকূল গলা লম্বা করে নিয়েছে। সব প্রাণীর একটাই মূল স্রোত এককোষিকীয় জীব ছিল, সেখান থেকে বিকাশের যাত্রা করতে-করতে এই প্রাণী প্রবুদ্ধ ও সবচেয়ে উন্নত মানুষ হয়ে যায় আদি আদি।'' বর্তমান প্রবুদ্ধ জন, যারা স্বয়ংকে বৈজ্ঞানিক মেধাসম্পন্ন মানেন, জানি না কেন তাদের এমন ভ্রম হয়ে গেছে যে সব প্রাণী একই জাতি থেকে বিকশিত হয়েছে। জানি না কেন, তারা এই সংসারের নিয়ামক ও নির্মাতা পরমাত্মা তত্ত্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে ভয় বা সঙ্কোচ করেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপকে অধিক জানার জন্য 'সৃষ্টি সঞ্চালক' পুস্তকটা পাঠক পড়তে পারেন। আমার বিশ্বাস যে সুধী পাঠক সেই বিষয়কে জেনে বিবর্তনবাদের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে স্বয়ংই কিছু জেনে যাবেন। এখানে এই বিষয়টা আমার গ্রন্থের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে না, সুতরাং এই বিষয়ে বিস্তার ভাবে লেখাটা আমি অপ্রাসঙ্গিক এবং অনাবশ্যক বলে মনে করি। তা সত্ত্বেও আমি

Vaidic Physics Youtube Channel

বিবর্তনবাদীদের থেকে এইটুকু অবশ্যই জানতে চাইবো যে আপনারা শরীরের মধ্যে ক্রমিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন, তাহলে সেই পরিবর্তন মানুষের মধ্যে এসে কেন থেমে গেছে? উড়ার আবশ্যকতা হওয়ার জন্য পাখিদের ডানা গজিয়েছে, অথচ তাদের পূর্বোজদের ডানা ছিল না এটা আপনারা বলেছেন, তাহলে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে মানুষও উড়ার চেষ্টা করছে, তাহলে এমনি ভাবে মানুষের কেন ডানা গজায়নি? মহাভারত, রামায়ণ কালের থেকেও পূর্বে মানব বায়ুযান বানানো শিখেছিল আর শুধু যে শিখেছিল তাই নয় বরং এইসব বিমান অতি অত্যাধুনিক ছিল। যখন আপনার বিবর্তনবাদ পাখিদের ডানা গজিয়ে দেয়, তখন মানুষের মধ্যে ডানা লাগাতে কিসের বাধা আসে? যদি এমন হতো, তাহলে মানুষকে যাতায়াত সাধনের জন্য টেকনিকের আবিষ্কার করতে হতো না। আপনারা বলেছেন যে ঠাণ্ডা প্রদেশে উল বা বড়-বড় লোম স্বয়ং গজিয়ে ওঠে, তাহলে মানুষের মধ্যে সেই ভাবে কেন গজায়নি? যদি এমন হতো, তাহলে উলের বস্ত্র আবিষ্কারের আবশ্যকতাই হতো না।

আজ মানব ছোট-ছোট পশু-পক্ষীদের দেখে বিভিন্ন রকমের টেকনিকের আবিষ্কার করছে। পশু-পক্ষীর মধ্যে সবকিছু স্বয়ং হয়েগেছে আর মানুষের বেলা আসতেই বিকাশের মধ্যে যেন পূর্ণ বিরাম লেগে গেছে, এইসব অত্যন্ত হাস্যা-স্পদ তথা অবৈজ্ঞানিক কল্পনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ এইসব কল্পনা বিজ্ঞানের নামে গড়া, পড়া ও প্রচারিত করা হচ্ছে। বস্তুতঃ চেতন তত্ত্বের অস্তিত্ব ও স্বরূপের বৈজ্ঞানিকতাকে না জানা পর্যন্ত বর্তমান বিজ্ঞান এই ধরণের মিথ্যা ও অবৈজ্ঞানিক ধারণার মধ্যে জড়িয়ে থাকবে। এটা বর্তমান বিজ্ঞানের নিতান্ত রূঢ়িবাদ বা অন্ধ বিশ্বাসমাত্র, যে ঈশ্বর, আত্মার মতো অনিবার্য চেতন তত্ত্বকে একদম ভুলে বসে আছে। আমি এ পর্যন্ত শরীর ও কথা বলার বিকাশের কথা

বললাম। এখন আমি জ্ঞানের বিকাশের সংক্ষিপ্ত চর্চা করবো –

তথাকথিত বিবর্তনবাদী মহানুভাব মানব বাদে সব প্রাণীর শরীরের ক্রমিক পরিবর্তনরূপী বিকাশের কথা বলে, যেগুলো মানব জাতির মধ্যে দেখা যায় না, অথচ মানবের মধ্যে যে ভাষা ও জ্ঞানের বিকাশের কথা বলা হয়, সেটা মানব ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। একটা পতঙ্গ যখন থেকে পৃথিবীতে এসেছে, তখন থেকে অর্থাৎ কোটি-কোটি বছর ধরে প্রদীপের নিকট এসে নিজের প্রাণ হারাচ্ছে। তাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কেবল এতটুকুও জ্ঞানের বিকাশ হয়নি যে পুড়ে যাওয়ার থেকে বাঁচবে, অথচ মানব মূলতঃ অ্যামিবা থেকে বিকশিত হয়ে বৌদ্ধিক দৃষ্টি দিয়ে অত্যন্ত উঁচু উঠে অন্তরীক্ষের অতি দূরে উড়তে আর বিভিন্ন উপায়ে উচ্চ টেকনিক বিকশিত করতে সক্ষম হয়ে গেল? বিবর্তনবাদের মধ্যে এমন বিরোধ কেন? এই বিরোধ কখনও মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তো কোথাও অমানব প্রাণীদের মধ্যে। বস্তুতঃ বিবর্তনবাদীদের কাছে এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। মানুষ ছাড়া যেকোনো প্রাণী, সেটা বাঁদরদের সর্বাধিক বুদ্ধিমান প্রজাতি শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং আদি হোক না কেন, লক্ষ-লক্ষ বার চেষ্টা করেও তাকে মানুষের মতো কথা বলা ও অন্য প্রকারের বৌদ্ধিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব নয়।

এইদিকে মানুষের বিষয়ে বলা হয় যে এরা নাকি এমনি-এমনি করে ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ করেছে। যদি প্রাকৃতিক ধ্বনি, প্রাণীদের শব্দ ও ব্যবহারের অনুকরণ করে পরস্পর মিলেমিশে সমৃদ্ধ ভাষা ও জ্ঞানের বিকাশ ধীরে-ধীরে হয়, তাহলে সংসারের অনেক বনবাসী সমূহগুলো ভাষা-বিজ্ঞান, ভৌতিকী আদি পদার্থ বিজ্ঞান, উচ্চ টেকনিক এবং সুসংস্কৃত সমাজের নির্মাণ করে নিতো, কিন্তু এমনটা হয়নি। কোনো সুসংস্কৃত তথা অতি সমৃদ্ধ প্রবুদ্ধ

Vaidic Physics Youtube Channel

মাতা-পিতার থেকে উৎপন্ন শিশুকেও যদি জন্মানোর সাথে-সাথে একাকী বন্য পশুদের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। কেবল লুকিয়ে-লুকিয়ে তার সুরক্ষা ও পালন করা হয়, তাহলে সেই শিশুটি যদি জীবিত বেঁচে যায়, তাহলে সে পশুদের মতোই সব ব্যবহার করবে, তার মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক বা শিক্ষাবিদের জিন্স থাকলেও সে এইরূপ হবে। তাকে যেমন পশু বা বন্য মানব জাতি বা বোবা ধাইয়ের মাঝে রাখা হবে, সে তেমনই ব্যবহার তাদের থেকে শিখে নিবে। নিজের মাতা-পিতার কোনো ব্যবহার তার মধ্যে আসবে না। অন্যদিকে পালিত পশু লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বছর ধরে মানব জাতির সঙ্গে আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা একটাও ব্যবহার মানবের থেকে শিখেনি। মানুষ ও অন্য প্রাণীদের মধ্যে এই মৌলিক ভেদ সকলেই জানে, তবুও বিবর্তনবাদের পট্টি বেঁধে এটা চিন্তা-ভাবনার প্রচেষ্টাই করা হয় না যে এমন কেন হয়েছে?

আমার মত হল মানুষ বাদে সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে কেবল স্বাভাবিক জ্ঞানই প্রধান হয়, অন্যদিকে নৈমিত্তিক জ্ঞান যেটা মাতা-পিতার থেকে শিখে প্রাপ্ত হবে, সেটা অত্যল্পই হয়, সেটাও খুব অনেক কম জাতির মধ্যে। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক জ্ঞান অনেক কম, অন্যদিকে নৈমিত্তিক জ্ঞানই প্রাধান্য রূপে নিজের ভূমিকা পালন করে। মানুষ নৈমিত্তিক জ্ঞান ছাড়া পশুদের থেকেও অধিক মূর্খ হবে। জলবিহীন মরুভূমিতে জন্মানো কোনো পশুর বাচ্চাকেও যদি অকস্মাৎ জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সে সাঁতার কাটবে, অথচ কোনো দক্ষ ডুবুরি, সাঁতারুর বাচ্চাকে বিনা সাঁতার শিখে ও শিখালে, তাকে হঠাৎ করে জলে ছেড়ে দিলে সে অবশ্যই ডুবে মরবে। মানুষ বাদে অন্য সব প্রাণীর বাচ্চা জন্মানোর সঙ্গে-সঙ্গে নিজের ভাষা বলতে থাকে আর সেই ভাষাই মৃত্যুকাল পর্যন্ত বলতে থাকে, অথচ মানুষের বাচ্চা জন্মানোর সময় কান্না, হাসি আদি

Vaidic Physics Youtube Channel

করতে পারে আর সমাজে বাস করে বিভিন্ন ভাষার মহান জ্ঞাতা, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যকার আদি হতে পারে।

এমন স্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে যে যখন সর্বপ্রথম মানবের উৎপত্তি হয়েছিল, তখন তারা কেবল পশু-পক্ষী ও জলজ প্রাণীদেরই দেখেছিল, তাদেরই ভাষা শুনেছিল, তাদেরই ব্যবহার দেখেছিল, তাহলে এই মানব জাতির প্রথম প্রজন্ম যাদের কোনো মাতা-পিতাও ছিল না, এইজন্য তাদের জিন্সও মানব ব্যবহারের কোনো প্রকারের সংবহনকারী ছিল না, তাহলে তাদের মধ্যে ভাষা ও জ্ঞানের বিকাশ কিভাবে হয়েছে? তাদের মধ্যে এর উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? ধীরে-ধীরে নিজেদের মধ্যে পরস্পর মিলেমিশে হওয়া তো সম্ভব নয়, কারণ যদি এমন হতো, তাহলে পৃথিবীর কোথাও কোনো স্থানে অসভ্য ও জংলী মানব আজ বিদ্যমানই হতো না। মানব কেবল বাইরের পরিবেশ থেকেই সবকিছু শিখে নেয় আর কেউ তাকে শিখাবে, তবেই সে শিখবে। তাহলে শিখাবে এমন কে ছিল, যে এই মানব জাতির থেকেও অতি যোগ্য ছিল? যদি সেও কোনো প্রাণী ছিল, তাহলে তার মধ্যে জ্ঞান ও ভাষার বিকাশ কিভাবে হয়েছে, এই প্রশ্ন উঠবেই।

যে সকল পাঠক ডারবিনের বিবর্তনবাদকে সবিস্তারভাবে পরীক্ষা করে এর অযৌক্তিকতাকে জানতে চান, তারা আর্য বিদ্বান শ্রী পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মা কৃত ‘বৈদিক সম্পত্তি’, স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী কৃত ‘বেদ মীমাংসা’, ডাক্তার ভূপ-সিংহ কৃত ‘বৈদিক সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিকতা’ আদি পুস্তকের গম্ভীর স্বাধ্যায় করতে পারেন। আমি এই বিষয়ের গভীরে গিয়ে বিষয়ান্তর হতে চাইবো না। এই কারণে ভাষা ও জ্ঞানের উৎপত্তির বৈদিক সনাতন মতের চর্চা শুরু করবো।

* * * * *

Vedic Physics Youtube Channel

ভাষা ও জ্ঞানের উৎপত্তি

আমরা বৈদিক সৃষ্টি-উৎপত্তি বিজ্ঞান নামক অধ্যায়ে বিচার করবো যে সৃষ্টি নির্মাণের বিভিন্ন চরণে বিভিন্ন বৈদিক ছন্দের (মন্ত্রের) উৎপত্তি কিভাবে হচ্ছিল। সেইসব ছন্দ বিভিন্ন প্রাণ ও বাক্ (ধ্বনি) রূপই ছিল। সেগুলো এই সৃষ্টির উপাদান কারণ ছিল, আবার সেগুলো মূল প্রকৃতির কার্যরূপই ছিল। কেবল মানবের নয় বরং এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির পূর্বে সম্পূর্ণ আকাশ পূর্ণতঃ বৈদিক ছন্দ (তরঙ্গ, ধ্বনি বা প্রাণ) দিয়ে একসমান ভাবে ভরা ছিল, এই কারণে আর্য সমাজের সংস্থাপক ঋষি দয়ানন্দ তাঁর ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকাতে বেদনিত্যত্ব বিষয়ে লিখেছেন –

‘কিন্তু আকাশে শব্দের প্রাপ্তির কারণে শব্দ তো অখণ্ড একরস সর্বত্র ভরে আছে। শব্দ নিত্য হয়। বেদের শব্দ সবদিক থেকে নিত্য বজায় থাকে।’

শব্দের নিত্যতা

আমার মতে বৈদিক শব্দের নিত্যতা সৃষ্টি-কাল পর্যন্তই মানা উচিত। প্রলয়কালে শব্দের এই রূপ থাকা সম্ভব নয়। তাই সেগুলো পৃথক-পৃথক অক্ষর রূপে বীজবত্ পরাবস্থায় সর্বদা বজায় থাকে। সৃষ্টি উৎপত্তি শুরু হতেই অক্ষরগুলো প্রকট হয়ে ধীরে-ধীরে বৈদিক

Vaidic Physics Youtube Channel

পদ, তারপর ছন্দ প্রকট বা উৎপন্ন হতে থাকে। তবে হ্যাঁ, ঋষি দয়ানন্দ যে বলেছেন বৈদিক শব্দ পরমেশ্বরের জ্ঞানে নিত্য থাকে অর্থাৎ প্রলয়কালেও যথাযথ ভাবে বজায় থাকে, একথা সত্য।

সৃষ্টি যখন থেকে তৈরী হওয়া শুরু হয়, সেই সময় প্রারম্ভিক বৈদিক দৈবী ছন্দ 'ওম্'–এর উৎপত্তি সর্বপ্রথম এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বত্র হয়। এরপর অন্য গায়ত্র্যাদি ছন্দের বিভিন্ন রূপের উৎপত্তি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে হতে থাকে। এই ছন্দগুলো বিভিন্ন প্রকার প্রাণ রশ্মিরই রূপ ছিল। তার মানে হল বিভিন্ন প্রকারের সূক্ষ্ম বায়ুরূপ এই ছন্দ রশ্মিগুলো সারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ভরে যায়, কিংবা এরই স্থূল রূপ দ্বারা স্থূল বায়ু, অগ্নি আদির উৎপত্তি হয়। তবে প্রত্যেক পদার্থ এই পদার্থেরই ঘনীভূত রূপ হয়। যখন মানুষের উৎপত্তি এই পৃথিবীতে হয়েছিল, তখন মানব প্রজন্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার যুক্ত চারজন ঋষি, যাঁদের নাম অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা ছিল, তাঁরা আকাশে বিদ্যমান সেইসব ছান্দস তরঙ্গকে সমাধি, বিশেষ করে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অনুভূত করেন। এই সময় যেমন বিভিন্ন রেডিও তরঙ্গ সম্পূর্ণ আকাশের মধ্যে বিদ্যমান আছে, কিন্তু সবাই তার অনুভব করতে পারে না। যার কাছে মোবাইল আদি ইলেকট্রনিক উপকরণ আছে, দূরদর্শন, রেডিও, ইন্টারনেট আদি ব্যবস্থা আছে, তারাই এইসব রেডিও তরঙ্গ থেকে একটা ব্যবস্থানুসারে ইচ্ছিত তরঙ্গের গ্রহণ করতে পারে।

আমি যে ছান্দস রশ্মির চর্চা করছি, সেগুলো এই রেডিও তরঙ্গের থেকেও অতি সূক্ষ্ম হয়। সেগুলোকে এইসব যন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই রশ্মির মাধ্যম (আধার) আকাশ না হয়ে মনস্তত্ত্ব হয়, তাই এগুলোর গ্রহণ কেবল সমাধিস্থ মনের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। এই কারণে কেবল সেই চারজন ঋষি যাঁরা প্রথম মানব প্রজন্মের মধ্যে কিছু বিশিষ্ট যোগ্যতাধারী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরাই

Vedic Physics Youtube Channel

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অন্তঃকরণের রশ্মির দ্বারা পরমাত্মার সানিধ্য ও সহায়তায় সেইসব সর্বতোব্যাপ্ত ছান্দস তরঙ্গের মধ্যে তরঙ্গকে আকর্ষিত বা গ্রহণ করা শুরু করেন। সেই সময়ে জন্মা অন্য মানুষের মধ্যে এমন সামর্থ্য ছিল না যে তাঁরা সেগুলোকে গ্রহণ করতে পারবেন। আজও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বের বিভিন্ন ধ্বনি তরঙ্গ অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান আছে। যদি মানুষ এমন টেকনিক বিকশিত করতে পারে যা দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত আদি কালে বলা হয়েছে এমন বিভিন্ন ধ্বনির সূক্ষ্ম রূপকে শুনতে পারবে, তো সেই ধ্বনিকে শোনা হয়তো সম্ভব হবে। বৈদিক ছন্দ এইসব ধ্বনির থেকেও সূক্ষ্ম রূপে বিদ্যমান থাকে। ঋগ্বেদে বৈদিকী বাক্ গ্রহণ করার সুন্দর বিজ্ঞানকে এইভাবে দেখানো হয়েছে –

বেদের প্রাদুর্ভাব

আমি এখানে প্রসঙ্গানুসারে এই মন্ত্রগুলোর কেবল আধিভৌতিক ভাষ্য করবো, তারমধ্যে প্রথম মন্ত্রের ভাষ্য হল এইরূপ –

বৃহস্পতে প্রথমম্ বাচো অগ্রম্ য়ৎপ্রৈরত নামধেয়ম্ দধানাঃ।
য়দেষাম্ শ্রেষ্ঠম্ য়দরিপ্রমাসীৎপ্রেণা তদেষাম্ নিহিতম্ গুহাবিঃ।।

(ঋগ্বেদ ১০.৭১.১)

(বৃহস্পতে) [এখানে 'বৃহস্পতেঃ' এই স্থানে সম্বোধনান্ত পদ ব্যবহৃত হয়েছে। তারসঙ্গে এই পদ সম্বোধনার্থও ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।] হে বেদবাণীর পালক বিদ্বন্! (নামধেয়ম্) সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ এবং তার নামকে (দধানাঃ) ধারণকারী অত্যন্ত পবিত্র অন্তঃকরণ যুক্ত সৃষ্টির প্রথম প্রজন্মে উৎপন্ন ঋষি (য়ৎ, প্র, ঐরৎ) যে প্রেরণা পরমাত্মার থেকে প্রাপ্ত করেন অর্থাৎ সেই আদি ঋষি যেসব ঋচাকে পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রেরণায় ব্রহ্মাণ্ড থেকে গ্রহণ

Vaidic Physics Youtube Channel

করেন, (প্রথমম্, বাচঃ, অগ্রম্) সেই বাণী হল মানব ব্যবহারে ব্যবহৃত হওয়া বাণীর মধ্যে সবথেকে অগ্রিম বাণী। (য়দেষাম্, য়ৎ, শ্রেষ্ঠম্) সেই বেদবাণী হল সমস্ত মানবী ভাষার মধ্যে সবথেকে উত্তমবাণী, (য়ৎ, অরিপ্রম্, আসীৎ) [অরিপ্রম্ = রীঙ্ শ্রবণে দিবা. ধাতো 'লীরীঙ্গোহ্রস্ব. উ.কো. ৫.৫৫ সূত্রেণ রঃ প্রত্যয়ঃ পুগাগমো হ্রস্বশ্চ। নঞ্ সমাসঃ (বৈদিক কোষঃ)] সেটা পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে থাকে। ঋষিদের দ্বারা আকাশ থেকে গ্রহণ করার সময় সেই বাণী কোনোরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না আর না তাতে কোনোরূপ মিশ্রণ থাকে। (তৎ, এষাম্, প্রেণা) সেই বেদবাণী এই সকল বাণীর মধ্যে সর্বাধিক বেগপূর্বক গমন কারী হয় অথবা সেটা প্রকৃষ্টরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে। (গুহা, নিহিতম্, আবিঃ) [আবিঃ = আবিষ্কুরুতে (নিরুক্ত ৫.৯)] সেই বাণী অন্তরীক্ষরূপী গুহার মধ্যে নিহিত থাকে, যা ঋষিদের অন্তঃকরণ রূপী গুহার মধ্যে প্রকট হয়।

এখানে এই ঋচার প্রথম পদ 'বৃহস্পতে'কে 'বৃহস্পতেঃ' মানলে এই সংকেতও পাওয়া যায় যে সেই অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত বেদবাণী হল সম্পূর্ণ বাণী এবং সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের পালক ও স্বামী পরমাত্মারই বাণী অর্থাৎ তাঁর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

ভাবার্থ – সৃষ্টি উৎপন্ন হলে সম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে বেদের ঋচা প্রাপ্ত হয়। এই ঋচা পরা ও পশ্যন্তী রূপে সম্পূর্ণ অন্তরীক্ষে ভরে থাকে। প্রথম প্রজন্মে উৎপন্ন সর্বাধিক পবিত্রাত্মা চার ঋষি সমাধিস্থ হয়ে ঈশ্বরের প্রেরণায় এইসব ঋচাকে গ্রহণ করেন। এরপূর্বে মানুষের কোথাও কোনো ভাষাই ছিল না, বরং ভাষার উৎপত্তি এইসব ঋচা উৎপত্তির পশ্চাৎ এরই অপভ্রষ্ট হওয়াতে হয়েছে। এই বাণী থেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অন্য কোনো ভাষা হওয়া সম্ভব নয়। যখন সেই ঋষি জন বাণীকে সমাহিত চিত্ত দ্বারা অন্তরীক্ষ থেকে গ্রহণ করেন, সেই সময় সেই বাণী

Vedic Physics Youtube Channel

শুদ্ধ ও পূর্ণ রূপে তাঁদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়। কোনো ঋচা ও ঋচার অংশের একটা পদও এই প্রক্রিয়াতে স্রাবিত হয় না অর্থাৎ অন্তরীক্ষে সেই ঋচাগুলো যেরূপ ব্যাপ্ত থাকে, সেগুলোকে সেইরূপে গ্রহণ করা হয়। সেই বাণী অর্থাৎ বেদমন্ত্র সেই ঋষিদের অন্তঃকরণে অত্যন্ত শীঘ্রতাপূর্বক সহজে প্রবিষ্ট হয়ে যায়, যেভাবে কেউ মন্ত্রকে কণ্ঠস্থ করে সেইরূপ নয়। সেই মন্ত্রগুলো অন্তরীক্ষ থেকে সেই ঋষিদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, এর অর্থ হল সেই মন্ত্রগুলো ঋষিদের স্মৃতিস্তরে সদ্যঃ অঙ্কিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মন্ত্রের আধিভৌতিক ভাষ্য হল এইরূপ –

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো য়ত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাম্ লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি।।

(ঋগ্বেদ ১০.৭১.২)

(সক্তুম্, এব) [সুক্তুঃ = সুক্তুঃ সচতের্দুধাবো ভবতি (নিরুক্ত ৪.১০)] অশুদ্ধ মিশ্রিত ছাতু যাকে হাত দিয়ে শুদ্ধ করা কষ্টসাধ্য হয়, তাকে যেভাবে সহজে শুদ্ধ করা হয় (তিতউনা) [তিতউ = তিতউ পরিপবনম্ ভবতি। ততবদ্বা তুন্নবদ্বা তিলমাত্রম্ তুন্নমিতি বা (নিরুক্ত ৮.৯)] সূক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত বিস্তৃত শোধন কর্মকারী ছাঁকনি দিয়ে, (য়ত্র, ধীরাঃ) সেইরূপ যখন অথবা যেখানে অত্যন্ত সত্ত্বগুণ ধারণকারী সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন ঋষি ধ্যানাবস্থিত অবস্থায় [ধীরাঃ = প্রজ্ঞানবন্তো ধ্যানবন্তঃ (নিরুক্ত ৪.১০)] (মনসা) সমাহিত অন্তঃকরণ দ্বারা (পুনন্তঃ) অন্তরীক্ষস্থ বেদ বাণীকে শুদ্ধ করে (বাচম্, অক্রত) সেই বেদবাণীকে নিজের অন্তঃকরণে ধারণ করেন। (অত্র, সখায়ঃ) এই বেদবিদ্যার বিষয়ে সব প্রাণীদের সখারূপ হিতচিন্তক সেই ঋষিজন (সখ্যানি, জানতে) [সখা = সমানম্ খ্যাতীতি সখা (উ.কো.৪.১২৮)] যেখানে এমন মানুষ আছেন যারা সব প্রাণীর প্রতি মিত্রধর্মকে

Vaidic Physics Youtube Channel

জানেন, সেখানে ঈশ্বরের সহায়তায় বেদমন্ত্র, সেগুলোর পদের অর্থ অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধকে পূর্ণরূপে জেনে যান। (এষাম্, বাচি, অধি) সেই বেদবাণীর মধ্যে (ভদ্রা, লক্ষ্মীঃ) [লক্ষ্মীঃ =লক্ষ্মীর্লাভাদ্বা লক্ষণাদ্বা লক্ষ্যতে চিন্ত্যতে সর্বেণ – স্কন্দস্বামী (নিরুক্ত ৪.১০), ভদ্রম্ = ভদ্রম্ ভগেন ব্যাখ্যাতম্ ভজনীয়ম্ ভূতা-নামভিদ্রবণীয়ম্ ভবদ্রময়তীতি বা (নিরুক্ত ৪.১০)] সব প্রাণীর জন্য প্রাপ্ত করার যোগ্য পদার্থ আর চিন্তন অর্থাৎ সেই পদার্থের বিজ্ঞান (নিহিতা) নিহিত থাকে।

ভাবার্থ – মানব সৃষ্টি উৎপত্তির সময় এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে বেদমন্ত্র ব্যাপ্ত থাকে। সেগুলো সম্পূর্ণ অন্তরীক্ষের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে। সৃষ্টির প্রথম প্রজন্মে উৎপন্ন হওয়া চারজন সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি সমাধিস্থ মনের দ্বারা অন্তরীক্ষ থেকে সেইসব ঋচাকে সেইভাবে ছাঁনিয়ে গ্রহণ করেন যেভাবে ছাতু বা আটা ছাঁকনি দিয়ে শুদ্ধ করা হয়। যেরূপ ছাঁকনি ছাড়া হাত দিয়ে ছাতু বা আটাকে শুদ্ধ করা কঠিন হয়, সেইরূপ সমাধিস্থ মন ছাড়া অন্তরীক্ষস্থ ঋচাকে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এখানে এই উপমা এটাও দর্শায় যে চারজন ঋষির দ্বারা বেদমন্ত্র গ্রহণ করার জন্য এটা সিদ্ধ হয়ে যায় না যে সম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে এই সমস্ত মন্ত্রের অতিরিক্ত আর কোনো মন্ত্র ছিল না। যদি এমন হতো, তাহলে ছাঁকনি দিয়ে ছাতু ছাঁনিয়ে নেওয়ার সমান মন্ত্রকে গ্রহণ করার চর্চা হতো না। সেই চারজন ঋষি প্রাণীমাত্রের হিতচিন্তক আর মুক্তি থেকে পুনরাবৃত্ত হয়ে মানুষের মধ্যেও সর্বোচ্চ স্তরের ছিলেন। এইজন্য তাঁরাই মন্ত্রকে গ্রহণ করতে সক্ষম হন। তাঁরা ঈশ্বরের কৃপায় সেই গৃহীত মন্ত্র, সেগুলোর পদ আর সেই পদের অর্থের নিত্য সম্বন্ধকে সম্পূর্ণ রূপে জেনে নেন। সেইসব মন্ত্রের মধ্যে সৃষ্টির সম্পূর্ণ পদার্থকে যথাযথ ভাবে জানার জন্য সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নিহিত আছে আর সেই বিজ্ঞান প্রত্যেক মানুষের জন্য সকল প্রকারের লাভ প্রাপ্তকারীও হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

এখন আমি তৃতীয় মন্ত্রের আধিভৌতিক ভাষ্য করবো –

য়জ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাম্ সপ্তরেভা অভি সম্ নবন্তে।।

(ঋগ্বেদ ১০.৭১.৩)

(য়জ্ঞেন) [য়জ্ঞঃ = ব্রহ্ম হি য়জ্ঞঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫.৩.২.৪), য়জ্ঞঃ প্রজাপতিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.৬.৩.৯)] সেই ধীর বিদ্বানজন, যাঁদের চর্চা পূর্ব মন্ত্রের মধ্যে করা হয়েছে, সবার পালক পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা অর্থাৎ তাঁর সহায়তায় (বাচঃ, পদবীয়ম্) সেই বেদবাণীর বিভিন্ন পদের মার্গ আর অনুক্রমকে (আয়ন্) জানেন বা প্রাপ্ত করেন (ঋষিষু, প্রবিষ্টাম্) আকাশস্থ সূক্ষ্ম রশ্মির মধ্যে প্রবেশ হওয়া (তাম্, অনু, অবিন্দন্) সেই বেদবাণীকে অনুক্রমপূর্বক প্রাপ্ত করেন। (তাম্, আভৃত্য) সেই প্রাপ্ত হওয়া বেদবাণীকে নিজের অন্তঃকরণে ধারণ করে (পুরুত্রা, ব্যদধুঃ) সর্বত্র প্রচারিত করেন। (তাম্, সপ্তরেভাঃ) [রেভঃ = স্তোতৃনাম (নিঘন্টু ৩.১৬)] সেই বেদবাণীর মধ্যে সাত প্রকারের ছন্দ (অভি, সন্নবন্তে) [সন্নবন্তে = নবতে, গতিকর্মা (নিঘন্টু ২.১৪)] সবদিক দিয়ে ব্যাপ্ত থাকে।

ভাবার্থ – পূর্বোক্ত চার আদি ঋষি যখন ধ্যানাবস্থিত হন আর পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করেন, তখন তাঁরা অন্তরীক্ষ থেকে আসা ঋচা আর সেগুলোর পদকে ক্রমপূর্বক আসতে অনুভব করেন। তাঁরা ক্রমপূর্বক সেইসব ঋচা আর পদের বিজ্ঞানকেও পূর্ণরূপে জানতে থাকেন। সেই ঋচাগুলো অন্তরীক্ষে বিদ্যমান সূক্ষ্ম ঋষিরশ্মির মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে, সেখান থেকে সেই ঋষিগণ সেগুলোকে নিজের অন্তঃকরণে গ্রহণ করেন। এইভাবে নিজের সামর্থ্যের অনুসারে সমস্ত ঋচাকে মহর্ষি ব্রহ্মার মাধ্যমে সর্বত্র প্রচারিত করেন। সেই বেদবাণী প্রধানত সাত ছন্দ যুক্ত হয়। [সপ্ত = সৃপ্তা সংখ্যা (নিরুক্ত ৪.২৬)]

Vaidic Physics Youtube Channel

সেইসব ছন্দ সম্পূর্ণ আন্তরীক্ষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে আর সর্বত্র এগুলো একে-অপরের দিকে গতিশীল হয়। চারজন ঋষি সেগুলোর মধ্যে বেদের এই ঋচাগুলোকে গ্রহণ করেন।

এই তিন মন্ত্রের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে যখন আকাশে অনেক ঋচা ছন্দরূপী প্রাণরশ্মি রূপে উৎপন্ন হয়ে বিদ্যমান থাকে, তখন অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা ঋষি সমাধি অবস্থায় পরমাত্মার কৃপায় অন্তরীক্ষস্থ সেই ঋচাগুলো থেকে মানব জীবন হেতু আবশ্যক ঋচাকে সমাহিত চিত্ত দ্বারা ছেঁকে-ছেঁকে নিজের চিত্তের মধ্যে সংগৃহীত করেন। সেই ঋচাই হল ক্রমশঃ ঋগ্বেদ, য়জুর্বেদ, সামবেদ আর অথর্ববেদের রূপ। এই চারজন ঋষি না কেবল সেইসব ঋচাকে সংগ্রহ করেন, অপিতু পরমাত্মার কৃপায় সেই ঋষিগণ সেইসব ঋচা অর্থাৎ বাণীর অর্থকেও জেনে যান। সেই চারজন ঋষি এই জ্ঞানকে মহর্ষি আদ্য ব্রহ্মাকে প্রদান করেন। এইভাবে সংসারের মধ্যে পরবর্তীতে জ্ঞানের প্রবাহ চলতে থাকে।

Vedic Physics Youtube Channel

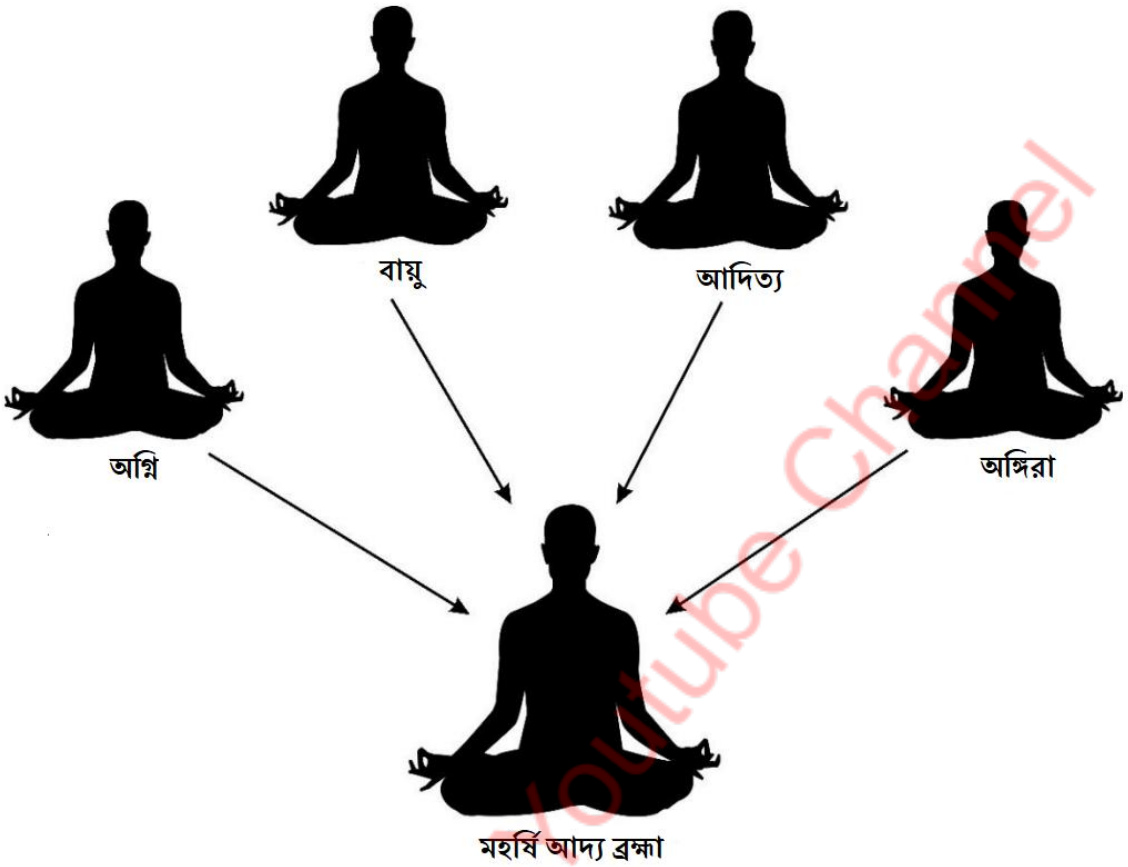

প্রশ্ন – অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা নামক ঋষি কি কেবল এই সৃষ্টিতে উৎপন্ন হয়েছেন নাকি প্রত্যেক সৃষ্টিতে এই নামের ঋষিই বেদকে গ্রহণ করেন?

উত্তর – আমার মতে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রারম্ভে যে চারজন ঋষির দ্বারা আকাশ থেকে বৈদিক ছন্দকে গ্রহণ করা হয়, তাঁদের এই নামই হয়। এই নামগুলো রূঢ় নয়, বরং য়োগরূঢ় হয়।

প্রশ্ন – পরমাত্মা সৃষ্টির আদিতে চারজন পুরুষকেই কেন বেদজ্ঞান দিয়েছেন, স্ত্রীদের কেন দেননি? এটা কি বৈষম্যের কারণ নয়?

উত্তর – আপনি এটা কিভাবে জানলেন যে এই চারজন ঋষি পুরুষই ছিলেন, এরমধ্যে কোনো স্ত্রী ছিলেন না। আপনি কি পাণিনীয় ব্যাকরণের আধারে এদের

নাম থেকে লিঙ্গের নির্ধারণ করেছেন? তাই যদি হয়, তাহলে আপনার জেনে রাখা উচিত যে ব্যাকরণের নিয়ম আর্ষ গ্রন্থের মধ্যে সর্বত্র সমান রূপে কাজ করে না। সর্বত্র সর্বদা বেদাদি শাস্ত্রের প্রতিনেতিবাচক চিন্তাভাবনা ভালো নয়।

বাণী

বিদ্বানরা বাণীর চারটা রূপ বলেছেন –

চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা য়ে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ম্ বাচো মনুষ্যা বদন্তি।।

(ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৫)

উপরোক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে ঋষি দয়ানন্দ বৈয়াকরণের দৃষ্টিতে চার প্রকারের বাণী যথা – নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত রূপে বর্গীকৃত করেছেন। আচার্য সায়ণ এই ভাষ্যে বাণীর বর্গীকরণ বৈয়াকরণের দৃষ্টির অতিরিক্ত নৈরুক্ত আদির দৃষ্টিকে নিয়েও করেছেন। এরমধ্যে একটা বর্গীকরণ হল – পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী। এরমধ্যে কেবল বৈখরী বাণী মানুষের ব্যবহারে আসে, বাকি তিন প্রকারের বাণীকে কেবল য়োগী পুরুষই দেখতে বা জানতে পারেন।

মহর্ষি প্রবর য়াস্ক নিরুক্ত ১৩.৯ এরমধ্যে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে বাণীর বর্গীকরণ নিম্ন প্রকারে করেছেন –

‘‘চত্বারি বাচঃ পরিমিতানি পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা য়ে মেধাবিনঃ গুহায়াম্ ত্রীণি নিহিতানি নার্থম্ বেদয়ন্তে গুহা গূহতেঃ তুরীয়ম্ ত্বরতেঃ কতমানি তানি চত্বারি পদানি ওঙ্কারো মহাব্যাহৃতয়শ্চেত্যার্ষম্ নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চে-তি বৈয়াকরণাঃ মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণম্ চতুর্থী ব্যাবহারিকীতি য়াজ্ঞিকাঃ ঋচো য়জূম্ষি সামানি চতুর্থী ব্যাবহারিকীতি নৈরুক্তাঃ সর্পাণাম্ বাগ্বয়সাম্ ক্ষুদ্রস্য

Vedic Physics YouTube Channel

সরীসৃপস্য চতুর্থী ব্যাবহারিকীত্যেকে পশুষু তৃণবেষু মৃগেষ্বাত্মনি চেত্যাত্মপ্রবাদাঃ অথাপি ব্রাহ্মণম্ ভবতি।''

এখানে বর্গীকরণ নিম্নানুসারে –

১. আর্ষমত – ওঙ্কার আর ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ মহাব্যাহৃতি। ভগবান্ মনু মহারাজও বলেছেন –

অকারম্ চাপ্যুকারম্ চ মকারম্ চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ।। (মনুস্মৃতি ২.৭৬)

অর্থাৎ বেদ থেকে এই চার পদকে প্রজাপতি দোহন করেন – ওম্, ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ। বেদের সার হল এটাই।

২. বৈয়াকরণ মত – নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত।

৩. য়াজ্ঞিক মত – মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ এবং ব্যাবহারিকী অর্থাৎ লোকভাষা।

৪. নৈরুক্ত মত – ঋক্, য়জুঃ, সাম এবং ব্যাবহারিকী অর্থাৎ লোকভাষা।

৫. অন্য মত – সর্পের বাক্, পক্ষীর বাক্, ক্ষুদ্র সরীসৃপের বাক্ তথা ব্যাবহারিকী (মানব – লোকভাষা)।

৬. আত্মবাদী মত – পশু, বাদ্যযন্ত্র, সিংহ আদির মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে অর্থাৎ মানুষের ব্যাবহারিকী বাণী।

এর অতিরিক্ত নিরুক্তকার (১৩.৯) বাণীর অন্য শ্রেণী সম্বন্ধে মৈত্রায়াণী সংহিতাকে উদ্ধৃত করে বলেছেন –

''অথাপি ব্রাহ্মণম্ ভবতি –

সা বৈ বাক্ সৃষ্টা চতুর্ধা ব্যভবৎ। এষ্বেব লোকেষু ত্রীণি। পশুষু তুরীয়ম্। য়া

Vaidic Physics Youtube Channel

পৃথিব্যাঁ সাগ্নৌ সা রথন্তরে। য়াऽন্তরিক্ষে সা বায়ৌ সা বামদেব্যে। য়া দিবি সাদিত্যে সা বৃহতী সা স্তনয়িত্নৌ। অথ পশুষু। ততো য়া বাগত্যরিচ্যত তাম্ ব্রাহ্মণেষ্বদধুঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণা উভয়ীম্ বাচম্ বদন্তি য়া চ দেবানাম্ য়া চ মনুষ্যাণাম্। (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.১১.৫) ইতি''

আমি মৈত্রায়ণী সংহিতাতে পাঠ এই রকম পেয়েছি –

''সা বৈ বাক্ সৃষ্টা চতুর্ধা ব্যভবৎ এষু লোকেষু ত্রীণি তুরীয়াণি পশুষু তুরীয়ꣳয়া পৃথিব্যাꣳ সাগ্নৌ সা রথন্তরে য়ান্তরিক্ষে সা বাতে সা বামদেব্যে য়া দিবি সা বৃহতী সা স্তনয়িত্নৌ অথ পশুষু ততো য়া বাগত্যরিচ্যত তাম্ ব্রাহ্মণে ষ্বদধু, স্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ উভয়ীꣳ বাচꣳ বদতি য়শ্চ দেব য়শ্চ ন...''

অর্থাৎ সেই উৎপন্ন হওয়া বাণী চার প্রকারের হয়। ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিন লোক বা সূক্ষ্ম ছন্দ রশ্মিরূপে তিন প্রকারে তথা পশু অর্থাৎ বিভিন্ন মরুত্ ও ছন্দ রশ্মি রূপে [পশবো বৈ মরুতঃ] চতুর্থ প্রকারে। যে বাণী পৃথিবীর মধ্যে আছে, সেটাই অগ্নি তথা রথন্তর সামের মধ্যে আছে। এর তাৎপর্য হল যে বাণী অপ্রকাশিত পরমাণুর মধ্যে আছে, সেটা ঊষ্মা ও বিদ্যুৎ যুক্ত কণার মধ্যেও আছে তথা সেই বাণী রথন্তর সাম অর্থাৎ এমন তীব্র বিকিরণ, যা রমণীয় হয়েও তীক্ষ্ণ ভেদক তথা বিভিন্ন কণাকে অতিক্রমকারী হয়, তাতেও বিদ্যমান আছে। যে বাণী অন্তরীক্ষে আছে, সেই বাণী বায়ুর (সূক্ষ্ম ও স্থূল) মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এখানে সূক্ষ্ম বায়ুর তাৎপর্য বিভিন্ন প্রকারের প্রাণের সঙ্গে হবে। সেই বাণী বামদেব্য অর্থাৎ বিভিন্ন সৃজন-প্রজনন কর্মে অংশগ্রহণ কারী প্রশস্য ও প্রকাশমান প্রাণ তত্ত্বের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। যে বাণী দ্যুলোক অর্থাৎ সূর্যাদি তারার মধ্যে আছে, সেটাই সেগুলোর কিরণের মধ্যে তথা সেইরূপ বাণী স্তনয়িন্তু অর্থাৎ শব্দ করতে থাকা বিদ্যুতের মধ্যেও আছে। এছাড়া অন্য

Vedic Physics Youtube Channel

বাণী পশু অর্থাৎ মানুষের ব্যাবহারিকীর (লোক ভাষা) হয়। এর অতিরিক্ত যেসব বাণী আছে, পরমাত্মা সেগুলো ব্রাহ্মণের মধ্যে ধারণ করেন। এখানে ব্রাহ্মণের অর্থ হল – অত্যুচ্চ স্তরের য়োগী পুরুষ, যিনি পরমব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে সর্বদা রমণ করেন। এমন ব্রহ্মবেত্তা মহাপুরুষ দুই প্রকারের (মোট চার প্রকার) বাণী, সেগুলো বিভিন্ন দেবের (লোক আদি) মধ্যে বিদ্যমান হলেও অথবা মানুষের কথা বলার বাণী হলেও, তাঁরা জানেন। এমন ব্রাহ্মণের অক্ষর স্তুতি হয়।

এখানে নিরুক্তকার স্বমত তথা মৈত্রায়ণী সংহিতার মত থেকে বাক্-তত্ত্বের গম্ভীর ও ব্যাপক স্বরূপের উপর প্রকাশ ফেলেছেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিকও অনেক প্রকারের ধ্বনিকে জানে। সুপারনোবার বিস্ফোরণ থেকে উৎপন্ন অতি শক্তিশালী তরঙ্গকে বৈজ্ঞানিক শক-ওয়েবস বলে। ইউ.এস.এ. খগোল ভৌতিকশাস্ত্রী জন গ্রিবিন ডার্ক ম্যাটার তথা কোস্মিক কিরণের মধ্যেও সূক্ষ্ম ধ্বনি তরঙ্গের উপস্থিতি বলেছেন।

একথা তিনি তাঁর পুস্তক 'দ্য অরিজিন্স অফ দ্য ফিউচার–টেন কোশ্চেনস ফর দ্য নেক্সট টেন ইয়ার' ১৩০ ও ১৩৪ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন। সৃষ্টি উৎপত্তির মহাবিস্ফোরণে (বিগ ব্যাং) যে ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের তাপমাত্রা ২.৭ কেলভিন মানা হয়, সেই অত্যন্ত শীতল রেডিয়েশনের মধ্যেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্পন্দন (ফ্লাকচুয়েশন) হওয়াকে বৈজ্ঞানিক মানে আর এই উত্থান-পতন ধ্বনি তরঙ্গের রূপে হয়। 'দ্য ট্রবল উইথ ফিজিক্স' নামক পুস্তকের ২০৫ পৃষ্ঠাতে লি স্মোলিন লিখেছেন –

''Over the last decades, the temperature fluctuations of the microwave background have been mapped by satellites, balloon borne detectors, and ground based detectors, one way to under-

Vaidic Physics Youtube Channel

stand what these experiments measure is to think of the fluctuations as if they were sound waves in the early universe.''

এখানে স্পষ্টভাবে সূক্ষ্ম ধ্বনি তরঙ্গের চর্চা করা হয়েছে। সূর্যতে হওয়া বিস্ফোরণ তথা সামান্য অবস্থাতেও পৃথিবীর ভিতরে বিভিন্ন গতিবিধি এবং অন্তরীক্ষে কোস্মিক রেজের সংঘর্ষ থেকেও ধ্বনিত রঙ্গের উৎপত্তিকে বৈজ্ঞানিক মানে ও জানে। যে কথা বৈজ্ঞানিক আজ জেনেছে, তার থেকেও সূক্ষ্ম বিজ্ঞানকে মহর্ষি য়াস্ক ও মৈত্রায়ণী সংহিতাকার সহস্র বছর পূর্বে জানতেন। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে বাক্ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হল খুবই বিস্তৃত ও গম্ভীর। এই ধ্বনি আসলে কি, একে বৈজ্ঞানিক এখন পর্যন্ত পুরোপুরি ভাবে জানতে পারেনি। ধ্বনির বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের কথন হল –

''Sound is an alteration in pressure, stress, particle displacement or particle velocity, which is propogated in an elastic material, or the superposition of such propogated vibrations.''
(Definition recommended by American Standard Association)

– 'Acoustics' By Joseph L. Hunter

এখানে নিশ্চিত ভাবে ধ্বনির স্পষ্ট ও উত্তম স্বরূপ বলা হয়নি, বরং কোনো পদার্থে উৎপন্ন চাপের রূপেই ধ্বনি তরঙ্গকে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা অতি সাধারণ কথা। সেই চাপ কেন ও কিভাবে উৎপন্ন হয়, একথা বর্তমান বিজ্ঞান কিছুই স্পষ্ট করে বলতে পারে না।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রকাশাদি বিকিরণের মতো ধ্বনির কণাকেও কল্পনা করে। 'কিউ ইজ ফর কোয়ান্টাম পার্টিকল ফিজিক্স ফ্রম এ টু জেড' নামক পুস্তকের ২৮১ পৃষ্ঠাতে জোন গ্রীবিন ধ্বনি কণা ফোননের বিষয়ে লিখেছেন –

Vaidic Physics Youtube Channel

‘‘Phonon – A particle of sound travelling through a crystal lattice. The idea of a sound wave can be replaced by the idea of phonons in an analogous way to the description of light in terms of photons.’’

এখানে ধ্বনির কণার ধারণা স্পষ্ট আছে। বৈদিক বিচার ধারার মধ্যেও শব্দ তন্মাত্রার মান্যতা সনাতন থেকে চলে আসছে।

এই পর্যন্ত বাণীর বিভিন্ন রূপের চর্চা করার পর এখন আমরা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা তথা বৈখরী এই চার রূপের উপর বিশেষ চর্চা করবো। বাণীর এই বিভাগ যেটা আচার্য সায়ণ করেছেন, তার প্রামাণিকতার উপর কিছু আর্য বিদ্বান প্রশ্ন তুলতে পারেন। যদিও বৈদিক গ্রন্থকে বুঝতে হলে আচার্য সায়ণের শৈলী খুবই দোষপূর্ণ কিংবা মূর্খতাপূর্ণ। যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আমি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছি, তাতে সায়ণ ভাষ্যের প্রায় উপেক্ষাই করেছি, কারণ তাঁর ভাষ্য সর্বথা দোষপূর্ণ, কোথাও-কোথাও বীভৎস, অশ্লীল, মূর্খতাপূর্ণ তথা বৈদিক দৃষ্টির একদম বিপরীত আছে। এতকিছুর পরও সায়ণাচার্যের কোনো উচিত কথাকেও অস্বীকার করা হোক, সেটা আমি স্বীকার করবো না। এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ আর্য বিদ্বান পণ্ডিত ভগবৎদত্ত রিসার্চ স্কলার তাঁর নিরুক্ত ১৩.৯ ভাষ্যের মধ্যে লিখেছেন –

‘‘পরাবাক্ সিদ্ধান্ত নতুন নয়। এর বর্ণনা দেবকী পুত্র ভগবান্ কৃষ্ণ সাম্ব পঞ্চাশিকার তৃতীয় শ্লোকে করেছেন।’’

এইভাবে মহৎ বেদবিজ্ঞানী য়োগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মতকে আমি সর্বথা স্বীকার করি। যে বিদ্বান এর উপরও শঙ্কা করবেন, তাদের কোনো উপায় নেই।

পরা, পশ্যন্তী আদি বাণীর চার রূপের চর্চা ব্যাকরণ মহাভাষ্যের ভাষ্য

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রদীপে আচার্য কৈয়ট তথা নাগেশ ভোট্ট করেছেন। ইনি 'বাক্যপদীয়ম' – এর অনেক শ্লোককেও উদ্ধৃত করেছেন।

আমরা বাণীর এই চার স্বরূপ নিয়ে একটু বিচার করবো –

১. পরা – পরা বাণী হল সবথেকে সূক্ষ্ম কিন্তু সর্বাধিক প্রকৃষ্ট তথা সকল বাণীর উচ্চতম মূল স্বরূপ। 'পরা' হল একটি অব্যয় পদ, যার প্রয়োগ আপ্টে সংস্কৃত-হিন্দি কোষে অনেক অর্থে দর্শানো হয়েছে, যারমধ্যে যাওয়া, সম্মুখীন হওয়া, পরাক্রম, উদ্বৃত্ত, পরাধীনতা, মুক্তি, একপাশে রেখে দেওয়া আদি হল মুখ্য। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী এই অব্যয়ের প্রয়োগ উপরিভাবে, দূরার্থে, পৃথক্, প্রকৃষ্টার্থে, দূরীকরণে, পরাজয়ার্থে আদিতে করেছেন (দেখুন – বৈদিক কোষ, আচার্য রাজবীর শাস্ত্রী)।

যদিও আমি এখানে 'পরা' উপসর্গ অব্যয় পদের চর্চা করছি না, তবুও এই অর্থ থেকে 'পরা' পদের অর্থ বিদিত হওয়াতে 'পরাবাক্' স্বরূপেরও বোধ হয়। সংস্কৃতি ব্যাকরণের ব্যবহার করে যেকোনো শব্দের অর্থের সম্বন্ধ ও তদ্-বাচ্য পদার্থের স্বরূপ বোধ করানোই হল ব্যাকরণ শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিকতা। এইভাবে পরাবাক্ হল এক এমন সূক্ষ্ম বাণী, যা সর্বাধিক সূক্ষ্ম, সর্বতোব্যাপ্ত, অত্যধিক মাত্রায় বিদ্যমান, সবাইকে নিজের সঙ্গে বাঁধনকারী কিন্তু স্বয়ং সবার থেকে মুক্ত এবং সবথেকে উত্তম অবস্থায় থাকে। এটা সূক্ষ্মতম হওয়াতে কখনও কর্ণগোচর হওয়া সম্ভব নয়। এটা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সূক্ষ্মতম রূপে ব্যাপ্ত হয়ে প্রত্যেক কণাকে তার সঙ্গে সমন্বয় রাখে। একে অত্যুৎকৃষ্ট কেবল য়োগী পুরুষই অনুভব করতে পারবেন। একে কোনো বৈজ্ঞানিক টেকনিক দিয়ে জানা সম্ভব নয়। আমার মতে মানুষ যে বৈখরী বাণীকে শোনে, সেই বাণী আত্ম তত্ত্ব দ্বারা পরা অবস্থাতেই গ্রহণ করা হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

২. পশ্যন্তী –এই শব্দের রূপই বলে দিচ্ছে যে এই বাণী পরার তুলনায় স্থূল তথা এটি বিভিন্ন বর্ণকে দেখে অর্থাৎ তাদেরকে তাদের স্বরূপ প্রদান করে বীজবত্ হয়। এটি পরা বাণী থেকে স্থূল এবং মধ্যমা থেকে সূক্ষ্ম হয়। সাম্ব পঞ্চাশিকার চতুর্থ শ্লোক হল –

য়া সা মিত্রাবরুণসদনাদুচ্চরন্তী ত্রিষষ্টিম্
বর্ণান্তঃ প্রকটকরণৈঃ প্রাণ সঙ্গাৎ প্রসূতে।।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ক্ষেমরাজ বলেছেন –

তত্র চিজ্জ্যোতিষি গুণীভূত সূক্ষ্মপ্রাণসঙ্গাৎ পশ্যন্ত্যাম্।

অর্থাৎ পশ্যন্তীতে চিজ্জ্যোতির প্রাধান্য আর সূক্ষ্ম প্রাণ গৌণ থাকে, সেই অবস্থাতেও বর্ণ উৎপন্ন হয়।[3] [মিত্রাবরুণৌ = মনো মৈত্রাবরুণঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৮.২.২৩), প্রাণোদানৌ বৈ মিত্রাবরুণৌ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৮.৩.১২), য়জ্ঞো বৈ মৈত্রাবরুণঃ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৩.২), প্রাণোদানৌ মিত্রাবরুণৌ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৬.১০.৫)। সদনম্ = গর্ভস্থানম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১২.৩৯)] আমার মতে এই শ্লোকের ভাব এমন হবে যে পশ্যন্তী বাক্ প্রাণাপান আদির আধার মনস্তত্ত্বের মধ্যে উৎপন্ন হয়। প্রাণ, অপান ও উদানাদি রশ্মির গর্ভরূপ এই পশ্যন্তী বাক্ তত্ত্বই হয় অর্থাৎ সব প্রাণ ও ছন্দ রশ্মি এই বাক্ তত্ত্ব থেকে এবং এরমধ্যেই উৎপন্ন হয়। এখানে 'প্রাণ সঙ্গাৎ প্রসূতে' এরমধ্যে প্রাণের অর্থ মনস্তত্ত্ব মানা উচিত। পরার অতিরিক্ত তিন প্রকারের বাণীর উৎপত্তি এখানে সাম্বপঞ্চাশিকার এই শ্লোক থেকে হয় বলে প্রতীত হচ্ছে। পরা বাণীতে তেষট্টি বর্ণের পৃথকীকরণ অব্যক্তই থাকে।

[3] দেখুন – মহাত্মা ভর্তৃহরি রচিত বাক্যপদীয়ম্ এর ব্রহ্ম কাণ্ডতে পণ্ডিত শিবশঙ্কর অবস্থীর টীকা, পৃষ্ঠা ৪২৩-২৪

Vaidic Physics Youtube Channel

ক্ষেমরাজের কথন থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে চেতনা যখন মনরূপ সূক্ষ্ম-প্রাণের সঙ্গে সংযোগ করে অর্থাৎ যখন চেতনার প্রাধান্য তথা সেই সূক্ষ্ম প্রাণ গৌণ হয়, তখন এই পশ্যন্তী বাক্ উৎপন্ন হয়। এই পশ্যন্তী বাক্ সমস্ত বর্ণের মূল রূপকে ধরে রাখে। সম্ভবতঃ এই বাণীকে ভবিষ্যতে কোনো সূক্ষ্ম টেকনিক দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে, আমি এমন মনে করি। এখানে এমন মনে হচ্ছে যে বাণীর বর্ণরূপ এই পশ্যন্তী অবস্থার মধ্যেই মূল রূপে প্রকট হতে পারে। পরাবাক্ সর্বদাই অব্যক্ত রূপে থাকে। আমার মতে পরা বাণীর মধ্যেও অক্ষরের সংস্কার সূক্ষ্মতম রূপে অবশ্যই বিদ্যমান থাকে আর সেখান থেকেই মূল রূপে পশ্যন্তী বাক্ উৎপন্ন হয় কিংবা পরাবাক্-ই পশ্যন্তী বাক্ রূপে পরিবর্তিত হয়। এটা উল্লেখযোগ্য যে পশ্যন্তী অবস্থাতেও বর্ণের স্পষ্ট রূপ বিদ্যমান হয় না।

পণ্ডিত শিবশঙ্কর অবস্থী বাক্যপদীয়ম্ টীকার ৭৪ পৃষ্ঠাতে একটা অজ্ঞাত রচিত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন –

বৈখরী শব্দনিষ্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী।।

এই শ্লোকের কিছু পাঠ্যগত পার্থক্য করে ব্যাকরণের ভাষ্য-প্রদীপকার নাগেশ ভট্ট ‘চত্বারি বাকপরিমিতা’ (ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৫) মন্ত্রের বক্তৃতাতে দিয়েছেন।

এতে পশ্যন্তীর স্বরূপের বিবেচনাতে অবস্থীর কথন ঠিকই আছে যে এরমধ্যে শ্রোতার বুদ্ধিতে অর্থের দ্যোতন হয়। যখন কোনো ব্যক্তি কান দিয়ে কিছু শোনে, তখন কানের তন্ত্রিকা দ্বারা সংবেদনা মস্তিষ্ক পুনঃ মনস্তত্ত্বের মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়। সেই সংবেদনাতে বর্ণের বিদ্যমানতার মধ্যেই মনের সহায়তায় মস্তিষ্ক বর্ণের শনাক্তকরণ করে। যদি সেই সংবেদনার মধ্যে বর্ণের একদম

Vaidic Physics Youtube Channel

অভাব থাকে, তাহলে মস্তিষ্ক বা মনস্তত্ত্ব বাণীকে কিছুতেই শনাক্তকরণ করতে পারবে না। পশ্যন্তী বাণী হল সেটাই যেটা কান দিয়ে তো শোনা যায় না কিন্তু মস্তিষ্কের মাধ্যমে মনস্তত্ত্ব যাকে অনুভব করে।

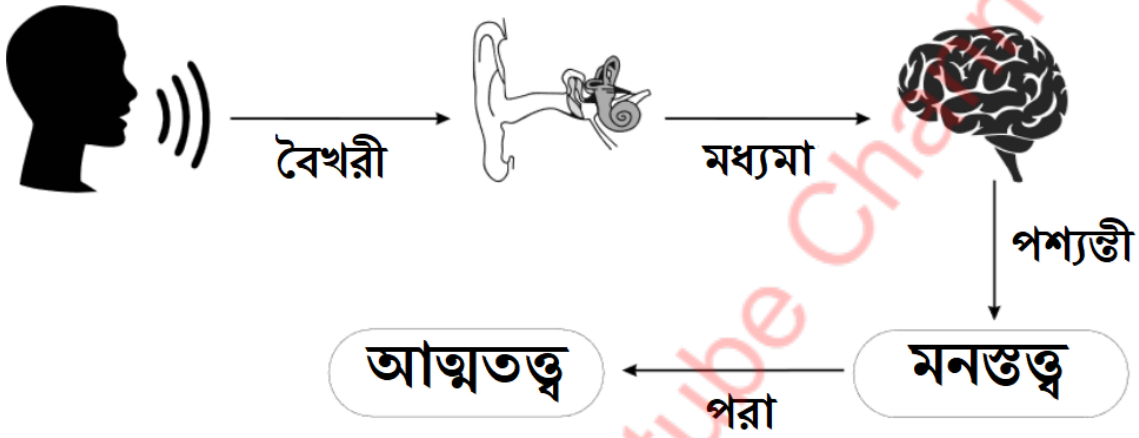

৩. মধ্যমা – সাম্বপঞ্চাশিকার উপরোক্ত উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ক্ষেমরাজ লিখেছেন –

'গুণীভূত চিৎসূক্ষ্মপ্রাণসঙ্গান্মধ্যমায়াম্।'

এর উপর ডাক্তার অবস্থী ৪২৪ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন যে মধ্যমা বাণীতে চিজ্জ্যোতি গৌণ তথা সূক্ষ্ম প্রাণ প্রধান হয়। এই বাক্ পশ্যন্তীর থেকে স্থূল ও বৈখরীর থেকে সূক্ষ্ম মানা হয়। উপরোক্ত অজ্ঞাতরচিত শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ডাক্তার অবস্থীর কথা হল – যে বাণী শ্রোতার কান দিয়ে শোনা যায়, সেটা হল মধ্যমা। এরদ্বারা আমার এটাই মনে হয় যে কর্ণপটললে যে ধ্বনি শোনা যায়, সেটা যে স্বরূপকে প্রাপ্ত করে, তাকে মধ্যমা বলে। মস্তিষ্ক আর কানের মাঝে যে বাণীর সংচরণ হয়, এটাই হল সেটা। এতে বর্ণের রূপ পশ্যন্তীর তুলনায় স্থূল এবং বৈখরীর তুলনায় সূক্ষ্ম হয়। পশ্যন্তীর মতো এখানেও চেতনের সাহচর্য অনিবার্য আছে, কিন্তু তার থেকে কিছুটা ন্যুন হবে।

Vedic Physics Youtube Channel

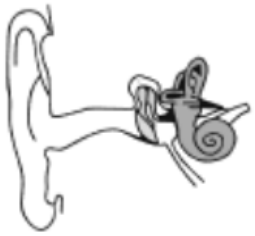

৪. বৈখরী – এই বাণী হল স্থূল, যাকে আমরা কথাবলি। 'বৈখরী' শব্দের ব্যাখ্যা আপ্টে তাঁর কোষে করেছেন – 'বিশেষেণ খম্ রাতি' অর্থাৎ যা বিশেষ ভাবে আকাশের মধ্যে মিশে যায়। বক্তা ও শ্রোতার মাঝে এই বাণীই গমন করে, যা শেষে শ্রোতার মস্তিষ্কে গিয়ে পশ্যন্তীর রূপ নেয়। এই বিষয়ে উপরোক্ত উদ্ধৃত সাম্বপঞ্চাশিকার শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ক্ষেমরাজ লিখেছেন –

'স্থূলপ্রাণসঙ্গাদ্বৈখর্য়াম্ বর্ণা জায়ন্তে।'

অর্থাৎ স্থূল প্রাণের সঙ্গ থেকে বৈখরীতে বর্ণের উৎপত্তি হয়। এখানে বক্তার স্বর-যন্ত্র দিয়ে বিভিন্ন অভ্যন্তর ও বাহ্য প্রচেষ্টায় যে ধ্বনি রূপ বর্ণের উৎপত্তি হয়, সেই সংকেত আছে। এটাই হল লোক ভাষা।

এখন বাণীর চার রূপের উপর সায়ণাচার্যের মত উদ্ধৃত করবো –

''পরাপশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীতি চত্বারীতি। একৈব নাদাত্মিকা বাগ্মূলাধারাদু-দিতা সতী পরেত্যুচ্যতে। নাদস্য চ সূক্ষ্মত্বেন দুর্নিরূপত্বাৎ সৈব হৃদয়গামিনী পশ্যন্তী ত্যুচ্যতে য়োগিভির্দ্রষ্টুম্ শক্যত্বাৎ। সৈব বুদ্ধিম্ গতা বিবক্ষাম্ প্রাপ্তা মধ্যমেত্যুচ্যতে মধ্যে হৃদয়াখ্য উদীয়মানত্বান্মধ্যমায়াঃ। অথ য়দা সৈব বক্ত্রে স্থিতা তাল্বোষ্ঠাদিব্যাপারেণ বহির্নির্গচ্ছিতি তদা বৈখরীত্যুচ্যতে।''

(ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.১৬৪.৪৫)

অর্থাৎ যখন কোনো মানুষ বাণীর উচ্চারণ করেন, তখন সর্বপ্রথম নাদরূপ বাক্

Vedic Physics Youtube Channel

মূলাধার চক্রতে উৎপন্ন হয়ে উপরে ওঠা শুরু করে। এটাই হল বাণীর সূক্ষ্মতম পরারূপ। এর নিরূপণ সম্ভব নয় অর্থাৎ অতি দুষ্কর। যখন এই পরা বাণী হৃদয় চক্রতে আসে, তখন সেখানে এটাই পশ্যন্তী বাক্ রূপ নিয়ে নেয়। এই বাণী যখন বুদ্ধি তত্ত্বের সম্পর্কে আসে, তখন মধ্যমা রূপে প্রকট হয়ে কণ্ঠতে উপস্থিত তালু-ওষ্ঠাদির প্রচেষ্টায় বৈখরীর রূপ ধারণ করে বাইরে বেরিয়ে আসে।

শব্দের এই বিষয়ে মহর্ষি পাণিনি বর্ণোচ্চারণশিক্ষাতে লিখেছেন –

আকাশবায়ুপ্রভবঃ শরীরাৎসমুচ্চরন্ বক্ত্রমুপৈতি নাদঃ।
স্থানান্তরেষু প্রতিভজ্যমানো বর্ণত্বমাগচ্ছতি য়ঃ স শব্দঃ।।

আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্মনো য়ুঙ্ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।
মারুতস্তূরসি চরন্মন্দম্ জনয়তি স্বরম্।।

এর ব্যাখ্যা ঋষি দয়ানন্দ এই ভাবে করেছেন –

‘‘আকাশ আর বায়ুর সংযোগে উৎপন্ন হওয়া, নাভীর নিচ থেকে উপরে উঠে যে মুখকে প্রাপ্ত করে, তাকে ‘নাদ’ বলে। সেটা কণ্ঠ আদি স্থানে বিভাগ প্রাপ্ত হয়ে বর্ণাভাবকে প্রাপ্ত করে, তাকে ‘শব্দ’ বলে। জীবাত্মা বুদ্ধি দিয়ে অর্থের সঙ্গতি করে কথাবলার ইচ্ছাতে মনকে যুক্ত করে, বিদ্যুত-রূপ মন জঠরাগ্নিকে প্ররোচিত তথা বায়ুকে প্রেরণা করে আর বায়ু বক্ষস্থলে বিচরণ করে মৃদু স্বরকে উৎপন্ন করে।’’

এখানে পাঠক আচার্য সায়ণ, মহর্ষি পাণিনি এবং ঋষি দয়ানন্দের মতের একটু সমতা দেখতে পাবেন। মনের দ্বারা বায়ু নিচে থেকে উপরে উঠে আসা আর মূলাধার থেকে হৃদয় পুনঃ কণ্ঠের দিকে আসা, এই মতগুলো সমতা

Vaidic Physics Youtube Channel

দেখাচ্ছে। এখানে বিবেচনা করা উচিত যে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যে বাণীর চারটা রূপ পৃথক্-পৃথক্ স্থানে প্রকট হয়। সাধারণ ব্যক্তির শোনা ও কথাবলার যোগ্য বাণী বৈখরী-ই হবে, এটা সুনিশ্চিত।

এখন প্রশ্ন হল যখন সর্বপ্রথম চার ঋষি অন্তরীক্ষ থেকে ঈশ্বরীয় সহায়তায় সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে বৈদিক ছন্দকে গ্রহণ করেন, তখন সেই ছন্দগুলো ব্রহ্মাণ্ডে বাণীর এই চারটা রূপের মধ্যে কোন রূপে ব্যাপ্ত ছিল? যেমন আজ বেদপাঠী বৈখরী বাণীতে বেদপাঠ করে, আকাশের মধ্যে কি শব্দ সেইভাবে ব্যাপ্ত ছিল? আমার মতে এমন হওয়া সম্ভব নয়। তাল্বাদির প্রচেষ্টা ছাড়া এমন শব্দ অর্থাৎ বৈখরী বাণী উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমার মতে এই সব ছন্দ পরা এবং পশ্যন্তী বাণী রূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। বর্ণত্বের বীজ তো বিদ্যমান ছিল, তবে শ্রব্য অবস্থায় ছিল না। এখন এই পশ্যন্তী বাক্–কে ঋষিরা কিভাবে গ্রহণ করলেন? এর চর্চা আমি এই অধ্যায়ের শুরুতে লিখে দিয়েছি। এই বিষয়ে মহাত্মা ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়মের ব্রহ্মকাণ্ডের ১৩৬শ্লোক পর্যাপ্ত সংকেত দেয়–

আবিভাগাদ্ বিবৃত্তানামভিখ্যা স্বপ্নবচ্ছ্রুতৌ।
ভাবতত্ত্বম্ তু বিজ্ঞায় লিঙ্গেভ্যো বিহিতা স্মৃতিঃ।।

এর অর্থ হল অখণ্ড পরমেশ্বর অথবা পরাবাক্ রূপ একাক্ষর ‘ওম্’ পদ বাচক থেকে বিস্তারিত ও প্রকট হওয়া বিভিন্ন ছন্দ, যা পশ্যন্তী রূপে বিদ্যমান থাকে, স্বপ্নের সমান জ্ঞান হয়। এর তাৎপর্য হল যেরূপ স্বপ্নের মধ্যে শ্রোত্রে-ন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়া কোনো ব্যক্তি সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা বিভিন্ন বাণী শুনতে পারেন, সেইরূপ সবিচার সমাধি, যেখানে য়োগী ব্যক্তি সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচার করেন, সেইভাবে এই ছন্দকে নিজের সূক্ষ্ম শরীর কিংবা অন্তঃকরণ দ্বারা গ্রহণ করে নিজের চিত্তের মধ্যে অগ্নি, বায়ু আদি চারজন ঋষি সঞ্চিত করেছিলেন।

ভাষা ও জ্ঞানের উৎপত্তি

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রশ্ন – আপনি ভগবদ্ য়াস্ক দ্বারা নিরুক্ত শাস্ত্রে দর্শানো বাণী সম্বন্ধীয় ছয় প্রকারের বর্গীকরণের উপেক্ষা করে আচার্য সায়ণ বা সাম্বপঞ্চাশিকাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অথবা ব্যাকরণ মহাভাষ্যের ভাষ্য প্রদীপকার আচার্য কৈয়ট ও আচার্য নাগেশভট্টকে প্রমাণ মেনে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী এই বর্গীকরণকে কেন স্বীকার করেছেন? এই যুগের মহান বেদবেত্তা ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী ব্যাকরণের মতানুসারেই প্রাক্ বর্ণিত ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৫ ভাষ্য করেছেন, তা সত্ত্বেও আপনি ঋষি দয়ানন্দের উপেক্ষা কী এইজন্য করেছেন, কারণ এতে আপনার ছন্দ বিজ্ঞান এবং তাকে অগ্ন্যাদি চার ঋষির দ্বারা গ্রহণ করার কল্পিত প্রক্রিয়ার পুষ্টি হতো না। ঋষি দয়ানন্দ তাঁর ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা এবং সত্যার্থ-প্রকাশাদি গ্রন্থে স্পষ্ট লিখেছেন যে পরমাত্মা সেই অগ্ন্যাদি চার ঋষির আত্মাতে বেদের প্রকাশ করেন। আপনার বেদজ্ঞান আবির্ভাবের প্রক্রিয়া এর বিপরীত মনগড়া নয় কি?

উত্তর – যে ব্যক্তি সাম্বপঞ্চাশিকার রচয়িতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আপ্ততার উপর বিশ্বাস করেন না, সর্বপ্রথম আমি তাদের মানসিক চিকিৎসালয়ে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিবো, তারপর তাদের মহাভারতের ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞতে পিতামহ ভীষ্ম দ্বারা বর্ণিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণকে মন দিয়ে পড়তে বলবো। বাক্ বর্গীকরণের উপর বিচার করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে বর্গীকরণ মতের যে বর্ণনা নিরুক্ত করেছে, সেই ধরণের বর্গীকরণ পরা, পশ্যন্তী আদির নয়। আপনার শঙ্কার সমাধানার্থ আমি সব বর্গীকরণের উপর ক্রমশঃ আলোচনা করবো –

১. আর্ষমত – ওঙ্কার, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ।

আমি পূর্বেই বলেছি যে এই মত ভগবান্ মনু মহারাজও বলেছেন। একে আর্ষমত বলার পিছনে আমি দুটো প্রমুখ হেতু দেখতে পাই –

Vaidic Physics YouTube Channel

(ক) ভগবান্ মনু থেকে শুরু করে সকল মহর্ষি ভগবন্তের মতে বাণীর এই বর্গীকরণ মান্য হয়ে আছে। এইজন্য একে আর্ষমত বলা হয়েছে।

(খ) বিভিন্ন ঋষি-প্রাণের মধ্যে চারটা ছন্দ 'ওম্', 'ভূঃ', 'ভুবঃ' এবং 'স্বঃ' বিদ্যমান থাকে কিংবা এগুলো থেকেই সব ঋষি অর্থাৎ প্রাণের উৎপত্তি হয়। আমি মনে করি, এই কারণেও একে আর্ষমত বলা হয়। ঋষি-প্রাণ আসলে কি, এই বিষয়ে আমি 'বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান' নামক অধ্যায়ে লিখবো।

বাণীর এই বর্গীকরণ ধ্বনি উৎপত্তির, বিশেষ করে তার পদের বর্ণনা নয়, বরং বাক্-এর প্রকারের বর্ণনা করে। তবে, মূল বাক্ অবশ্যই 'ওম্' হবে। এই বর্গীকরণ দ্বারা বাক্-এর গ্রাহ্যত্বের চরণ বা সামর্থ্যের কোনো স্পষ্টিকরণ হয় না। এগুলো সবই হল ছন্দ, যা সৃষ্টির শুরুতে উৎপন্ন হয়েছিল আর আজও সর্বতো ব্যাপ্ত আছে। পরা, পশ্যন্তী আদি চার রূপে এই চার ছন্দ 'ওম্', 'ভূঃ' আদি হয় বা হতে পারে। একে এইভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যখন কোনো গায়ক ক্রমশঃ নিশ্চিত চারটা ভজনগীত করেন আর সেই ভজনগীত এমন হয় যেন সেগুলো তার পরবর্তী গীতের ভূমিকার রূপ অথবা তিনি সর্বপ্রথম চার ছন্দ 'দোহা', 'সোরঠা', 'চৌপাই', ও 'কবিত্ত' গান করেছেন, কিন্তু সেগুলোকে চার প্রকারের স্তরে বা ধ্বনি তরঙ্গের আবৃত্তিতে গান করেছেন। তখন চার স্তর এবং চার ছন্দ দুই প্রকারের বর্গীকরণ পৃথক্-পৃথক স্তরে হবে। এইভাবে প্রত্যেক ছন্দ বা বাক্ তত্ত্ব পরা, পশ্যন্তী আদি চার রূপে হয়।

২. বৈয়াকরণ মত – নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। এই চারটা বাক্ রূপ হয় তবে চারটাই পরা, পশ্যন্তী আদি স্তরে হয়। এদের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই।

Vaidic Physics Youtube Channel

এইভাবে পূর্বোক্ত য়াজ্ঞিক, নৈরুক্ত আদি সব মতের বিষয়ে জেনে নেওয়া উচিত। পরা, পশ্যন্তী আদি বর্গীকরণ বস্তুতঃ বক্তা ও শ্রোতার কথাবলা ও শোনার প্রক্রিয়াকে চরণবদ্ধ বিধির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে আর অন্য বর্গীকরণ এই আধারে হয় যে বক্তা ও শ্রোতা কি বলছে বা শুনছে? এইভাবে বিভিন্ন বর্গীকরণের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে।

এখন যেহেতু আমরা পূর্বে মহর্ষি দ্বারা বৈদিক ছন্দকে গ্রহণ করার বর্ণনা করছি অর্থাৎ সেই প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিকতাকে জানার চেষ্টা করছি, তাই বাণীর অন্য কোনো বর্ণনা এখানে গুরুত্ব রাখে না, বরং পরা, পশ্যন্তী রূপের বর্ণনাই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হবে। এইজন্য আমি প্রসঙ্গানুকূল এরই চর্চা করেছি। যতদূর ঋষি দয়ানন্দের সেই মতের প্রশ্ন, যেখানে তিনি অগ্ন্যাদি চার ঋষির আত্মাতে বেদের প্রকাশের চর্চা করেছেন, সেটা আমার মত পূর্ণরূপে বর্ণিত হওয়ার পর তবেই বোঝা যাবে। এই কারণে আমি আমার পূর্ব প্রসঙ্গে পুনরায় আসবো – যখন চারজন ঋষির চিত্তে বৈদিক ছন্দ পশ্যন্তী বাক্ অবস্থায় সঞ্চিত হয়, তখন তারপরের প্রক্রিয়ার বিষয়ে আমরা ঋষি দয়ানন্দের বেদবিষয়ক মতের উপর বিচার করবো। ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকাতে বেদোৎপত্তিবিষয় নামক অধ্যায়ে 'বেদ' শব্দের অর্থ নিয়ে ঋষি লিখেছেন –

''বেদঃ = বিদন্তি = জানন্তি, বিদ্যন্তে = ভবন্তি, বিন্দন্তি বিন্দতে = লভন্তে, বিন্দতে = বিচারয়ন্তি সর্বে মনুষ্যাঃ সর্বাঃ সত্যবিদ্যা য়ৈর্য়েষু বা তথা বিদ্বান্সশ্চ ভবন্তি তে বেদাঃ''

অর্থাৎ যা পাঠ করলে মানুষ সব সত্য বিদ্যার জ্ঞাতা হয়, যা পাঠ করলে বিদ্বান হতে সক্ষম হয় ও যার দ্বারা মানুষ সত্যাসত্যের বিচার করতে সক্ষম হয়, তাকে বেদ বলে। এইজন্যই ঋগ্বেদাদি সংহিতার নাম বেদ দেওয়া হয়েছে। এখানে

Vaidic Physics Youtube Channel

বিদ্ জ্ঞানে, বিদ্লৃ লাভে, বিদ্ সত্তায়াম্ এবং বিদ্ বিচারণে এই চার ধাতু দ্বারা 'বেদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি দর্শানো হয়েছে। আমরা এই চার ধাতু দ্বারা কিছু অন্য প্রকারের অর্থ গ্রহণ করবো। 'বিদ্ জ্ঞানে' দ্বারা যে জ্ঞান রূপ হয় তথা যা দিয়ে সব মানুষের সত্যাসত্যের পূর্ণ জ্ঞান হয়। 'বিদ্ সত্তায়াম্' দ্বারা সেই জ্ঞান এমন হয়, যার সর্বদা অস্তিত্ব থাকে অর্থাৎ এরদ্বারা সব সত্য বিদ্যারই জ্ঞান হয়, কোনো অনিত্য ইতিহাস আদি বিষয়ের জ্ঞান এরদ্বারা হয় না। 'বিদ্লৃ লাভে' দ্বারা অর্থাৎ সেই বেদের জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক মানুষকে কিংবা মানুষ মাত্রের তাকে ব্যবহারের ফলে প্রত্যেক প্রাণীর সব যথাযথ সুখের লাভ হয়। 'বিদ্ বিচারণে' দ্বারা অর্থাৎ যে জ্ঞান অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চারজন ঋষির সবিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তর্গত হয়, সেই জ্ঞান বিচার রূপ অর্থাৎ পূর্ণতঃ সংশয়রহিত হয়।

ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকার 'বেদোৎপত্তিবিষয়' নামক অধ্যায়ে ঋষি দয়ানন্দ উদ্ধৃত করে লিখেছেন –

> তস্মাদ্ য়জ্ঞাৎ সর্বহুত ऽঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
> ছন্দাম্সি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ য়জুস্তস্মাদজায়ত।। (য়জুর্বেদ ৩১.৭)
> এবম্ বা অরেऽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো
> য়জুর্বেদঃ সামবেদোऽথর্বাঙ্গিরসঃ।। (শতপথ ব্রা. ১৪.৫.৪.১০)

অর্থাৎ তস্মাদ্ য়জ্ঞাৎ সচ্চিদানন্দাদিলক্ষণাৎ পূর্ণাৎ পুরুষাৎ সর্বহুতাৎ সর্বপূজ্যাৎ সর্বোপাস্যাৎ সর্বশক্তিমতঃ পরব্রহ্মণঃ ঋগ্বেদঃ, য়জুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ববেদ-শ্চ চত্বারো বেদাস্তেনৈব প্রকাশিতা ইতি বেদ্যম্। মহত আকাশাদপি বৃহতঃ পরমেশ্বরস্যৈব সকাশাদ্ ঋগ্বেদাদিবেদচতুষ্টয়ম্ নিঃশ্বাসবৎ সহজতয়া নিঃসৃতম-স্তীতি বেদ্যম্। য়থা শরীরাচ্ছ্বাসো নিঃসৃত্য পুনঃ তদেব প্রবিশতি, তথৈবেশ্ব-রাদ্ বেদানাম্ প্রাদুর্ভাবতিরোভাবৌ ভবত ইতি নিশ্চয়ঃ।।

ভাষা ও জ্ঞানের উৎপত্তি

Vedic Physics YouTube Channel

অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণ পুরুষ পরমাত্মার থেকেই ঋগ্বেদ, য়জুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ সেই চার ঋষির হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। এখন সেটা কিভাবে প্রকাশিত হয়, সেই প্রক্রিয়াকে বোঝানোর জন্য ঋষি দয়ানন্দ শতপথ ব্রাহ্মণে বলা মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্যের বচনকে উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে পরমেশ্বর যিনি আকাশাদির থেকেও অনেক বড়, তাঁর থেকে চার বেদ সেই চারজন ঋষির মধ্যে প্রকাশিত হয় কিংবা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমনভাবে উৎপন্ন হয় যেভাবে কোনো প্রাণী সহজ ভাবে শ্বাস নেয় ও ছাড়ে। যেভাবে প্রাণীকে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াতে কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা করতে হয় না, সেইভাবে পরব্রহ্ম পরমাত্মা দ্বারা ছন্দরূপ বেদ এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্গোৎপত্তির সময় প্রসারিত হয়।

এখানে ভগবান্ য়াজ্ঞবল্ক্য যে উপমা দিয়েছেন, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে চেতন প্রাণী জড় প্রাণকে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়াতে গ্রহণ করে ও ত্যাগ করে, সেইভাবে চেতন পরমাত্মা জড় প্রকৃতি দিয়ে ছন্দের উৎপত্তি ও প্রলয় করেন। আমার মতে এর দ্বারা সেই ঋষিদের আত্মা বা চিত্তে বেদ প্রকাশিত হওয়ার আরও একটা বিজ্ঞান উদ্বোধন হল। সেটা এইরকম – যখন সেই ঋষিগণ সম্প্রজ্ঞাত সবিচার সমাধিতে ছিলেন, তখন পরমাত্মার সহায়তায়

Vedic Physics Youtube Channel

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সেই সময় ব্যাপ্ত বিভিন্ন বৈদিক ছন্দ সেই ঋষিদের ভিতরে শ্বাসের সমান প্রবেশ করে যায় আর সেই ছন্দের মধ্যে সেই ঋষিদের যেগুলো এমন মনে হয়েছে যে তার অর্থের প্রকাশ মানব বা প্রাণী জাতির জন্য আবশ্যক হবে, সেগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছেন তথা বাকিগুলোকে প্রশ্বাসবৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিঃসারিত করে দিয়েছেন। যেরূপ কোনো প্রাণী বায়ুমন্ডল থেকে বায়ুকে গ্রহণ করে সেখান থেকে অক্সিজেনকে ফুসফুসের মাধ্যমে গ্রহণ করে তথা বাকি বায়ুকে বাইরে বের করে দেয়, সেইরূপ বৈদিক ছন্দের গ্রহণ ও বিসর্জন হয়েছে।

বেদ সংহিতা ব্যতীত অন্যান্য ছন্দ

প্রশ্ন – পরমাত্মা কি অনাবশ্যক কিছু বৈদিক ছন্দ বানিয়েছেন, যেগুলোকে সেই ঋষিগণ গ্রহণ করেননি? যদি তাই হয়, তাহলে পরমাত্মা কেন নিরর্থক মন্ত্রের (ছন্দ) রচনা করেছেন?

উত্তর – আপনার প্রশ্ন উত্তম ও স্বাভাবিক। আমি আগামী 'বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান' নামক অধ্যায়ে বলবো যে বৈদিক ছন্দ প্রাণ তত্ত্বের রূপে অসংখ্য মাত্রায় উৎপন্ন হয়। পরমাত্মার সামর্থ্য ও জ্ঞান অনন্ত। চার বেদ সংহিতার জ্ঞান অনন্ত নয়। সেগুলোতে ততটুকুই জ্ঞান আছে, যা মানব জাতির জন্য অনিবার্য। মানবের জ্ঞানগ্রহণ সামর্থ্যের সীমা পর্যন্ত সমগ্র বিজ্ঞান বেদের মধ্যে সাংকেতিক বা মূল রূপে বিদ্যমান আছে। এর থেকে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয় যে পরমব্রহ্ম পরমাত্মার মধ্যে এরথেকে অধিক জ্ঞান হতে পারবে না।

একইভাবে এটাও সিদ্ধ হল যে চার সংহিতার মধ্যে যত ছন্দ বা মন্ত্র আছে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রাণ-তত্ত্বের রূপে কেবল ততটুকুই বিদ্যমান নেই, বরং তার থেকেও অধিক আছে। এই অধিক ছন্দ আমাদের আবশ্যকতার থেকে

Vaidic Physics Youtube Channel

অধিক হওয়ার কারণে তথা সেই মানব ঋষিদের সামর্থ্য-সীমার কারণেও সেগুলোকে ঋষি প্রশ্বাসবৎ বাইরে বের করে দেন। যেরূপ প্রাণীর প্রশ্বাস দ্বারা বের হওয়া বায়ু কার্বন-ডাই-অক্সাইড আদি সেই প্রাণীর জন্য অনাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিতে বনস্পতি আদির জন্য আবশ্যক হয়, সেইরূপ মানব ঋষিদের দ্বারা অগৃহীত ছন্দ সর্গ প্রক্রিয়াতে আবশ্যক হয়, সেগুলো জ্ঞান রূপে পরমেশ্বরের মধ্যে সর্বদা বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ সেই ছন্দগুলিও নিরর্থক হয় না।

প্রশ্ন – আপনি চার বেদ সংহিতা ব্যতীত কিছু অন্য মন্ত্র, যেগুলো ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, শ্রৌত সূত্র বা বেদের শাখার মধ্যে বিদ্যমান আছে, সেগুলোকেও বেদ অর্থাৎ অপৌরুষেয় মানছেন, তাহলে কি এটা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না যে ঈশ্বর প্রথমে চারজন ঋষিকে জ্ঞান দিতে ভুলে গেছেন আর তাঁকে কিছু জ্ঞান পরে দিতে হয়েছে। তাহলে তো কুরআন ও বাইবেলকেও আমরা কিভাবে অস্বীকার করতে পারি আর তাদেরকে কিভাবে বলতে পারি যে খুদা আগেই কেন জ্ঞান দেয়নি? এর থেকে এই অর্থ কেন বের হবে না যে ঈশ্বরের জ্ঞান পরিবর্তিত হয় আর ঈশ্বরের স্মৃতিবিভ্রম আছে?

উত্তর – আপনার এমন শঙ্কা করা উচিত নয়। এমন শঙ্কা করা এটাই দর্শায় যে বেদের স্বরূপ আর তার উৎপত্তি প্রক্রিয়ার বোধ আপনার নেই। সৃষ্টির আদি প্রজন্মকে পরমেশ্বর কিভাবে জ্ঞান দিয়েছেন, এটা জানার জন্য এই সম্পূর্ণ অধ্যায়কে মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে। এর পাশাপাশি এটাও ভাবতে হবে যে ঈশ্বর সেই চারজন ঋষিকে পদ্যাত্মক ভাষা অর্থাৎ ছন্দ রূপে কেন জ্ঞান দিয়েছেন?[4] এই পদ্যাত্মক ভাষা কি কখনও কথোপকথনের ভাষা ছিল?

[4] বেদ কিছু এমনই সংকেত করে – দেবস্য পশ্য কাব্যম্ ন মমার ন জীর্য়তি (অথর্ব. ১০.৮.৩২) অর্থাৎ ঈশ্বরের কাব্যকে (ছন্দোময় জগৎ) দেখো, যা না নষ্ট হয় আর না পুরোনো হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

আমার মনে হয় না এমন ছিল। তাহলে ঈশ্বর কেন সেই পদ্যাত্মক ভাষায় জ্ঞান দিলেন, যেটা কখনও কথোপকথনের ভাষা ছিল না। এমন মনে হয় যে এই বিষয়টা নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউই বিচার করেনি। বেদের উৎপত্তি প্রক্রিয়ার রহস্য এই প্রশ্ন থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে। আসুন! আমরা এর উপর বিচার করি –

সাম্যাবস্থা যুক্ত প্রকৃতি পদার্থ থেকে সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রারম্ভ হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম সূক্ষ্মতম কম্পন প্রারম্ভ হয়। এই কম্পনই ধ্বনি রূপ হয়। প্রথম কম্পন সম্পূর্ণ প্রকৃতি পদার্থের মধ্যে এক সাথে আর সমান তীব্রতার সঙ্গে উৎপন্ন হয়। ধীরে-ধীরে সেই কম্পন অগ্রিম চরণের লয়বদ্ধ কম্পনগুলোকে উৎপন্ন করতে থাকে। এই কম্পন লয়বদ্ধ হওয়াতে পদ্যাত্মক ধ্বনি রূপে হয় আর এই ধ্বনি পরা রূপে হয়। এই ধ্বনিগুলোই হল বেদমন্ত্র আর সবথেকে প্রথম কম্পন পরা 'ওম্' ধ্বনিরূপই হয়। এটাই হল সৃষ্টি উৎপত্তির বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্তের আধার। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য আর অঙ্গিরা এই চারজন ঋষি সবিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এই পরা ধ্বনি তরঙ্গ অর্থাৎ বেদমন্ত্রকে অন্তরীক্ষ থেকে গ্রহণ করেন। এই বৈদিক ধ্বনি তরঙ্গগুলো আকাশের মধ্যে সর্বত্র ভরে ছিল। এই চারজন তাঁদের সামর্থ্যানুসারে এই ছন্দ রশ্মিগুলোকে গ্রহণ করেন। গ্রহণ করার পশ্চাৎ সেই মন্ত্রের অর্থের জ্ঞান সমাধি অবস্থাতেই পরমেশ্বর করিয়ে দেন, যা গদ্যাত্মক ভাষা রূপে ছিল।

পদ্যাত্মক রূপে ধ্বনি হল সৃষ্টির একটা অনিবার্য ভাগ। সেগুলো থেকেই ঘনীভূত হয়ে সমগ্র পদার্থের নির্মাণ হয়। এই নির্মাণে ঈশ্বরের প্রমুখ নিমিত্ত ভূমিকা থাকে। সেই চারজন ঋষি তাঁদের পুরুষার্থ আর যোগ্যতানুসারে সেই ধ্বনি তরঙ্গকে স্বতঃ সহজ ভাবে গ্রহণ করে নেন, কিন্তু তাতে ঈশ্বরের পরোক্ষ

Vaidic Physics Youtube Channel

ভূমিকা অবশ্যই থাকে, তবে এই মন্ত্রের অর্থ জানতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। ঋষিদের হৃদয়ে জ্ঞানের উৎপত্তি হল বেদ উৎপত্তি প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় চরণ। এর প্রথম চরণ সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রারম্ভ হয়ে যায়। ঋষি দয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থের মধ্যে বেদোৎপত্তির দ্বিতীয় চরণেরই চর্চা করেছেন, কিন্তু বেদনিত্যত্ব বিষয়ে বৈদিক পদকে নিত্য বলে বৈদিক পদকে আকাশের মধ্যে একরসে ভরাও বলেছেন। এই বিন্দুর উপর পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত রিসার্চ স্কোলার ব্যতীত অন্য কারও ধ্যান যায়নি। এইজন্য আজ বিদ্বানদের একথা বুঝতে অনেক কঠিন মনে হচ্ছে যে সেই বেদমন্ত্র রশ্মি (কম্পন) রূপে সৃষ্টিতে বিদ্যমান আছে আর সেগুলো দিয়েই সৃষ্টি তৈরি হয়েছে।

প্রারম্ভিক চারজন ঋষি যেসব মন্ত্রকে গ্রহণ করেন, সেগুলোর মধ্যে মানব জাতির জন্য উপযোগী সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যমান আছে। এই জ্ঞানের বিস্তার করে মানুষ তার সম্পূর্ণ লৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতি করতে পারবে, অনেক ধরণের সাহিত্য তৈরি করতে পারবে। এইভাবে এই জ্ঞান মানুষের দৃষ্টিতে পূর্ণ আছে, তাকে পুনরায় ঈশ্বর দ্বারা জ্ঞান দেওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই, কিন্তু এর দ্বারা এমন মোটেও সিদ্ধ হয় না যে এই সৃষ্টির মধ্যে চার বেদ সংহিতা ব্যতীত আর অন্য কোনো মন্ত্র (কম্পন) বিদ্যমান নেই। ঈশ্বর হলেন অনন্ত জ্ঞানী। সৃষ্টিকে বানাতে, চালাতে ও প্রলয় করতে যত জ্ঞান ব্যবহৃত হয়, সেটা ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান জ্ঞানের এক অংশ মাত্রই হবে। তবে সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের যে জ্ঞান ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা মানুষের জন্য অনন্ত। এইজন্য সৃষ্টির মধ্যে এমন অনেক মন্ত্র বিদ্যমান আছে, যা বেদ সংহিতার মধ্যে নেই, যাকে চারজন ঋষি গ্রহণ করতে পারেননি।

কালান্তরে সৃষ্টির উপর চিন্তনকারী বেদের ব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণ গ্রন্থকার, বেদের

Vaidic Physics Youtube Channel

শাখার প্রবর্তক ঋষি, শ্রৌত সূত্রকার আদি উচ্চ কোটির মহর্ষি মহানুভাবগণ সমাধি অবস্থায় অন্তরীক্ষে কিছু এমন ধ্বনি তরঙ্গ পরা বা পশ্যন্তী রূপে শুনতে পান, যেগুলো চার সংহিতার মধ্যে ছিল না। সেই মন্ত্রগুলোকে তাঁরা তাঁদের গ্রন্থের মধ্যে স্থান দেন আর সেগুলোর অর্থ পরমাত্মাই জানিয়ে দেন। যদি তাঁরা সেই ঋচাগুলোকে গ্রহণ না করতেন, তাহলেও মানব জাতির লৌকিক আর পারলৌকিক উত্থানের পথে কোনো বাঁধা আসতো না, কারণ এর জন্য চার বেদ সংহিতার মধ্যে পূর্ণ এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান তাঁদের কাছে ছিল। মানুষের জ্ঞান আর তার ব্যবহার করার সামর্থ্যের একটা সীমা আছে, সেই সীমার অন্তর্গতই নিজ-নিজ ক্ষমতানুসারে ঋষিগণ মন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন। তবে এতে নিশ্চিত যে, এই সৃষ্টিতে অন্তরীক্ষ থেকে মন্ত্রকে গ্রহণ করে এমন ঋষির সংখ্যা অনেক কম আছে। মন্ত্রের অর্থের দর্শন করে এমন তো সহস্র হয়েছেন।[5]

এখানে ঈশ্বরের জ্ঞান দেওয়ার প্রক্রিয়াতে কোনো ভুল বা অপূর্ণতার অবকাশ কোথায়? পরমাত্মা তো সম্পূর্ণ সৃষ্টি বেদমন্ত্র দিয়ে ভরে দিয়েছেন, এখন যার যত সামর্থ্য হবে, ততটা গ্রহণ করে নিবে আর এইভাবেই অগ্নি আদি ঋষিগণ করেছেন। প্রারম্ভিক প্রজন্মের সব মানুষ পূর্ব সৃষ্টিতে করা কর্মের অনুসারে অথবা মুক্তির অবধি পূর্ণ হলে পুনরায় জন্ম নেওয়ার কারণে ঋষি কোটিরই হয়ে থাকেন। এখানে এটাও মনে রাখতে হবে যে তাঁদের মধ্যেও আমাদের পৃথিবীতে চারজন ঋষিই এই স্তরের ছিলেন, যাঁরা অন্তরীক্ষ থেকে মন্ত্রকে গ্রহণ করতে পারেন। সেই চারজন মিলে মহর্ষি ব্রহ্মাকে সেই জ্ঞান দেন।

[5] ভিন্ন-ভিন্ন লোকের মধ্যে সৃষ্টির আদিতে জ্ঞান গ্রহণকারী ঋষিদের স্তরকে দেখে মন্ত্র আর তার সংখ্যাতে কিছু ভিন্নতা হতে পারে। সেইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন লোকে বসবাসকারী মননশীল প্রাণীদের জন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা ও পূর্ণতাও ভিন্ন-ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে বেদমন্ত্র তো সবার জন্য একটাই হবে, ভিন্নতা কেবল গ্রহণীয় ও গৃহীত মন্ত্রের সংখ্যার হবে। – সম্পাদক

Vaidic Physics Youtube Channel

অন্তরীক্ষ থেকে মন্ত্র গ্রহণকারী যে ঋষি কালান্তরে হন, তাঁরা বস্তুতঃ অগ্নি আদি ঋষিদের মতো অন্তরীক্ষ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করার সাধনা করছিলেন না, বরং সৃষ্টিকে জানার প্রক্রিয়াতে কিছু মন্ত্রের সাক্ষাৎকার হয়তো তাঁরা করেছেন, যেগুলোকে তাঁরা তাঁদের গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃত করেছেন। এই কারণে তাঁদের দ্বারা মন্ত্রের গ্রহণ করা একথার দ্যোতক নয় যে ঈশ্বর তাঁর জ্ঞানকে সংশোধিত বা পরিবর্তন করেছেন, বরং এটা তো এই সংকেত দেয় যে সেই ঋষিরা এর জন্য অত্যন্ত পুরুষার্থ করেছেন, এমন নয় যে অগ্নি আদি ঋষিদের মতো তাঁরা সহজ-সরলভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো মন্ত্র প্রাপ্ত করেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এবং তার শাখাগুলোর সঙ্গে বাইবেল আর কুরআনের তুলনা করা নিতান্ত অজ্ঞানতা হবে, যারা এই গ্রন্থগুলো পড়েনি, তারাই এমন প্রশ্ন করতে পারে।

এ পর্যন্ত আমি বিভিন্ন বৈদিক ছন্দকে সৃষ্টির আদিতে চারজন মানব ঋষির দ্বারা গ্রহণ করার প্রক্রিয়ার বর্ণনা করলাম, এখন এরপর সেইসব ছন্দ থেকে ‘বেদ’ শব্দের সার্থকতা প্রমাণিত করে এমন জ্ঞান ও ভাষার উৎপত্তির প্রক্রিয়াকে স্পষ্ট করবো। আমি যেমন লিখেছিলাম যে সেইসব ছন্দ পরা বা পশ্যন্তী বাক্ রূপে অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রাণ রূপে পরমেশ্বরের চেতনার বিদ্যমানতায় ঋষিদের আত্মিক চেতনা চিত্ততত্ত্বের মধ্যে সংগৃহীত করেছিল।

আমরা একে নিম্নপ্রকারে জানার চেষ্টা করবো। যখন আমরা কোনো বস্তুকে শুনি অথবা তার রেডিও তরঙ্গকে কোনো উপকরণ দ্বারা গ্রহণ করি, তখন সেই শব্দের তিন প্রকারের প্রভাব হয় –

১. রেডিও তরঙ্গের জড় ও চেতন জগতের উপর প্রভাব। এতে প্রাণীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিও হতে পারে। আজ মোবাইল আদি সঞ্চার সাধন থেকে উৎপন্ন রেডিও তরঙ্গ থেকে অনেক রোগে আক্রান্ত হয়ে পক্ষী

Vaidic Physics Youtube Channel

ও কীটপতঙ্গের প্রজাতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যেও মানসিক অবসাদ, ব্রেন টিউমার, চর্ম বিকার আদি অনেক রোগের উৎপত্তি হচ্ছে, তাহলে জড় জগতের উপরে জড় তরঙ্গের প্রভাব ফেলবেই। বর্তমানে হতে চলা জলবায়ু পরিবর্তন এবং তজ্জন্য প্রাকৃতিক প্রকোপে এই তরঙ্গের অনিবার্য ভূমিকা আছে, এর উপর কারও ধ্যান নেই।

২. সেই রেডিও তরঙ্গকে যখন ধ্বনি তরঙ্গে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয় অথবা যা সরাসরি ধ্বনি তরঙ্গ রূপেই শব্দ শোনা যায়, তাতে সম্পূর্ণ শরীরের উপর ধ্বনির তীব্রতা, আবৃত্তি আদি ভেদের কারণে পৃথক-পৃথক প্রভাব পড়ে। কর্কশ তীক্ষ্ণ ধ্বনি অনেক রোগ উৎপন্ন করে, উত্তেজক সঙ্গীতও মন-মস্তিষ্ক ও শরীরে বিপরীত প্রভাব ফেলে, অপরদিকে মধুর ও শান্ত ভক্তি সঙ্গীত শরীরের রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে।

৩. ধ্বনি তরঙ্গ, যা ছন্দ ও ব্যক্ত বাক্ রূপে হয়, মস্তিষ্ক সেগুলোকে বুঝে সেগুলোর অর্থকে জেনে নেয়। তখন সেই ধ্বনি বা রেডিও তরঙ্গের অন্তিম পরিণাম জ্ঞানের রূপে লাভ হয়। তদনন্তর সেই জ্ঞানকে ব্যবহারে নিয়ে এসে সব সুখের লাভ হয়। যদি সেই ধ্বনি বা শব্দ বিপরীত জ্ঞানোৎপত্তির সংবাহক বা উৎপাদক হয়, তাহলে তাকে ব্যবহার করে দুঃখের প্রাপ্তি রূপী অন্তিম ফল হয়।

এইভাবে এই তিন প্রভাবকে দৃষ্টিগত রেখে বৈদিক ছন্দের প্রভাবের চর্চাকে সম্মুখে নিয়ে যাবো –

যখন সেই মানব ঋষিগণ বৈদিক ছন্দকে পরা বা পশ্যন্তী অবস্থায় সংগৃহীত করেন, তখন সেই ছন্দের অর্থ বলে দিবে এমন না তো কোনো পরম্পরা ছিল আর না কোনো ব্যক্তি বিশেষ গুরু রূপে বিদ্যমান ছিল। সেই মানব সৃষ্টির প্রথম

Vaidic Physics YouTube Channel

প্রজন্ম ছিল। তাহলে সেই শব্দের অর্থের বোধ কে করিয়েছে? এর সমাধানে ঋষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকাতে বলেছেন যে অর্থের বোধ পরমাত্মা, যিনি সেই ছন্দকে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত করে ছিলেন আর যাঁর সহায়তায় সেই ছন্দগুলোকে ঋষিগণ নিজের চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন, সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাই তাঁদের আত্মার মধ্যে সেই ছন্দের অর্থের বোধ করিয়েছেন। ঋষির কথনের ভাব হল এটাই।

এই কারণে বৈদিক পরম্পরা জ্ঞান ও ভাষার মূল স্রোত পরব্রহ্ম পরমাত্মাকেই মানে আর এটাই হচ্ছে একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এখান থেকে যেরূপ সেই চারজন ঋষি বেদ জ্ঞান প্রাপ্ত করেন, সেইরূপ তাঁরা ভাষাকে মুখে বলা অর্থাৎ সেই ছন্দের পশ্যন্তী অবস্থাকে বৈখরী রূপ প্রদান করে মুখ দিয়ে কথা বলা প্রারম্ভ করেন, যেভাবে আজ আমরা আমাদের বিচারের রূপে মস্তিষ্কগত জ্ঞানকে পরা-পশ্যন্তী, মধ্যমা স্তর দিয়ে নিয়ে গিয়ে বৈখরী রূপে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি।

এই বিষয়ে আর্য বিদ্বান পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত রিসার্চ স্কোলার 'বৈদিক বাঙ্ময়ের ইতিহাস' প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন –

''বেদ-বাক্ হল দৈবী বাক্। এই বাক্ মানব উৎপত্তির বহু পূর্বে অন্তরীক্ষস্থ তথা দ্যুলোকস্থ দেব আর ঋষির অর্থাৎ ঈশ্বরের ভৌতিক বিভূতি দ্বারা প্রকট হয়েছিল। ওম্, অথ, ব্যাহৃতি আর মন্ত্র হিরণ্যগর্ভ আদি থেকে তন্মাত্রারূপ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত হয়েছিল। সেই বাক্ ক্ষীণ হয় না, পরম ব্যোম আকাশের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। মানব সৃষ্টির শুরুতে যখন ঋষিগণ আদি-শরীর ধারণ করেন, তখন সেই দৈবী বাক্ ঈশ্বর-প্রেরণায় তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করে, তাঁরা সেটা শোনেন। এই কারণে বেদবাক্-এর একটা নাম শ্রুতি হয়। সেই কালেই

Vaidic Physics Youtube Channel

বৈদিক শব্দের আধারে ঋষিগণ ব্যবহারের ভাষার জন্ম দেন। সেই ভাষা আদিতে মানব মাত্রের ভাষা ছিল আর সেটা অত্যন্ত বিস্তৃত আর সমৃদ্ধ ছিল। তখন ভূমিতে কেবল ব্রাহ্মণই ছিল অর্থাৎ সবাই বৈদিক বিদ্বান ছিলেন। ভাষার উৎপত্তি আর ভাষার উত্তরোত্তর ইতিহাসের এটাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক পক্ষ ঔপমন্যব, ঔদুম্বরায়ণ, য়াস্ক, দ্বৈপায়ন ব্যাস, ব্যাডি, উপবর্ষ, পাণিনি, পতঞ্জলি আর ভর্তৃহরির সর্বথা জ্ঞাত ছিল। ভর্তৃহরির পশ্চাৎ গত দুই সহস্র বর্ষের মধ্যে এটা লুপ্তপ্রায় থাকে... মিশ্র আর য়ুনান আদির অতি প্রাচীন মানুষরা দেব আর তাঁদের বিভূতিকে কিছুটা হলেও জানতো।

(ক) মিশ্রের প্রাচীন বিশ্বাসের বিষয়ে মর্সার লিখেছেন –

Egyptians had their 'sacred writing' – 'writings of the words of the gods' often kept in a 'house of sacred writings''.

(Page 12, The religion of Ancient Egypt, Mercer)

অর্থাৎ মিশ্রের মানুষ তাদের পবিত্র লিখন রাখতেন। 'দেবতাদের শব্দের লিখন' যাকে তারা প্রায়শঃ 'পবিত্র লিখনের ঘরে' রাখতেন।

(খ) য়ুনানের প্রসিদ্ধ প্রাচীন লেখক হোমর (ঈশা থেকে ৮০০ বছর পূর্বে) দেব ভাষা আর মানব ভাষার বর্ণনা তাঁর লিখনে করেছেন –

''অরস্তু দেব আদির বিষয়ে সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি, তৎপশ্চাৎ দেববিদ্যা ইউরোপ থেকে সর্বথা বিলুপ্ত হয়ে যায়।''

– The language of gods and of men, Pg.299-303, Asianic elements in Greek Civilization, Ramsay

এই বিষয়ে ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থপ্রকাশের একাদশ সমুল্লাসের

মধ্যে লিখেছেন –

''ভূগোলে যত বিদ্যা ছড়িয়েছে, সেই সব আর্যাবর্ত (ভারত) দেশ থেকে মিশ্র, সেখান থেকে য়ুনান, সেখান থেকে রোম আর সেখান থেকে ইউরোপ দেশে, সেখান থেকে আমেরিকা আদি দেশের মধ্যে ছড়িয়েছে।''

এই কারণে ফ্রান্স বিদ্বান জৈকালয়ট বলেছেন –

''সব বিদ্যা আর মঙ্গলের ভাণ্ডার হল আর্যাবর্ত দেশ আর সব বিদ্যা তথা মত এই দেশ থেকেই ছড়িয়েছে।'' (বাইবেল ইন ইন্ডিয়া)

– সত্যার্থপ্রকাশ থেকে উদ্ধৃত।

বেদ জ্ঞান কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই কেন?

প্রশ্ন – পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথম প্রজন্মের অনেক মানুষের মধ্যে কেবল চারজন ঋষিকেই কেন জ্ঞান দিয়েছেন? ঈশ্বর কি পক্ষপাতী? তারপর এটাও একটা প্রশ্ন যে পরমাত্মা তাঁর জ্ঞান বৈদিক ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষাতেই কেন দিয়েছেন? এর দ্বারা অন্য ভাষী মানুষের সঙ্গে বৈষম্য বা দোষ পরমাত্মার উপর লাগবে না?

উত্তর – এটা সত্য যে সৃষ্টির প্রথম প্রজন্মে স্ত্রী-পুরুষের অনেক জোড়া উৎপন্ন হয়েছে। তাঁরা পূর্ণ যুবকাবস্থায় পৃথিবীরূপী গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়। যে মহানুভাব পূর্ণ যুবকাবস্থায় ও ভূমি থেকে উৎপত্তির উপর শঙ্কা করছেন, তাকে ঋষি দয়ানন্দ কৃত 'সত্যার্থ-প্রকাশ' তথা আমার লেখা 'সত্যার্থ প্রকাশ উভর্তে প্রশ্ন-গরজতে উত্তর' নামক গ্রন্থ পড়া উচিত। বিস্তারভয়ে আমি এই বিষয়কে এখানেই ছেড়ে দিচ্ছি। তাছাড়া প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্পন্ন পাঠক এটাই মানবে যে প্রথম প্রজন্মের উৎপত্তি কেবল এই ভাবেই হওয়া সম্ভব।

সেই প্রথম প্রজন্মের মধ্যে সেই চারজন ঋষিই সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও

Vaidic Physics Youtube Channel

সামর্থ্যবান ছিলেন। তাঁরা নিজের মহান তপ দ্বারা আকাশ থেকে বেদের ঋচাকে গ্রহণ করেন, এই কারণে তাঁদেরই জ্ঞান দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা সবাইকে জ্ঞান প্রদান করতে পারেন। বাকি রইলো সংস্কৃত-ভাষাতে জ্ঞান দেওয়ার কথা, তো তদ্বিষয়ে জ্ঞাতব্য হল সেই সময় সম্পূর্ণ মানবজাতির মধ্যে কোনো ভাষারই উৎপত্তি হয়নি। যেটা উৎপন্ন হয়েছিল, সেটা কেবল বৈদিক ভাষা সংস্কৃতই ছিল, সেটাও আবার বৈদিক ছন্দের রূপে ছিল। পরে ঋষিগণ এই ভাষাকে কথোপকথনের ভাষাতে ব্যবহৃত করেন। কালান্তরে সংস্কৃত ভাষা থেকেই অপভ্রষ্ট হয়ে ধীরে-ধীরে বিশ্বের মধ্যে অনেক ভাষার উৎপত্তি হয়। এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলে সংস্কৃত ভাষাই সর্বাধিক শাসন করেছে। আজ সারা বিশ্বের মধ্যে এটা তো সর্বমান্য তথ্য যে সংস্কৃত ভাষাই হল সমস্ত মানব ভাষার জননী। এই কারণে সংস্কৃত ভাষাতেই জ্ঞান দেওয়া অনিবার্য আর নিষ্পক্ষ ছিল।

প্রশ্ন – যদি ছন্দ অন্য কোনো ভাষা হিন্দি, ইংরাজি, চিনি, আরবী আদির মধ্যে কোনো একটা ভাষাতে হতো আর সেই ভাষা থেকে অন্য ভাষার উৎপত্তি হতো, তাহলে তাতে কি অসুবিধা হতো? সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেই কেন ঈশ্বরের এতো প্রেম ছিল? এটা সংস্কৃত ভাষাবিদদের নিজস্ব কল্পনা ও পূর্বাগ্রহ নয় কি?

উত্তর – আপনার প্রশ্ন একটা ভাষার প্রথম উৎপত্তি নিয়ে, এটা উচিত ও স্বাভাবিক। আমি 'বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান' নামক অধ্যায়ে স্পষ্ট করবো যে বৈদিক সংস্কৃত ভাষার শব্দের সঙ্গে তার অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে। যে শব্দের যেমন অর্থ হয়, সেই অর্থকে কোনো মানুষ স্বকল্পনায় স্বীকার করেনি, বরং সেই শব্দের সঙ্গে ওই অর্থের নিত্য সম্বন্ধে আছে বলেই তাকে স্বীকার করেছে। সেই বস্তু বিশেষ যখন সর্গপ্রক্রিয়াতে তৈরী হচ্ছিল, তখন সেই শব্দ বিশেষের উৎপত্তিও হচ্ছিল। এইভাবে বৈদিক সংস্কৃত ভাষাতে বাচক ও বাচ্যের সম্বন্ধ

Vedic Physics Youtube Channel

নিত্য, প্রকৃতিক আর ঈশ্বরীয় হয়, সেটা মোটেও মানবীয় নয়। এই বিশেষত্ব অন্য কোনো ভাষার মধ্যে নেই। এইভাবে বৈদিক শব্দই নিত্য হয়, অন্য কোনো ভাষার শব্দ হয় না। বৈদিক শব্দই প্রাণ রূপ হয়ে সৃষ্টির সকল পদার্থের উপাদান কারণও হয়, অথচ এমন বিশেষত্ব নামমাত্রেও কোনো মানবীয় ভাষার মধ্যে নেই।

এই কারণে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা কোনো বর্গ, দেশ বা সম্প্রদায়, এমনকি কেবল পৃথিবীস্থ মানব জাতির ভাষা নয়, বরং এটা হল ব্রহ্মাণ্ডীয় ভাষা। বৈদিক ছন্দ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রাণতত্ত্বের (স্পন্দন বা কম্পন বা ভাইব্রেশন) রূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এগুলো থেকেই বিভিন্ন সূক্ষ্ম কণার উৎপত্তি হয়। এইভাবে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, শাশ্বত ও সার্বদেশিক হওয়াতে অত্যন্ত ব্যবস্থিত হয়। এর ব্যাকরণ অন্য যেকোনো ভাষার ব্যাকরণের তুলনায় অতি সুব্যবস্থিত। আধুনিক কালে উপলব্ধ একমাত্র প্রামাণিক ব্যাকরণের আধার গ্রন্থ পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী আজও সারা বিশ্বের ভাষাবিজ্ঞানীদের জন্য আশ্চর্যজনক আদর্শ হয়ে আছে। এই অষ্টাধ্যায়ীর গুরুত্বকে বর্ণনা করে এমন কিছু কথন আমি ‘অষ্টাধ্যায়ী ভাষ্য প্রথমাবৃত্তি’ – পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসুর (সংস্করণ ২০৪২ বিক্রম সম্বত্ সাল ১৯৮৫) প্রাককথন থেকে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি –

১. তত্রাশক্যম্ বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুম্ কিম্ পুনরিয়তা সূত্রেণ (মহাভাষ্য ১.১.১ চৌখম্বা সংস্করণ) অর্থাৎ তাঁর (ভগবৎ পাণিনির) একটা বর্ণও অনর্থক নেই, তাহলে এত বড় সূত্রের কথা কি বলবো? মহর্ষি পতঞ্জলি পুনরায় বলেছেন –

সামর্থ্যয়োগান্নহি কিঞ্চিদস্মিন্ পশ্যামি শাস্ত্রে য়দনর্থকম্ স্যাত্

অর্থাৎ শাস্ত্রের সামর্থ্য দ্বারা আমি এই গ্রন্থের মধ্যে একটাও এমন কোনো বর্ণ বা পদ দেখছি না, যেটা অনর্থ হবে।

Vaidic Physics Youtube Channel

২. চীন যাত্রী হিওয়েন সাং – শব্দ এবং অক্ষর বিষয়ক কোনো জ্ঞান এর থেকে অবশিষ্ট নেই।

৩. মোনিয়ার উলিয়ামস্ – অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ মানব মস্তিষ্কের প্রতিভার আশ্চর্যতম ভাগ হয়, যা মানব মস্তিষ্কের সামনে এসেছে।

৪. হন্টার – মানব মস্তিষ্কের চরম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল এই অষ্টাধ্যায়ী।

৫. লেনিনগ্রাডের প্রফেসর টি. বাৎসকি – মানব মস্তিষ্কের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হল এই অষ্টাধ্যায়ী।

এইভাবে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের এই গ্রন্থ সারা বিশ্বের মধ্যে আজও সবার সম্মানের পাত্র হয়ে আছে। এই গ্রন্থের পূর্বেও অনেক বৈয়াকরণ হয়েছে। কয়েকটা বৈয়াকরণের নাম ভগবৎ পাণিনি স্বয়ং তাঁর অষ্টাধ্যায়ীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। যে ভাষার ব্যাকরণ সংসারে সর্বাধিক সুব্যবস্থিত ও আশ্চর্যজনক হবে, সেই ভাষাই তো পরমাত্মার দ্বারা প্রথমে উৎপন্ন প্রাকৃতিক ব্রহ্মাণ্ডীয় ভাষা হতে পারে। এইজন্য সংসারের সুবিজ্ঞ জনদের উচিত, তাঁরা যেন বেদের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য অবশ্যই খুব চেষ্টা করেন। এর উপর প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার আছে। এর জন্য সংসারের উচিত আর্যাবর্তিদের (ভারতবাসী) ধন্যবাদ করা, কারণ তারা এগুলোকে অন্তত কিছুটা তো সুরক্ষিত রেখেছে। এর পাশাপাশি সংসারের উচিত বেদপাঠী ব্রাহ্মণদেরও ঋণী হওয়া, যাঁরা এই ভারী সম্পদাকে নিজের কণ্ঠের মধ্যে সুরক্ষিত রেখে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

এইভাবে আমি এটা সিদ্ধ করেছি যে অগ্নি, বায়ু আদি চারজন ঋষির মধ্যে সর্বস্রষ্টা পরমাত্মা বৈদিক ছন্দের মাধ্যমে জ্ঞান ও ভাষার উৎপত্তি করেন। এই একথা ভগবান্ মনু মহারাজও বলেছেন –

Vaidic Physics Youtube Channel

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ম্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ য়জ্ঞ সিদ্ধ্যর্থমৃগ্যজুঃ সামলক্ষণম্।। (মনুস্মৃতি ১.২৩)

এর অর্থ করে ঋষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা এবং সত্যার্থ প্রকাশে লিখেছেন – পরমেশ্বর অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা এই চার ঋষিকে জ্ঞান দেন। এখানে প্রায়শঃ প্রশ্ন করা হয় যে বেদ তিনটা নাকি চারটা? আমি এর উপর চর্চা করে কলেবর বাড়াতে চাইবো না। এর উপর ঋষি দয়ানন্দকৃত গ্রন্থের পাশা-পাশি অনেক আর্য বিদ্বানের পর্যাপ্ত এবং নিশ্চয়াত্মক লেখা আছে। পাঠক সেখানে দেখতে পাবেন। তবে, বৈদিক বিদ্যা অবশ্যই ঋক্, য়জুঃ ও সাম এই তিন লক্ষণযুক্ত হয়। এর বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ আধিদৈবিকরূপ আমার গ্রন্থের মধ্যে স্থানে-স্থানে পাওয়া যাবে। এখানে একটা শঙ্কা বিদ্বানদের মধ্যে অবশ্যই উপস্থিত হতে পারে, যার সমাধান সম্ভবতঃ আমার জানা কোনো আর্য বিদ্বানও করেননি।

সেই শঙ্কাটা হল যে ঋষি দয়ানন্দ এখানে ‘অগ্নি’, ‘বায়ু’ ও ‘রবি’ এই তিনটা নাম থেকে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চারটা নাম কেন গ্রহণ করেছেন? এইভাবে সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থের মধ্যেও শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণ দিয়ে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য থেকে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চারটা নাম কেন গ্রহণ করেছেন? এটা মনগড়া ও পূর্বাগ্রহ গ্রস্ততার প্রমাণ নয়কি? বেদ হল চার আর ঋষিও হল চার, এর অনেক প্রমাণ অন্যত্র অবশ্যই উপলব্ধ আছে, কিন্তু এখানে দুটো স্থানে কেবল তিনটা নামই আছে। বেদ তো শৈলীভেদ অনুসারে চারের স্থানে তিনটা মানা যেতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিবাচক নামের মধ্যে তিন থেকে চারটার গ্রহণ কিভাবে হবে? অন্য আরেকটা প্রশ্ন করা হয়, কোনো ব্যক্তির নামের স্থানে তার সমার্থক শব্দেরও ব্যবহার করা যায় কি? এমন হওয়া তো কখনও সম্ভব নয়। তাহলে কিভাবে এই সূর্য অথবা রবির ব্যবহার আদিত্যের

Vedic Physics Youtube Channel

স্থানে করা হয়েছে?

শঙ্কা দুটোই আসলে খুব গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। আমার মতে এর সমাধান নিম্নানুসারে হবে –

আর্ষ গ্রন্থের মধ্যে প্রায়শঃ সর্বত্র এবং স্বয়ং বেদ সংহিতার মধ্যেও চার প্রকারের বেদের বর্ণনা হওয়াতে বেদের সংখ্যা তিনটা হওয়া তো সম্ভব নয়। অনেকত্র চার বেদের জ্ঞানকে চারজন ঋষির দ্বারা গ্রহণ করার বর্ণনাও আছে, কিন্তু এখানে মনুস্মৃতি তথা সত্যার্থপ্রকাশ্যের মধ্যে উদ্ধৃত প্রমাণে তিনটাই নাম আছে। এখানে বেদ বিদ্যার শৈলীগত বিভাগ তিন প্রকারে করা হয়েছে, তাহলে তাকে চারটা নামের সঙ্গে কিভাবে সংগত করা যাবে, এটাও একটা সমস্যা। এই কারণে 'রবি' ও 'সূর্য' দুটোর মধ্যে প্রত্যেক শব্দ থেকে আদিত্য ও অঙ্গিরার গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। এখানে দুটো স্থানেই 'আদিত্য' শব্দের ব্যবহার হয়নি। যৌগিক অর্থের দৃষ্টিতে আদিত্যের সমার্থক শব্দ রবি ও সূর্য দুটোই তথা অঙ্গিরা প্রাণকে বলে– প্রাণো বা অঙ্গিরা(শতপথ ব্রাহ্মণ৬.১.২.২৮)। ঋষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ১১.১৫ মন্ত্রে অঙ্গিরার অর্থ সূর্য করেছেন। সূর্য হল প্রাণ-তত্ত্বের সবথেকে বড় ভাণ্ডার, এই কারণেই সূর্য থেকে অঙ্গিরাকে গ্রহণ করেছেন। সূর্যের মধ্যে অনেক ধরণের তীব্র বিস্ফোরণের জন্য ধ্বনি হতে থাকার কারণে তাকে রবি বলে। এইভাবে 'রবি' ও 'সূর্য' পদ থেকে আদিত্য ও অঙ্গিরা দুই ঋষিকে গ্রহণ ত্রয়ীবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য হেতু করা হয়েছে। বস্তুতঃ অথর্ববেদের মধ্যে তিন প্রকারের বিদ্যা আছে। তাহলে তাকে কেবল কোনো একটা বিদ্যার সঙ্গে নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়, সুতরাং বিদ্যার শৈলীর দৃষ্টিতে বেদ তিনটাই দর্শানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, ব্যক্তির নামের মধ্যে সমার্থক শব্দের ব্যবহার করা কি

Vaidic Physics Youtube Channel

সাধু? আমার দৃষ্টিতে অগ্নি, বায়ু ও অঙ্গিরা ব্যক্তি বিশেষ নয়, বরং যে ঋষিগণ ক্রমশঃ ঋগ্বেদ, য়জুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদের জ্ঞান প্রাপ্ত করেন, তাঁদের নাম অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরাই হয়। এটা প্রত্যেক সৃষ্টির আদিতে হয়। এইভাবে এই নাম যৌগিক না হলেও, য়োগরূঢ় তো হয় অবশ্যই, এই নাম তাদের উপাধির মতো হয়। এই পরিস্থিতিতে ত্রয়ী বিদ্যার সামঞ্জস্যে তিনপদ থেকে চারপদের গ্রহণ সমার্থক শব্দের রূপেও গ্রহণ করা অনুচিত নয়। তাহলে আর্ষ প্রয়োগ সাধুই ধরা উচিত, এটা হল বৈদিক পরম্পরা। আমরা মানবীয় ইতিহাসের মধ্যেও এমন কিছু ব্যবহার দেখতে পাই, যেমন 'রাম' শব্দ থেকে তিনজন মহাপুরুষের গ্রহণ হতে দেখি। সেই তিনজন হল – মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম, মহর্ষি পরশুরাম এবং বাসুদেব পুত্র বলরাম। এইভাবে এখানেও 'রবি' বা 'সূর্য' থেকে আদিত্য ও অঙ্গিরা দুইজন মহর্ষিকে গ্রহণ করা উচিত। অস্তু।

বেদবিদ্যার বিষয়ে ভগবৎ ব্যাস মহাভারত শান্তিপর্ব ২৩২ অধ্যায়ে শুকদেবকে বলেছেন –

অনাদিনিধনা বিদ্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।।২৪।।
ঋষীণাম্ নামধেয়ানি য়াশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ।
নানারূপম্ চ ভূতানাম্ কর্মণাম্ চ প্রবর্ত্তনম্।।২৫।।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্মিমীতে স ঈশ্বরঃ।।২৬।।

অর্থাৎ পরমব্রহ্ম পরমাত্মা অনাদি বেদবাণীকে উৎপন্ন করেছেন। এখানে 'উৎসৃষ্ট' শব্দ সেটাই সংকেত করছে, যাকে মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণে ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন শ্বাস-প্রশ্বাসবৎ বাণীকে বলেছেন। এখানে 'বিদ্যা-বাক্' মানে হল সেই বাণী যেখানে যথাযথ জ্ঞান আছে অর্থাৎ বেদবাণী।।২৪।।

বিভিন্ন ঋষিদের নাম অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ ঋষি প্রাণের নাম, যেখান থেকে মানব

Vaidic Physics Youtube Channel

ঋষিগণ নিজেদের নাম রেখেছেন। সৃষ্টির যে যে পদার্থ বৈদিক ছন্দরূপ প্রাণের মধ্যে রচিত হয়, বিভিন্ন পদার্থ ও প্রাণীদের নানা রূপ এবং তাদের কর্মকে আদি সৃষ্টিতে ঈশ্বর বৈদিক শব্দ বা ছন্দ দিয়েই রচনা করেন এবং তার মাধ্যমেই সেগুলোর বর্ণনা করেন।।২৫-২৬।।

এখানে না কেবল ভাষা ও জ্ঞানের স্রোত বেদের চর্চা আছে, বরং সেই বেদ অর্থাৎ প্রাণ (ছন্দ) সমূহরূপ বেদেরও সংকেত আছে, যা দিয়ে সম্পূর্ণ পদার্থের উৎপত্তি হয়। বস্তুতঃ এই দুটো একই হয়। আমি এর চর্চা 'বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান' নামক অধ্যায়ে করবো। যদি এমন না হতো, তাহলে 'ভূতানাম্ নানারূপম্' এই পদ হতো না। কর্মের প্রবর্তন তো ভাষা ও জ্ঞান থেকে হয়েছে, কিন্তু প্রাণী ও পদার্থের রূপ তো জড় উপাদান থেকেই হওয়া সম্ভব। সম্ভবত ভগবান্ ব্যাসের এইসব বিচার থেকে প্রেরিত হয়েই মহান বিদ্বান ভর্ত্তৃহরি তাঁর বাক্যপদীয়ম্ গ্রন্থের ব্রহ্ম কাণ্ডের প্রথম শ্লোকে লিখেছেন –

অনাদিনিধনম্ ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বম্ য়দক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো য়তঃ।।

অর্থাৎ অনাদি ও অমর, অবিনাশী শব্দতত্ত্ব রূপ যে ব্রহ্ম আছে, সেটা অর্থের ভাব দ্বারা বিবর্তকে প্রাপ্ত করে। এর মানে হল শব্দ ব্রহ্ম অর্থাৎ মূল শব্দ ওঙ্কার সৃষ্টি রচনার প্রয়োজনে বিভিন্ন বাণী-ছন্দের মধ্যে পরব্রহ্ম পরমাত্মা দ্বারা বিস্তারিত করা হয়, প্রথমে সর্বত্র ওঙ্কার রূপী বাক্ ব্যাপ্ত হয়, তারপর সমস্ত বৈদিক ছন্দ ব্যাপ্ত হয়। এরদ্বারা জগন্নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অন্যদিকে সেই বেদ-বাক্ দিয়ে সমস্ত মানব জগতের ব্যবহারের প্রক্রিয়াও চলে। আমি আর্ষগ্রন্থের অধিক প্রমাণ এই কারণে দিচ্ছি না, কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ এইসব গ্রন্থের আজ সংসারে তো কি, ভারতের মধ্যেও সম্মান বাকি নেই। আমি আমার গ্রন্থ, বিশেষ করে

Vaidic Physics Youtube Channel

সেই বিদ্বানদের জন্য লিখেছি, যারা বিজ্ঞান ও তর্কেরই সহায়তায় সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার দাবি করে আর নিজের বৈজ্ঞানিক বা বৌদ্ধিক দম্ভে পরিপূর্ণ হয়ে বেদ বা আর্ষ গ্রন্থের উপহাস বা নিন্দা করতে নিজেকে গর্বিত মনে করে, অস্তু।

এই চার ঋষি সর্বপ্রথম মহর্ষি ব্রহ্মাকে জ্ঞান দেন। এরদ্বারা এটা স্পষ্ট হল যে মহর্ষি ব্রহ্মা সেই আদি সৃষ্টিতে ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ছিলেন। মহর্ষি ব্রহ্মা এই চার ঋষির কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করে বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম চতুর্বেদবিৎ ঋষি হন। তারপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম্পরা মহর্ষি ব্রহ্মা থেকে অদ্যপর্যন্ত ক্রমাগত চলে আসছে। কারণ মহর্ষি ব্রহ্মাই প্রথম চতুর্বেদবিৎ ছিলেন, এই কারণে তাঁকেই ভারতীয় পরম্পরাতে সভ্যতার আদ্য পুরুষ ধরে নেওয়া হয়েছে। এই পরম্পরাতে ভগবান্ মনু, ভগবান্ শিব, ভগবান্ বিষ্ণু, দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগুরু মহর্ষি বৃহস্পতি, সনৎকুমার, নারদ, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, ব্যাস, গোতম, পতঞ্জলি, কণাদ, য়াস্ক, পাণিনি, জৈমিনী আদি অনেক ঋষি-মুনির দ্বারা বিস্তৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ সাহিত্যের সৃজন হয়েছে।

এইভাবে সাহিত্য শৃঙ্খলাতে অপৌরুষেয় চার বেদ সংহিতার পশ্চাৎ অনেক শাখা গ্রন্থ, মনুস্মৃতি, বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, ঐতরেয়-শতপথ-গোপথ আদি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, শিক্ষা, কল্প, ছয় দর্শনশাস্ত্র (ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক, য়োগ, বেদান্ত ও মীমাংসা), উপনিষদ, অনেক নীতিগ্রন্থ আদির অতি সমৃদ্ধ পরম্পরা চলতে থাকে। সারা বিশ্বের মধ্যে বেদ থেকে জ্ঞান ও ভাষার বিকাশ হয়েছে। এর ইতিহাসের জন্য পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত রিসার্চ স্কোলার কৃত 'বৈদিক বাঙ্ময়ের ইতিহাস' তথা পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মা কৃত 'বৈদিক সম্পত্তি' গ্রন্থ বিশেষ পঠনীয় ও মননীয়। আমার এই অধ্যায়কে লেখার প্রয়োজন

Vedic Physics Youtube Channel

মাত্র এটাই ছিল যে জ্ঞান ও ভাষার প্রথম উৎপত্তি কোথা থেকে ও কিভাবে হয়েছে।

এই তথ্য সর্ববিদিত যে সংসারের যেকোনো দেশ তার বিদ্যা ও সভ্যতার পরম্পরাকে মানব সৃষ্টিকালের সঙ্গে যুক্ত করার সাহস কখনও করবে না। বর্তমানে বিবর্তনবাদের মিথ্যা প্রচার, যেটা বিজ্ঞানের নামে প্রচলিত, সেটা থাকাতে সকল মানব স্বয়ংকে পশুদের বংশজ মেনে নিজেকে মূর্খ প্রজন্মের সন্তান মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। আমি একথা বুঝি না, বর্তমান বিজ্ঞানের অতি আবেশে মানব স্বয়ংকে পশু তথা জংলী মানুষের বংশজ বলার জিদ কেন করছে? এমন নয়তো যে পশ্চিমী দেশের বৈজ্ঞানিক নিজের শোধকার্যকেও নিজের সাম্প্রদায়িক বিচারের দুরাগ্রহ থেকে মুক্ত রেখে নিষ্পক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করার সাহস পাচ্ছে না। তারা এতে ভয় পাচ্ছে না তো যে এরদ্বারা স্বয়ংকে মহান ঋষিদের সন্তান সিদ্ধ করলে তাদের সম্প্রদায়ের মান্যতা ধ্বংস তথা বৈদিক ও ভারতীয় মান্যতা সত্য সিদ্ধ হয়ে যাবে।

বস্তুতঃ বেদের যথাযথ বোধ না হওয়ার কারণে বৈদিক পরম্পরাকে কেবল হিন্দুদের অথবা ভারতীয়দের পরম্পরা মেনে সাম্প্রদায়িক বা ক্ষেত্রীয় দৃষ্টিতেই দেখা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দেশের তথাকথিত বেদানুরাগী বৈদিক বিদ্বানের সঙ্গে-সঙ্গে তথাকথিত প্রবুদ্ধ বর্গ এবং রাজনীতি এর জন্য অধিক উত্তরদায়ী। এর বর্ণনা করা এই গ্রন্থের প্রয়োজন নয়। বিবেকশীল নিষ্পক্ষ মানুষ জ্ঞান ও ভাষার পরম্পরার প্রারম্ভ সম্বন্ধীয় বর্তমান জগতে প্রচলিত বিভিন্ন মতের সঙ্গে আমাদের বৈদিক মতের তুলনা করে স্বয়ংই সত্যের অনুভব করবেন।

আমরা আমাদের চারিদিকে যা কিছু দেখতে পাই বা ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভব হয় অথবা হতে পারে বা নাও হতে পারে এবং যেটা কখনও না কখনও

Vaidic Physics Youtube Channel

নির্মিত হয়েছে, তাকে সৃষ্টি বলে। এই সৃষ্টির উপর আমরা যদি বিচার করি তাহলে আমাদের বুদ্ধি হতভম্ব হয়ে যায়। চলুন, আমরা এর সূক্ষ্মতার উপর কিছু বিচার করি –

সব লোক-লোকান্তর আর তাতে বিদ্যমান প্রাণীদের শরীর এবং বনস্পতি সূক্ষ্ম কণা বা মলিকিউল দিয়ে তৈরি হয়েছে। এই কথা বিজ্ঞান জানা যেকোনো সাধারণ ব্যক্তিও জানে আর এই মলিকিউল দুই বা দুইয়ের বেশি অ্যাটম মিলে তৈরি হয়। যদি আমরা একটা অ্যাটমের আকার সম্বন্ধে বিচার করি, তাহলে একটা অ্যাটমের ত্রিজ্যা প্রায় $১০^{-১০}$ মিটার হবে আর এর বক্রপৃষ্ঠ প্রায় $১০^{-২০}$ বর্গ মিটার হবে। এদিকে ধরেনিন কোনো আলপিন বা সুইয়ের ত্রিজ্যা প্রায় ০.১ মিমি হয় আর এর বক্রপৃষ্ঠ প্রায় $১০^{-৮}$ বর্গমিটার হয়। যদি মানুষের আকার একটা অ্যাটমের সমান ধরে নেওয়া হয়, তাহলে একটা আলপিনের মাথায় $১০^{১২}$ জন মানুষ আরামে বসতে পারবে অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর মতো জনসংখ্যার একশোটা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ একটা আলপিনের মাথায় বসতে পারবে। এত সূক্ষ্ম অ্যাটমও স্বয়ং কোনো দৃঢ় কণার হয় না, কারণ তার $১০^{-১৫}$ ভাগও নাভিক রূপে হয়, যার চারিদিকে ইলেকট্রনস চক্কর কাটতে থাকে। অন্যদিকে সেই নাভিকও পূর্ণ রূপে দৃঢ় হয় না, কারণ সেখানেও সূক্ষ্ম কণা, কোয়ার্ক আদি ভরা থাকে। তাদের মধ্যেও অবকাশ আছে আর কোয়ার্ক আদি কণাও দৃঢ় হয় না। এইভাবে সূক্ষ্ম জগতের কল্পনা করাও অতি কঠিন হয়।

যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার উপর বিচার করা হয়, তাহলে আমাদের বিশাল দেখতে এই পৃথিবী যার বৃত্ত ৪০ হাজার বর্গ কিমি, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তার ততটুকুই স্থান মানা যেতে পারে, যতটা পৃথিবীতে উপস্থিত সব মহাসাগরের জলের একটা বিন্দু হবে, সম্ভবতঃ এরথেকেও ছোটো স্থান হবে।

Vaidic Physics Youtube Channel

আমাদের পৃথিবী হল সৌরমণ্ডলের একটা মধ্যম বা ছোটো আকারের গ্রহ। এমন কয়েক আরব সৌরমণ্ডল আমাদের একটা গ্যালাক্সির মধ্যে আছে আর এমন কয়েক আরব গ্যালাক্সি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরা এখন পর্যন্ত দেখেছে। আমাদের সূর্য আমাদের পৃথিবী থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় আর এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই সূর্যের থেকে কোটি-কোটি গুণ বড় সূর্য আছে। তাহলে তার বিস্তারের কল্পনা করাও কত কঠিন হবে। বৈজ্ঞানিক যতটুকু দেখেছে, ব্রহ্মাণ্ড কেবল ততটুকুই নয়। এইভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড মানুষের জন্য সর্বদা কৌতূহলজনক বিষয় হয়ে আছে।

এইজন্য এই পৃথিবীতে যখন থেকে মানুষ জন্ম নিয়েছে, তখন থেকে সৃষ্টি উৎপত্তি এবং সঞ্চালন প্রক্রিয়ার বিষয়ে জানার চেষ্টা নিরন্তর করেছে। এই সময়ও পৃথিবীতে যেখানে-যেখানে মানুষ বাস করছে, তারা শিক্ষিত হোক অথবা অশিক্ষিত, সবাই কোনো-না-কোনো স্তরে এই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে বিচার অবশ্যই করে। এই বিচার তাদের বিভিন্ন বৌদ্ধিক স্তরের দৃষ্টিতে ভিন্ন-ভিন্ন হয়। সকল সম্প্রদায় তার পৃথক-পৃথক দর্শনের দ্বারা এই সৃষ্টির উপর নানা প্রকারের কল্পনা নিয়ে আছে। অন্যদিকে বর্তমান বিজ্ঞান গত প্রায় ২০০–৩০০ বছর ধরে এই সৃষ্টির উপর পর্যাপ্ত বিচার করেছে। এখন আমরা বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞানের উপর চর্চা আরম্ভ করবো। এই বিষয়ে পাঠকদের সর্বপ্রথম আমার এক লঘু পুস্তক ‘সৃষ্টি সঞ্চালক’ অবশ্যই পড়া উচিত। সেই পুস্তকের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক ও সর্বশক্তিমতী চেতন সত্তা ছাড়া সৃষ্টির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব না।

এখানে একটা প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে ঈশ্বর স্বয়ং নিজের মধ্যে পূর্ণ ও অকাম হন, তাহলে তিনি কেন সৃষ্টির রচনা করেছেন? সৃষ্টি জড় পদার্থ মিশ্রিত হয়ে

Vaidic Physics Youtube Channel

তৈরি হওয়াতে সেটা স্বয়ং জড় পদার্থ, এই কারণে তার অস্তিত্ব নিজের জন্য তো হবে না। সৃষ্টির যেকোনো পদার্থই নিজের জন্য হয় না। সূর্য স্বয়ং নিজের জন্য হয় না, পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি আদিও নিজের জন্য হয় না, বরং কোনো চেতন সত্তার জন্য হয়। সেই জগৎস্রষ্টা ও সঞ্চালকের না তো ভোজন, জল এবং বায়ুর আবশ্যকতা আছে আর না তাঁর প্রকাশ, বিদ্যুৎ ও থাকার জন্য কোনো লোকে-লোকান্তরের আবশ্যকতা আছে। এমন স্থিতিতে সৃষ্টির রচনা তিনি নিজের জন্য তো করবেন না। যদি কেউ বলে যে তিনি লীলাবশত এই প্রপঞ্চ রচনা করেছেন, তাহলে সেটাও উচিত নয়, কারণ লীলা তো নির্বোধ শিশু করে, যে শিশু উচিত প্রয়োজন ছাড়াই মাটি দিয়ে ঘর বানায় ও ভেঙে ফেলে। সেই সময় তার মধ্যে প্রয়োজনীয়তা নিষ্প্রয়োজনীয়তার কোনো বোধ থাকে না। যখন সে বড় হয়, তখন সে খেলা করা বন্ধ করে দেয়। আরেকটা লীলা কোনো মিথ্যাচারী বা নাটককার করে, যারা ক্রমশঃ কাউকে ঠকাতে বা অন্যের মনোরঞ্জন এবং নিজের উদরপূর্তি বা যথেষ্ট ধনার্জন হেতু করে। এরমধ্যে কোনো কারণেই ঈশ্বরের লীলা করা উচিত সিদ্ধ হয় না।

এই কারণে ঈশ্বর দ্বারা এই বিশাল সৃষ্টি রচনার পিছনে কোনো বিশেষ প্রয়োজন অবশ্যই আছে। যে যত মহান হয়, তার প্রয়োজন ততই মহান হয়। যেহেতু সেই ঈশ্বর সবথেকে মহান হন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর প্রয়োজনও সবথেকে মহান হবে। ঈশ্বর হলেন পরম দয়ালু, তাহলে তাঁর দয়ার পাত্র তো কোনো চেতন পদার্থই হবে, জড় পদার্থের জন্য দয়ার কোনো অর্থই হয় না। তিনি ন্যায়কারী হন, তাহলে তাঁর ন্যায়ের পাত্রও তো কোনো চেতন পদার্থই হবে, কারণ জড় পদার্থের জন্য ন্যায়-অন্যায়ের কোনো অর্থই হয় না। সেই ঈশ্বর পরোপকারী হন, তাহলে তিনি কার উপকার করেন, সেই পদার্থ চেতনই

Vaidic Physics Youtube Channel

হবে, জড় হবে না। এই সৃষ্টি তার উপকারের জন্যই বানিয়েছেন। মহর্ষি কপিল একেই দৃষ্টিগত রেখে বলেছেন –

‘সম্হৎপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য’ (সাংখ্য দর্শন)

অর্থাৎ এই প্রকৃতির সংঘাত থেকে তৈরি সৃষ্টি কারও উপকারের জন্য হয়েছে অর্থাৎ তার ব্যবহারের জন্য হয়েছে, এরদ্বারা কোনো ভোক্তা চেতন পুরুষ পদার্থের অনুমান হয়। কারণ সেই চেতন পদার্থের জন্য ঈশ্বর রচনা করেছেন, এই কারণে সেই চেতন পদার্থ ঈশ্বরের মতো সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক ও সর্বশক্তিমান তো হতে পারে না। এর অর্থ হল সেই চেতন তত্ত্ব একদেশী, অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিশালী হবে। এরই নাম জীবাত্মা রাখা হয়েছে, যেটা আমাদের মতো সব প্রাণীর শরীরের মাধ্যমে এই সৃষ্টির ভোগ করে আর এর ভোগ করতে-করতে মোক্ষকেও প্রাপ্ত করে, যেটা হল তার পরম লক্ষ্য। সেই চেতন পদার্থ অর্থাৎ জীবাত্মাও ঈশ্বরের মতো অজন্মা, অবিনাশী, নিরাকার ও নির্বিকার হয়। এইভাবে তিন সত্তা অনাদি, অজন্মী ও অবিনাশী হয় – ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি। এরমধ্যে ঈশ্বর হলেন এই সৃষ্টির স্রষ্টা ও সঞ্চালক।

সেই ঈশ্বর জীবাত্মার ভোগ ও মোক্ষের জন্যই এই সৃষ্টির নির্মাণ করেছেন। ঈশ্বর জড় পদার্থ ছাড়া সৃষ্টির নির্মাণ করতে পারবেন না। কিছু ব্যক্তি তাঁর সর্ব-শক্তিমান বিশেষণের কারণে এমন মনে করেন যে ঈশ্বর জড় পদার্থ ছাড়াই সৃষ্টির রচনা করতে পারেন, এমন বিচার বৌদ্ধিক অপরিপক্কতার পরিচায়ক হয়। এই বিষয়ে ‘সৃষ্টি সঞ্চালক’ পুস্তকটা পড়া উচিত। তার সঙ্গে ডাক্তার ভূপসিংহ কৃত ‘বৈদিক সংস্কৃতি কী বৈজ্ঞানিকতা’ পুস্তকটাও পড়া উচিৎ।

* * * * *

Vaidic Physics Youtube Channel

বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান

এখন আমরা এই ক্রমে সর্বপ্রথম এই বিষয় নিয়ে গম্ভীর বিচার করবো যে ঈশ্বর যে মূল পদার্থ দিয়ে সৃষ্টির রচনা করেছেন, সেই মূল পদার্থটা কি? তার স্বরূপ কি? মনে রাখতে হবে যে বৈদিক বিজ্ঞান শূন্য থেকে সৃষ্টির উৎপত্তিকে স্বীকার করে না আর না সৃষ্টিকে অনাদি মানে, বরং বৈদিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই সৃষ্টি হল একটা জড় পদার্থ, যাকে মূলত প্রকৃতি নাম দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে। এখানে 'প্রকৃতি' শব্দ এই সংকেত করে যে এই পদার্থ যেকোনো জড় পদার্থের সবথেকে সূক্ষ্ম, প্রারম্ভিক এবং স্বাভাবিক অবস্থা হয়। এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিদ্যমান অসংখ্য বিশালতম নক্ষত্র থেকে শুরু করে সূক্ষ্মতম কণা বা রশ্মি আদি পদার্থ পর্যন্ত সবকিছু এই প্রকৃতি রূপী স্বাভাবিক অবস্থাযুক্ত পদার্থ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, তারমধ্যেই উপস্থিত আছে আর একটা নিশ্চিত সময়ান্তরালের পশ্চাৎ সেই স্বাভাবিক অবস্থাযুক্ত পদার্থের মধ্যে লীন হয়ে যাবে।

প্রকৃতি

এখন আমরা এই বিষয় নিয়ে বিচার করবো যে প্রকৃতি কাকে বলে? এর স্বরূপ কি? এই বিষয়ে মহাদেব শিব তাঁর ধর্মপত্নী ভগবতী উমাকে বলেছেন –

নিত্যমেকমণু ব্যাপি ক্রিয়াহীনমহেতুকম্।
অগ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ সর্বৈরেতদব্যক্তলক্ষণম্।।
অব্যক্তম্ প্রকৃতির্মূলম্ প্রধানম্ য়োনিরব্যয়ম্।

Vaidic Physics Youtube Channel

অব্যক্তস্যৈব নামানি শব্দ্যৈঃ পর্য়ায়বাচকৈঃ।।

(মহাভারত অনুশাসন পর্ব-দানধর্মপর্ব ১৪৫ অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০১৪)

অন্যদিকে মহর্ষি ব্রহ্মা বলেছেন –

তমো ব্যক্তম্ শিবম্ ধাম রজো য়োনিঃ সনাতনঃ।
প্রকৃতির্বিকারঃ প্রলয়ঃ প্রধানম্ প্রভবাপ্যয়ৌ।।২৩।।
অনুদ্রিক্তমনূনম্ বাপ্যকম্পমচলম্ ধ্রুবম্।
সদসচ্চৈব তৎ সর্বমব্যক্তম্ ত্রিগুণম্ স্মৃতম্।
জ্ঞেয়ানি নামধেয়ানি নরৈরধ্যাত্মচিন্তকৈঃ।।২৪।।

(মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব অনুগীতা পর্ব অধ্যায় – ৩৯)

এই শ্লোকগুলো থেকে প্রকৃতি রূপ পদার্থের নিম্নলিখিত গুণগুলো প্রকাশিত হয় –

১. নিত্য – এই পদার্থ সর্বদা বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ এর কখনও অভাব হয় না। এটা অজন্মা এবং অবিনাশী রূপের হয়।

২. এক – মহাপ্রলয় কালে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির পূর্বে এই পদার্থ সম্পূর্ণ অবকাশ রূপ আকাশের মধ্যে সর্বত্র একরসে ভরে থাকে। এরমধ্যে কোনো রকম হ্রাস-বৃদ্ধি (ফ্লেকচুয়েশন) অর্থাৎ ঘনত্ব এবং বিরলতার ভেদ প্রলয়াবস্থাতে হয় না।

৩. অণু – এটা জড় পদার্থের সবথেকে সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এরথেকে সূক্ষ্ম জড় পদার্থের অবস্থার কল্পনারও করা সম্ভব নয়।

৪. ব্যাপী – এই পদার্থ সম্পূর্ণ অবকাশ রূপ আকাশের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে। কোথাও অবকাশ থাকে না।

Vaidic Physics Youtube Channel

৫. ক্রিয়াহীন – মহাপ্রলয়াবস্থাতে এই পদার্থ পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।

৬. অহেতুক – এই পদার্থের কোনো কারণ হয় না। তার মানে হল এই পদার্থ ঈশ্বরাদি দ্বারা নির্মিত হয় না, বরং স্বয়ম্ভূ রূপ হয়। সৃষ্টির হেতু ঈশ্বর একে প্রেরিত ও বিকৃত করে অবশ্য, কিন্তু তাকে তৈরি করে না।

৭. অগ্রাহ্য – এটা হল পদার্থের সেই স্থিতি, যাকে কোনো ইন্দ্রিয়াদি সাধন দিয়ে কখনও জানা বা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

৮. অব্যক্ত – একে কোনো ভাবেই ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। ব্যক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাস লিখেছেন –

প্রোক্তম্ তদ্ব্যক্তমিত্যেব জায়তে বর্ধতে চ য়ৎ।
জীর্য়তে ম্রিয়তে চৈব চতুর্ভির্লক্ষণৈর্য়ুতম্।।
(মহাভারত শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্মপর্ব, অধ্যায় ২৩৬, শ্লোক ৩০)

যেটা এর বিপরীত হবে, তাকে অব্যক্ত বলা হবে। এর দ্বারা সিদ্ধ হল যে প্রকৃতি রূপী পদার্থ না জন্ম নেয়, না বৃদ্ধি প্রাপ্ত করে, না পুরোনো হয় আর না নষ্ট হয়।

৯. মূল – এই সৃষ্টির মধ্যে যেসব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, আছে বা থাকবে, সেই সব উৎপত্তির মূল উপাদান কারণ হল এই জড় পদার্থ। এই পদার্থের মধ্যে সম্পূর্ণ সৃষ্টি নির্মাণের সমস্ত সম্ভাবনা এবং মূল গুণ লুকিয়ে থাকে।

১০. প্রধান – এই সূক্ষ্মতম পদার্থ সম্পূর্ণ জড় পদার্থকে সঠিকভাবে ধারণ ও পোষণকারী হয়। একথা পৃথক যে ঈশ্বর তত্ত্ব এই পদার্থকেও ধারণ করে।

১১. য়োনি – এই পদার্থ যেমন সবার উৎপত্তির কারণ হয়, তেমনই এই পদার্থ সবার নিবাস ও উৎপত্তি-স্থানও হয়। সম্পূর্ণ সৃষ্টি এই পদার্থ দিয়েই তৈরি এবং এর মধ্যেই উৎপন্ন হয়।

VaidicPhysics YouTubeChannel

১২. অব্যয় – এই পদার্থ কখনও ক্ষীণ বা ন্যুন হয় না অর্থাৎ এই পদার্থ সৃষ্টি এবং প্রলয় সব অবস্থাতে সর্বদা সংরক্ষিত থাকে।

১৩. তম – এই পদার্থ এমন অন্ধকার রূপে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ অন্ধকার অন্য যেকোনো অবস্থাতে হওয়া সম্ভব নয়।

১৪. ব্যক্ত – এখানে অব্যক্ত প্রকৃতির ব্যক্ত বিশেষণ আমার মতে এই সংকেত দেয় যে সত্ত্ব, রজস্ এবং তমস্ এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্ব ও রজসের তো কোনো লক্ষণ মহাপ্রলয়ে বিদ্যমান হয় না, কিন্তু তমস্ গুণের একটা লক্ষণ অন্ধকার অবশ্য ব্যক্ত থাকে। সর্বত্র অব্যক্ত যে প্রকৃতিকে বলা হয় তাকে এখানে ব্যক্ত বিশেষণ এই কারণেই বলা হয়েছে বলে মনে হয়। তারসঙ্গে এর মানে এটাও হয় যে সেই অব্যক্ত প্রকৃতিই ব্যক্ত জগৎ রূপে প্রকট হয়। তাছাড়া এই পদার্থ ঈশ্বর ও জীবাত্মার তুলনায় ব্যক্তই হয়।

১৫. শিবধাম – 'শেতেऽসৌ শিবঃ' (উণাদি কোষ ১.১৫৩) থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে এই সূক্ষ্মতম পদার্থ নিদ্রাবস্থার মতো হয়। এই পদার্থ প্রত্যেক জড় পদার্থের ধাম হয় অর্থাৎ সব পদার্থ এরমধ্যেই থাকে। এটা দিয়েই জীবের কল্যাণ অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষের শরীররূপী সাধন নির্মিত হয়।

১৬. রজোয়োনি – সৃষ্টি উৎপত্তির প্রারম্ভ থেকে শুরু করে প্রলয়ের প্রারম্ভ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক রজোগুণী প্রবৃত্তি এই কারণ রূপ পদার্থের মধ্যেই উৎপন্ন হয়। এর বাইরে কোনো রূপ কোনো উৎপত্তি আদি ক্রিয়া কখনও হওয়া সম্ভব নয়।

১৭. সনাতন – এই পদার্থ হল সনাতন অর্থাৎ এর কখনও অভাব হয় না। না এটা কখনও উৎপন্ন হয় আর না কখনও নষ্ট হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

১৮. বিকার – এই পদার্থই বিকার প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টিতে বিভিন্ন পদার্থ রূপে প্রকট হয়। এই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবাত্মা নামক দুই চেতন পদার্থের মধ্যে কখনও বিকৃতি আসে না। এই কারণে সেই দুই পদার্থ কোনোরূপ কোনো পদার্থের উপাদান কারণ হয় না।

১৯. প্রলয় – এই সৃষ্টির মধ্যে যেসব পদার্থ নষ্ট হওয়ার যোগ্য হয়, সেটা নষ্ট হয়ে তার কারণরূপ প্রকৃতি পদার্থের মধ্যেই লীন হয়ে যায়। মহর্ষি কপিল মুনি একেই নাশ বলেছেন –

'নাশঃ কারণলয়ঃ' (সাংখ্য দর্শন ১.১২১)

২০. প্রভব – এর মানে হল এই সৃষ্টির মধ্যে যেসব পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে, হচ্ছে বা হবে, সেগুলো এই পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়। জীবাত্মা চেতন হওয়া সত্ত্বেও একে ছাড়া ভোগ ও মোক্ষ দুটোর মধ্যে একটাও প্রাপ্ত করতে পারবে না।

২১. অপ্যয় – এই পদার্থের মধ্যেই সৃষ্টির সব উৎপন্ন পদার্থ বিনাশের সময় মিলে যায়। আর সৃষ্টি কালেও এরমধ্যেই সমাহিত হয়ে পরস্পর মিলেমিশে থাকে।

২২. অনুদ্রিক্ত – এই অবস্থায় স্পষ্টতাদি কোনো লক্ষণ বিদ্যমান হয় না।

২৩. অনূন – এই পদার্থ কখনও অভাব প্রাপ্ত করে না।

২৪. অকম্প – এই অবস্থায় কোনো কম্পন বিদ্যমান হয় না আর না হওয়া সম্ভব।

২৫. অচল – এই অবস্থায় কোথাও কোনো গতি হয় না।

২৬. ধ্রুব – এই পদার্থ পূর্ণ রূপে স্থির থাকে।

Vaidic Physics Youtube Channel

২৭. সৎ+অসৎ – এই পদার্থ সর্বদা সত্তাবান হওয়া সত্ত্বেও প্রলয় কালে অর্থাৎ প্রকৃতি রূপে সর্বদা অবিদ্যমানের সমান হয়।

২৮. সর্ব – এই পদার্থ সৃষ্টিনির্মাণার্থ পূর্ণই হয় অর্থাৎ এর অতিরিক্ত অন্য কোনো উপাদান পদার্থের আবশ্যকতা হয় না।

২৯. ত্রিগুণ – এই পদার্থ সত্ত্ব-রজস্-তমস্ গুণের সাম্যাবস্থা রূপ হয়।

৩০. প্রকৃতি – এটাই হল প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা, যার সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

এছাড়া মহাভারত শান্তি পর্ব, মোক্ষধর্ম পর্বের ৩০৭ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে মহর্ষি বশিষ্ঠ অব্যক্ত প্রকৃতিকে 'অবিদ্যা' বলেছেন। এরদ্বারা এই সংকেত পাওয়া যায় যে সেই অবিদ্যা রূপ প্রকৃতি না জানার, না ব্যবহারে নেওয়ার আর না বিচারের যোগ্য হয়। সেটা বিদ্যমান হয়েও অবিদ্যমানবৎ হয়।

আজকের বিজ্ঞান সৃষ্টি উৎপত্তির অনেক পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তকে প্রস্তুত করে। সেগুলোর মধ্যে সবথেকে বড় সমস্যা হল বর্তমান বিজ্ঞান সৃষ্টি উৎপত্তির মূল কারণ এবং তার স্থিতির বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ আছে। সেটা কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপরই আশ্রিত, সামান্য তার্কিকতা ও ঊহাশক্তির ব্যবহারও করতে চায় না, তাই মূল স্থিতির সম্বন্ধে তার অনভিজ্ঞতা কখনও দূর হবে না। বৈদিক বিজ্ঞানে শব্দ প্রমাণের অনেক গুরুত্ব আছে। বর্তমান বিজ্ঞান শব্দ প্রমাণকে প্রমাণ মানুক আমি তা বলছি না, কিন্তু তর্ক এবং ঊহার উপেক্ষা করা তো তার উচিত নয়। আমাদের একথা ভুলা উচিত নয় যে পরীক্ষা, নিরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের একটা সীমা আছে আর সেই সীমা পরীক্ষকের কাছে উপলব্ধ পরীক্ষা, নিরীক্ষা আদির সাধন অর্থাৎ টেকনোলজির উপর নির্ভর করে।

Vaidic Physics Youtube Channel

যদি আমাদের কাছে ভোজনে বিষ পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত টেকনোলজি না থাকে আর কোনো অপরিচিত ব্যক্তি আমাদের ভোজন প্রদান করে তথা সেই ভোজন দেওয়া ব্যক্তির মুখাকৃতি সন্দেহজনক বলে মনে হয়, তখন কি আমাদের সেই ভোজন গ্রহণ করা উচিত? আমরা কি বলবো যে ভোজনে তো বিষ সিদ্ধই হয়নি, তাহলে ভোজনকে কেন ছেড়ে দিবো? আমরা কি এই বিষয়ে নিজের বিচারশক্তি আর ঊহার ব্যবহার করবো না? একইভাবে যদি আমরা কোথাও কোনো জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলি আর কোনো বনবাসী আমাদের পথ বলে দেয়, তাহলে কি আমরা তার বলা পথে যেতে চাইবো না? আমরা কি তার সঙ্গে এমন তর্ক করবো যে আপনি কোন টেকনোলজির সাহায্য নিয়ে পথটা জেনেছেন? যদি আমরা এমন করি তাহলে সেই গভীর জঙ্গলে সেই ভাবেই পথভ্রষ্ট হয়ে এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকবো, যেভাবে আজকের বৈজ্ঞানিক তার টেকনোলজির কুপমুণ্ডুক (কুয়োর ব্যাঙ) হয়ে সৃষ্টি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের অন্ধকার আর কাটাযুক্ত পথে দিশাহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একথা অবশ্য বৈজ্ঞানিকও জানেন যে তর্ক আর ঊহা ছাড়া তাদের টেকনোলজিও উচিত পরিণাম দিতে পারবে না। তাই তারা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তন অবশ্যই করেন। ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিভার বৈজ্ঞানিক একই উপকরণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে ভিন্ন-ভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত করতে পারেন অর্থাৎ তারা ভিন্ন-ভিন্ন নিষ্কর্ষ বের করতে পারেন। সেইসব নিষ্কর্ষের শুদ্ধতা পৃথক-পৃথক হয়। যেখানে তাদের উপকরণ কাজ করে না, সেখানে তারাও বৈচারিক ব্যায়াম অর্থাৎ তর্ক আর ঊহা দিয়ে মানসিক পরীক্ষা করেন, যাকে তারা থট এক্সপেরিমেন্ট বলেন। স্ট্রিং থিওরীতে কোনো পরীক্ষা নেই, তাসত্ত্বেও সেটা ৫০-৬০ বছর ধরে কেবল গণিতীয় সংকল্পনার আধারেই চলছে। কোস্মোলজি আদির ক্ষেত্রেও স্থাপিত

সিদ্ধান্তের সদৃশ অনেক কল্পনা সারা সংসারে প্রচলিত আছে। আমি এদের সবাইকে বলতে চাইবো যে থট এক্সপেরিমেন্টও সৃষ্টিকে জানার একটা খুব ভালো সাধন? কিন্তু যখন এই সাধনকে কোনো মজহবী পূর্বাগ্রহী অথবা অহম্মন্যতার জালে জড়িয়ে দেওয়া হয় আর নিষ্পক্ষ এবং সাত্ত্বিকী তর্ক আর ঊহার ব্যবহার হয় না, তখন এইসব বিজ্ঞানের জন্য অভিশাপ হয়ে যায়, যেমন আজ হয়ে আছে।

আজ সংসারে যে সূক্ষ্ম টেকনোলজি আছে, সেটা বিদ্যুত চুম্বকীয় তরঙ্গ অথবা ইলেক্ট্রনের উপর আধারিত, এইজন্য এই টেকনোলজি দিয়ে ফোটন আর ইলেকট্রনের থেকে স্থূল পদার্থ অথবা সেগুলোর সমকক্ষ সূক্ষ্ম পদার্থকে অনুভূত করা যেতে পারে, কিন্তু এরথেকে সূক্ষ্ম পদার্থের বিষয়ে কোনো কিছুই জানা যাবে না। আজ এই কারণে এইসব কণা এবং কোয়ার্ক আদির বিষয়ে একথার কল্পনাও করা সম্ভব নয় যে এগুলোরও কোনো গঠন আছে আর এগুলোরও অবয়ব আছে তথা সেই অবয়বও মূল পদার্থ নয়। এই কল্পনা, যেটা কল্পনা নয় বরং পূর্ণ বাস্তবতা, তাকে ভুলে গিয়ে বর্তমান বিজ্ঞান এইসব কণাকে মূল কণা বা মূল উপাসনা পদার্থ মেনে নিতে বাধ্য হয়ে আছে। যদি আমার ওজন মাপক যন্ত্রে ওজন মাপার ক্ষমতা ১০ কি.গ্রা. হয় আর এর থেকে বড় ওজন মাপক যন্ত্র আমি না দেখি আর না শুনে থাকি, তখন যদি আমি এমন বলি যে সংসারে ১০ কিলোগ্রামের থেকে ভারী কোনো পদার্থ নেই, তাহলে এমন কথা বলা কি আমার বুদ্ধিমত্তা হবে?

মূল পদার্থের স্বরূপ কি হওয়া উচিত, এইটুকু বিচারের ক্ষমতা তো বৈজ্ঞানিকের মধ্যে অবশ্যই হওয়া উচিত। যেকোনো দুই মূলকণার গুণ পরস্পর ভিন্ন কেন হয়, এর বিবেচনা তো হওয়াই উচিত। লবণ আর মিশ্রির ক্রিস্টাল

Vaidic Physics Youtube Channel

দেখতে সমান সদৃশের হয়, কিন্তু স্বাদ নিলে দুটোর মধ্যে ভেদ স্পষ্ট হয়ে যায়। এখন এখানে যেকোনো সাধারণ বুদ্ধির ব্যক্তি বিচার করে নিবে যে এদের স্বাদে যেহেতু ভিন্নতা আছে, সুতরাং নিশ্চয়ই এদের গঠনেও ভেদ আছে। এগুলোর অবয়বও অবশ্যই ভিন্ন-ভিন্ন হবে, তাহলে আমরা কেন এটা বিচার করবো না যে তথাকথিত মূলকণা ইলেকট্রন, ফোটন, কোয়ার্ক এবং নিউট্রিনোর মতো কণার গুণের মধ্যে ভেদ হওয়ার কারণে এগুলোর আন্তরিক গঠন এবং এগুলোর অবয়বের মধ্যে ভেদ আছে? এই ভেদ অবশ্যই আছে, অন্যথা এই কণাগুলোর গুণের মধ্যে ভেদ হওয়াই সম্ভব নয়। এগুলোকে কণা রূপে মূল বলা যেতে পারে অবশ্য, তবে এগুলোকে মূল পদার্থ বলা যাবে না, কারণ পদার্থ কণার স্থিতির থেকেও সূক্ষ্মতর আর সূক্ষ্মতম হতে পারে। যেমন গম, যব, ছোলা, বাজরা আদি ফসল রূপে মূল হয়, কিন্তু পদার্থ রূপে এগুলোরও কোনো মূল পদার্থ আছে আর যে মূল পদার্থ আছে, সেটা ফসল রূপে নয় বরং সূক্ষ্ম রাসায়নিক তত্ত্ব রূপে আছে আর সেই পদার্থেরও মূল কোনো অন্য পদার্থ আছে।

সবার মূলকে জানার প্রক্রিয়া সেখানে সমাপ্ত হয়, যেখানে সম্পূর্ণ পদার্থ একই রকম গুণযুক্ত হয়। যেখানে কোনো বিষমতা নেই, বরং পূর্ণতঃ একত্ব আছে। এইভাবে বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞান মূল পদার্থের জ্ঞান থেকে অনেক দূরে আছে। সেটা যতই সময় আর ধন নষ্ট করুক না কেন, টেকনোলজি আর গণিতের সীমায় বাঁধা থাকার প্রতিবদ্ধতা তাকে কখনও মূল পর্যন্ত পৌঁছাতে দিবে না। এখানে বিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে আমি যে প্রকৃতি পদার্থের চর্চা করেছি, সেই পদার্থই হল সম্পূর্ণ সৃষ্টির মূল।

বৈদিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সৃষ্টি উৎপত্তির পূর্বে অর্থাৎ প্রলয় কালে মূল

পদার্থ কোন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, একথা পূর্বোক্ত প্রকৃতির বিভিন্ন নাম থেকে জানা যেতে পারে। এইভাবে সৃষ্টির মূল পদার্থ সর্বত্র অর্থাৎ অনন্ত আয়তনে এমন বিরল অবস্থায় একরস হয়ে ছড়িয়ে বা ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ এই সৃষ্টি কালে কখনও ও কোথাও থাকে না। সেই সময় অনন্ত অন্ধকার বিদ্যমান থাকে। অনন্ত শীতল যুক্ত সেই পদার্থ নিতান্ত শূন্য দ্রব্যমান, শূন্য ঘনত্ব এবং একদম ঊর্জারহিত হয় অর্থাৎ সেই সময় ঊর্জা, প্রকাশ, তাপ, দ্রব্যমান, গতি, বল, আকাশ, ধ্বনি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পনাদি কোনো কিছুই বিদ্যমান থাকে না। এই কথার সংকেত ভগবান্ মনুও করেছেন –

আসীদিদম্ তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ম্ প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।। (মনুস্মৃতি ১.৫)

বেদ বলেছে –

গীর্ণম্ ভুবনম্ তমসাপগূ৯ম্ (ঋগ্বেদ ১০.৮৮.২)
তম আসীত্তমসাগূ৯হমগ্রেऽপ্রকেতম্ সলিলম্ (ঋগ্বেদ ১০.১২৯.৩)

এইসব প্রমাণ দ্বারাও সেই মূল পদার্থের স্বরূপ এমন সিদ্ধ হয়, যাকে কোনো প্রকারে ভালো ভাবে জানা ও ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তারমধ্যে কোনো লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না আর না তার স্বরূপের উপর বিশেষ তর্ক-বিতর্ক হওয়া সম্ভব। সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড যেন সেই অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়ে গভীর অনুপমেয় অন্ধকারে ডুবে ছিল। পদার্থ বিদ্যমান অবশ্যই থাকে, কিন্তু তার বিদ্যমানতার কোনো লক্ষণ, ক্রিয়া, বল আদির একটুও বিদ্যমানতা থাকে না। এরদ্বারা নিষ্কর্ষ বের হয় যে প্রলয়াবস্থাতে বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা জানা ও মানা হয় এমন দ্রব্যমান, ঊর্জা, বল, আকাশ তত্ত্ব আদির সর্বথা অভাব থাকে। এখন আপনারা ভাবুন যে তখন পদার্থের কিরকম রূপ বিদ্যমান থাকে? বস্তুতঃ সেই

Vaidic Physics Youtube Channel

সময় বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিভাষিত বিভিন্ন মূলকণা, তরঙ্গাণু, ভ্যাকিউম এনার্জি, ডার্ক এনার্জি, ডার্ক ম্যাটার আদি কোনো কিছুই বিদ্যমান থাকে না, তখন সেগুলোর মধ্যে কোনো প্রকারের মূল বলও বিদ্যমান থাকে না। এই কারণে সেই পদার্থ পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। সেই পদার্থ না কণা রূপে হয় আর না তরঙ্গ রূপে হয়।

আকাশ নামক পদার্থ, যাকে স্পেস বলা হয়, যেটা গুরুত্ব বা অন্য বলের দ্বারা বক্র (কর্ব) হয়, সেটাও সেই সময় থাকে না, বরং সেই সময় বিদ্যমান পদার্থ এইসব থেকে অনেক সূক্ষ্ম হয়, তার থেকে সূক্ষ্ম অবস্থা কখনও হওয়া সম্ভব নয়। এমন অবস্থাযুক্ত পদার্থের মুখ্য নাম হল প্রকৃতি। একে ত্রিগুণও বলা হয়। বেদের মধ্যেও একে 'ত্রিতস্য ধারয়া' (ঋগ্বেদ ৯.১০২.৩), 'ত্রিধাতু' (ঋগ্বেদ ১.১৫৪.৪) বলে ত্রিগুণাকেই সিদ্ধ করেছে। এই তিন গুণ কি অবস্থায় থাকে, এই বিষয়ে মহর্ষি কপিল বলেছেন–'সত্ত্বরজস্তমসাম্ সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ' [সাংখ্য দর্শন ১.২৬ (৬১)] অর্থাৎ সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ এই তিনের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়। আমরা সর্বপ্রথম 'সাম্য' শব্দের উপর বিচার করবো। সাম্যম্ = সম+ষ্যঞ্ (আপ্টেকোশ) (সম = সম্ অবৈক্লব্যে+অচ্ - আপ্টেকোশ)। এরদ্বারা স্পষ্ট হয় যে গুণের অবিক্ষুব্ধ বা নিষ্ক্রিয় অবস্থাকেই সাম্যাবস্থা বলা হয়। এখন এই তিন গুণের উপর বিচার করবো –

এই বিষয়ে আমি সর্বপ্রথমে ভগবান্ ব্রহ্মার মতকে উদ্ধৃত করবো –

তমো রজস্তথা সত্ত্বম্ গুণানেতান্ প্রচক্ষতে।
অন্যোऽন্যমিথুনাঃ সর্বে তথান্যোন্যানুজীবিনঃ।।৪।।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াশ্চাপি তথান্যোন্যানুবর্তিনঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ ত্রিগুণাঃ পঞ্চ ধাতবঃ।।৫।।

Vaidic Physics Youtube Channel

তমসো মিথুনম্ সত্ত্বম্ সত্ত্বস্য মিথুনম্ রজঃ।
রজসশ্চাপি সত্ত্বম্ স্যাৎ সত্ত্বস্য মিথুনম্ তমঃ।।৬।।

নিয়ম্যতে তমো য়ত্র রজস্তত্র প্রবর্ততে।
নিয়ম্যতে রজো য়ত্র সত্ত্বম্ তত্র প্রবর্ততে।।৭।।

নৈশাত্মকম্ তমো বিদ্যাৎ ত্রিগুণম্ মোহসম্জ্ঞিতম্।
অধর্মলক্ষণম্ চৈব নিয়তম্ পাপকর্মসু।
তামসম্ রূপমেতৎ তু দৃশ্যতে চাপি সঙ্গতম্।।৮।।

প্রকৃত্যাত্মকমেবাহু রজঃ পর্য়ায়কারকম্।
প্রবৃত্তম্ সর্বভূতেষু দৃশ্যমুৎপত্তিলক্ষণম্।।৯।।

প্রকাশম্ সর্বভূতেষু লাঘবম্ শ্রদ্দধানতা।
সাত্ত্বিকম্ রূপমেবম্ তু লাঘবম্ সাধুসম্মিতম্।।১০।।

(মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব, অনুগীতা পর্ব, অধ্যায় ৩৬)

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে তিন গুণ পরস্পর একে-অপরের সাথে জোড়া উৎপন্নকারী, একে-অপরের আশ্রিত, একে-অপরের সহায়তায় থাকে, একে-অপরের অনুসরণ করে তথা পরস্পর মিশ্রিত থাকে।।৪-৫।।

তমোগুণের মিথুন সত্ত্বের সঙ্গে, সত্ত্বের রজসের সঙ্গে, রজসের সত্ত্বের সঙ্গে, সত্ত্বের তমসের সঙ্গে মিথুন থাকে।।৬।।

তমোগুণকে নিয়ন্ত্রণ করলে রজোগুণের বৃদ্ধি হয় তথা রজোগুণকে নিয়ন্ত্রণ করলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়।।৭।।

এখানে তিন গুণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বলা হয়েছে, তারপর পরের শ্লোকে বলা হয়েছে যে তমস্ অন্ধকারযুক্ত এবং অধর্মযুক্ত হয় আর অন্য দুই গুণের

Vaidic Physics Youtube Channel

কিছু অংশের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত থাকে। একেই 'মোহ' বলা হয় অর্থাৎ এটা জড়তা রূপ হয়। রজোগুণ প্রকৃতি অর্থাৎ বিশেষ ক্রিয়াশীল যুক্ত হয় তথা সম্পূর্ণ দৃশ্য জগৎ তার কারণেই উৎপন্ন হয়। সত্ত্বের কারণে প্রকাশ, লঘুতা এবং ধারণ গুণ যুক্ত হয়।

পাতঞ্জল য়োগদর্শনের (২.১৮) সূত্র –

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলম্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্ ভোগাপবর্গার্থম্ দৃশ্যম্।

এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে মহর্ষি ব্যাস লিখেছেন –

প্রকাশশীলম্ সত্ত্বম্। ক্রিয়াশীলম্ রজঃ। স্থিতিশীলম্ তম ইতি। এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ পরিণামিন সম্য়োগবিয়োগধর্মাণ ইতরেতরোপাশ্রয়ে-ণোপার্জিতমূর্তয়ঃ পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেऽপ্যসঙ্কিন্নশক্তিপ্রবিভাগাস্তুল্যজাতীয়া স্তুল্য-জাতীয় শক্তিভেদানুপাতিনঃ...।।

অন্যদিকে মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনে [১.৯২ (১২৭)] বলেছেন –

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্দৈর্গুণানামন্যোऽন্যম্ বৈধর্ম্যম্।।

এইসব আর্ষ বচনকে দৃষ্টিগত রেখে আমরা এই তিন গুণের উপর বিস্তার ভাবে চর্চা করবো –

সত্ত্ব হল সেই গুণ, যার কারণে প্রকাশ এবং প্রীতি অর্থাৎ আকর্ষণ ও ধারণ বল আদির উৎপত্তি হয়। কোনো পদার্থের লঘুতা এই সত্ত্ব গুণের কারণেই হয়। এই কারণে এই সৃষ্টির মধ্যে যেখানে-যেখানে প্রকাশ, লঘুত্ব এবং আকর্ষণ-ধারণ আদি বল বিদ্যমান আছে, সেখানে প্রকৃতির সত্ত্ব গুণের মহিমা জানা উচিত।

রজোগুণের কারণে অপ্রীতি অর্থাৎ প্রতিকর্ষণ-প্রক্ষেপক বল এবং গতি-শীলতার উৎপত্তি হয় অর্থাৎ এইসব গুণের মূল কারণ রজোগুণ হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

তমোগুণের কারণে অন্ধকার, জড়তা, মাধ্যাকর্ষণ, নিষ্ক্রিয়তা, দ্রব্যমান আদি গুণের উৎপত্তি হয়।

ধ্যাতব্য হল, এখানে এই গুণের কারণে চেতন প্রাণীর মধ্যে উৎপন্ন হর্ষ, শোক, দ্রোহ আদি গুণের চর্চা আমি করছি না, কারণ এই সম্পূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে চেতন জীব জগতের ব্যবহারের চর্চা নেই। সৃষ্টির প্রত্যেক উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে তিনটা গুণ ন্যুনাধিক মাত্রায় অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। আমি উপরে ভগবান্ ব্রহ্মার বচন দ্বারা দেখিয়েছি যে এই তিন গুণের সর্বদা সম্মিশ্রণ বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন – উৎপন্ন সব পদার্থের মধ্যে এই তিন গুণের বিদ্যমানতা কি অনিবার্য, যেমনটা উপরে ভগবান্ ব্রহ্মার বচন উদ্ধৃত করা হয়েছে?

উত্তর – কালতত্ত্বের অতিরিক্ত সব পদার্থের মধ্যে তিনগুণের বিদ্যমানতা অনিবার্য হয়। এখানে এমন প্রশ্নও উপস্থিত হতে পারে যে যখন এই তিনের পরস্পর মিথুনই থাকে, তাহলে কাল তত্ত্বের মধ্যে এমন কেন মানা হয় না? এর উত্তরে ভগবান্ ব্রহ্মার আরও এক বচন উদ্ধৃত করছি –

য়াবৎসত্ত্বম্ রজস্তাবৎ বর্ততে নাত্র সম্শয়ঃ।
য়াবত্তমশ্চ সত্ত্বম্ চ রজস্তাবদিহোচ্যতে।।৩।।

(মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব, অনুগীতা পর্ব, অধ্যায় ৩৯)

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত সত্ত্ব গুণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই রজোগুণ বিদ্যমান থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তমোগুণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই সতোগুণ ও রজোগুণ দুটোই বিদ্যমান থাকে। এখানে স্পষ্ট সংকেত পাওয়া যাচ্ছে যে সত্ত্ব ও রজস্ তো তমোগুণকে ছাড়াই বিদ্যমান থাকতে পারে অর্থাৎ সতোগুণ তো তমোগুণকে ছাড়া বিদ্যমান থাকতে পারে, কিন্তু তমোগুণের

Vedic Physics Youtube Channel

বিদ্যমানতার জন্য সতোগুণ ও রজোগুণ দুটোর বিদ্যমান থাকা অনিবার্য। আমার মতে কেবল কাল তত্ত্বের মধ্যেই দুটো গুণ সত্ত্ব ও রজস্ বিদ্যমান থাকে। এর চর্চা পরবর্তীতে করা হবে।

এখানে আমরা অন্য প্রকারে এই তিন গুণের উপর চর্চা করবো –

এই সৃষ্টিতে যেসব বস্তুর মধ্যে প্রকাশ ও বল আদি গুণের বিদ্যমানতা আছে, সেগুলোতে ক্রিয়া বা গতিশীলতা এবং সামান্য মাত্রায় জড়ত্ব বা দ্রব্যমান আদি গুণ বিদ্যমান থাকে। বর্তমান বিজ্ঞান বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গাণুর মধ্যে দ্রব্যমান (রেস্ট মাস) মানে না। আশ্চর্যের বিষয় হল, যে পদার্থ কখনও বিরাম বা স্থির (রেস্ট) অবস্থায় থাকেই না, তার রেস্ট মাস কিভাবে শূন্য সিদ্ধ করে দিয়েছে? তাহলে এরথেকে অর্থাপত্তি করে এটাও তো সিদ্ধ হতে পারে যে সর্বদা গতিশীল থাকা কোয়ান্টার মধ্যে দ্রব্যমান অবশ্যই আছে। এইভাবে কোয়ান্টার মধ্যে তিন গুণের বিদ্যমানতা অনিবার্যতঃ সিদ্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে কোনো মূল কণার উপর বিচার করুন, তো তারমধ্যে দ্রব্যমানের সঙ্গে-সঙ্গে গতি এবং সামান্য মাত্রায় দীপ্তিও বিদ্যমান থাকে। এই কারণে সেগুলোও ত্রিগুণযুক্ত সিদ্ধ হয়।

এখন বর্তমান বিজ্ঞানের স্পেসের উপর বিচার করবো। বিজ্ঞান স্পেসে কোনো দ্রব্যমান বা বিদ্যুৎ আবেশ দ্বারা সংকুচন হওয়াকে মানে, এই কারণে স্পেসের মধ্যেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাত্রায় হলেও বল, ক্রিয়া ও জড়ত্বের উপস্থিতি সিদ্ধ হয়। যদি স্পেসের মধ্যে বল, ক্রিয়া ও জড়ত্বের সর্বথা অভাব হতো, তাহলে স্পেস এই গুণযুক্ত পদার্থের দ্বারা প্রভাবিত হতো না। বাস্তবে স্পেসের মধ্যে প্রত্যক্ষ জড়ত্ব তো নেই, কিন্তু তার কারণরূপ তমোগুণ বিদ্যমান থাকে, যার কারণে সেটা দ্রব্যমান দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্য দুই গুণেরও বিদ্যমানতা

Vaidic Physics Youtube Channel

তারমধ্যে অবশ্যই থাকে।

এখন এই গুণের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় প্রক্রিয়া, যেটা ভগবান্ ব্রহ্মার দ্বারা বলা হয়েছে, সেটাকে বর্তমান স্থূল বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখুন। তমোগুণের উপর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা রজোগুণের মধ্যে বৃদ্ধি বলা হয়েছে। এইদিকে সংসারের মধ্যে দেখুন, তো দেখবেন কোনো বস্তুর জড়ত্বকে নিয়ন্ত্রিত করলে পরে তার ক্রিয়াশীলতার মধ্যে বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি জড় বস্তুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয় অথবা সেই বস্তুর উপর রজোগুণ ও সতোগুণ প্রধান পদার্থের নিয়ন্ত্রণ হয়, তখন তারমধ্যে ক্রিয়াশীলতা উৎপন্ন হয়ে যায়। কোনো কণার গতিকে অবরুদ্ধ করে তার দ্বারা প্রকাশ আদি ঊর্জার বৃদ্ধি হওয়া এটাও সর্ববিদিত। উদাহরণস্বরূপ, উল্কা পিণ্ড বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে চকমক করে তথা কোনো ইলেকট্রন প্রবাহের মধ্যে প্রতিরোধ উৎপন্ন করলে প্রকাশ ও উষ্মা উৎপন্ন হয়। এই কথারই সংকেত করে ভগবান্ ব্রহ্মা বলেছেন যে রজো গুণের নিয়ন্ত্রণ করলে সতোগুণের মধ্যে বৃদ্ধি হয়।

এইভাবে এই তিন গুণের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন – সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ এগুলোকে কিছু বিদ্বান গুণ না মেনে গুণী অর্থাৎ দ্রব্য মানেন, যার সমান পরিমাণকে প্রকৃতি বলা হয়।

উত্তর – এটা শিশুদের মতো কথা। সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ এই তিন পদার্থকে সব শাস্ত্রের মধ্যে গুণ বলা হয়েছে। কোথাও কোনো স্থানে এগুলোকে কণা বা দ্রব্য বলা হয়নি, তাসত্ত্বেও এগুলোকে কণা বলে জিদ করা এটা কেবল দুরাগ্রহ নয়তো কি? এই বিষয়ে ভগবান্ শিবের কথন হল –

সত্ত্বম্ রজস্তমশ্চেতি প্রকৃতিগুণ সম্ভবাঃ।

বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান

Vaidic Physics Youtube Channel

তৈঃ সৃজত্যখিলম্ লোকম্ প্রকৃতিরাত্মজৈর্গুণৈঃ।।

(মহাভারত অনু. পর্ব অধ্যায় ১৪৫ পৃষ্ঠা ৬০১৪)

একেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলেছেন –

সত্ত্বম্ রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।।

(শ্রীমদ্ভগবৎগীতা ১৪.৫)

এখানে ভগবান্ শিব এই গুণগুলোকে প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন বলেছেন। দুটো প্রমাণের মধ্যে 'সম্ভবাঃ' পদের ব্যবহার হয়েছে। এরদ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই গুণ প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন হয় বা প্রকট হয়। এরপূর্বেও আমি মহাভারত আর য়োগদর্শনের মহর্ষি ব্যাস ভাষ্য থেকে এর গুণ হওয়াকে প্রমাণিত করেছি।

ঋগ্বেদ ৯.১০২.৩ মন্ত্রের মধ্যে প্রকৃতিকে 'ত্রিতস্য ধারা' বলা হয়েছে অর্থাৎ ত্রিতকে ধারণকারী। ঋগ্বেদ ১.১৫৪.৪ মন্ত্রের মধ্যে বিশ্বকে 'ত্রিধাতু' বলা হয়েছে, এর ভাষ্য করে ঋষি দয়ানন্দ লিখেছেন – 'ত্রয়ঃ সত্ত্বরজস্তম – আদি ধাতবো য়েষু তানি।' এইভাবে সত্ত্ব, রজস্ এবং তমস্ হল তিনটা পদার্থের নাম, যা সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে উৎপন্ন করে আর ধারণ করে।

সত্যার্থ প্রকাশের অষ্টম সমুল্লাসে ঋষি দয়ানন্দ লিখেছেন – ''(সত্ত্ব) শুদ্ধ (রজঃ) মধ্য (তমঃ) জাড্য অর্থাৎ জড়তা তিন বস্তু মিলিত হয়ে যে একটা সংঘাত হয়, তার নাম হল প্রকৃতি।'' এখানে 'বস্তু' আর 'ধাতু' নামক পদ দেখে এমন ভ্রম হয় যে সত্ত্ব, রজস্ আর তমস্ এই তিনটা হল দ্রব্য, গুণ নয়। আমি এগুলোকে পদার্থ বলেছি, এতেও কেউ এগুলোকে দ্রব্য অর্থাৎ কণা বলতে

Vedic Physics Youtube Channel

পারে, কিন্তু এর জন্য আমাদের মহর্ষি কণাদ কৃত বৈশেষিক দর্শনের ১.১.৪ সূত্রকে পড়া উচিৎ, যেখানে না কেবল দ্রব্যকে, অপিতু গুণ এবং কর্মকেও পদার্থ বলা হয়েছে। বস্তু আর ধাতুরও এই অর্থ জেনে রাখা উচিত। গুণ কোনো দ্রব্য দ্বারা ধারণ করা হয় আর এই গুণ কিছু অন্য গুণকেও ধারণ করে। এই কারণে এগুলোকে ধাতু বলে। বল সব পদার্থকে ধারণ করে আছে, এর মানে এই নয় যে বল কোনো দ্রব্য, বল হল দ্রব্যের একটা গুণ। সেই গুণ যদি না থাকে, তাহলে কোনো দ্রব্য অন্য কোনো দ্রব্যকে ধারণ করতে পারবে না।

'বলম্' পদের ব্যাখ্যাতে মহর্ষি য়াস্ক বলেছেন – 'বলম্ কস্মাৎ। বলম্ ভরম্ ভবতি বিভর্তেঃ' (নিরুক্ত ৩.৯)। এখানে বলকে ধারক আর পোষক বলা হয়েছে। এখানে ধারণ করা আর পোষণ করাও কোনো পদার্থের গুণ হয় আর মহর্ষি য়াস্ক এটাকে বলের গুণ বলছেন, তাহলে কি এখানে বলকে দ্রব্য মানা যাবে? এমন তো কোনো মূঢ় ব্যক্তিও স্বীকার করবে না। এই জন্য 'ধাতু' আর 'বস্তু' পদের দ্বারা সত্ত্ব আদির দ্রব্য হওয়ার ভ্রম হওয়া উচিত নয়। এগুলোকে সূক্ষ্ম পরমাণু বলা মোটেও সিদ্ধ হবে না। সেই সূক্ষ্ম পরমাণু পদার্থ, যারমধ্যে সংযোগ আর বিয়োগের প্রক্রিয়া সর্বপ্রথম প্রারম্ভ হয়, তার সংকেত করে ঋষি দয়ানন্দ সত্যার্থ প্রকাশের অষ্টম সমুল্লাসে কোনো আর্ষ বচনকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন –

''নিত্যায়াঃ সত্ত্বরজস্তমসাম্ সাম্যাবস্থায়াঃ প্রকৃতেরুৎপন্নানাম্ পরমসূক্ষ্মাণাম্ পৃথক্ পৃথগ্বর্ত্তমানানাম্ তত্ত্বপরমাণূনাম্ প্রথমঃ সম্যোগারম্ভঃ সম্যোগবিশেষাদ-বস্থান্তরস্য স্থূলাকার প্রাপ্তিঃ সৃষ্টিরুচ্যতে।

অনাদি নিত্যস্বরূপ সত্ত্ব, রজস্, তমো গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন যে পরম সূক্ষ্ম পৃথক-পৃথক তত্ত্বাবয়ব বিদ্যমান আছে, সেগুলোর প্রথম

Vaidic Physics Youtube Channel

যে সংযোগারম্ভ হয়, সেই সংযোগ বিশেষ থেকে অবস্থান্তর অন্যান্য অবস্থায় সূক্ষ্ম থেকে স্থূল – স্থূলাকার হতে-হতে বিচিত্ররূপ নির্মিত হয়েছে।''

এখানে স্পষ্ট ভাবে ঋষি দয়ানন্দ সত্ত্বাদিকে গুণ বলেছেন আর এই গুণ যুক্ত দ্রব্যকে প্রকৃতি বলেছেন, যেখান থেকে সূক্ষ্ম অবয়বরূপ পরমাণু উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন পরমাণু থেকে সংযোগ ক্রিয়া প্রারম্ভ হয়। শুদ্ধ, মধ্য এবং জাড্যের মতো পদ কোনো দ্রব্যকে বলা হয়নি, বরং গুণকেই বলা হয়েছে। মহর্ষি কপিল তাঁর সাংখ্যদর্শনে (১.৯২) সত্ত্বাদি পদার্থের ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি স্বয়ং এগুলোকে গুণ বলেছেন –

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোঽন্যম্ বৈধর্ম্যম্

এখানে তিন গুণের মধ্যে পরস্পর ভেদ বলেছেন, সেই ভেদকে বৈধর্ম্য বলেছেন, তাহলে নিশ্চয়ই ধর্ম পদ গুণের সমার্থক শব্দ নয়, বরং সেটা হল এই গুণের একটা লক্ষণ। কিছু মহানুভাব সাংখ্যদর্শনে ব্যবহৃত গুণ এবং ধর্ম উভয় পদের প্রসঙ্গানুসারে বিবেচনা না করে হঠপূর্বক সত্ত্ব আদিকে কণা সিদ্ধ করার জন্য সাংখ্যদর্শনেরই একটা সূত্রকে প্রস্তুত করেন, সেটা হল – 'সত্ত্বাদীনামত-দ্ধর্মত্বম্ তদ্রূপত্বাৎ' (৬.৩৯)। এই সূত্র প্রস্তুত করে তারা বলতে চান যে সত্ত্বাদি প্রকৃতির ধর্ম নয় বরং তার রূপই হয়। এর অর্থ হল এই তিনটা দ্রব্যই হবে, গুণ হবে না। এই মহানুভাব এখানে ধর্মের অর্থ গুণ গ্রহণ করছেন, অথচ পূর্ব সূত্রের মধ্যে এগুলোকে স্বয়ং প্রকৃতির গুণই বলেছেন। এখানে ধর্মের অর্থ লক্ষণ হবে, গুণ নয়। এর অর্থ হল প্রকৃতি পদার্থের মধ্যে এই লক্ষণ বিদ্যমান হয় না, কারণ সেই সময় এই তিনটা গুণই অবিদ্যমানবৎ থাকে। যেরূপ প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়, সেইরূপ তার এই তিন গুণও অব্যক্ত হয়। এই কারণে এগুলোকে তদ্রূপ অর্থের প্রকৃতি রূপী বলা হয়েছে। যদি এই তিনটা প্রকৃতির ধর্ম (লক্ষণ)

হতো, তাহলে প্রকৃতির মধ্যে প্রীতি, অপ্রীতি আদি ধর্মও বিদ্যমান হতো। যদি এমন হতো, তাহলে প্রকৃতি প্রকৃতি থাকতো না, বরং সেটা মহত্তত্ত্বের রূপ ধারণ করে নিতো।

'সত্ত্বরজস্তমসাম্ সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ' (সাংখ্যদর্শন১.২৬)। এখানে এগুলোর সাম্যাবস্থার অর্থ এটাই যে এই গুণের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়াবস্থা হয়ে গেছে। 'সাম্যম্' পদ সম+ষ্যঞ্ থেকে ব্যুৎপন্ন হয় আর 'সম' পদ সম্ অবৈক্লব্যে+অচ্ থেকে ব্যুৎপন্ন হয়। এর অর্থ হল যখন এই গুণের পূর্ণ শান্ত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়াবস্থা হয়, সেই অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলা হয় অর্থাৎ এগুলোও পূর্ণ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। ঋষি দয়ানন্দ সত্যার্থ প্রকাশের মধ্যে যে 'তিন বস্তুর সংঘাত', এমন শব্দের ব্যবহার করেছেন, সেখানেও সংঘাত হল সেই অবস্থা যেখানে এই তিন গুণেরই সম্যক্ রূপে হনন হয় অর্থাৎ সেই তিনটা গুণ মৃতপ্রায় অর্থাৎ পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। এখানে 'সংঘাত' পদের অর্থ সংযোগ মানা উচিত নয়, কারণ এমন মেনে নিলে প্রকৃতি কখনও অনাদি হতে পারবে না। এই কথনের বৈজ্ঞানিকতা আপনি বুঝবেন না, এইজন্য আমি ঋষি দয়ানন্দের শব্দকেই এখানে উদ্ধৃত করছি, যেটা তিনি দ্বাদশ সমুল্লাসে লিখেছেন–'সংযোগ দ্বারা যেটা উৎপন্ন হয়, সেটা কখনও অনাদি আর অনন্ত হবে না।' এই কারণে সংঘাতের অর্থ সেটাই হবে যেটা আমি করেছি। এখানে আমার মনে হয়, বুদ্ধিমানদের জন্য এইটুকু উত্তরই যথেষ্ট।

এই পর্যন্ত প্রকরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে প্রকৃতি রূপী মূল উপাদান পদার্থের মধ্যে প্রকাশ, ক্রিয়াদি সব গুণের মধ্যে কোনো গুণই বিদ্যমান থাকে না কিংবা সেগুলোর বীজরূপও বিদ্যমান থাকে না। সেই কারণে সেই সময় বিদ্যমান মূল পদার্থকে না দ্রব্য, না উর্জা আর না স্পেস বলা যেতে পারে। ভ্যাকিউম এনার্জি, ডার্ক এনার্জি বা ডার্ক মেটার

Vaidic Physics Youtube Channel

আদিও সেই সময় বিদ্যমান থাকে না। এইভাবে সেই পদার্থ নিম্নলিখিত স্বরূপ যুক্ত হয় –

১. পদার্থের আয়তন অনন্ত হয়।
২. পদার্থের দ্রব্যমান শূন্য হয়।
৩. শীতলতা অনন্ত পরিমাণে হয়।
৪. ঘনত্ব শূন্য হয়।
৫. কোনো ধরণের বল অথবা ক্রিয়া পূর্ণতঃ অবিদ্যমান থাকে। এরফলে সেই পদার্থ পূর্ণতঃ শান্ত এবং অনন্ত আয়তনে পূর্ণতঃ একরস হয়ে ভরে থাকে।
৬. সেটা না কণা রূপ, না তরঙ্গ রূপ, না স্পেস রূপ আর না স্ট্রিং রূপ হয়।

এইভাবে সেটা সর্বথা অনির্বচনীয়, অলক্ষণ, অজ্ঞেয় ও অপ্রতর্ক্য অবস্থার হয়। বৈদিক বিজ্ঞানের মূল পদার্থ বর্তমান বিগ বেং সিদ্ধান্তের প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে প্রায় বিপরীত হয়। সমতা এটা অবশ্যই আছে যে বর্তমান বিজ্ঞানও শূন্য সময় থেকে $১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ড পর্যন্ত (সময়ান্তরালে) পদার্থের অবস্থাকে অনির্বচনীয় ও অজ্ঞেয় মানে। তার দৃষ্টিতে জ্ঞেয় অবস্থার প্রাদুর্ভাব প্লাঙ্ক সময়েই হয়, তাহলেও অজ্ঞেয় অবস্থার মধ্যে কল্পিত শূন্য বা অনন্ত আয়তন, অনন্ত তাপ, অনন্ত ঊর্জা, অনন্ত দ্রব্যমান ও অনন্ত ঘনত্বের ধারণা বৈদিক বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে-সঙ্গে সামান্য যুক্তিরও সর্বথা বিপরীত আছে।

কাল তত্ত্ব

কাম – পূর্বোক্ত অবস্থা মহাপ্রলয়ের হয়। যখন সৃষ্টির সময় আসে, সেই সময় সর্বপ্রথম যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তার বিষয়ে বেদ বলেছে – 'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তত...' (অথর্ববেদ ১৯.৫২.১) অর্থাৎ সর্বপ্রথম ঈশ্বর তত্ত্বের মধ্যে সৃষ্টি উৎপন্ন করার কামনা উৎপন্ন হয়। এই কথা আমি পূর্বেই জানিয়েছি যে জড়

Vaidic Physics Youtube Channel

পদার্থের মধ্যে কোনোরূপ কোনো প্রবৃত্তি স্বতঃ হয় না। এই কারণে প্রকৃতিরূপ মহাপ্রলয়াবস্থায় সৃষ্টি উৎপত্তির স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় না আর হওয়া সম্ভবও না। এই প্রবৃত্তিকে প্রারম্ভ করার জন্য ঈশ্বর তত্ত্বের মধ্যে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। এটা হল সর্বপ্রথম চরণ। অথর্ববেদের মধ্যে ১৯.৫২ সূক্তকে কামসূক্ত বলে তথা এর পরের সূক্তকে কালসূক্ত বলে।

কালের স্বরূপ –

ঈশ্বর সর্বপ্রথম কাল তত্ত্বকে প্রেরিত করেন। এখানে একটা বড় বিকট প্রশ্ন আছে যে কাল কি কোনো পদার্থকে বলে? কোনো বিদ্বান কালের বিষয়ে কিছু স্পষ্ট লিখেছে, এখন পর্যন্ত আমি এমন কোথাও দেখিনি। এ পর্যন্ত আমি অনেক মহান বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সঙ্গতি করেছি, কিন্তু কাল কি, এটা কেউই স্পষ্ট করেনি। আমি কালের বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক পুস্তক কৌতূহলপূর্বক পড়েছি এটা দেখার জন্য যে বর্তমান ভৌতিক বৈজ্ঞানিক কালের স্বরূপ সম্বন্ধে কি বলে? দুঃখের বিষয় যে এইসব থেকে নিরাশই হয়েছি। হিস্ট্রি অফ টাইমের চর্চা করে বিগ বেঙের ইতিহাস শোনাতে শুরু করে দেয়। কালের উপর বড়-বড় পুস্তক লেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও এটা বলা হয়নি যে কাল আসলে কি? কিছু পৌরাণিক ব্যক্তি (বিশেষ করে মাতাগণ) সত্যনারায়ণের কথা করে। সম্পূর্ণ কথাতে সত্যনারায়ণ কথার মহিমা বলা হয়, কিন্তু সেই কথার মধ্যে এটা কোথাও বলা হয় না যে সেই কথাটা কি? এমনই কথা বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের কালের বিষয়ে আছে আর কিছু অংশ আকাশ তত্ত্বের বিষয়েও এই একই স্থিতি আছে। তারা কালকে (টাইম) আকাশের (স্পেস) সঙ্গে জুড়ে দেখে। তারা স্পেসের তিন আয়ামের (ডাইমেনশন) সাথে টাইমের একটা চতুর্থ ডাইমেনশন মানে। বর্তমান বিজ্ঞান না তো স্পেসের সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট করে আর না টাইমের

Vaidic Physics Youtube Channel

বিষয়ে। এই দুটো শব্দ কি কেবল ব্যবহার করার জন্যই আছে অথবা এই দুটো কোনো পদার্থের নাম, যার ভূমিকা আছে এই সর্গ রচনাতে। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকদর্শনে (১.১.৪) ছয় প্রকারের পদার্থের সত্তা বলেছেন –

ধর্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাম্
পদার্থানাম্ সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাম্ তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃ শ্রেয়সম্।

এখানে আমি এই সম্পূর্ণ সূত্রের উপর বিচার করবো না। আমি কেবল এটাই বলবো যে মহর্ষি কণাদ না কেবল দ্রব্যকে পদার্থ বলেছেন, অপিতু সেগুলোর গুণ, কর্ম আদিকেও পৃথক্ পদার্থের রূপে বলেছেন। তারপর দ্রব্যের বিষয়ে বলেছেন –

পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশম্ কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি
(বৈশেষিক দর্শন ১.১.৫)

এখানে নয়টা দ্রব্যের মধ্যে কাল ও আকাশকেও দ্রব্যের রূপে মেনেছেন। এরপর তিনি দ্রব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন –

ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্
(বৈশেষিক দর্শন ১.১.১৫)

অর্থাৎ যে পদার্থ ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয় হয় অর্থাৎ যার মধ্যে ক্রিয়া ও গুণ বিদ্যমান হয় বা হতে পারে তথা কোনো কার্যরূপ পদার্থের সমবায় কারণ হয়, তাকে দ্রব্য বলে। এখানে সমবায় কারণে অর্থ হল যে এই দ্রব্য তার থেকে উৎপন্ন কার্যরূপ পদার্থের মধ্যে সর্বদা মিশ্রিত থাকে। এখানে সব দ্রব্যের উপর বিচার না করে প্রসঙ্গানুসারে কেবল 'কাল' নামক দ্রব্যের উপর বিচার করবো। মহর্ষি কণাদ কাল, আকাশ ও দিশার বিষয়ে অন্য দ্রব্যের থেকে ভেদ করে লিখেছেন –

Vaidic Physics Youtube Channel

দিক্কালাবাকাশম্ চ ক্রিয়াবদ্বৈধর্ম্যান্নিষ্ক্রিয়াণি
(বৈশেষিক দর্শন ৫.২.২১)

অর্থাৎ কাল, আকাশ ও দিশা হল নিষ্ক্রিয় দ্রব্য। কালের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন –

অপরস্মিন্নপরম্ য়ুগপচ্চিরম্ ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি
(বৈশেষিক দর্শন ২.২.৬)

অর্থাৎ ছোট, বড়, সাথে-সাথে, শীঘ্র ও দেরিতে আদি ব্যবহার হল কালের লক্ষণ।

এখানে প্রশ্ন হল কাল কি সর্বথা নিষ্ক্রিয় এবং কেবল ব্যবহারে কাজে লাগা কাল্পনিক দ্রব্য? সবার আগে মহর্ষি কণাদ দ্রব্যকে ক্রিয়া ও গুণকারী বলেছেন, পুনরায় এগুলোর মধ্যে তিনটা দ্রব্য কাল, আকাশ ও দিশাকে নিষ্ক্রিয় বলেছেন, এর রহস্য কি? এই বিষয়টা গভীর অনুসন্ধানের। এই বিষয়ে বিচার করার হেতু পরম প্রমাণ বেদের কিছু বচনকে আমি এখানে উদ্ধৃত করবো –

কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।।
(অথর্ববেদ ১৯.৫৩.১)

সপ্ত চক্রান্ বহতি কাল এষ সপ্তাস্য নাভীরমৃতম্ স্বক্ষঃ।
স ইমা বিশ্বা ভুবনান্যঞ্জৎ কালঃ স ঈয়তে প্রথমো নু দেবঃ।।
(অথর্ববেদ ১৯.৫৩.২)

স এব সম্ ভুবনান্যাভরৎ স এব সম্ ভুবনানি পর্য়ৈৎ।
পিতা সন্নভবৎ পুত্র এষাম্ তস্মাদ্বৈ নান্যত্ পরমস্তি তেজঃ।।
(অথর্ববেদ ১৯.৫৩.৪)

কালঃ প্রজা অসৃজত। (অথর্ববেদ ১৯.৫৩.১০)
কালো য়জ্ঞম্ সমৈরয়দ্দেবেভ্যো ভাগমক্ষিতম্। (অথর্ববেদ ১৯.৫৪.৪)

Vaidic Physics Youtube Channel

বেদের এই বচনগুলোতে কালকে কর্ত্তা তথা 'বহতি', 'অঞ্জত্', 'ঈয়তে', 'আভরত্', 'পর্য়েত্', 'অভবত্', 'অসৃজত', 'সমৈরয়ত্'কে ক্রিয়াপদ রূপে দর্শানো হয়েছে। এই ক্রিয়াপদ মাত্র ব্যবহারার্থক নয়। কাল সূক্তের মধ্যে এমন অন্য উদাহরণও বিদ্যমান আছে। এমন পরিস্থিতিতে কালকে সর্বথা ক্রিয়ারহিত মানা সম্ভব নয়। তাই এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে কাল কি ধরণের দ্রব্য, যাকে মহর্ষি কণাদের দৃষ্টিতে ক্রিয়াবান্ হওয়ার সাথে-সাথে নিষ্ক্রিয়ও বলা হয়েছে। কোনো আর্ষ গ্রন্থের মধ্যে যদিও এর স্বরূপের বর্ণনা আমি পাইনি। কালের অবয়বরূপ পল, নিমেষ, মুহূর্ত, দিন-রাত, মাস, ঋতু ও সম্বৎসর আদির সম্বন্ধে পড়তে তো পাওয়া যায়, কিন্তু এইসব পদার্থ কি? এগুলোর স্বরূপ কি? এটা রহস্যই হয়ে আছে।

আমি এই রহস্যকে উন্মোচন করার হেতু পর্যাপ্ত চিন্তন করেছি আর নিজের মনন ও ধ্যান দ্বারা ঈশকৃপায় আমি যে বিচার প্রাপ্ত করেছি, তাকে আমি প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক বিচারকদের সম্মুখে রাখছি –

'কালঃ' পদকে আপ্টে সংস্কৃত-হিন্দি কোশে 'কল্+ণিচ্+অচ্' দ্বারা ব্যুৎপন্ন মানা হয়েছে অর্থাৎ চুরাদি 'কল্' ধাতুর অর্থ 'ধারণ করা, প্রেরণা করা, অধিকারে রাখা, যাওয়া, আসক্ত হওয়া' আদি দিয়েছেন। মহর্ষি য়াস্ক লিখেছেন – কালঃ কালয়তের্গতিকর্মণঃ (নিরুক্ত ২.২৫)। এরদ্বারা স্পষ্ট হয় যে কাল হল সেই পদার্থ, যারমধ্যে প্রেরণ, ধারণ, গমন, অধিগ্রহণ আদির সামর্থ্য বিদ্যমান আছে।

এখন গম্ভীর প্রশ্ন হল যে এমন পদার্থ কাল আসলে কি? তার স্বরূপ কি? এই বিষয়ে আমার মত হল মূল প্রকৃতি তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্ব যখন সূক্ষ্মতম পরা 'ওম্' রশ্মিকে উৎপন্ন বা জাগ্রত করে, তখন সেই 'ওম্'–এর সবথেকে সূক্ষ্মতম রূপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই কালের রূপ ধারণ করে। কাল তত্ত্ব

Vaidic Physics Youtube Channel

চেতন নয়। চেতন তত্ত্ব হল কেবল ঈশ্বর ও জীবাত্মা। জড় তত্ত্ব একটাই হয়, সেটা পূর্বোক্ত প্রমাণ অনুসারে আমি সিদ্ধ করেছি। অন্যদিকে বৈদিক ত্রৈতবাদ হল সর্ববিখ্যাত। এই কারণে কাল তত্ত্বকে প্রকৃতির থেকে ভিন্ন মানা সম্ভব নয়, কিন্তু এটা যে কেবল প্রকৃতির ভাগ, এটাও পূর্ণ সত্য নয়। ঈশ্বরের মধ্যে সৃষ্টির ইচ্ছা হলে অর্থাৎ কাম বা সংকল্প উৎপন্ন হলে সেই ঈশ্বর মূল প্রকৃতি পদার্থের মধ্যে 'ওম্' রশ্মির সূক্ষ্মতম পরা অবস্থা উৎপন্ন বা জাগ্রত করে অতি সূক্ষ্মতম বলকে উৎপন্ন করে দেন। সেই সময়ও প্রকৃতির সাম্যাবস্থা সর্বথা ভঙ্গ হয় না। এই অবস্থাকেই কাল বলে।

'ওম্' রশ্মি সম্পূর্ণ মূল পদার্থের মধ্যে কামকে উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। এই 'ওম্' রশ্মি ঈশ্বর দ্বারা উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর তত্ত্বের সঙ্গে এর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, এই কারণে এটা প্রকৃতির মধ্যে কাম বা ইচ্ছাকে উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। প্রকৃতির 'ওম্' রশ্মিময়ী অবস্থাকেই কাল বলে। এই অবস্থা প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন হয়, এই কারণে এটা হল জড় পদার্থ। যেহেতু এটা ঈশ্বর তত্ত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখে, এই কারণে এটা চেতনবত্ ব্যবহার করে। এই কথার সংকেত বেদের মধ্যেও পাওয়া যায় –

স ঈয়তে প্রথমো নু দেবঃ (অথর্ববেদ ১৯.৫৩.২)

অর্থাৎ সেই কাল তত্ত্ব প্রথম দেব অর্থাৎ পরমাত্মার সমান ব্যবহার করে। এখানে 'ঈয়তে' ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে, যেটা হল 'ঈ গতৌ' ধাতুর রূপ। এই ধাতুর আপ্টে সংস্কৃত-হিন্দি কোশের মধ্যে অনেক অর্থ দেওয়া হয়েছে – যাওয়া, চকমক করা, ব্যাপ্ত হওয়া, কামনা করা, ফেলে দেওয়া, খাওয়া আদি। এইসব অর্থ কাল ও ঈশ্বরের ব্যবহারকে দর্শায়। এখানে 'চকমক করা' প্রকৃতিরও ব্যবহার আছে। কাল তত্ত্ব সতত গতি করতে থাকে, এটা কখনও থামে না। এই

কারণে এমন মনে হয় যে এই তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতির কেবল সত্ত্ব ও রজস্ গুণ বিদ্যমান আছে। এরমধ্যে তমোগুণের সর্বথা অভাব আছে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথাকথিত ব্ল্যাক-হোলের উপর কালের থেমে যাওয়ার যে কল্পনা করছে, সেটা হল কেবল তাদের নিতান্ত ভ্রম। যদি ব্ল্যাক-হোলের উপর প্রকাশের থেমে যাওয়া তাদের কল্পনাকে মেনে নেওয়া হয়, তাহলেও এরদ্বারা কালের থেমে যাওয়া সিদ্ধ হবে না। প্রকাশাদি যেকোনো পদার্থের গতি থেমে যাওয়ার কারণে কালের গতিকেও থেমে যাওয়া কিভাবে মানা যেতে পারে? বস্তুতঃ কারও গতি থেমে যাওয়া কোনো প্রতিরোধী বলের কারণে সম্ভব হয়। যদি কোনো লোকের প্রবল গুরুত্বকর্ষণের প্রভাবে প্রকাশাদির নির্গত হওয়া সর্বথা থেমে যাওয়া মেনে নেওয়া হয়, তাহলেও কাল তার কাজ করতে থাকবে। প্রবল গুরুত্ব বলের রশ্মিগুলো অর্থাৎ গুরুত্ব ক্ষেত্র তো আরও প্রবলতা সহিত কাজ করতে থাকে, এখানেও তো কাল তত্ত্বেরই প্রেরণা আছে। একটা গতি বন্ধ ধরে নিলেও, গ্রেবিটনের তীব্রতা তো বেড়েছে। এই কারণে কালের থেমে যাওয়া অথবা সামনে-পিছনে হওয়া মিথ্যা কল্পনাই হবে। বস্তুতঃ কাল তো সর্বব্যাপক, সতত গমনকারী একরস তত্ত্ব, যেটা প্রত্যেক পদার্থকে প্রেরিত করে, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর ব্যতীত কোনো পদার্থের দ্বারা প্রেরিত হয় না। এই কাল পরমাত্মার মধ্যেই সর্বদা আশ্রিত থাকে। বেদ একেই বলেছে –

কালম্ তমাহুঃ পরমে ব্যোমন্ (অথর্ববেদ ১৯.৫৩.৩)

এখানে ‘পরম ব্যোমন্’ পরমাত্মাকে বলা হয়েছে, যেমনটা ঋষি দয়ানন্দ ‘ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্’ (ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৩৯) মন্ত্রের ভাষ্যতে বলেছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬.২) এই ভাবকে প্রকট করে বলা হয়েছে –

য়েনাবৃতম্ নিত্যমিদম্ হি সর্বম্ জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিধঃ।

Vaidic Physics Youtube Channel

এখানে সবার নিত্য আচ্ছাদক এবং ব্যাপক সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে কালতত্ত্বের প্রকট ও ধারণকারী বলা হয়েছে। যে 'ওম্' রশ্মিকে আমি কালতত্ত্বের মুখ্য ভাগ বলেছি, তার বিষয়ে ঋষিগণ বলেছেন –

ত ওঙ্কারম্ ব্রাহ্মণঃ পুত্রম্ জ্যেষ্ঠম্ দদৃশুঃ (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্ব ভাগ ১.২৩),
রস ওঙ্কারঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.৭৮), ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদঁ সর্বম্।
(তৈত্তিরীয় অরণ্যক ৭.৮.১; তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১.৮.১)

এইভাবে এখানে 'ওম্'–কে ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মার রস বা পুত্র বলা হয়েছে তথা সর্বব্যাপক বলা হয়েছে, সেইরূপ কালকেও পরমাত্মার দ্বারা উৎপন্ন ও সর্বব্যাপক বলা হয়েছে। এরদ্বারা এই দুইয়ের সম্বন্ধ স্পষ্ট হয়।

এখন পুনরায় আমি কালতত্ত্বের বিষয়ে বেদ মতকে উদ্ধৃত করবো –

কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্।
কালেন সর্বানন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ। (অথর্ববেদ ১৯.৫৩.৭)

এখন 'ওম্'–এর বিষয়ে উপনিষদে দেখুন –

বাগেবর্ক প্রাণঃ সামোমিত্যেতদক্ষর মুদ্গীথঃ।
তদ্বা এতন্মিথুনম্ য়দ্ বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক চ সাম চ।।৫।।
তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে য়দা বৈ
মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্।।৬।।
(ছান্দোগ্য উপনিষদ ১.১)

এই দুটো প্রমাণ থেকে 'কাল' ও 'ওম্'–এর সম্বন্ধ প্রকট হয়। বেদে লেখা আছে কালের মধ্যে মন, প্রাণ ও নাম অর্থাৎ ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান আছে কিংবা কাল তত্ত্বের মধ্যেই সেগুলো আশ্রিত আর এইসব থেকে নানা প্রজা অর্থাৎ

Vaidic Physics Youtube Channel

পদার্থের প্রসন্ন, তৃপ্ত বা উৎপন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে উপনিষদও ছন্দ আর প্রাণ রশ্মির মিথুনকে উদ্গীথ=ওম্ এরমধ্যেই আশ্রিত এবং সেখান থেকেই নানা মিথুন বানিয়ে পরস্পর তৃপ্ত হতে বা নানা পদার্থকে উৎপন্ন করতে সক্ষম হয় এমন লেখা আছে।

দুটো প্রমাণ থেকেই কাল তত্ত্ব এবং 'ওম্' তত্ত্বের সম্বন্ধ প্রকট হয়ে আমার কাল সম্বন্ধীয় ধারণাকে পুষ্ট করছে। এইভাবে কাল তত্ত্ব হল সেই পদার্থ, যার মধ্যে মহত্, অহংকার থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত, আশ্রিত এবং তার দ্বারাই সঞ্চালিত হয়। এরই সংকেত বেদ করেছে –

কালো ভূতিমসৃজত কালে তপতি সূর্য়ঃ।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি।।৬।।
তেনেষিতম্ তেন জাতম্ তদু তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্।
কালো হ ব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্তি পরমেষ্ঠিনম্।।৯।।
(অথর্ববেদ ১৯.৫৩)
কালেন বাতঃ পবতে কালেন পৃথিবী মহী।
দ্যৌর্মহী কাল আহিতা।।২।।
কালো হ ভূতম্ ভব্যম্ চ পুত্রো অজনয়ত্ পুরা।
কালাদৃচঃ সমভবন্ য়জুঃ কালাদ জায়ত।।৩।।
(অথর্ববেদ ১৯.৫৪)

অর্থাৎ কালই সব প্রকার পদার্থের সত্তা, সেগুলোর সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্যের কারণ হয়। যেকোনো পদার্থের উৎপত্তি 'ওম্' রশ্মি ছাড়া সম্ভব নয়। উৎপত্তি হয়ে যাওয়ার পশ্চাৎ সেগুলোর স্থিতিও 'ওম্' রশ্মিকে ছাড়া সম্ভব নয়। এইসব বস্তুর নানা প্রকারের ক্রিয়া ও বলে বৃদ্ধি আর পরস্পর একে-অপরের প্রতি নিয়ন্ত্রণ

Vaidic Physics Youtube Channel

ক্ষমতাতে বৃদ্ধিও এই কাল রশ্মি ছাড়া সম্ভব নয়। কালের কারণেই সূর্য তপ্ত হচ্ছে আর কালের কারণেই তার উৎপত্তি হয়েছে। সব প্রকারের উৎপন্ন পদার্থ, সেটা প্রাণী হোক, বনস্পতি হোক অথবা জড় পদার্থ হোক, সর্বদা 'ওম্' রশ্মির মধ্যেই নিবাস করে। যতদূর এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আছে, সেখানে সর্বত্র কালেরও অস্তিত্ব আছে আর যেখানে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নেই, সেখানেও কালের অস্তিত্ব আছে। কালের মধ্যেই আমাদের নেত্র দেখে অর্থাৎ নেত্রের দ্বারা হওয়া দর্শন ক্রিয়াও কালের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। প্রকাশের গমন এবং প্রতিফলন আদি ক্রিয়ার মধ্যে 'ওম্' রশ্মির অন্তিম এবং অনিবার্য ভূমিকা আছে।

সমস্ত উৎপন্ন পদার্থ, সেটা যেমনই গতি করুক না কেন, তার পিছনে কাল তত্ত্বেরই প্রেরণা আছে। এমনকি যখন সেগুলো গতি করে, তখনও সেগুলো কালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কাল অর্থাৎ 'ওম্' রশ্মিই পরমেষ্ঠী অর্থাৎ দ্যুলোকের ধারণ আর পোষণ করে। এইভাবে এই কাল পরব্রহ্ম পরমাত্মার সমান মহান্ আর ব্যাপক হয়। কালের দ্বারাই বায়ু নিরন্তর গতি করে আর এই 'ওম্' রশ্মির দ্বারাই বায়ুর শোধন হয়। কালের দ্বারাই পৃথিবীর উৎপত্তি আর বিস্তার হয়। কালই বিশাল দ্যুলোককে সবদিক থেকে ধারণ করে রেখেছে। ঈশ্বরের পুত্র কাল অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন 'ওম্' রশ্মিই ভূত, ভবিষ্যত আর বর্তমানকে উৎপন্ন করে। কালতত্ত্ব থেকেই ঋক্ এবং য়জুঃ রশ্মি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সমস্ত বেদমন্ত্র কালের দ্বারাই উৎপন্ন হয়।

সারসংক্ষেপ হল, এই সৃষ্টির মধ্যে সূক্ষ্মতম থেকে শুরু করে স্থূলতম পদার্থ পর্যন্ত সব পদার্থ কাল দ্বারাই উৎপন্ন এবং কাল দ্বারাই প্রেরিত হয়। এই কাল হল পরমেশ্বরের পুত্র রূপ। এরদ্বারা 'ওম্' রশ্মির সঙ্গে কালের সম্বন্ধও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মহর্ষি কণাদ 'কারণেন কালঃ' (বৈশেষিক দর্শন ৫.২.২৬) এবং

Vaidic Physics Youtube Channel

‘কারণে কালঃ’ (বৈশেষিক দর্শন ৭.১.২৫) দ্বারা সংকেত করেছেন যে কারণ রূপ প্রকৃতি ও ‘ওম্’ রশ্মির দ্বারাই কাল প্রকট হয় তথা এই কারণ রূপ প্রকৃতি ও ঈশ্বরের মধ্যেই উপস্থিত থাকে। আচার্য প্রশস্তপাদ লিখেছেন –

‘কারণে কাল ইতি বচনাৎ পরম মহত্পরিমাণম্’

অর্থাৎ সেই কাল ঈশ্বর ও প্রকৃতির সমান পরম মহত্ পরিমাণ যুক্ত হয়। বৈশেষিক দর্শনের এই দুই সূত্রের অর্থ বর্তমান ভাষ্যকারগণ কিঞ্চিৎমাত্র বোঝেনি।

প্রশ্ন – যদি ঈশ্বরতত্ত্ব দ্বারা ‘ওম্’ রশ্মির মাধ্যমে প্রেরিত ও সক্রিয় প্রকৃতিই কাল তত্ত্বের রূপ হয়, তাহলে সেই কাল কাকে প্রেরিত করে সৃষ্টিকে উৎপন্ন ও সঞ্চালিত করে? প্রকৃতির অতিরিক্ত কি অন্য কোনো জড় পদার্থও আছে, যাকে কাল রূপী প্রকৃতি প্রেরিত ও সঞ্চালিত করে আর এমন করে কি সেটা এই সৃষ্টিকে প্রকট বা উৎপন্ন করে?

উত্তর – বস্তুতঃ প্রকৃতির অতিরিক্ত অন্য কোনো জড় পদার্থের অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতির যে উপরোক্ত কালতত্ত্ব অবস্থা আছে, সেটাই ত্রিগুণা প্রকৃতিকে মহত্ তত্ত্বাদিতে পরিবর্তিত করে পুনরায় তাকেই প্রেরিত করে। এই প্রক্রিয়াতে কালতত্ত্ব প্রকৃতির তমোগুণকেও জাগ্রত বা সক্রিয় করে মহত্ তত্ত্বাদি পদার্থের নির্মাণ করে। কালের অতিরিক্ত অন্য সমস্ত পদার্থের মধ্যে তিন গুণ ন্যুনাধিক অনিবার্যরূপে বিদ্যমান থাকে। এইভাবে সেটা বিভিন্ন পদার্থকে নিজের প্রেরণা দ্বারা উৎপন্ন করে আর তারপর সেগুলোকে প্রেরিত ও ধারণও করে। কোনো পদার্থ দ্বারা অন্য কোনো পদার্থকে উৎপন্ন ও ধারণ করার কিছু উদাহরণ আমি প্রস্তুত করছি –

মনসো হি বাক্ প্রজায়তে (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৩২০),

Vaidic Physics Youtube Channel

মনসা হি বাগ্ধৃতা (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬.১.৭.২, কাঠক সংহিতা ২৪.৩),
বাগিতি মনঃ (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ৪.১১.১.১১)।

এই তিন বচন থেকে সিদ্ধ হয় যে বাক্ তত্ত্ব মনস্তত্ত্ব দ্বারা উৎপন্ন হয়। মনস্তত্ত্বই বাক্ তত্ত্বকে ধারণ করে তথা বাক্ তত্ত্ব মনস্তত্ত্বেরই রূপ হয়। একইভাবে কাল তত্ত্ব রূপী প্রকৃতির অবস্থা থেকেই সব পদার্থ উৎপন্ন হয়, তার দ্বারাই প্রেরিত ও ধারণ হয় এবং তারই রূপ সেগুলো হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানও দ্রব্যকে ঊর্জা দ্বারা নির্মিত ও প্রেরিত বলে, তারসঙ্গে ঊর্জা দ্বারা দ্রব্যকে ধারণ করা ও দ্রব্যকে ঊর্জার রূপও বলে, কিন্তু কালের ব্যবহার এরথেকে একটু ভিন্ন জেনে রাখা উচিত।

প্রশ্ন – কালতত্ত্ব হল প্রকৃতির একটা বিশেষ রূপ, কিন্তু তার স্বরূপ কি? এর পাশাপাশি অহোরাত্র, মাস, অর্ধমাস, ঋতু আদি কিরকম পদার্থ হয়?

উত্তর – আমি যেরূপ পূর্বে লিখেছি যে কালতত্ত্ব প্রকৃতির প্রায় অব্যক্ত (পূর্ণ ব্যক্ত নয়) অবস্থার নাম হয়, যারমধ্যে ঈশ্বর তত্ত্ব দ্বারা 'ওম্' রশ্মির সর্বাধিক সূক্ষ্ম রূপের অব্যক্ত সঞ্চরণ করা হয়েছে, যার ফলে প্রকৃতির সত্ত্ব ও রজোগুণ তো অত্যন্ত সূক্ষ্ম রূপ থেকে ব্যক্ত হয়ে যায়, কিন্তু তমোগুণ সর্বথা অব্যক্তই থাকে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে হওয়া বিক্ষোভের বিষয়ে বেদ সংকেত করেছে –

'য়ানি ত্রীণি বৃহন্তি য়েষা চতুর্থম্ বিয়ুনক্তি বাচম্' (অথর্ববেদ ৮.৯.৩)

এর তাৎপর্য হল প্রকৃতির সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ এই তিন গুণের মধ্যে পরমাত্মা বাক্ তত্ত্বকে বিশেষ রূপে সংযুক্ত অর্থাৎ সঞ্চারিত করেন। এখানে 'ওম্' রশ্মির সর্বাধিক সূক্ষ্ম রূপই হল বাক্ তত্ত্ব। এই বাক্ তত্ত্বই সেই তিন

Vaidic Physics Youtube Channel

গুণকে জাগ্রত বা সক্রিয় করে। এরমধ্যেও সর্বপ্রথম কাল তত্ত্বকে প্রকট করার জন্য সত্ত্ব ও রজস্ এই দুই গুণকেই জাগ্রত করেন। এই দুটো গুণ প্রকট হতেই কাল তত্ত্ব চক্রবৎ ক্রমাগত ঘুরতে থাকে। এই ক্রমাগত প্রবৃত্তমান কাল তত্ত্ব ত্রিগুণা প্রকৃতিকে জাগাতে অর্থাৎ সক্রিয় করতে শুরু করে। এই কাল তত্ত্ব দুই গুণ যুক্ত প্রকৃতি পদার্থের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে সঞ্চারিত 'ওম্' রশ্মি রূপে হয়। এরমধ্যে মূল প্রকৃতির মতো গুণের সাম্যাবস্থা থাকে না, এই কারণে একে সর্বথা অব্যক্ত মানা যাবে না।

কালের স্বরূপের বিষয়ে অথর্ববেদের পূর্বোক্ত মন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান নিম্নলিখিত পদের উপর বিচার করবো –

১. সহস্রাক্ষ – অনেক অক্ষর রূপ অবয়ব যার আধার হয়, কিংবা এগুলোর উপর 'ওম্' রশ্মির পরারূপ গমন করে। মূল প্রকৃতি পদার্থের মধ্যে সব অক্ষর রশ্মিরূপে প্রকট হতে পারে না কিংবা অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। পরারূপ 'ওম্' রশ্মি এইসব অক্ষরের উপর ব্যাপ্ত হয়ে গমন করতে-করতে সেগুলোকে নানা পদরূপ রশ্মির রূপে প্রকট করে। এই 'ওম্' রশ্মিই হল কালরূপ, যেটা মূল প্রকৃতির সাথে মিশ্রিত থাকে।

২. সপ্তরশ্মি – 'ভূঃ', 'ভুবঃ', 'স্বঃ', 'মহঃ', 'জনঃ', 'তপঃ', 'সত্যম্', এই সাত প্রকারের সূক্ষ্ম ছন্দ রশ্মি সর্বপ্রথম এই কালরূপ 'ওম্' রশ্মি থেকেই উৎপন্ন বা প্রকট হয়। এই পরারূপ 'ওম্' রশ্মি কোনো ছন্দ রশ্মির উপাদান কারণ হয় না, বরং নিমিত্ত কারণ হয়, সেটা ত্রিগুণা প্রকৃতি তথা মনস্ তত্ত্বাদিকে প্রেরিত করে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মিকে উৎপন্ন করে। আমার মতে পরারূপ 'ওম্' রশ্মি কালরূপ হয়ে সত্ত্ব রজস্ এই দুই গুণের মধ্যে রমণ করে প্রকৃতির তিন গুণকে প্রকট করে মহত্ এবং মনস্ তত্ত্বাদিকে উৎপন্ন করে। এর অর্থ হল কাল তত্ত্বই

Vedic Physics Youtube Channel

মহত্ আদিকে উৎপন্ন করে। এর পশ্চাৎ কাল তত্ত্ব মনস্তত্ত্ব আদিকে প্রেরিত করে ভূরাদি সাত ব্যাহৃতি রূপ রশ্মিকে উৎপন্ন করে। এই সাত রশ্মির দ্বারাই কাল তত্ত্ব অগ্রিম রশ্মিগুলোকে উৎপন্ন করে। এই কারণে কালকে 'সপ্তরশ্মি' বলা হয়েছে অর্থাৎ যারদ্বারা ভূরাদি সাত রশ্মি উৎপন্ন হয় কিংবা যেটা ভূরাদি সাত রশ্মিকে সাধন রূপে ব্যবহার করে, সেই কাল তত্ত্বকে সপ্তরশ্মি বলে। এই পদের মধ্যে 'সপ্ত' সংখ্যাবাচী পদের একটা বিশিষ্ট গুরুত্ব আছে। মহর্ষি য়াস্কের কথন হল – 'সপ্ত সৃপ্তা সংখ্যা' (নিরুক্ত ৪.২৬)। এর দ্বারা সংকেত পাওয়া যায় যে কাল থেকে উৎপন্ন সাত রশ্মি কিংবা কালের সাধন রূপ ভূরাদি রশ্মি পরাবস্থা রূপ হয়ে ছড়িয়ে থাকার মতো হয়। এখানে এমন সংকেত পাওয়া যাচ্ছে যে এই রশ্মিগুলো অগ্রিম উৎপন্ন পশ্যন্তী রূপ ভূরাদি অন্য রশ্মির তুলনায় অধিক ছড়িয়ে একরসবৎ থাকে। এমন সেই রশ্মির সঙ্গে কাল রশ্মির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে।

৩. অশ্ব – এই পদ স্পষ্ট করে যে কালরূপ পরা 'ওম্' রশ্মি তীব্রগামিনী তথা একরসবৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে। এখানে এই প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে যে যখন কাল রশ্মি অর্থাৎ পরারূপ 'ওম্' রশ্মি একরসবৎ ব্যাপ্ত থাকে, তাহলে সেগুলো কিভাবে গতিশীল হতে পারে? গতি তো একদেশী পদার্থের মধ্যেই হতে পারে, ব্যাপক পদার্থের মধ্যে হতে পারে না, তাহলে কালকে আশুগামী কেন বলা হয়েছে? এই বিষয়ে আমার মত হল – ঈশ্বর তত্ত্ব থেকে প্রকৃতি পদার্থের মধ্যে পরারূপ 'ওম্' রশ্মি, যেটা কালরূপ হয়, সেটা অতিতীব্র বেগে ক্রমাগত সর্বত্র প্রকট হতে থাকে, এই কারণেই কালকে অশ্ব বলা হয়েছে। এই পদার্থও মূল প্রকৃতিবৎ প্রায় অব্যক্তই থাকে।

৪. অজর – পরারূপ 'ওম্' রশ্মি সহিত প্রকৃতি পদার্থ, যাকে কাল তত্ত্ব বলে,

সেটা কখনও জীর্ণ হয় না। প্রলয়াবস্থাতেও প্রকৃতিকে প্রেরিত না করে অব্যক্ত রূপে এই তত্ত্ব যথাযথ ভাবে বিদ্যমান থাকে।

৫. ভূরিরেতা – এই কাল তত্ত্বই অনেক প্রকারের পদার্থ ও কর্মের বীজরূপ হয়। সৃষ্টির সব দ্রব্য, বল, কর্ম, গুণ আদির বীজ এই তত্ত্বই হয়, যেটা সবার মূল ঈশ্বর তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

৬. সপ্তচক্র ও সপ্তনাভি – প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, ধনঞ্জয় ও সূত্রাত্মা বায়ুর সপ্তক কিংবা সাত প্রকারের ছন্দ রশ্মির চক্রকে এই কাল তত্ত্বই উৎপন্ন এবং বহন করে। এই সাত চক্রকে চালানোর জন্য ঈশ্বর তত্ত্ব ভূরাদি সাত ছন্দ রশ্মিকে নাভি অর্থাৎ কেন্দ্ররূপে প্রযুক্ত করেন। এই কারণে কালের সাতটা নাভি বলা হয়েছে। এই নাভিরূপ রশ্মিই সেই প্রাণাদি সাত রশ্মিকে এক রশ্মি রূপে বেঁধে রেখে গতি প্রদান করে কিংবা সেগুলোকে পরমাত্ম তত্ত্বের সঙ্গে জুড়ে রাখে।

'কাল' পদের ব্যুৎপত্তি করে আপ্টে সংস্কৃত-হিন্দি কোষের মধ্যে বলেছেন – 'কু ঈষত্ কৃষ্ণত্বম্ লাতি লা+ক, কোঃ কাদেশঃ'। যদিও আপ্টে এখানে 'কালঃ' শব্দের অর্থ 'কালা' গ্রহণ করেছেন তথা এতদর্থ কৃষ্ণের অর্থ কালাই মেনেছেন, কিন্তু আমরা এখানে 'কৃষ্ণত্বম্' থেকে আকর্ষণ বলশীততা গ্রহণ করে অতি সূক্ষ্ম আকর্ষণ বল কিংবা বল ও গতির প্রারম্ভ যুক্ত প্রকৃতি পদার্থের পূর্বোক্ত অবস্থার নামই কাল গ্রহণ করবো। এই কাল তত্ত্বই সম্পূর্ণ প্রকৃতি এবং তার দ্বারা উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে প্রারম্ভিক বল সর্বদা উৎপন্ন করতে থাকে। বাকি মাস বা প্রাণাপানাদি রশ্মি কালের মাপক হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ত্রিগুণা প্রকৃতির বিকার মহত্ বা মনস্তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয়। এই পদার্থই এই রশ্মিগুলোর উপাদান কারণ তথা কাল ও ঈশ্বর তত্ত্ব নিমিত্ত কারণ হয়। এই রশ্মিগুলোর

Vedic Physics Youtube Channel

মধ্যে তমোগুণের মাত্রা অন্য রশ্মির তুলনায় নিম্ন হয়। এই বিষয়ে পরে বিস্তার ভাবে লেখা হবে। এখন আমি প্রাণতত্ত্বের সম্বন্ধে প্রাণ সূক্তের কিছু মন্ত্রকে উদ্ধৃত করবো –

প্রাণায় নমো য়স্য সর্বমিদম্ বশে।
য়ো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরো য়স্মিন্ত্সর্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্।।১।।

প্রাণঃ প্রজা অনু বস্তে পিতা পুত্রমিব প্রিয়ম্।
প্রাণো হ সর্বস্যেশ্বরো য়চ্চ প্রাণতি য়চ্চ ন।।১০।।

প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী প্রাণম্ সর্ব উপাসতে।
প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমাঃ প্রাণমাহুঃ প্রজাপতিম্।।১২।।

প্রাণমাহুর্মাতরিশ্বানম্ বাতো হ প্রাণ উচ্যতে।
প্রাণে হ ভূতম্ ভব্যম্ চ প্রাণে সর্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫।।
(অথর্ববেদ ১১.৪)

এখানে প্রাণ ত্বকে সব উৎপন্ন পদার্থকে নিয়ন্ত্রিত ও ধারণকারী, সেগুলোকে ক্রমাগত আচ্ছাদনকারী, সূর্য, চন্দ্র আদি লোক এবং প্রজাপতি অর্থাৎ বাক্ এবং মনস্তত্ত্ব কিংবা নানা সংযোগাদি ক্রিয়ার, অন্তরীক্ষে শয়নকারী বায়ু তত্ত্ব এবং ভূত, ভবিষ্যৎ আদি কালে উৎপন্ন বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলা হয়েছে।

এখানে প্রাণতত্ত্বের স্বরূপ পূর্বোক্ত কালতত্ত্বের স্বরূপের সঙ্গে প্রায় সাধারণত মিলে যায়। এই কারণে অহোরাত্র রূপ প্রাণাপানোদান রশ্মিও কাল তত্ত্বেরই রূপ হয় কিংবা তার একটা মাপক পরিমাণ বিশেষ হয়। একইভাবে মাস, ঋতু আদিকেও জানা যেতে পারে, কারণ এইসব প্রাণ রশ্মিরই রূপ হয়। প্রাণ রশ্মির বিষয়ে আমি পরে চর্চা করবো।

Vaidic Physics Youtube Channel

মহাপ্রলয়ে কাল তত্ত্ব –

প্রশ্ন – আপনার কথা অনুসারে প্রকৃতি পদার্থের মধ্যে 'ওম্' রশ্মির সবথেকে সূক্ষ্ম স্বরূপের উৎপন্ন হলে সেই পদার্থ কালের রূপে প্রকট হয় অর্থাৎ সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক সূক্ষ্ম বল ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। তখন মহাপ্রলয়কালে কালের অস্তিত্ব সর্বথা অসিদ্ধ হয়ে যায়, এমন পরিস্থিতিতে প্রলয় কালে মুক্তাত্মাদের গমনাগমন তথা সৃষ্টি প্রারম্ভ হওয়ার জ্ঞান কালের কিভাবে হয় অর্থাৎ ঈশ্বর তত্ত্ব কিভাবে উচিত ও নিশ্চিত সময়ে সর্গ রচনা প্রারম্ভ করতে পারে?

উত্তর – আপনার এই প্রশ্নটা স্বাভাবিক। বস্তুতঃ 'ওম্'–এর সূক্ষ্মতম স্বরূপ তথা বিভিন্ন অক্ষররূপ বাক্ তত্ত্বের কখনও পূর্ণ বিনাশ হয় না, এই কারণে এগুলোকে অক্ষর রশ্মিও বলা হয়। তবে হ্যাঁ, মহাপ্রলয় কালে এই সর্বথা অব্যক্ত অক্ষর 'ওম্'–এর সঙ্গে প্রকৃতি রূপ পদার্থের সাক্ষাৎ সক্রিয় সম্বন্ধ থাকে না। ঈশ্বর তত্ত্বের দৃষ্টিতে 'ওম্' রশ্মির সেই রূপ সর্বদা বজায় থাকে, কারণ ঈশ্বর অর্থাৎ 'ওম্' বাচ্য পরমাত্ম তত্ত্ব সর্বদা জাগ্রত থাকে। বদ্ধ ও মুক্তাত্মাদের সম্পর্কে এই 'ওম্' রশ্মিময় পদার্থ অর্থাৎ কাল তত্ত্ব অবশ্য তার অব্যক্ততম রূপে বিদ্যমান থাকে। এটা প্রলয়কাল পর্যন্ত এই রূপে বিদ্যমান থাকে তথা অন্য প্রকৃতি রূপ পদার্থের মধ্যে এটা পরমেশ্বরের মধ্যে বীজরূপে অনাদি এবং অনন্ত রূপে সর্বদা বিদ্যমান থাকে। এই অজর কাল চক্রের কারণেই সৃষ্টি-প্রলয়ের চক্র নিয়মিত ও নিরন্তর চলতে থাকে।

প্রশ্ন – ঋষি দয়ানন্দ সত্যার্থ প্রকাশের তৃতীয় সমুল্লাসে বৈশেষিক দর্শনের সূত্র 'নিত্যেষ্বভাবাদনিত্যেষু ভাবাৎকারণে কালাখ্যেতি' (২.২.৯) ভাষ্যতে লিখেছেন – 'যেটা নিত্য পদার্থের মধ্যে নেই আর অনিত্যের মধ্যে আছে, এইজন্য কারণের মধ্যেই কাল সংজ্ঞা আছে।'

Vaidic Physics Youtube Channel

এখানে নিত্য পদার্থের (ঈশ্বর, জীব তথা প্রকৃতি) মধ্যে কালের বিদ্যমান না থাকার কথা লেখা আছে, তাহলে আপনি কালকে প্রলয়কালে জীবাত্মার সম্পর্কে থাকে কেন লিখেছেন?

উত্তর – আমার কথনের সঙ্গে ঋষি দয়ানন্দের কথনের কোনো বিরোধ নেই। আমি কোথাও লেখিনি যে জীবাত্মার ভিতরে কালতত্ত্ব বিদ্যমান থাকে, বরং এটা লিখেছি যে কালতত্ত্ব তাদের সম্পর্কে থাকে। 'ওম্' রশ্মির পরারূপ মূল প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রূপকে কাল বলেছি। এখানে নিত্য পদার্থের মধ্যে কালের নিষেধ তথা অনিত্য পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান হওয়ার তাৎপর্য এটাই যে কাল তত্ত্ব নিত্য পদার্থকে জীর্ণ করে না আর না করতে পারবে, বরং এই কাল তত্ত্ব অনিত্য পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে সেগুলোকে নিরন্তর জীর্ণ করতে থাকে।

প্রশ্ন – কাল অনিত্য পদার্থকে জীর্ণ কিভাবে করে? যে কাল সব পদার্থকে প্রেরিত ও সক্রিয় করে, সেই কালের কারণে সব অনিত্য পদার্থ কিভাবে জীর্ণ হয়ে যায়?

উত্তর – আপনার এই প্রশ্ন স্বাভাবিক তথা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে সব অনিত্য পদার্থ মূল প্রকৃতির বিকারই হয় আর বিকার সর্বদা সংযোগজন্য হয়। কেন কোনো সংযোগজন্য পদার্থ অনাদি হতে পারে না? চলুন, আমরা এর উপর বিচার করি। সংযুক্ত পদার্থের মধ্যে একটা বল কাজ করে, যাকে বর্তমান বিজ্ঞান গুরুত্ব বল, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল অথবা প্রবল নাভিকীয় বল আদি নামে সম্বোধন করে। এই বলের জন্য কিছু মধ্যস্থ কণা (মিডিয়েটর পার্টিকল) উত্তর-দায়ী হয়। সংযুক্ত হওয়া বা হয়ে যাওয়া কণার মাঝে এই কণাগুলোর বিনিময় হতে থাকে। এই বিনিময়ের পিছনে যে বল উত্তরদায়ী হয়, তাকে বর্তমান বিজ্ঞান জানে না। এইসব বলের শৃঙ্খলাতে 'ওম্' রশ্মি অর্থাৎ কালের বল মূলে

Vedic Physics Youtube Channel

থাকে। পরমাত্মা সবার মূল তো হয়ই। এইভাবে সব জড় বলের মধ্যে গতির বিদ্যমান হওয়া অনিবার্য হয়, কিন্তু গতি কখনও অনাদি হতে পারবে না, এই কারণেই কোনো সংযোগ কখনও অনাদি হতে পারবে না। আর তাই সৃষ্টির কোনো পদার্থ অনাদি ও অজর হতে পারবে না। এখানে প্রত্যেক পদার্থের উৎপন্ন হওয়া, জীর্ণ হওয়া তথা নষ্ট হওয়ার একটা সুনিশ্চিত ব্যবস্থা আছে। এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ঈশ্বর তত্ত্বের প্রেরণা ও নির্দেশানুসারেই হয়, অন্যথা কাল এমন করতে পারবে না।

প্রশ্ন – কাল তত্ত্বের দ্বারা যখন মহত্ থেকে শুরু করে বিশাল লোক-লোকান্তর পর্যন্ত উৎপত্তি হয় আর সেটা প্রকৃতির একটা অবস্থা বিশেষের নাম হয়, তাহলে সেই কাল কি সৃষ্টির উপাদান কারণ হয় নাকি নিমিত্ত কারণ হয়? কালের ক্রিয়া-বিজ্ঞান কি?

উত্তর – আমি যেমন লিখেছি যে কালতত্ত্ব ত্রিগুণাযুক্ত প্রকৃতি পদার্থকে প্রেরিত ও সক্রিয় করে, কিন্তু স্বয়ং কখনও কোনো উৎপন্ন পদার্থের উপাদান হয় না। ধ্যাতব্য হল, কাল তত্ত্ব স্বয়ংও মূল চেতন প্রেরক ঈশ্বর তত্ত্ব দ্বারা ক্রমাগত প্রেরিত হতে থাকে। সেই কাল তত্ত্ব কখনও ঈশ্বর তত্ত্বের প্রেরণা থেকে পৃথক হতে পারবে না। কাল দ্বারা প্রেরিত ত্রিগুণা প্রকৃতি মহত্তত্ত্বকে জন্ম দেয়। এই মহত্তত্ত্বও কাল দ্বারা প্রেরিত ও ধারণ করা হয়। এর ধারণ স্থান ত্রিগুণা প্রকৃতিই হয়। তারপর মহত্তত্ত্ব থেকে আগামী পদার্থের উৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রারম্ভ হয়ে যায়। এই সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাতে ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত কাল তত্ত্বের প্রেরণা সদা বজায় থাকে আর সৃষ্টির পদার্থের মধ্যে সর্বত্র কালতত্ত্বের বিদ্যমানতা থাকে, তাই ঈশ্বরতত্ত্বের অবিদ্যমানতার প্রশ্নই আসে না। এই দুটো তত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর ও কাল দুটোই নিমিত্ত কারণ রূপে কাজ করে, উপাদান রূপে কখনও করে না।

Vedic Physics Youtube Channel

কালের ক্রিয়াবিজ্ঞান –

এখন এই প্রশ্নে আসবো যে কালতত্ত্বের ক্রিয়া বিজ্ঞান কি? এর উত্তরে আমার মত হল 'ওম্' রশ্মি রূপ কাল রশ্মি সর্বপ্রথম মূল প্রকৃতি তত্ত্বকে সৃষ্টির সবথেকে সূক্ষ্ম প্রেরণা দিয়ে যুক্ত করে তাকে বিকৃত করা প্রারম্ভ করে। প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত রূপে বিদ্যমান বিভিন্ন অক্ষর রূপ বাক্ তত্ত্ব জাগ্রত হয়ে মূল প্রকৃতিকে ক্রমশঃ মহত্, অহংকার ও মনস্তত্ত্বের রূপে প্রকট করে, কিন্তু সত্ত্ব ও রজস্ গুণ যুক্ত প্রকৃতি অর্থাৎ 'ওম্'–এর কালরূপ স্বয়ং সর্বদা বিকৃত থেকে তমোগুণের সঙ্গে অন্য দুই গুণের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রকৃতিকেই সৃষ্টি রচনা হেতু প্রেরিত ও বিকৃত করে। সেই কাল তত্ত্ব 'ওম্'–এর পশ্যন্তী রূপকে প্রকট করে মনস্তত্ত্বের মধ্যে স্পন্দন ও ক্রিয়াশীলতা উৎপন্ন করে ভূরাদি সপ্ত সূক্ষ্ম রশ্মিকে প্রকট করে। এর পশ্চাৎ এই ভূরাদি রশ্মিকে সাধন বানিয়ে প্রাণাপানাদি সাত মুখ্য প্রাণ রশ্মিকে, পুনঃ অন্য প্রাণ, মরুত্ ও ছন্দ রশ্মিকে প্রকট করে সৃষ্টি চক্রকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমানেও কাল তত্ত্ব প্রত্যেক পদার্থ – মূলকণা, তরঙ্গ, স্পেস আদির ভিতরে বিদ্যমান থেকে সেগুলোর মধ্যে 'ওম্'–এর পশ্যন্তী রূপ, ভূরাদি থেকে শুরু করে সব রশ্মিকে প্রেরিত করে সবাইকে সক্রিয় করে, তার পাশাপাশি সেগুলোতে উচিত জীর্ণতাও নিয়ে আসে।

প্রশ্ন – আপনি প্রেরণা, জাগরণ আদি শব্দের ব্যবহার করেছেন। ঈশ্বর কালকে প্রেরিত করে, কাল প্রকৃতিকে, পুনঃ প্রেরণা ও জাগরণ ক্রিয়া পরে চলতে থাকে। প্রেরণা ও জাগরণ কর্মের স্বরূপ কি? ঈশ্বর ও কাল আদি পদার্থ কি অগ্রিম পদার্থের মধ্যে ঊর্জার সঞ্চারণ করে? এগুলো কি স্বয়ং ঊর্জাযুক্ত পদার্থ হয় নাকি স্বয়ংই ঊর্জাস্বরূপ হয়?

উত্তর – এই প্রশ্ন বর্তমান পরম্পরার বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্কে অবশ্যই উৎপন্ন

হয়। আমাদের এক ন্যাসী প্রফেসর বসন্ত মদনসুরে, যিনি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রফেসর ছিলেন তথা এই গ্রন্থের সম্পাদক আমার মানস পুত্র প্রিয় বিশাল আর্য (অগ্নিয়শ বেদার্থী), এই সংস্থানে যে প্রাচার্য পদে কাজ করছেন, তারা চর্চার মধ্যে এমন প্রশ্ন করেছিলেন। আমার মনে হয় যে অন্য অনেক ব্যক্তির মনের মধ্যে ওঠা এই প্রশ্ন তাদের বিভ্রান্তিতে ফাঁসাবে, এই কারণে আমি এর সমাধান আবশ্যক মনে করেছি। বর্তমান বিজ্ঞান পদার্থের তিন স্বরূপের উপরই চর্চা করে। সেই স্বরূপ হল – দ্রব্য (মেটার), ঊর্জা (এনার্জি) এবং আকাশ (স্পেস)। এগুলোর মধ্যে আকাশের বিষয়ে তাদের নগণ্য জ্ঞান আছে। বাকি দুই পদার্থের মধ্যে ঊর্জার স্বরূপ দ্রব্যের তুলনায় সূক্ষ্ম হয়।

বর্তমান বিজ্ঞান ঊর্জার স্বরূপের বিষয়েও তেমন বিশেষ জ্ঞান রাখে না, তা সত্ত্বেও সংসারের মধ্যে এর অপার দোহন ও ব্যবহার করছে। ভ্যাকিউম এনার্জি ও ডার্ক এনার্জির বিষয়ে এখনও নিতান্ত অন্ধকারে বা ভ্রমই দেখছে। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ও ধ্বনি ঊর্জার সঙ্গে পরিচিত হয়েও এগুলোরও পূর্ণ স্বরূপ নিয়ে বর্তমান বিজ্ঞান এখনও অজ্ঞাত আছে। এই কারণে এইসব ঊর্জা ছাড়াও যে আরও পদার্থ আছে, তার কল্পনাও সেটা করতে পারে না। বর্তমান বিজ্ঞান মনে করে যে যেরূপ বিদ্যুৎ প্রেরণা, চুম্বকীয় প্রেরণা অথবা যান্ত্রিক প্রেরণা আছে, সেইরূপ ঈশ্বর ও কালের মতো সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা প্রেরণা হওয়া উচিত। সেই ভাবে শরীরের মধ্যেও জীবাত্মা দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীরের মধ্যে প্রেরণা হওয়া উচিত। আমরা এই বিষয়ের উপর বিচার করবো –

আমরা সংসারের মধ্যে প্রেরণা বা জাগরণের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ দেখতে পাই। এক ব্যক্তি কোনো পশুকে লাঠি দিয়ে চালিত করে, তখন সে সেই পশুকে লাঠি দিয়ে কোনো কাজ করার প্রেরণাই করে। পিতা তার উদ্দণ্ড পুত্রকে তাড়না

Vaidic Physics Youtube Channel

দ্বারাই প্রেরণা করে, তাকে ধাক্কা মেরে-মেরে কোথাও পাঠিয়ে দেয়। ওই প্রেরণার কারণে সেই পুত্র যেতে বা কাজ করতে বাধ্য হয়। সেই পিতাই তার বুদ্ধিমান তথা আজ্ঞাকারী পুত্রকে চোখের সংকেত মাত্র দ্বারা প্রেরণা করে ত্বরিত ক্রিয়াশীল বানিয়ে দেয়। এই উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে বৈজ্ঞানিক কি এমন বলবে যে সেই ব্যক্তি পশুর মধ্যে অথবা পিতা তার পুত্রের মধ্যে কোনো ঊর্জা সঞ্চারিত করেছে? জড় বস্তুর মধ্যে প্রেরণার তাৎপর্য ঊর্জা সঞ্চারণ হতে পারে, কিন্তু চেতনের স্তরে এমন বিচার অপরিপক্ক হবে।

এক চেতন যখন অন্য চেতন প্রাণীকে প্রেরণা দেয়, তখন কোনো ঊর্জা সঞ্চারণ তো হয় না, বরং মনের রশ্মির দ্বারা প্রেরণা অবশ্যই হয়। মনের রশ্মিকে কোনো ভৌতিক-বিজ্ঞানী না তো দেখতে পারবে আর না অনুভব করতে পারবে। মনের এই সূক্ষ্ম রশ্মির প্রেরণাই অন্য প্রাণীদের সক্রিয়তা প্রদান করে। তার ক্রিয়াশীলতার জন্য আবশ্যক ঊর্জা তার শরীরের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে, যাকে অন্য প্রাণীর মনের তরঙ্গ প্রেরিত করে মাত্র। এই প্রেরণা আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের বিষয় নয়। এমনই ভাবে ঈশ্বর দ্বারা কালকে প্রেরিত করা বর্তমান বিজ্ঞানের সীমার বাইরের বিষয় হবে। কাল দ্বারা প্রকৃতি, মন ও প্রাণ তত্ত্বকে প্রেরিত করাও বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টির বাইরের বিষয় হবে। বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টি বিদ্যুৎ আবেশ উৎপন্ন হওয়ার পশ্চাৎ প্রারম্ভ হয়, এর পূর্বের কাজকে বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে না তো বিচার করা সম্ভব আর না পরিভাষিৎ বা ব্যক্ত করা সম্ভব। ধরে নিন, একজন ব্যক্তি কোনো কাজকে দ্রুত করছিল, এমন সময় কোনো এক দুঃখের সংবাদ পেয়ে আহত হয়ে নিজেকে দুর্বল মনে করে বসে পরে, সে আসলে দুর্বলই হয়ে যায়। যদি কেউ বলে যে তার ঊর্জা কোথায় সঞ্চারিত হয়ে গেছে? সে কেন কাজ করতে পাচ্ছে না, তখন

বর্তমান ভৌতিকীর আধারে কোনো ঊর্জা বিজ্ঞানী এর কি উত্তর দিবে? সে যেটাই উত্তর দিবে, সেটা বর্তমান ভৌতিকীর থেকে কিছু ভিন্নই হবে।

আশা করি বিজ্ঞ পাঠক এইটুকুতে প্রেরণা ও জাগরণের ভাব বুঝে গেছেন। পুনরায় সারাংশতঃ ঈশ্বর কালকে অব্যক্ত ও অজ্ঞেয় ভাব দ্বারা প্রেরিত ও উৎপন্ন করে। পুনঃ কাল প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্ম প্রেরণা ও স্পন্দন প্রারম্ভ করে। এই কাজের মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রেরণা ও বল অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। পুনঃ প্রকৃতি স্পন্দিত ও বিকৃত হয়ে মহত্-অহংকার ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর পশ্চাৎ এই প্রেরণা ও স্পন্দন প্রক্রিয়া পরে চলতে থাকে। যেকোনো পদার্থের মধ্যে তার পূর্ববর্তী পদার্থের প্রেরণা অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। এইভাবে সব সূক্ষ্ম থেকে স্থূল পদার্থ পরস্পর ঈশ্বর ও কালের প্রেরণা দ্বারা একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজ করে। বিদ্যুৎ প্রেরণা আদিকেও কি কোনো ভৌতিকবিদ্ পারবে আমাকে পূর্ণরূপে বোঝাতে? সম্ভবত পারবে না, তাহলে কাল ও ঈশ্বর বা মনস্তত্ত্বাদির প্রেরণা কর্ম তো অতি সূক্ষ্ম, সেগুলোর স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন – বর্তমান বৈজ্ঞানিক কালকে আকাশের সাথে জুড়ে অনেক গণিতীয় সংকল্পনাকে প্রস্তুত করে তথা এগুলোকে প্রকাশের তরঙ্গের সাথে সম্বন্ধ করে কাল ও আকাশের সিঙ্গুলারিটির চর্চা করে। কালের থেমে যাওয়া, ধীর ও তীব্র গতিতে চলার কথা বলে, সেই বিষয়ে আপনার কি মত?

উত্তর – বর্তমান বিজ্ঞান শুধু কাল ও আকাশই নয়, বরং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের আন্তরিক সংরচনা ও স্বরূপের বিষয়েও প্রায় অনভিজ্ঞ আছে। এই অনভিজ্ঞতার দ্বারা সেই তিনের অসংগত ও অস্বাভাবিক মিলন করার অসফল চেষ্টা করে, এই কারণে অনেক মিথ্যা ধারণাকে প্রস্তুত করে। কালতত্ত্ব হল আকাশ তত্ত্বের থেকেও অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব। আকাশ হল প্রাণ ও সূক্ষ্ম ছন্দ রশ্মি দিয়ে নির্মিত

Vedic Physics Youtube Channel

পদার্থ, যার বিষয়ে পরে যথাস্থানে লেখা হবে। প্রবল গুরুত্বকর্ষণ ক্ষেত্রে কোনো পদার্থের গতি কম হওয়া বা বন্ধ হওয়ার অর্থ এই নয় যে সেখানে কাল থেমে গেছে, বরং তার তাৎপর্য এই হল যে সেখানে বর্তমান সেই প্রবল বল, সেটা গুরুত্বাকর্ষণ বলই হোক বা অন্য কোনো বল, সেই পদার্থের গতিকে থামাচ্ছে অথবা প্রভাবিত করছে। যদি কোনো ব্যক্তি চলন্ত সাইকেলের চাকাকে থামিয়ে দেয়, তো এর মানেএই নয় যে সেখানে কাল থেমে গেছে। এই বিষয়ে বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের ভারী ভ্রম আছে। আকাশ তত্ত্ব হল বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের গমন করার একটা আধার, যেমন কোনো গাড়ি চলার জন্য রাস্তা একটা আধার হয়। এই কারণে এই রশ্মিগুলোর সম্বন্ধ আকাশ তত্ত্বের সঙ্গে অবশ্যই আছে। কাল তো সবার সঙ্গে নিরপেক্ষ ও সমান সম্বন্ধ রাখেই, অন্যথা কোনো বস্তুর মধ্যে কোনো ক্রিয়াই হবে না, অস্তু।

প্রশ্ন – বর্তমান বৈজ্ঞানিক কালকে সামনে ও পিছনে যাওয়ার চর্চা করে, এর দ্বারা তারা কোনো ঘটনার ভবিষ্যত ও অতীতে যাওয়ার উপর অনুসন্ধান করছে। এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন?

উত্তর – এই প্রশ্নের উপর আমার প্রতিপ্রশ্ন আছে, সেটা হল কালের পিছনে যাওয়া অর্থাৎ ভূতে বা অতীতে যাওয়ার অর্থ কি? কোনো বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক কালকে পিছনে নিয়ে গিয়ে নিজের পূর্ব যুব বা শিশু রূপকে প্রাপ্ত করতে পারবে কি? তারা কি মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে? রামায়ণ, মহাভারত কালে গিয়ে এই ভূমিতে সেই যুগ ও তাতে বিদ্যমান মানুষ, দেব ও অন্য সম্পূর্ণ পরিস্থিতিকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে? আমার নিশ্চিত মত হল এমন হওয়া সম্ভব নয়। যদি এমন সম্ভব না হয়, তাহলে কালের পিছনে যাওয়ার অর্থ কি থাকলো? তবে হ্যাঁ, আমি এটা তো স্বীকার করি যে, কোনো

Vaidic Physics Youtube Channel

য়োগী ভূতকালীন ঘটনাকে নিজের য়োগবল দ্বারা জানতে পারবে। ভবিষ্যতে কোনোদিন বৈজ্ঞানিক কোনো টেকনিকের আবিষ্কার করে মহাভারত যুদ্ধের ধ্বনি ও রূপকে শুনতে ও দেখতেও পারবে, কিন্তু বাস্তবে তারা সেই যোদ্ধাদের পুনর্জীবিত করতে পারবে না আর এই পৃথিবীতে সেই পরিস্থিতিকে বাস্তবে উৎপন্ন করতে পারবে।

কোনো রাসায়নিক প্রয়োগ দ্বারা বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবকও হতে পারবে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কাল পূনরায় ফিরে এসেছে। কাল ফিরে এলে নদী, পর্বত, বৃক্ষ, সম্পূর্ণ ভৌগোলিক ও পরিবেশগত তন্ত্র সবকিছু ভূতকালের মতো হয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু কেউ কি এমন করতে পারবে? কক্ষনো না। বিজ্ঞান বল ও ঊর্জার কোনো বিশেষ টেকনিকের আধারে কোনো পদার্থ বিশেষের মধ্যে হতে চলা প্রক্রিয়াকে মন্দ বা তীব্র তো করতে পারবে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কালের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে এমন করা হয়েছে। আপনি যখন এটাই জানেন না যে কাল কোন বস্তুর নাম, তখন তার তীব্র বা মন্দ হওয়ার চর্চা করে কি দেখাতে চাইছেন?

এখন ভবিষ্যতে যাওয়া নিয়ে একটু বিচার করুন। আমি এটা জানতে চাই যে এর অর্থ কি? আপনি কি এর দ্বারা এটা বলতে চাইছেন যে আপনি ভবিষ্যতে গিয়ে কোনো শিশুর নাতির বিবাহ করতে পারবেন? ভবিষ্যতে হতে চলা প্রত্যেক পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন? তাহলে এটা পুরোটাই কল্পনা হবে। ভূত তো নিশ্চিতও হয়, কিন্তু ভবিষ্যত তো নিশ্চিতও হয় না, তাহলে তার সাক্ষাৎ কিভাবে হবে? কোনো উচ্চকোটির য়োগী ভবিষ্যতের কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত করবে এটা সম্ভব, কিন্তু এরদ্বারা এটা সিদ্ধ হবে না যে সে কালকে সামনে সরিয়ে দিয়েছে। কোনো ব্যক্তি কালকে সামনে সরিয়ে স্বয়ংকে চিতাতে জ্বলতে

Vedic Physics Youtube Channel

দেখতে পারবে কি? পারবে কি কিছু ক্ষণের মধ্যে ভবিষ্যতের ভূগোলের সাক্ষাৎকার করতে?

বস্তুতঃ গণিতের মিথ্যার জালে ফেঁসে গিয়ে কালকে না বুঝে বর্তমান বিজ্ঞান স্বয়ং উপহাসের পাত্র হয়ে বসে আছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সিদ্ধান্তের ভারী অপব্যবহার বর্তমান বৈজ্ঞানিক করছে বলে মনে হয়। কালকে আকাশের সাথে জুড়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক ভারী ভ্রান্তিতে আছে। তারা এই দুটোর স্বরূপকে জানে না, তবুও এই দুটোকে মিশিয়ে টানা হেচড়া করছে, ফলে এর পরিণাম তো বিপরীতই হবে। তারা কাল আর অবধির অন্তরকেও বুঝতে পারছে না। যদি কোনো ব্যক্তি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতাকে অথবা সেগুলোর মাপক মিটার, ফিট আদিকেই আকাশ মেনে নেয়, তাহলে এটা তার ভারী ভ্রম বা মূর্খতা হবে না? এমনই স্থিতি হবে যদি ঘন্টা, মিটার, সেকেণ্ড আদি অবধি মাপি মাপককে কাল মানা হয়। এর উপর আবার এগুলোকে পরস্পর জুড়ে দিলে চাল-না-চুলো-ঢেঁকি-না-কুলোর মতো অবস্থা হবে। বৈদিক বিজ্ঞান হতে অনভিজ্ঞ বর্তমান বিজ্ঞান এমন ভুল শতাব্দী ধীরে করে আসছে আর পরবর্তীতেও করতে থাকবে।

প্রশ্ন – কাল এবং সময় বা সময়াবধির মধ্যে পার্থক্য কি? যাকে আমরা ক্ষণ, মুহূর্ত, দিন, মাস, বর্ষে মাপি, আপনার দ্বারা পরিভাষিত কালের সাথে তার কি সম্বন্ধ?

উত্তর – কালের বিষয়ে আমি সবিস্তারে লিখে দিয়েছি। মহর্ষি কণাদ একে দ্রব্যের অন্তর্গত মেনেছেন, অন্যদিকে সময় বা সময়াবধির প্রয়োগ মাত্র ব্যবহৃত হয়। কোনো ক্রিয়া বিশেষকে পূর্ণ করতে অথবা কোনো ঘটনা বিশেষে কাল রশ্মির স্পন্দনের মাত্রাকেই সময়ের মাপ বলা হয়। 'ওম্' রশ্মির একটা স্পন্দন সময়ের সবথেকে সূক্ষ্ম মাপ হয়। এরথেকে সূক্ষ্ম এই সৃষ্টিতে কখনও কোথাও

Vedic Physics Youtube Channel

কোনো ঘটনা হওয়া সম্ভব নয়। প্রাণ, অপান, মাস, ঋতু আদিও কালমাপী রশ্মি হয়। একটা প্রাণের স্পন্দনের ঘটনাতে কতবার 'ওম্' রশ্মি স্পন্দিত হয়, এটা প্রাণ রশ্মির মাপ হবে। একইভাবে অন্য বিষয়েও জেনে নেওয়া উচিত। এক সেকেণ্ডে কতবার প্রাণ রশ্মি বা 'ওম্' রশ্মি স্পন্দিত হয়, এটা কেউই জানে না।

আমাদের জানা না থাকলেও আমরা ঘন্টা, মিনিট, সেকেণ্ড, দিন, মাস, বর্ষ আদির দ্বারা 'ওম্' রশ্মির স্পন্দনকেই মাপি। এই কারণে বর্তমান ভৌতিকবিদ্ সীজিয়ম ১৩৩ এটমের দুই অতি সূক্ষ্ম স্তরের মধ্য বিকিরণের ৯,১৯,২৬,৩১,৭৭০ সংক্রমণের অবধিকে এক সেকেণ্ড মানে। বর্তমান সময়ের সবথেকে সূক্ষ্ম মাপ প্লাঙ্ক সময়কে ধরা হয়, সেটা ৫.৩৯১×১০$^{-৪৪}$ সেকেণ্ডের সমান হয়। না কেবল 'ওম্' রশ্মির স্পন্দন, অপিতু প্রাণাপানাদির স্পন্দনের অবধিও প্ল্যাঙ্ক সময় থেকে ন্যুন হয়। এই কারণে এই স্পন্দনকে বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা কখনও মাপা যাবে না।

এই সৃষ্টির মধ্যে যেসব ঘটনা হচ্ছে, সেইসব বিভিন্ন প্রকারের গতির কারণে হচ্ছে। সেইসব গতির মূল কারণই হল কাল অর্থাৎ 'ওম্' রশ্মির স্পন্দন। এই স্পন্দন থেকে অগ্রিম চরণের স্পন্দন, পুনঃ নানা প্রকারের কণা ও সংসারের গতি সব কালের কারণেই হচ্ছে। এই গতির কারণেই আমরা সময়ান্তরালকে মাপতে পারি। দুই ঘটনার অন্তরালই সময়ের কোনো মাপ হয়, কারণ ঘটনার মূল উত্তরদায়ী কাল হয়, এই কারণে সংসারের মধ্যে সময়ান্তরাল বা সময়কে কাল নাম দেওয়া হয়েছে। কালের মধ্যে তমোগুণের অভাব হওয়ার কারণে এর রশ্মি ক্রমাগত সমান লয়ে গমন করতে থাকে। এরমধ্যে কখনও উত্থান-পতন হয় না। কাল সব পদার্থকে ক্ষীণ করতে থাকে আর ক্ষীণতার মাত্রাকেও কালের মধ্যে মাপা হয়। ক্ষীণতা-নবীনতা, শীঘ্রতা-চিরকারিতা, পূর্ব-পশ্চাৎ, এই লক্ষণ সমস্ত গতিমান পদার্থের মধ্যে ঘটে অর্থাৎ কালের জন্যই সব সম্ভব হয়।

Vedic Physics Youtube Channel

এই কারণে এই লক্ষণ গুলোকে কালের লক্ষণ বলা হয়।

মহত্, অহংকার ও মন

এই কালতত্ত্ব সর্বপ্রথম যে তত্ত্বকে উৎপন্ন করে, তাকে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে 'প্রজাপতি' বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি মহত্ বা মনস্তত্ত্বকেও প্রজাপতি বলা হয়েছে। এই বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

প্রজাপতয়ে মনবে স্বাহা
(তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪.১.৯.১, মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.৭.৭),
প্রজাপতির্বাব মহান্ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৪.১০.২),
প্রজাপতির্বৈ মনঃ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১০.১, ২৬.৩; শতপথ ব্রাহ্মণ ৪.১.১.২২),
মন ইব বৈ প্রজাপতিঃ (কাঠক সংহিতা ৩১.১৫, ৩৫.১৭),
মহদ্রূপো বৈ প্রজাপতিঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.১২)

এইসব প্রমাণ দ্বারা মহত্তত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্বের প্রজাপতি রূপ হওয়া সিদ্ধ হয়। এই সৃষ্টির মধ্যে এটাই হল সেই প্রাথমিক পদার্থ, যেটা বল, ক্রিয়া আদির বীজরূপ তথা প্রকৃতির প্রায় অব্যক্ত ভাবযুক্ত হয় তথা সেটা বিকারকে প্রাপ্ত করে নানা পদার্থের রূপে প্রকট হয়। সুশ্রুত সংহিতার মধ্যে বলা হয়েছে –

তস্মাদব্যক্তান্মহানুৎপদ্যতে তল্লিঙ্গ এব (শারীরস্থানম্ ১.৪)

অর্থাৎ মহত্তত্ত্বই অব্যক্ত প্রকৃতির লক্ষণযুক্ত হয় অর্থাৎ অব্যক্তবৎই হয়। আমার মতে এটা সর্বথা অব্যক্ত হয় না। আমার মতের পুষ্টি পরে উদ্ধৃত মহাভারতের প্রমাণ থেকে হয়ে যাবে। সাংখ্যদর্শনে মহর্ষি কপিল মহত্, অহংকার এবং মন এই তিন পদার্থকে পৃথক-পৃথক বলেছেন। যদিও সাংখ্যদর্শনের সূত্র –

'মহদাখ্যমাদ্যম্ কার্যম্ তন্মনঃ' [১.৩৬ (৭১)]

Vedic Physics Youtube Channel

থেকে এমন সংকেতও পাওয়া যায় যে এখানে মহত্–কে মন বলা হয়েছে। আন্তরিক ইন্দ্রিয় রূপে যে মন আছে, সেটা হল এরথেকে পৃথক এর কার্যরূপ আগামী পদার্থ। মহত্ অর্থাৎ মনস্তত্ত্বকে বুদ্ধি নামও দেওয়া হয়েছে তথা এর লক্ষণ করে বলা হয়েছে –

'অধ্যবসায়ো বুদ্ধি' (সাংখ্যদর্শন ২.১৩)

এর অর্থ হল এটা ক্রমাগত প্রচেষ্টা করার ধর্ম যুক্ত হয়। মহত্তত্ত্বের বিষয়ে ভগবান্ ব্রহ্মা বলেছেন –

অব্যক্তাৎপূর্বমুৎপন্নো মহানাত্মা মহামতিঃ।
আদির্গুণানাম্ সর্বেষাম্ প্রথমঃ সর্গ উচ্যতে।।১।।
মহানাত্মা মতির্বিষ্ণুর্জিষ্ণুঃ শম্ভুশ্চ বীর্যবান্।
বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলব্ধিশ্চ তথা খ্যাতির্ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।।২।।
(মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব, অনুগীতাপর্ব অধ্যায় ৪০)

এখানে মহত্তত্ত্বের অনেক সমার্থক শব্দের উল্লেখ আছে, যার ব্যাখ্যা আমি নিম্নানুসারে করবো –

১. মহান্ – অত্যন্ত ব্যাপক তাই একে মহান্ বলা হয়।

২. আত্মা – এটা সৃষ্টির সব জড় পদার্থের ভিতরে আত্মার সমান বিচরণ করে তাই একে আত্মা বলে।

৩. মতিঃ – [মন্যতে ইতি কান্তিকর্মা (নির্ঘন্টু ২.৬), মন্যতে ইতি অর্চতিকর্মা (নির্ঘন্টু ৩.১৪)] এই পদার্থ সূক্ষ্ম, কিন্তু ব্যাপক বল তথা অতি মন্দ অব্যক্ত দীপ্তি যুক্ত হয়। এই পদার্থের মধ্যে বাক্ তত্ত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মতম 'ওম্' রশ্মি একরস হয়ে ব্যাপ্ত বা বিচরণ করে, এই কারণে মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্য বাক্ তত্ত্বকেও মতি বলেছেন

Vaidic Physics Youtube Channel

আর লিখেছেন –

‘বাগ্বৈ মতির্বাচা হীদম্ সর্বম্ মনুতে’ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.১.২.৭)

৪. বিষ্ণুঃ – [বিষ্ণুঃ = ব্যাপ্তশীলম্ বিদ্যুদ্রূপাগ্নিঃ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ যজুর্বেদ ভাষ্য১২.৫), যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ১.৯.৩.৯)] এই মহত্তত্ত্বই সর্বপ্রথম সংযোগ-বিয়োগাদি গুণযুক্ত হয়ে বিভিন্ন পদার্থের নির্মাণ প্রারম্ভ করে। ঋষি দয়ানন্দের দৃষ্টিতে সম্ভবত কারণ বিদ্যুৎও এটাই হয়, যেটা একরস প্রকৃতি অবস্থার কিঞ্চিৎ বিক্ষুব্ধ রূপে বিদ্যমান হয়।

৫. বিষ্ণুঃ – এই পদার্থ সব পদার্থকে নিয়ন্ত্রিত কারী স্বভাবের হয় অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ব্যক্ত বলের উৎপত্তি সর্বপ্রথম এখানেই হয়।

৬. শম্ভুঃ – এই পদার্থ সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থাতে উৎপন্ন ক্ষোভকারী অনিষ্ট রশ্মি আদি পদার্থকে শান্ত করতে অন্তিম ভূমিকা পালন করে।

৭. বীর্যবান্ – এই পদার্থ বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি প্রক্রিয়ার বীজারোপণ করে।

৮. বুদ্ধি – এই তত্ত্বের কারণেই প্রাণীদের মধ্যে নিশ্চয় করার সামর্থ্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে প্রাণীর ভিতরে এই তত্ত্বের যত অধিক ভাগ বিদ্যমান হবে, সেই প্রাণী ততই অধিক বিচার শক্তি সম্পন্ন হবে।

৯. প্রজ্ঞা – এর কারণে প্রাণী প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হয়।

১০. উপলব্ধিঃ – এই পদার্থ নিজের নিকটস্থ পদার্থকে গ্রহণকারী স্বভাবের হয়।

১১. খ্যাতিঃ – জড় পদার্থ যেন এখান থেকেই প্রকটাবস্থাতে আসা প্রারম্ভ করে অর্থাৎ প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থা ভঙ্গ হয়ে যায়।

১২. ধৃতিঃ – এই পদার্থ সব পদার্থকে ধারণ করতে সক্ষম হয়।

Vedic Physics Youtube Channel

১৩. স্মৃতিঃ – (স্মৃতিঃ = স্মৃ প্রীতিসেবনয়োঃ, প্রীতিচলনয়োর্বা) এর কারণেই প্রত্যেক পদার্থ সংরক্ষিত ও গতিশীল থাকতে পারে। সেটা নিজের প্রতিরক্ষা-মূলক স্বভাবেরও হয়। এই কারণে প্রাণী স্মরণ শক্তিযুক্ত হয়।

অহংকার তত্ত্বের বিষয়ে ভগবান্ ব্রহ্মা বলেছেন –

য় উৎপন্নো মহান্ পূর্বমহঙ্কারঃ স উচ্যতে।
অহমিত্যেব সম্ভূতো দ্বিতীয়ঃ সর্গ উচ্যতে।।১।।
অহঙ্কারশ্চ ভূতাদির্বৈকারিক ইতি স্মৃতঃ।
তেজসশ্চেনা ধাতুঃ প্রজাসর্গঃ প্রজাপতিঃ।।২।।
দেবানাম্ প্রভবো দেবো মনসশ্চ ত্রিলোককৃৎ।
অহমিত্যেব তৎসর্বমভিমন্তা স উচ্যতে।।৩।।

(মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব, অনুগীতাপর্ব, অধ্যায় ৪১)

অর্থাৎ পূর্বোৎপন্ন মহত্তত্ত্বকেই সেই সময় অহংকার বলে, যখন এটা নিজের প্রকটাবস্থা রূপে দ্বিতীয় সৃষ্টির রূপ ধারণ করে। এই তত্ত্বই পঞ্চমহাভূতের কারণ হয় তাই একে বৈকারিক বলে। এটা তেজের ধারণকর্তা ও আত্মা বা পরমাত্মার দ্বারা ধারণ করা হয়। এর থেকে নানা পদার্থ উৎপন্ন হয় তাই একে প্রজাপতিও বলা হয়। এর থেকে নানা দেব পদার্থ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন (আন্তরিক ইন্দ্রিয়) এবং [লোকঃ = ছন্দাম্সি বৈ সর্বে লোকাঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৩৩২), এবা বৈ ব্যাহৃতয় ইমে লোকাঃ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২.২.৪.৩)] ভূরাদি তিন ব্যাহৃতি ছন্দ রশ্মি রূপী লোক উৎপন্ন হয়, তার পাশাপাশি সব ছন্দ রশ্মি এর থেকেই উৎপন্ন হয়। এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি অহংকার রূপই হয় তথা তার দ্বারাই বিভিন্ন কামনা অর্থাৎ আকর্ষণাদি বলযুক্ত হয়। এইজন্য মহর্ষি কপিল বলেছেন – 'অভিমানোऽহঙ্কারঃ' (সাংখ্যদর্শন ২.১৬)

Vedic Physics Youtube Channel

অহংকারের ভেদ

[অভিমানঃ = অভি+মন্ = কামনা করা, লালায়িত হওয়া, আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা – আপ্টেকোশ] এর তাৎপর্য হল এই পদার্থের মধ্যে সর্বত্র আকর্ষণ এবং ভেদক বল উৎপন্ন হয়ে ক্রিয়াশীলতা উৎপন্ন হতে থাকে। মহত্তত্ত্বের চরম রূপকেই অহংকার বলে, এর পুষ্টি মহর্ষি কপিলও করেছেন –

চরমোऽহঙ্কারঃ [সাংখ্যদর্শন ১.৩৭ (৬২)]

এই তত্ত্বের তিনটা প্রকার বলে মহর্ষি সুশ্রুত লিখেছেন –

তল্লিঙ্গাচ্চ মহতস্তল্লক্ষণ এবাহঙ্কার উৎপদ্যতে,
স ত্রিবিধো বৈকারিকস্তৈজসো ভূতাদিরিতি।।

(সুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থানম্ ১.৪)

অন্যদিকে মহর্ষি কপিলের কথন (সাংখ্যদর্শন ২.১৭-১৮) হল –

একাদশপঞ্চতন্মাত্রম্ তৎকার্য়ম্।
সাত্ত্বিকমেকাদশম্ প্রবর্ত্ততে বৈ কৃতাদহঙ্কারাত্।।

একে আরও স্পষ্ট করে মহর্ষি সুশ্রুত বলেছেন –

‘‘তত্র বৈকারিকাদহঙ্কারাত্তৈজসসহায়াত্তল্লক্ষণান্যেবৈকাদশেন্দ্রিয়াণ্যুৎপদ্যন্তে।।
ভূতাদেরপি তৈজসসহায়াত্তল্লক্ষণান্যেব পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুৎপদ্যন্তে।
তদ্যথা-শব্দতন্মাত্রম্, স্পর্শতন্মাত্রম্, রূপ-তন্মাত্রম্, রসতন্মাত্রম্, গন্ধতন্মাত্রমিতি।
তেষাম্ বিশেষাঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ, তেভ্যো ভূতানি
ব্যোমানিলানলজলোর্ব্যঃ, এবমেষা তত্ত্বচতুর্বিম্শতির্ব্যাখ্যাতা।।’’

(সুশ্রুতসংহিতা, শারীরস্থানম্ ১.৫,৭)

এরদ্বারা স্পষ্ট হয় যে অহংকার তত্ত্ব সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ –এর প্রাধান্যে

Vaidic Physics Youtube Channel

ক্রমশঃ বৈকারিক, তৈজস এবং ভূতাদি নামক হয়। বৈকারিক অহংকার থেকে আন্তরিক ইন্দ্রিয় সংজ্ঞক মন এবং দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই ক্রিয়াতে তৈজস অহংকারেরও যোগ থাকে। এর মানে হল ইন্দ্রিয় সত্ত্ব ও রজস্ প্রধান হয়। যদিও এখানে তমোগুণের কোনো উল্লেখ নেই, তবুও আমার মত হল কাল তত্ত্বের অতিরিক্ত সর্বত্রই তমোগুণের মাত্রা ন্যূনাধিক অবশ্যই থাকে, এই কারণে এখানেও তমোগুণের স্বল্প মাত্রার বিদ্যমানতা মানা উচিত। ধ্যাতব্য হল, তমোগুণের সর্বথা অবিদ্যমানতার কারণে যেকোনো পদার্থ সর্বদা গতিশীলই থাকবে। এই সৃষ্টির মধ্যে কাল তত্ত্বের অতিরিক্ত অন্য কোনো এমন জড় পদার্থ নেই, যেটা সর্বদা গতিশীল থাকে, এই কারণে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তমোগুণের অতিন্যূন মাত্রায় বিদ্যমানতা আবশ্যক। অন্যদিকে তমোগুণ প্রধান ভূতাদি অহংকার থেকে তৈজস অহংকারের সহায়-সংযোগ দ্বারা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের চরণবদ্ধ শৈলী থেকে উৎপত্তি হয়। আমি এখানে সেই ক্রমের বর্ণনা এখন করছি না।

এখানে আমরা যদি অহংকার বা মহত্তত্ত্বের স্বরূপের উপর বিচার করি, তাহলে স্পষ্ট হয় যে বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিকল্পিত কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থই এরসঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে না। এরমধ্যে বিদ্যুৎ আবেশ, দ্রব্যমান এবং স্পষ্ট ও প্রত্যাশিত গতিশীলতা আদির প্রাদুর্ভাব হয় না। এমন পরিস্থিতিতে বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষাতে এটাও না দ্রব্য, না ঊর্জা আর না স্পেস নামক আকাশ হবে। বৈদিক ভাষাতে একে দ্রব্য ও ঊর্জা দুটোই বলা যেতে পারে, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষাতে এই পদার্থ এখনও কল্পনাতীতই মানা যেতে পারে।

প্রশ্ন – প্রকৃতি পদার্থ থেকে মহত্, অহংকার বা মনের অবস্থা উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া কি? মন তথা মহত্–অহংকারের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর – কাল তত্ত্ব সক্রিয় হতেই সম্পূর্ণ ত্রিগুণা প্রকৃতির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন করার জন্য ঈশ্বর তত্ত্ব 'ওম্' রশ্মির পরা অবস্থাকে অব্যক্ত ভাবে সর্বত্র সঞ্চারিত করতে থাকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে কাল তত্ত্বের সঞ্চারণ হতে থাকে। এই সঞ্চারণ এমন হয় যে সত্ত্বাদি তিন গুণ সক্রিয় হয়ে ওঠে, এই অবস্থাকেই মহত্ বলে। 'ওম্'–এর পরাস্বরূপ যখন সত্ত্ব ও রজস্ এই দুই গুণকেই সক্রিয় করে, তখন মূল প্রকৃতি কাল তত্ত্বের রূপ ধারণ করে আর যখন 'ওম্'–এর পরারূপ, যেটা কাল তত্ত্ব রূপে বিদ্যমান থাকে, সেই সময় মূল প্রকৃতির তিন গুণকে সক্রিয় করে, তখন প্রকৃতি মহত্তত্ত্বের রূপ ধারণ করে। এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবকাশ রূপ আকাশের মধ্যে একরস হয়ে ভরা থাকে অর্থাৎ এরমধ্যেও প্রায় কোনো উত্থান-পতন (ফ্লাকচুয়েশন) হয় না।

'ওম্' রশ্মির পরা অবস্থা সম্পূর্ণ পদার্থের মধ্যে এক সাথে ব্যাপ্ত থাকে, যারফলে তিন গুণ সবথেকে সূক্ষ্ম রূপে সক্রিয় বা জাগ্রত হতে থাকে। এরফলে সেই পদার্থের মধ্যে এমন ধীরতম দীপ্তি হয়, যেটা সম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে অন্যত্র কোথাও হয় না। এই সৃষ্টির মধ্যে যেসব গভীর অন্ধকার আছে, তার থেকেও গভীর অন্ধকার মহত্তত্ত্বের মধ্যে হয়। মহত্–এর চরমাবস্থা রূপ অহংকারও এমন অন্ধকার যুক্ত হয়। এরমধ্যে মহত্তত্ত্বের পূর্ণতা হয়। এই সময় পরারূপ 'ওম্' রশ্মির অতিরিক্ত সব অক্ষর ব্যক্তাবস্থাকে প্রাপ্ত করে নেয়। যখন ঈশ্বরীয় প্রেরণায় সর্বতোব্যাপ্ত মহত্তত্ত্বের মধ্যে কাল তত্ত্ব অর্থাৎ পরা 'ওম্' রশ্মির সঞ্চারণ হয়, তখন অক্ষর রশ্মি মিলিত হয়ে পদরূপ রশ্মির নির্মাণ করতে শুরু করে, মহত্–এর এই অবস্থাকেই অহংকার বলে। অহংকারের মধ্যে সব পদরূপ রশ্মি পরা অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। অহংকারকে অগ্রিম অবস্থা মনস্তত্ত্বে পরিবর্তিত করার জন্য ঈশ্বর দ্বারা 'ওম্' রশ্মির পুনরায় সঞ্চারণ করানো হয়। এর

Vaidic Physics Youtube Channel

ফলে সব পদরূপ রশ্মি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ছন্দ রশ্মির নির্মাণ করতে থাকে। এই ছন্দগুলোও পরা অবস্থাতেই হয়।

এইভাবে সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্ব এমন অনন্ত সমুদ্র হয়, যার মধ্যে সব প্রকারের অক্ষর, পদ ও ছন্দ রশ্মি ব্যাপ্ত থাকে। ধ্যাতব্য হল, না তো সম্পূর্ণ প্রকৃতি মহতের (অক্ষর) মধ্যে, না সম্পূর্ণ মহত্ অহংকারের (পদ) মধ্যে আর না সম্পূর্ণ অহংকার মনস্তত্ত্বের (ছন্দ) মধ্যে পরিবর্তিত হয়। এর পশ্চাৎ ঈশ্বরের প্রেরণায় কিছু পরা 'ওম্' রশ্মি পশ্যন্তী 'ওম্' রশ্মিতে পরিবর্তিত হওয়া শুরু করে। এই পশ্যন্তী 'ওম্' রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্বের মধ্যে সঞ্চারণের কারণে অন্য পরা রশ্মিগুলো পশ্যন্তী রশ্মিতে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। মনস্তত্ত্বের এই অবস্থাই প্রজাপতি নামে পরিচিত, কারণ এখানে মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে উৎপন্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

অনিরুক্তম্ হি মনঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৪.৪.৫),
অনন্তম্ বৈ মনঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.৬.১.১১),
মনসা বাऽ ইদꣳ সর্বমাপ্তম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৭.৪.২২),
বাক্ চ বৈ মনশ্চ দেবানাম্ মিথুনম্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.২৩),
মনসা হি বাগ্ধৃতা (কপিষ্ঠল সংহিতা ৩৭.৪),
মনসো রেতো বাগ্বাচো রেতঃ কর্ম (ঐতরেয় আরণ্যক ২.১.৩),
অথো দ্বে এব ধুরৌ মনশ্চৈব বাক্ চ। মনসো হি বাক্ প্রজায়তে
(জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৩২০)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে মনও মহত্তত্ত্ব বা অহংকারের মতো সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। এটা নিজের থেকে উৎপন্ন প্রত্যেক পদার্থকেও বাইরে ভিতর থেকে ব্যাপ্ত করে। এই পদার্থ 'ওম্' রশ্মিকে পশ্যন্তী রূপের সঙ্গে মিথুন বানিয়ে

Vaidic Physics Youtube Channel

তাকে নিজের সঙ্গে ধারণ করে থাকে। মনস্তত্ত্বের সার বাক্ অর্থাৎ 'ওম্'–এর পশ্যন্তী রূপ হয় তথা এই বাক্ তত্ত্ব থেকেই সব কর্ম উৎপন্ন হয় কিংবা ক্রিয়া-শীলতা এই বাক্ তত্ত্বের সার হয়। বস্তুতঃ এই 'ওম্' রশ্মির কারণেই মনস্তত্ত্ব সক্রিয় হয়। যদি মহত্তত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বকে একটা সূক্ষ্ম ঊর্জার মতো ভেবে বিচার করা হয়, তাহলে এমন মনে হবে যে এই অদৃশ্য ও অগ্রাহ্য ঊর্জা নগণ্য শক্তির হয়,যেটা একরসবৎ সর্বত্র ভরে থাকে। এর রশ্মি প্রায় শূন্য কিংবা অত্যল্প আবৃত্তি এবং অনন্তের সমকক্ষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য যুক্ত হয়। এর ফলে এই তত্ত্বও প্রায় অচল রূপে সর্বত্র ব্যাপ্তবৎ থাকে। অন্যদিকে শরীরধারিদের মধ্যে যে মহত্, অহংকার ও মন আছে, সেটা ব্যষ্টি রূপ তীব্র গতিতে বিচরণকারী হয়। মনস্তত্ত্বের ভিতরে সব সংযোগ-বিয়োগ আদি ক্রিয়া এই রশ্মির কারণেই প্রারম্ভ হয়। এই কারণে বলা হয়েছে – ওমিতি বৈ স্বর্গো লোকঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.৩২)

অন্যদিকে ঋষিগণ স্বর্গলোকের ব্যাখ্যাতে বলেছেন –

এষ হ বৈ স্বর্গো লোকো য়দ্ য়জ্ঞায়জ্ঞীয়ম্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.৪২৫),

স্বর্গো বৈ লোকো য়জ্ঞঃ (কৌষীতকী ব্রাহ্মণ (১৪.১)

এর থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে এই 'ওম্' রশ্মি রূপ বাক্ তত্ত্বই মনস্তত্ত্বকে সর্গ প্রক্রিয়া প্রারম্ভ করার যোগ্য করে তোলে অর্থাৎ তাকে সক্রিয় করে। এইজন্য মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্য বলেছেন –

মনশ্চ হ বৈ বাক্ চ য়ুজৌ দেবেভ্যো য়জ্ঞম্ বহতঃ

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৪.৪.১)

মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাসের কথন হল –

বৃষা বা ঋষভো য়োষা সুব্রহ্মণ্যা, তন্মিথুনম্,

তস্ম মিথুনস্য প্রজাত্যা ইতি।। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬.৩)

Vaidic Physics Youtube Channel

এখানে 'বৃষা হি মনঃ' (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৪.৪.৩) এবং 'বাগ্বৈ সুব্রহ্মণ্যা' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬.৩) থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে বাক্ ও মনের যোগ দ্বারাই সব পদার্থের সৃষ্টি হয়।

এইভাবে সেই সময় সম্পূর্ণ অবকাশরূপ আকাশ মনস্তত্ত্ব এবং 'ওম্'–এর পশ্যন্তী রূপের মিশ্রণ দিয়ে ভরে যায়। সেই সময় সম্পূর্ণ পদার্থের মধ্যে পূর্বা-পেক্ষা কিছু ব্যক্ত, কিন্তু মানব দৃষ্টিতে অব্যক্ত দীপ্তি ও সূক্ষ্মতম কম্পন বিদ্যমান হয়। এই অবস্থাও বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিভাষিত দ্রব্য, উর্জা ও স্পেস থেকে ভিন্ন তথা তার পূর্বের হবে। এখানে মনস্তত্ত্ব আগামী পদার্থের উৎপত্তি হেতু সক্ষম হয়ে ওঠে। এই পদার্থের মধ্যে এখনও একরসতা ভঙ্গ হয়নি, কিন্তু হওয়ার জন্য অনুকূল স্থিতি হয়ে গেছে। ধ্যাতব্য হল, এই অবস্থা সমষ্টি বুদ্ধি, অহংকার ও মনেরই মানা উচিত। বিভিন্ন প্রাণীর অন্তঃকরণের রূপে যে বুদ্ধি, অহংকার ও মন আছে, সেগুলো এই সমষ্টি বুদ্ধি আদিরই অবয়ব রূপে বিদ্যমান হয়। যেভাবে সমষ্টি পদার্থের সম্বন্ধ ঈশ্বরের সঙ্গে হয়, সেইভাবে ব্যষ্টি পদার্থের সম্বন্ধও জীবাত্মার সঙ্গে হয়। ঋষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ১৭.৩২ মন্ত্রে সূত্রাত্মা বায়ুর পূর্বে যে দিব্য বায়ু উৎপন্ন হওয়ার চর্চা করেছেন, আমার মতে সেটাই হল মন বা অহংকার তত্ত্ব।

প্রাণ ও ছন্দ তত্ত্ব

যখন 'ওম্' রশ্মির পশ্যন্তী রূপের তীব্রতা বাড়ে, সেই সময় প্রায় একরসবৎ মনস্তত্ত্বের মধ্যে স্পন্দন হতে থাকে। এই স্পন্দনই ভূরাদি ব্যাহৃতি রশ্মি এবং প্রাথমিক প্রাণের রূপ হয়। এই বিষয়ে মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস লিখেছেন –

''প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয় ভূয়ান্ স্যামিতি, স তপোঽতপ্যত, স তপ-স্তপ্ত্বেমম্ দ্বাদশাহমপশ্যদাত্মন এবাঙ্গেষু চ প্রাণেষু চ, তমাত্মান এবাঙ্গেভ্যশ্চ

Vaidic Physics /Youtube Channel

প্রাণেভ্যশ্চ দ্বাদশধা নিরমিমীত...।।'' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪.২৩)

এই কণ্ডিকার বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যান পাঠক 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থের মধ্যে দেখতে পাবেন। এখানে সংক্ষেপে চর্চা এই হল যে পরমাত্মা তত্ত্ব কাল তত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'ওম্' রশ্মির দ্বারা এক সাথে স্পন্দন উৎপন্ন করতে থাকে। এই ক্রিয়া অকস্মাৎ অতি তীব্র গতিতে হয়। এই স্পন্দনই ভূরাদি ব্যাহৃতি রূপ ও প্রাণাদি প্রাণরূপ হয়। মহর্ষি ব্যাসপ্রাণ তত্ত্বের বিষয়ে বলেছেন –

প্রাণঃ কম্পনাত্ (ব্রহ্মসূত্র ১.৩.৩৯), অণবশ্চ (ব্রহ্মসূত্র ২.৪.৭)

এই সূত্র থেকে স্পষ্ট হয় যে প্রাণ সূক্ষ্ম স্পন্দনকারী হয়। ঈশ্বর তত্ত্ব কাল তত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ মহত্তত্ত্ব-অহংকার বা মনস্তত্ত্বের বিশাল সাগর, যেটা সর্বত্র একরসবৎ ভরা থাকে, তাকে সূক্ষ্ম পশ্যন্তী 'ওম্' বাক্ রশ্মি দিয়ে এমন স্পন্দিত করতে থাকে, যেন কোনো শক্তি কোনো মহাসাগরে একসাথে তীব্র গতিতে একের-পর-এক সূক্ষ্ম-স্থূল তরঙ্গ উৎপন্ন করছে। সেইরূপ ঈশ্বর তাঁর শক্তি রূপ কালবাচী 'ওম্' রশ্মির দ্বারা মনস্ বা অহংকার তত্ত্বের মধ্যে প্রাণ ও ছন্দ রশ্মি রূপী তরঙ্গ নিরন্তর উৎপন্ন করতে থাকে। ধ্যাতব্য হল, যেকোনো পদার্থ থেকে অগ্রিম পদার্থ তৈরির সময় বড় মাত্রায় পদার্থ মূল রূপেই সুরক্ষিত থাকে, যেটা অগ্রিম প্রজন্মের পদার্থকে সংকুচিত করে তার থেকে অগ্রিম প্রজন্মের পদার্থের নির্মাণ ঈশ্বর, কাল তত্ত্ব এবং 'ওম্' রশ্মির দ্বারা প্রেরিত হয়ে করে। যখন এর উৎপত্তির প্রক্রিয়া প্রারম্ভ হয়, তখন সেই প্রক্রিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত তীব্র গতিতে হয়। এই তরঙ্গ (রশ্মি) গুলো মূলতঃ চার প্রকারের হয় –

(অ) মূল ছন্দ রশ্মি

(ব) প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি

(স) মাস ও ঋতু রশ্মি

Vedic Physics Youtube Channel

(দ) অন্য ছন্দ ও মরুদ্ রশ্মি

সব প্রকারের রশ্মি অক্ষর রূপ সূক্ষ্ম অবয়ব দ্বারা নির্মিত হয়। এই কারণে আমরা সর্বপ্রথম অক্ষর রূপ পদার্থের উপর বিচার করবো। এই বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

অক্ষরম্ বাঙনাম (নিঘন্টু ১.১১), তদ্ য়দক্ষরত্তস্মাদক্ষরম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.১.৩.৬), অক্ষরম্ ন ক্ষরতি, ন ক্ষীয়তে বা বাক্ ক্ষয়ো ভবতি, বাচোऽক্ষ ইতি বা (নিরুক্ত ১৩.১২), য়দ্বেবাক্ষরম্ নাক্ষীয়ত তস্মাদক্ষরয়ম্ অক্ষয়ম্ হ বৈ নামৈতৎ তদক্ষরমিতি পরোক্ষমাচক্ষতে (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ১.৭.২.২), মহত্তত্বাখ্যম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৩.৫৫.১)

এই প্রমাণগুলো থেকে সিদ্ধ হয় যে মহত্তত্ত্বই অক্ষর রূপ হয়। আমি পূর্বে লিখেছি যে প্রকৃতির মধ্যে 'ওম্' ছন্দ রশ্মি পরা রূপে উৎপন্ন হয়। তার পশ্চাৎ মহত্তত্ত্ব অক্ষর রূপে প্রকট হয় তথা মূল প্রকৃতির মধ্যে অক্ষর রূপ রশ্মিগুলো নিতান্ত অব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এমন মনে হয় যে কালের উৎপত্তির সময়ে সাম্যাবস্থাতেই অক্ষর রশ্মির বীজ রূপ অব্যক্ত রূপে প্রকট হয়, যা 'ওম্' রশ্মির পরা রূপে সঞ্চারিত হতেই ব্যক্ত হয়ে যায়। এই রশ্মিগুলো পূর্ণরূপে কখনও অবিদ্যমান হয় না, তা সেটা মহাপ্রলয়াবস্থাই হোক না কেন। এই রশ্মিগুলো ছন্দ রূপ তখনই ধারণ করে, যখন এগুলো শব্দ রূপ ধারণ করে নেয়। এই অক্ষর রশ্মি দুই প্রকারের হয় –

অক্ষর রশ্মি

১. স্বর – এই বিষয়ে বলা হয়েছে –

স্বয়ম্ রাজন্ত ইতি স্বরাঃ

(মহাভাষ্য ১.২.২৯.১ – বর্ণোচ্চারণ শিক্ষা থেকে উদ্ধৃত)

Vaidic Physics Youtube Channel

এই লঘু রশ্মিগুলো স্বয়ং প্রকাশিত হয়, কিন্তু এগুলো নিরন্তর লম্বা দূরত্ব পর্যন্ত গতিমান থাকতে পারে না। প্রশান্ত মনস্তত্ত্ব বা মহত্তত্ত্বের ভিতরে এগুলো অত্যন্ত লঘু (মৃদু) কম্পন, যা সর্বাধিক সূক্ষ্ম হয়, বিদ্যমান থাকে। এই অক্ষর-গুলো ছন্দরশ্মির মতো বল, গতি বা প্রকাশের স্রোত হয় না, কিন্তু অন্য অক্ষর, বিশেষ করে ব্যঞ্জন রশ্মির সাথে মিলিত হয়েই ছন্দ রূপ ধারণ করতে পারে। এগুলো ব্যঞ্জনকে বহন করতে সক্ষম হয়। বস্তুতঃ মহত্তত্ত্বের মধ্যে স্বর রশ্মিকে কোনোভাবেই পৃথক-পৃথক জানা সম্ভব নয়। স্বরের বিষয়ে ঋষিদের কথন হল–

স্বর বাঙনাম (নিঘন্টু ১.১১), প্রজাপতিঃ স্বরঃ (ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ৩.৭),
অনন্তো বৈ স্বরঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ (১৭.১২.৩)

অর্থাৎ স্বর হল বাক্ তত্ত্বেরই অতি সূক্ষ্ম অংশরূপ, যা পরিণামে অনন্ত হয় আর এটাই সব প্রকারের রশ্মি আদি পদার্থের জনক ও রক্ষক হয়। বস্তুতঃ এই রশ্মি স্বরূপ ব্যবহারকে প্রকট করে না। রশ্মি রূপ ব্যবহার সর্বপ্রথম 'ওম্' ছন্দ রশ্মি থেকে প্রকট হতে পারে। স্বর রশ্মি হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত তিন প্রকারের হয়। এগুলো ক্রমশঃ উত্তরোত্তর দীর্ঘাকার হয়ে যায়। এই তিনটা পুনরায় উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত তিন প্রকারের হয় অর্থাৎ এগুলো ক্রমশঃ তীব্র, মন্দ এবং মধ্যম শক্তিযুক্ত হয়। এইভাবে একটা স্বর নয় প্রকার রূপে পাওয়া যেতে পারে। এই নয়টা স্বরও সানুনাসিক এবং নিরনুনাসিক ভেদ দ্বারা ক্রমশঃ বন্ধক হওয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তি ও অধিক শক্তিযুক্ত হয়। এইভাবে একটা স্বর রশ্মি সর্বমোট আঠারো ভেদযুক্ত হতে পারে।

২. ব্যঞ্জন – এর বিষয়ে বলা হয়েছে –

অন্বগ্ভবতি ব্যঞ্জনমিতি

(মহাভাষ্য ১.২.২৯.১ – বর্ণোচ্চারণ শিক্ষা ম.দ.ভাষ্য থেকে উদ্ধৃত)

Vaidic Physics Youtube Channel

অর্থাৎ সেই অব্যক্ত সূক্ষ্মতম অবয়বও প্রকৃতি রূপ, পুনঃ প্রায় মহত্তত্ত্বেরই রূপ হয়, যা সর্বদা স্বরের উপর আশ্রিত অর্থাৎ সেগুলোর সাথেই সংযুক্ত হয়ে গতিশীল হতে পারে। মহতের মধ্যে অকস্মাৎ সূক্ষ্মতম স্ফোট রূপে প্রকট ব্যঞ্জন, যা এক স্থানে উৎপন্ন হয়ে থেকে যায়, সেটা কোনো স্বররূপী সূক্ষ্ম কম্পনের সাথে মিলিত হয়ে গতি, বল ও প্রকাশের অব্যক্ত রূপ যুক্ত হয়ে ওঠে। এটা স্বরের সাথে মিলিত হয়ে সূক্ষ্ম ছন্দের রূপ ধারণ করে নেয়। 'ভূ' আদি ছন্দ রশ্মি হল এর উদাহরণ।

এখন আমি বিভিন্ন অক্ষরের বিষয়ে আরও কিছু তথ্যকে প্রকাশিত করতে চাইবো। সব বৈদিক পদ সার্থক হয় তথা প্রত্যেক পদের তার অর্থরূপ পদার্থের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ থাকে। যখন প্রত্যেক পদ বা শব্দের তার বাচ্য কোনো পদার্থের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তখন সেই পদের অবয়বরূপ অক্ষরও নিরর্থক হবে না। এই কারণে প্রত্যেক অক্ষরেরও নিজের অর্থরূপ পদার্থের সাথে নিত্য সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। এই অক্ষর বিজ্ঞানকে বিস্তার ভাবে জানার জন্য পাঠক আর্য বিদ্বান পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মা কৃত 'বৈদিক সম্পত্তি' নামক গ্রন্থের স্বাধ্যায় করবেন, বিস্তারভয়ের কারণে আমি এখানে সেই বিষয়ের উপর বিস্তৃত লিখতে পারবো না। এই গ্রন্থের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা এবং দেবনাগরী লিপির গম্ভীর বিজ্ঞান প্রকাশিত হতে পারে। আমি পাঠকদের জানার জন্য সেই গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন অক্ষরের অর্থ সার রূপে উদ্ধৃত করছি –

অ – সব, পূর্ণ, ব্যাপক, অব্যয়, এক, অখণ্ড, অভাব, শূন্য।

ই – কারী (যেমন গৃহকারী) গতি, নিকট।

এ – গতি নয়, গতিহীন, নিশ্চল, পূর্ণ, অব্যয়।

উ – উপরে, দূরে, সেটা, তথা, আরও, আদি।

Vaidic Physics Youtube Channel

ও – অন্য নয়, সেটাই, অন্য কোনো না।

ঋ – সত্য, গতি, বাইরে।

ৠ – সত্য, গতি, ভিতরে।

ণ, ঞ, ন, ঙ, ঁ – না, অভাব, শূন্য।

:, হ – নিশ্চয়, অন্ত, অভাব, সঙ্কোচ, নিষেধ।

ক – বাঁধা, বলবান, বড়, প্রভাবশালী, সুখ।

খ – আকাশ, ফাঁকা, খোলা, ছিদ্র।

গ – গমন, সরে যাওয়া, স্থান ত্যাগ করা, পৃথক হওয়া।

ঘ – বাধা, বিরতি, একাগ্রতা।

চ – আবার, পুনঃ, পরে, অন্য, অপর, ভিন্ন, অপূর্ণ, অঙ্গহীন, খণ্ড।

ছ – ছায়া, আচ্ছাদন, ছত্র, পরিচ্ছদ, অখণ্ড আদি।

জ – জন্ম হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, নূতনত্ব, গতি।

ঝ – নাশ হওয়া।

ট – মধ্যম, সাধারণ, নির্বল, সঙ্কোচ, ইচ্ছা বিরুদ্ধ।

ঠ – নিশ্চয়, প্রগল্ভতা, পূর্ণতা।

ড – ক্রিয়া, প্রকৃতি, অচেতন, জড়।

ঢ – নিশ্চিত, নিশ্চল, ধারিত, চেতন।

ত – তলভাগ, নিচে, এইদিকে, আধার, এই পারে, কিনারা, অন্তিম স্থান।

থ – থেমে যাওয়া, আধেয়, উপরে, ওই পারে।

দ – গতি, দেওয়া, কম করা।

Vaidic Physics Youtube Channel

ধ – না দেওয়া, ধারণ করা, রেখে দেওয়া।

প – রক্ষা।

ফ – খুলে ফেলা, খোলা।

ৰ – প্রবেশ করা, ঢুকে যাওয়া, লুকোনো।

ভ – প্রকট, বাইরে, প্রকাশ।

য় – পূর্ণ গতি, ভিন্ন বস্তু।

র – দেওয়া, রমণ করা।

ল – নেওয়া, রমণ করা।

ব – অন্য, পূর্ণ ভিন্ন, অথবা, গতি, গন্ধ।

ষ – জ্ঞান, শ - প্রকাশ, স - সঙ্গে, শব্দ, সেটা।

ক্ষ – বন্ধ, জ্ঞান, অজ্ঞান, নির্জীব, নাশ, মৃত্যু।

ত্র – নিচে পর্যন্ত যাওয়া, সব দেওয়া, সব, সর্ব, সমগ্র।

জ্ঞ – অজন্মা, নিত্য, কর্ম, জ্ঞান।

৐ – বাণী।

৩. ওম্ – এরমধ্যে ‘অ’, ‘উ’ দুটো স্বর তথা ‘ম্’ ব্যঞ্জনের যোগ আছে। যদিও ‘ম্’ ব্যঞ্জন ‘অ’ এবং ‘উ’ এই দুটো স্বরের সাথে পৃথক-পৃথক সংযুক্ত হয়ে ‘ম’ তথা ‘অম্’ এবং ‘মু’ তথা ‘উম্’ ছন্দের নির্মাণ করতে পারে, কিন্তু ‘অ+উ’ = ‘ও’–এর সাথে ‘ম্’ সংগত হয়ে যে ‘ওম্’ ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়, সেটা সর্বাধিক ব্যাপক বল ও গতি সম্পন্ন হয়। এর প্রভাব ‘ম্+অ+উ’ = ‘মো’ থেকে ভিন্ন হয়। এমন মনে হয় যে মহত্ = অহংকার বা মনস্তত্ত্বের মধ্যে যখন কোনো স্বররূপ

Vedic Physics Youtube Channel

কম্পন উৎপন্ন হয়, তার দ্রুত পশ্চাৎ ব্যঞ্জনরূপী কম্পন উৎপন্ন হয়ে সেই স্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ছন্দ তৈরি করে, সেই ছন্দ ওই ছন্দের থেকে অধিক শক্তি-শালী এবং ব্যাপক হয়, যে ছন্দ প্রথমে ব্যঞ্জন এবং তার দ্রুত পশ্চাৎ উৎপন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর তৈরি হয়। এই কারণে 'অম্', 'উম্' ছন্দ এবং 'ওম্' ক্রমশঃ 'ম', 'মু' তথা 'মো'—এর তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়।

আমার এমন মনে হয় যে পশ্যন্তী 'ওম্' ছন্দ রশ্মির মধ্যে পরা 'ওম্' রশ্মির মাত্রা অন্য যেকোনো দৈবী গায়ত্রী ছন্দের তুলনায় অধিক হওয়াতে এর ব্যাপকতা সর্বাধিক হয়। যদিও দীর্ঘ ছন্দের মধ্যে মনস্তত্ত্বের মাত্রা আরও অধিক হয়, কিন্তু সেগুলো অনেক সূক্ষ্ম ছন্দ রশ্মির যোগ হয়, অথচ 'ওম্' তিন অক্ষরের যুগ্ম হয়েও আর একটা দৈবী গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির রূপ হয়েও অক্ষর রূপ হয়। এই ছন্দ রশ্মির সঙ্গে 'ওম্' বাচী ঈশ্বর তত্ত্বের সর্বপ্রথম এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হওয়াতেও এটা সর্বদা ঈশ্বর তত্ত্ব দ্বারা প্রেরিত হয়ে অন্য রশ্মিগুলোকে প্রেরিত করতে থাকে।

এই ছন্দের বিষয়ে জৈমিনী ঋষির কথন হল –

এতদ্ (ওমিতি) এবাক্ষরম্ ত্রয়ী বিদ্যা (জৈ.উ. ১.৪.৪.১০),
এতদ্ধ (ওমিতি) বা ইদম্ সর্বমক্ষরম্ (জৈ.ব্রা. ২.১০),
ওমিতি মনঃ (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ১.২.২.২),
রস ওঙ্কারঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.৭৮)

এই বচনগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে এই ছন্দ রশ্মি সর্বাধিক সূক্ষ্ম, কিন্তু ব্যাপক হওয়াতে সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এটা অন্য সব রশ্মির রস অর্থাৎ বীজ রূপ হয়। সমস্ত প্রাণ এবং ছন্দ রশ্মি এর থেকেই উৎপন্ন ও প্রেরিত হয়। এই রশ্মি মনস্তত্ত্বকে স্পন্দিত করে সব প্রকারের রশ্মি আদি

Vaidic Physics / Yajurbed Channel

পদার্থকে উৎপন্ন করে। এই রশ্মিই সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে যেমন উৎপন্ন করে, তেমনি বেঁধেও রাখে। এটা দৈবী ছন্দ রশ্মি হয়েও অক্ষর রূপ হয়, এটা হল এর বৈশিষ্ট্য।

এর বিষয়ে অন্য এক ঋষি খুব সুন্দর লিখেছেন –

ওমিত্যেতদক্ষরমিদঁ সর্বম্ তস্যোপব্যাখ্যানম্ ভূতম্ ভবদ্ ভবিষ্যদিতি। সর্বমোঙ্কার এব। য়চ্চান্যৎত্রিকালাতীতম্ তদপ্যোঙ্কার এব।।

(মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ ১)

এর মানে হল এই রশ্মি বিশেষ সক্রিয় অবস্থারূপ কালের উৎপত্তির পূর্বে থেকেই ঈশ্বর তত্ত্বের মধ্যে নিতান্ত অব্যক্ত রূপে বিদ্যমান থাকে। সম্পূর্ণ সৃষ্টি তারই বিস্তার বা রূপ হয়। মনস্তত্ত্বের মধ্যে এর পশ্যন্তী অবস্থা বিদ্যমান থাকে, অথচ মহত্ বা কালের মধ্যে পরা অবস্থা থাকে, এই ভেদ অবশ্য আছে। যদিও বাক্ তত্ত্ব য়োষা রূপ হয় তথা মন বৃষা রূপ হয়, কিন্তু আমার মতে 'ওম্' রশ্মি রূপ বাক্ তত্ত্বের পরারূপ মনস্তত্ত্বের সাপেক্ষ বৃষা রূপ হয়, যা মনস্তত্ত্বকে বল

প্রদান করে তাকে সক্রিয় রূপ প্রদান করে। এর পশ্চাৎ 'ওম্'–এর পশ্যন্তী রূপ মনস্তত্ত্বের সাপেক্ষ য়োষা রূপ হয়ে যায়।

এখন আমরা অক্ষর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা জানার চেষ্টা করবো যে 'ওম্' রশ্মি সর্বাধিক ব্যাপক ও মূল রূপে বলবতী কেন হয়? এই রশ্মির মধ্যে 'অ', 'উ' এবং 'ম্' এই তিনটা অক্ষর আছে। 'অ' অক্ষরের উপরোক্তানুসারে 'সব, পূর্ণ, ব্যাপক, অব্যয়, এক, অখণ্ড, অভাব এবং শূন্য অর্থ হয়। 'উ' অক্ষরের অর্থ হল – দূর, উপরে আদি। আপ্টে সংস্কৃত-হিন্দি কোষের মধ্যে 'উ'–এর অর্থ ব্রহ্মা দেওয়া হয়েছে তথা একে অব্যয় বলা হয়েছে। 'মা'–কে পরিমাপ অর্থে ব্যাকরণবিদ্ জানেন। 'ম'–এর উচ্চারণে মুখ বন্ধ হয়ে যায়, যেন 'ম্' দিয়ে সম্পূর্ণ পদকে বেঁধে দেওয়া হয়। এইভাবে সারাংশতঃ 'অ+উ+ম্=ওম্'–এর নিম্ন অর্থ প্রকট হয় –

মহত্ বা মনস্তত্ত্বের মধ্যে উৎপন্ন এটা এক এমন স্পন্দন হয়, যেটা এতই সূক্ষ্ম হয়, যেন সেটা স্পন্দনই নয় কিংবা একে এইরূপ তরঙ্গ বলা যেতে পারে, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় অনন্ত হয়, তাহলে আবৃত্তি প্রায় শূন্য হয়। আমি একথা বর্তমান বিজ্ঞানের শৈলীতে বলেছি, বাস্তবিকতা হল একে অভিব্যক্ত করাই অসম্ভব, তবুও স্থূলরূপেণ আমাদের এমনই ধরে নেওয়া উচিত। এইভাবে বিজ্ঞানের ভাষাতে একে অত্যন্ত ক্ষীণ শক্তি সম্পন্ন, অব্যক্ত, সূক্ষ্মতম এবং সর্বপ্রথম প্রকট ঊর্জার রূপ বলা যেতে পারে। এতটা প্রভাব কেবল 'অ' অক্ষরের হয়। 'উ'–এর প্রভাবে এই রশ্মি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অকস্মাৎ প্রকট হয় তথা সমস্ত বল ও ঊর্জার উপর সূক্ষ্মতম রূপে অধিষ্ঠিত হয়। এর থেকে সূক্ষ্ম কোনো শক্তি হয় না, কারণ এর প্রাকট্য স্বয়ং সর্বোচ্চ চেতন সত্তা ঈশ্বর তত্ত্ব, যাঁকে আমরা ঊর্জা আদি শব্দের রূপে ব্যক্ত করতে পারি না, দ্বারা হয় তথা এটা

Vedic Physics Youtube Channel

নিরন্তর তাঁর সঙ্গে সর্বত্র প্রকট হতে থাকে, এই কারণে এটাও ঈশ্বরের মতো সর্ব ব্যাপক, সর্বশক্তিমান্, অব্যক্ত এবং সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক হয়।

ধ্যাতব্য হল, সূক্ষ্মতম ঊর্জাই স্থূল ঊর্জাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। বস্তুতঃ এই সূক্ষ্মতম ঊর্জা নিজের অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর তত্ত্ব রূপী চেতন ঊর্জা দ্বারা সর্বত্র নিরন্তর প্রেরিত হতে থাকে। 'ম'–এর প্রভাবে এই রশ্মি অন্য সব রশ্মিকে নিজের সাথে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে বেঁধে বা মাপে রাখে। এর অভাবে সব রশ্মি বা কণা আদি পদার্থ তৎকালই ধ্বংস হয়ে মহাপ্রলয়ে পরিণত হয়ে যাবে। পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা 'ও'–এর অর্থ 'অন্য নয়, সেটাই, অন্য কোনো না' করেছেন, সেটা এখানেও পূর্ণরূপে সংগত হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে 'ওম্' হল এমন রশ্মি, যেটা সর্বদা অনুপমেয় বা অদ্বিতীয়ই বজায় থাকে। এটাই ব্রহ্মের অদ্বৈতপন বলে যে তাঁর সমকক্ষ এই সৃষ্টি বা প্রলয়ে কোনো পদার্থ বিদ্যমান থাকে না। 'ওম্' এই বাচক রশ্মি যে পদার্থকে বলে, সেই অর্থ রূপ অর্থাৎ বাচ্য রূপ ঈশ্বর পদার্থ প্রধানতঃ 'ওম্'–কেই বলে, এই কারণে ঈশ্বরের এই নামই মুখ্য তথা বাকি নামগুলো গৌণ হয়। এর চর্চা ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত সত্যার্থ প্রকাশের প্রথম সমুল্লাসে সবিস্তারে করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, সেখানে 'ওম্' রশ্মির চর্চা নেই।

অবগত থাকবেন, 'ওম্' রশ্মিকে ঊর্জারূপ বলা তথা সেগুলোর আবৃত্তি প্রায় শূন্য বলাতে কোনো পাঠক এমন যেন কল্পনা না করে বসেন যে 'ওম্' রশ্মি বিজ্ঞান দ্বারা সংজ্ঞায়িত ঊর্জার সমানই হবে। বস্তুতঃ সেই সময় প্রচলিত ঊর্জার জ্ঞাত গুণের সর্বথা অভাব থাকে। আমি ঊর্জার সঙ্গে তুলনা করে কেবল এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এই রশ্মিগুলো সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক ও সবার উৎপাদিকার রূপে বিদ্যমান থাকে। ধ্যাতব্য হল, 'ওম্' রশ্মির তীব্রতা ও আবৃত্তি

Vedic Physics Youtube Channel

সর্বদা সমান থাকে না। সর্বোচ্চ সত্তা ঈশ্বর তত্ত্ব সৃষ্টির বিভিন্ন চরণে প্রয়োজনানুসারে এই রশ্মির তীব্রতার নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। একে প্রায় শূন্য আবৃত্তি বলার তাৎপর্য হল এই রশ্মিগুলো সর্বোপরি ব্যাপ্তিসম্পন্ন হয়, তবুও তীব্রতাতে স্পন্দন প্রায়শঃই হতে থাকে।

মূল ছন্দ রশ্মি

এই অক্ষর রশ্মিগুলোর উৎপত্তির পশ্চাৎ নিম্নলিখিত প্রাথমিক ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয় –

(অ) ব্যাহৃতি রশ্মি

১. ভূঃ – 'ওম্' ছন্দ রশ্মির পশ্যন্তী রূপের উৎপত্তির দ্রুত পশ্চাৎ এই ব্যাহৃতি রশ্মির উৎপত্তি হয়। এর বিষয়ে ঋষিরা বলেছেন –

ভূরিতি বা ঋচঃ (তৈ.আ.৭.৫.২; তৈ.উ. ১.৫.৩)
ভূরিতি বৈ প্রজাপতিঃ আত্মানমজনয়ৎ (শ.ব্রা.২.১.৪.১৩),
প্রজাপতির্যদগ্রে ব্যাহরত্ স ভূরিত্যেব ব্যাহরত্ স ইমাম্ (পৃথিবীম্) অসৃজত
(জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১০১)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে মনস্তত্ত্বের মধ্যে সর্বপ্রথম এই ব্যাহৃতি রশ্মির উৎপত্তি হয়। সক্রিয় মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'ওম্' রশ্মির দ্বারা স্পন্দন হলে এই 'ভূঃ' রূপ স্পন্দনের (রশ্মি) প্রাকট্য হয়। এই রশ্মি প্রজাপতি রূপই হয়, কারণ এর পশ্চাৎই অন্য রশ্মিগুলো প্রকট হতে থাকে। ব্যাহৃতি সংজ্ঞক হওয়াতে এই রশ্মি সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বের মধ্যে ব্যাপক রূপে সবদিকে প্রকট হয়। যখন পৃথিবী তত্ত্ব বা অপ্রকাশিত কণার উৎপত্তি হয়, তখন সেগুলোতে এই রশ্মির প্রাধান্য থাকে। 'ঋক্' সংজ্ঞক ছন্দ রশ্মি, যার চর্চা 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থের মধ্যে অনেকত্র

Vedic Physics Youtube Channel

করা হয়েছে তথা আমি পরে এই অধ্যায়ের মধ্যেও করবো, তার ভিতরেও এর প্রাধান্য আছে কিংবা 'ঋক্' সংজ্ঞক ছন্দ রশ্মির উৎপত্তিতে এই ব্যাহৃতি রশ্মির বিশেষ ভূমিকা থাকে। এই রশ্মি পদার্থের ঘনীভবনের প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করার গুণের কারণেই সূক্ষ্ম কণাকে উৎপন্ন করতে নিজের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এখন আমরা অক্ষর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই রশ্মির উপর আরও বিচার করবো –

এই রশ্মি 'ভূস্' = ভ্+ঊ+স্, 'ভূর্' = ভ্+ঊ+র্ তথা 'ভূঃ' = ভ্+ঊ+:, এই তিন রূপে পৃথক-পৃথক পরিস্থিতিতে পাওয়া যেতে পারে। পূর্বোক্ত অক্ষর বিজ্ঞানের প্রকাশে এগুলোর প্রভাব ক্রমশঃ নিম্নানুসারে হয় –

(ক) ভূস্ – এটা দূর পর্যন্ত প্রকট ও প্রকাশিত হয়ে নানা রশ্মিকে নিজের সাথে সংগত করতে সক্ষম হয়। এটা সেই রশ্মিগুলোর বাইরে থেকে সেগুলোকে নিজের সাথে সংগত ও প্রকাশিত বা সক্রিয় করার হেতু শক্তি প্রদান করে। এটা এতদর্থ সেগুলোকে স্পন্দিত করতে থাকে।

(খ) ভূর্ – এটা দূর পর্যন্ত প্রকট ও প্রকাশিত হয়ে নানা রশ্মির সাথে বাইরে থেকে সংগত হয়ে ও সেগুলোকে প্রকাশিত করে সর্বত্র রমণ করাতে সহায়ক হয়। এই হেতু এটা নানা রশ্মিকে স্পন্দিত করে।

(গ) ভূঃ –এটা পূর্বোক্ত প্রভাব দর্শিয়ে সূক্ষ্ম বাধক রশ্মিকে নিষিদ্ধ করে ক্রিয়াকে নির্বাধ করে।

এই তিন রূপের স্পন্দনই ন্যূনাধিক সমান প্রভাব প্রদর্শিত করে। বৈদিক ছন্দের মধ্যে বিভিন্ন সন্ধিরও নিজের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রভাব এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার

Vaidic Physics Youtube Channel

উপর হয়, যাকে আমি এখানে দেখিয়েছি।

২. ভুবঃ – 'ভূঃ'–এর পশ্চাৎ 'ওম্' রশ্মির প্রেরণায় মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'ভুবঃ' ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হওয়া প্রারম্ভ করে। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

ভুবর্ ইতি য়জূম্ষি (কাঠক সংকলন ৪৭.৫ – ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত),
ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭.৫.১; তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১.৫.১),
ভুব ইতি প্রজাম্ (প্রজাপতিরজনয়ত) (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.১.৪.১৩)

এই বচনগুলো থেকে সিদ্ধ হয় যে এই রশ্মিগুলো 'ভূঃ' রশ্মির প্রজারূপ হয় অর্থাৎ 'ওম্' রশ্মি মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'ভূঃ' রূপ স্পন্দনকে বিকৃত করে 'ভুবঃ' রশ্মিকে প্রকট করে। কালান্তরে এই রশ্মিগুলো আকাশ (স্পেস) তথা য়জুঃ সংজ্ঞক রশ্মিগুলোকে উৎপন্ন করতে সর্বোপরি ভূমিকা পালন করে। আমরা স্পেস এবং য়জুঃ সংজ্ঞক রশ্মির চর্চা পরে করবো। আকাশ তত্ত্ব (স্পেস) নামক পদার্থ বিশেষের নির্মাণের সাথে-সাথে এই রশ্মিগুলো পদার্থকে প্রসারিত করতে সহায়ক হয়, যার ফলে অবকাশ রূপ আকাশের মধ্যে মহাভূত আকাশ তত্ত্ব প্রকট হতে থাকে।

এখন এই রশ্মির উপর পূর্বোক্ত অক্ষর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করবো –

এই 'ভুবঃ' রশ্মি ভ্+উ+ব্+অ+স্, ভ্+উ+ব্+অ+র্ এবং ভ্+উ+ব্+অ+:, এই তিন রূপে বিদ্যমান হতে পারে। এর স্বরূপ ক্রমশঃ নিম্নানুসারে হয় –

(ক) ভুবস্ = ভ্+উ+ব্+অ+স্। এটাও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রকট ও প্রকাশিত হয়ে অন্য রশ্মির সাথে বাইরে থেকে সংগত হয়ে সেগুলোকে সক্রিয় করে। এটা পূর্ব রশ্মি 'ভূস্' থেকে ভিন্ন কিংবা বিপরীত গতিযুক্ত হয়। সম্ভবত এর গতি 'ভূস্'–এর তুলনায় কিছু অধিক হয়। এটাও সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে।

Vaidic Physics Youtube Channel

(খ) ভুবর্ = ভ্+উ+ব্+অ+র্। এর প্রভাব প্রায় 'ভুবস্'–এর সমান হয়, কিন্তু একটু অধিক রমণশীল হয়।

(গ) ভুবঃ = ভ্+উ+ব্+অ+:। এর প্রভাব প্রায় উপরোক্তবৎ হয়, কিন্তু বাধক সূক্ষ্ম রশ্মিকে নিষিদ্ধ করা হল এর অতিরিক্ত গুণ।

সারাংশতঃ এই তিনটা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রকট হয়, কিন্তু এগুলোর মূল প্রভাব সমানই হয়।

৩. স্বঃ–অন্তিমে তৃতীয় ব্যাহৃতি 'স্বঃ' ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

স্বরিতি সামানি (কাঠক সংকলন ৪৭.৬ – ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত),
স্বঃ স্বর্গোলোকোऽভবৎ (ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ১.৫),
অন্তো বৈ স্বঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.২০),
সুবরিত্যসৌ (দ্যু) লোকঃ
(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭.৫.১; তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১.৫.১)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে এই তিন ব্যাহৃতি রশ্মির মধ্যে অন্তিমে উৎপন্ন হয়। 'ওম্' রশ্মির দ্বারা মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'স্বঃ' রশ্মি রূপ স্পন্দন উৎপন্ন হয়।কালান্তরে তরঙ্গাণুর (কোয়ান্টা) নির্মাণে এই রশ্মিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এর পাশাপাশি 'সাম' সংজ্ঞক ছন্দ রশ্মির উৎপত্তিতেও এর বিশেষ ভূমিকা থাকে। 'সাম' রশ্মি এবং তরঙ্গাণুর বিষয়ে পরে চর্চা করা হবে।

এখন পূর্বোক্ত অক্ষর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর উপর বিচার করবো। এই 'স্বঃ' রশ্মি স্+ব্+অ+স্, স্+ব্+অ+র্, স্+ব্+অ+:, এই তিন রূপে বিদ্যমান হতে পারে। এগুলোর স্বরূপ ক্রমশঃ নিম্বানুসারে হয় –

Vaidic Physics Youtube Channel

(ক) স্বস্ = স্+ব্+অ+স্। এটা পূর্বোক্ত দুই 'ভূঃ' এবং 'ভুবঃ' রশ্মিকে নিজের সাথে একসঙ্গে সংগত করে সেগুলোর মধ্যে গতিশীল থাকে আর এমন করে তিনটা রশ্মি 'ভূঃ', 'ভুবঃ' এবং 'স্বঃ' বিভিন্ন ছন্দাদি রশ্মির সাথে সংগত হয়ে সেগুলোকে সংগত ও শক্তিশালী করে তোলে।

(খ) স্বর্ = স্+ব্+অ+র্। এর প্রভাবও উপরোক্তানুসার হয়, কিন্তু গতিতে একটু বৃদ্ধি হয়।

(গ) স্বঃ = স্+ব্+অ+:। এর প্রভাবও পূর্ববৎ হয়, তবে এরমধ্যে বাধক সূক্ষ্ম রশ্মির নিষেধের সামর্থ্য বিশিষ্ট আছে।

সারাংশতঃ এই তিনটার প্রভাব একই হয় নানা পরিস্থিতি বা সন্ধিতে এগুলোর এই রূপ একে-অপরের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই হল বৈদিক ভাষার এক আশ্চর্যতম বিশিষ্ট বিজ্ঞান। এই তিন ব্যাহৃতি রশ্মিকে দেবপত্নীও বলা হয়। 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থের মধ্যে অনেকত্র দেব পদার্থ এবং বিভিন্ন ছন্দাদি রশ্মির রক্ষিকা শক্তির রূপে এগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে পাঠক জানতে পারবেন। মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাসের কথন হল –

'ইতানি হ বৈ বেদানামন্তঃশ্লেষণানি য়দেতা ব্যাহৃতয়ঃ...'

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.৩২)

অর্থাৎ এই রশ্মিগুলো বিভিন্ন বেদ–ঋচা রূপী ছন্দ রশ্মিকে পরস্পর সংযুক্ত ও সুরক্ষিত রূপ প্রদান করতে সহায়ক হয়। এই তিন ব্যাহৃতি রশ্মি সক্রিয় মনস্তত্ত্ব দ্বারা প্রেরিত হয়ে সব ছন্দ রশ্মির বল, গতি আর তেজ আদি গুণকে সম্যক্ রূপে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। এগুলো ছাড়া বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি আর তারদ্বারা নির্মিত বিভিন্ন কণা, তরঙ্গ বা স্পেস আদি সব নির্বল বা নষ্ট হয়ে যাবে।

Vedic Physics Youtube Channel

যদিও এই তিন রশ্মিকেই মুখ্য ব্যাহৃতির রূপে জানা যায়, তবুও প্রসঙ্গতঃ আমরা অন্য চার ব্যাহৃতিরও চর্চা করবো। আমি পূর্বে কাল তত্ত্বের বিবেচনায় এগুলোর চর্চা কালের সপ্তরশ্মি বিশেষণের ব্যাখ্যাতে করেছি, এই কারণে বাকি চার ব্যাহৃতির বিবেচনা আবশ্যক প্রতিত হয়। সেই রশ্মিগুলো হল নিম্ন প্রকার –

৪. মহঃ – এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

মহ ইতি। তদ্ ব্রহ্ম। স আত্মা... মহ ইত্যন্নম্
(তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১.৫.১-৩),
য়জ্ঞো বৈ দেবানাম্ মহঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৯.১.১১)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে এই সূক্ষ্ম রশ্মি অন্য ব্যাহৃতি রশ্মির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে বিচরণ করতে থাকে। এর পাশাপাশি এটা অন্য ব্যাহৃতি রশ্মিকে পরস্পর সংযুক্ত করতে নিজের ভূমিকা পালন করে। এখন অক্ষর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর উপর বিচার করবো –

এই 'মহঃ' রশ্মি ম্+অ+হ্+অ+স্, ম্+অ+হ্+অ+র্, ম্+অ+হ্+অ+:, এই তিন রূপে বিদ্যমান হতে পারে। এগুলোর স্বরূপ বা প্রভাব নিম্নানুসারে হয় –

(ক) মহস্ = ম্+অ+হ্+অ+স্। এই রশ্মি অন্য ব্যাহৃতি রশ্মিকে সর্বতঃ পূর্ণ রূপে মাপার সাথে-সাথে সেগুলোকে সংগত ও সংকুচিত করে সেগুলোর মধ্যে বিচরণ করে।

(খ) মহর্ = ম্+অ+হ্+অ+র্। এটা অন্য ব্যাহৃতি রশ্মিকে ব্যাপকভাবে পরিমাপ করে এবং সংকুচিত করতে-করতে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত রমণ করে।

(গ) মহঃ = ম্+অ+হ্+অ+:। এটা উপরোক্ত প্রভাবের সাথে-সাথে বাধক রশ্মি-গুলোকে প্রতিবন্ধিত করতে সহায়তা করে।

Vaidic Physics Youtube Channel

এই ভাবে এই ব্যাহৃতির তিন রূপ প্রায় সমান প্রভাব দেখিয়ে অন্য রশ্মিকে সমৃদ্ধ বা ব্যাপক করে তোলে।

(৫) জনঃ – এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

অন্তো বা এষা ঋদ্ধীনাম্ য়জ্জনঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.২.৯),

জনꣳ বা এতদ্যজ্ঞস্য গচ্ছিত য়ৎ স্কন্দতি (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৪.৯)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে এই রশ্মিগুলো অন্য ব্যাহৃতি রশ্মির সমৃদ্ধিকে পূর্ণতা প্রদান করে সম্পূর্ণ সংগমনীয় পদার্থ কিংবা ব্যাহৃতি তথা অন্য রশ্মির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে গমন করে সেগুলোর অবশোষণ করতে থাকে। এখন অক্ষর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর উপর বিচার করবো –

এই 'জনঃ' রশ্মি জ্+অ+ন্+অ+স্, জ্+অ+ন্+অ+র্ এবং জ্+অ+ন্+অ+:, এই তিন রূপে প্রকট হয়। এগুলোর প্রভাব নিম্নানুসারে হয় –

(ক) জনস্ = জ্+অ+ন্+অ+স্। এই রশ্মি অন্য রশ্মির মধ্যে সর্বতঃ প্রকট হয়ে সেগুলোকে সংগত করে অন্য ছন্দ রশ্মিকে উৎপন্ন করে।

(খ) জনর্ = জ্+অ+ন্+অ+র্। এই রশ্মি প্রায় পূর্বোক্তবৎ প্রভাব দর্শায়, কিন্তু বিশেষ রমণশীল হয়।এর পাশাপাশি এটা অন্য রশ্মির মধ্যে বিশেষ উৎপাদকতার গুণ প্রদান করে।

(গ) জনঃ = জ্+অ+ন্+অ+:। এই রশ্মি প্রায় পূর্বোক্তবৎ প্রভাব দর্শিয়ে বাধক রশ্মিগুলোকে প্রতিবন্ধিত করতে বিশেষ ভাবে সক্ষম হয়।

এইভাবে এই তিন রশ্মির প্রভাব প্রায় সমান হয়। এগুলোর মাধ্যমে ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি প্রক্রিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ হয়।

৬. তপঃ – এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

Vaidic Physics Youtube Channel

তপঃ স্বিষ্টকৃত্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.২.৭.১৮),
মনো বাব তপঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.৩৩৪),
ব্রহ্ম তপসি (প্রতিষ্ঠিতম্) (গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ৩.২)

এই বচনগুলো থেকে প্রকট হয় যে এই রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্ব দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ হয় তথা বিভিন্ন সংগমন কর্মকে ভালো করে সম্পাদিত করতে সক্ষম হয়। এই রশ্মিগুলোর ভিতরে 'মহঃ' রশ্মি প্রতিষ্ঠিত হয়ে অধিক ক্রিয়াশীল হয়।

এখন আমরা অক্ষর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর তিন রূপের উপর নিম্নানুসারে বিচার করবো –

(ক) তপস্ = ত্+অ+প্+অ+স্। এই রশ্মি অন্য ব্যাহৃতি রশ্মির পৃষ্ঠ ভাগে কিংবা কিনারে উপস্থিত হয়ে সেগুলোর বহির্ভাগে ব্যাপ্ত বা সংগত হয়ে সেগুলোর রক্ষা করে।

(খ) তপর্=ত্+অ+প্+অ+র্। এটা পূর্বোক্ত প্রভাব যুক্ত হয়ে বিশেষ সক্রিয় হয়।

(গ) তপঃ = ত্+অ+প্+অ+:। এটাও পূর্বোক্ত প্রভাবের সাথে-সাথে বাধক রশ্মিকে বিশেষ রূপে প্রতিবন্ধিত করে।

এইভাবে এই তিন রশ্মি প্রায় সমান প্রভাব দর্শিয়ে অন্য রশ্মিকে অধিক সক্রিয় এবং সক্ষম করে তোলে।

৭. সত্যম্ – এটা হল সপ্তম তথা অন্তিম ব্যাহৃতি রশ্মি। এর বিষয়ে ঋষিদের মত হল –

আপঃ সত্যে (প্রতিষ্ঠিতাঃ)
(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩.৬; গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ৩.২),
সত্যেনৈব জয়তি (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.৩.৮),
সত্যম্ বৈ সুকৃতস্য লোকঃ (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ৩.৩.৬.১১)

Vaidic Physics Youtube Channel

এই বচনগুলো থেকে সিদ্ধ হয় যে এই রশ্মি অন্য রশ্মিকে সহজতা ও সুসজ্জিততা ধারণ করতে এবং সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করতে সহায়ক হয়। এই রশ্মির দ্বারাই প্রাণাপানাদি রশ্মিকে ধারণ করা হয়।

এর অক্ষর বিজ্ঞান এই রকম প্রকট হয় –

সত্যম্ = স্+অ+ত্+য়্+অ+ম্। এই রশ্মি সব রশ্মির সাথে সংগত ও পূর্ণ ব্যাপ্ত হয়ে সেগুলোকে আধার প্রদান করে সেগুলোর বাহ্যিক ভাগে স্থির থাকে। এর পাশাপাশি পূর্ণ গতি প্রদান করে পরিমাপ করে।

অন্য দুটো সূক্ষ্ম রশ্মি

এই ব্যাহৃতি রশ্মির পশ্চাৎ প্রায় সেই স্তরের দুটো অন্য রশ্মি আরও উৎপন্ন হয় –

১. হিম্ – এই সূক্ষ্ম রশ্মি দৈবী গায়ত্রী রূপই হয়, এই কারণে এগুলোর প্রভাব ব্যাহৃতি রশ্মির মতো সূক্ষ্ম তেজ ও বল যুক্ত হয়। এই রশ্মিগুলো প্রায়শঃ বিভিন্ন ছন্দ রশ্মিকে পরস্পর জুড়ে রাখতে সহায়ক হয়। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল–

বৃষা হিঙ্কারঃ (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ৩.২৩),
বজ্রো বৈ হিঙ্কারঃ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ৩.২),
এষ বৈ স্তোমস্য য়োগো য়দ্ধিঙ্কারঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৬.৮.৬),
রশ্ময় এব হিঙ্কারঃ (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ১.১১.১.৯),
স (প্রজাপতিঃ) মন এব হিঙ্কারমকরোত্ (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ১.৩.৩.৫)

এই বচনগুলো থেকে সিদ্ধ হয় যে 'হিম্' রশ্মি বৃষা রূপ হয়ে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির মাঝে উপস্থিত হয়ে সেগুলোকে বল প্রদান করে সংগত রাখতে সহায়ক হয়। এই রশ্মিগুলো প্রজাপতি রূপ মনস্তত্ত্ব থেকে 'ওম্' রশ্মির প্রেরণা দ্বারা

Vaidic Physics Youtube Channel

উৎপন্ন হয়। এই রশ্মিগুলো বজ্র রূপ হয়ে দুটো ছন্দ রশ্মির মাঝে কোনো অনিষ্ট রশ্মির প্রবেশ করতে থামিয়ে দেয়, যার ফলে সেই সংযোগযোগ্য ছন্দ রশ্মির বন্ধন দৃঢ় হয় বা বজায় থাকে।

এখন এর অক্ষরের বৈজ্ঞানিক স্বরূপের উপর বিচার করবো –

এই হিম্ রশ্মি 'হ্+ই+ম্'–এর রূপ হয়। এই রশ্মি বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির মাঝে অতি নিকটতম থেকে উপস্থিত হয়ে কম্পন করে যেকোনো বাধক রশ্মিকে সেখানে আসতে প্রতিবন্ধিত করে। এই কারণে সেই ছন্দ রশ্মিগুলো পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন রূপে সংগত ও সুদৃঢ় হয়ে বজায় থাকে।

২. ঘৃম্ – এই রশ্মিগুলোও উপরোক্তবৎ দৈবী গায়ত্রী ছন্দেরই রূপ হয়। এই রশ্মিগুলো এই সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন পদার্থকে সেচন করে ঘৃত রূপকে উৎপন্ন করে। 'ঘৃতম্'–এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

তেজো বা এতত্ পশূনাম্ য়দ্ ঘৃতম্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮.২০),
ঘৃতমন্তরিক্ষস্য (রূপম্) (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৫.১.৩),
তেজো বৈ ঘৃতম্ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২.২.৯.৪; মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৬.৮),
বজ্রো ঘৃতম্ (কাঠক সংহিতা ২০.৫),
য়দধ্রিয়ত (ঘ্রিয়ত্ – মৈত্রায়ণী সংহিতা) তদ্ ঘৃতম্
(তৈত্তিরীয় সংহিতা ২.৩.১০.১; মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.৩.৪),
ঘৃঙ্ক্করোত্ তদ্ ঘৃতস্য ঘৃতত্বম্ (কাঠক সংহিতা ২৪.৭)

ধ্যাতব্য হল, এখানে 'পশুঃ'–র অর্থ ছন্দ ও মরুদ্ রশ্মি গ্রহণ করা উচিত। এই 'ঘৃম্' রশ্মিগুলো 'হিম্' রশ্মির মতো vবজ্ররূপ তেজস্বিনী হয়ে বিভিন্ন রশ্মি আদি পদার্থকে নিজের তেজস্বিতা দিয়ে তেজযুক্ত করে বাধক রশ্মি আদি পদার্থকে নষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত করে। কালান্তরে উৎপন্ন আকাশ (স্পেস) তত্ত্বের মধ্যে

Vaidic Physics Youtube Channel

এই রশ্মিগুলোর প্রাচুর্য থাকে, যার কারণে স্পেসে বিদ্যমান বিভিন্ন ছন্দাদি রশ্মি অধিক তেজযুক্ত হয়ে স্পেসকেও অব্যক্ত তেজ যুক্ত করে। নানা প্রকারের পদার্থ এই রশ্মিগুলোকে ধারণ করে অপেক্ষাকৃত অধিক তেজ ও বল যুক্ত হতে থাকে অর্থাৎ এই রশ্মিগুলো সেগুলোর তেজ ও বলের সমৃদ্ধি করে। এই রশ্মিগুলো সব রশ্মি আদি পদার্থকে সেচন করতে থাকে।

এখন এর উপর পূর্বোক্ত অক্ষর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করবো –

এই 'ঘৃম্' রশ্মি 'ঘ্+ঋ+ম্'–এর রূপ হয়। এই রশ্মি বিভিন্ন রশ্মি বা কণা আদি পদার্থের উপর বাহ্যিক ভাগে একাগ্রতা পূর্বক নিজের বৃষ্টি করে সেগুলোর মধ্যে সত্যের [সত্যম্ = সত্যম্ ব্রহ্ম (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.৮.৫.১), প্রাণা বৈ সত্যম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.৫.১.২৩), সত্যম্ বৈ হিরণ্যম্ (গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ৩.১৭)] নিরন্তর সঞ্চারণ হতে সহায়ক হয় অর্থাৎ সেই রশ্মি ও কণা আদি পদার্থ নানা প্রাণ রশ্মির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যাপক রূপে তেজস্বী হতে থাকে। এই রশ্মি হতে চলা ক্রিয়াগুলোকে বিশেষ রূপে উৎপ্রেরিত করার কাজ করে। এগুলোর স্বরূপও বজ্রতুল্য হওয়াতে এই সংকেত পাওয়া যায় যে এই রশ্মিগুলোও সূক্ষ্ম স্তরে বাধক পদার্থকে নষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করার কাজ করে। এগুলোর সঘনতার কারণে আকাশ তত্ত্বেও সঘন হতে থাকে আর আকাশের সঘনতায় বাধক অসুর পদার্থ নিঃশক্ত হয়ে যায় অথবা পালিয়ে যায়। আকাশ তত্ত্ব যেসব পদার্থকে ধারণ করে, সেই ধারণ কর্মে এই রশ্মিরও ভূমিকা থাকে।

(ব) প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি

উপরোক্ত সূক্ষ্ম রশ্মির পশ্চাৎ প্রাথমিক প্রাণ রশ্মির উৎপত্তি হয়। এগুলোর বিষয়ে মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্য বলেছেন –

অধ্রুবম্ বৈ তদ্যৎপ্রাণঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.২.৬.১৯)

Vaidic Physics Youtube Channel

অর্থাৎ সব প্রাণ রশ্মি কখনও স্থির থাকে না অর্থাৎ ক্রমাগত গমন করতে থাকে। সব প্রাণ রশ্মি ছন্দ রশ্মির তুলনায় বৃষা রূপ হয়ে সেগুলোর সাথে সংগত হয়ে সেগুলোকে প্রেরিত করে। সব প্রাণ রশ্মি অক্ষরেরই সম্প্রদায় হয়। প্রাণ তত্ত্ব, যারমধ্যে সব প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি সমাহিত হয়, তার বিষয়ে ঋষিদের কথন হল–

মনসা হি প্রাণো ধৃতঃ (কাঠক সংহিতা ২৭.১; কপিষ্ঠল সংহিতা ৪২.১),
মনো বা অনু প্রাণাঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১৬),
মনো বৈ প্রাণানামধিপতির্মনসি হি সর্বে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.৩.২.৩),
এষা হীদম্ দেবতা সর্বম্ প্রাণয়ত। তদ্ য়ৎ প্রাণয়ত তস্মাৎপ্রাণঃ
(জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.৩৭৭),
তস্মাৎ সর্বে প্রাণা বাচি প্রতিষ্ঠিতাঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৮.২.২৫),
প্রাণ এব রজ্জুঃ প্রাণেন হি মনশ্চ বাক্ চাভিহিতে
(কাণ্বীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.১.৪.২),
প্রাণা রশ্ময়ঃ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.২.৫.২),
বাক্ প্রাণেন সম্হিতা (ঐতরেয় আরণ্যক ৩.১.৬),
বাক্ চ বৈ প্রাণশ্চ মিথুনম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৪.১.২)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে প্রাণ তত্ত্ব, যেটা রশ্মি রূপ হয়, মনস্তত্ত্ব এবং ‘ওম্’ রশ্মির মিলন থেকেই প্রকট হয়। এটা মনস্তত্ত্বেরই বিকার হয় আর তারই দ্বারা ধারণ করা হয় তথা তারই অনুগমন করে। ‘ওম্’ রশ্মির পশ্যন্তী রূপ সর্বদা বিচরণ করে এই প্রাণ তত্ত্বকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। এই প্রাণ রশ্মিগুলো রশ্মি রূপ হয় তথা বাক্ এবং মনস্তত্ত্ব উভয়কে ধারণ করে থাকে তথা বাক্ তত্ত্বের (‘ওম্’ রশ্মি এবং অন্য মরুদ্ বা ছন্দ রশ্মি) সাথে সর্বদা মিথুন

Vedic Physics Youtube Channel

বানিয়ে রাখে। ‘ওম্’ রশ্মি ব্যতীত অন্য ছন্দাদি রশ্মি য়োষা তথা প্রাণ রশ্মি বৃষার কাজ করে। প্রাণ তত্ত্বের বিষয়ে মহর্ষি ব্যাস বলেছেন –

সপ্ত গতের্বিশেষিতত্ত্বাচ্চ (ব্রহ্মসূত্র ২.৪.৫), জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্ (ব্রহ্মসূত্র ২.৪.১৪)

অর্থাৎ সাত প্রকারের গতির কারণে প্রাণ সাত প্রকারের হয়। আমার মতে এখানে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, সূত্রাত্মা বায়ু এবং ধনঞ্জয়েরই চর্চা করা হয়েছে। এগুলো হল মুখ্য প্রাণ। এরদ্বারা আমি এটা সিদ্ধ করতে চাইবো যে প্রাণ তত্ত্ব একটাই হয়, কিন্তু তার বিভিন্ন প্রকারের গতির কারণে বিভিন্ন ভেদ হয়ে যায়। এইসব প্রাণ রশ্মি প্রকাশ, বল আদি গুণের অধিষ্ঠান হয়। শাস্ত্রের মধ্যে অনেকত্র প্রাণ, অপান এবং ব্যানকে তিন মুখ্য প্রাণ মানা হয়েছে। বস্তুতঃ এই রশ্মিগুলো এগারো প্রকারের হয়। মনস্তত্ত্ব বা অহংকারের মধ্যে ‘ওম্’ রশ্মি দ্বারা উৎপন্ন স্পন্দনের তীব্রতা, গতি এবং স্বভাব আদির ভেদ থেকে একটা প্রাণ তত্ত্বেরই এই এগারোটা রূপ হয়। এখানে আমি এই তিন প্রাণের উৎপত্তির বিষয়ে কিছু চর্চা করবো –

ঋতু সংজ্ঞক প্রাণ এমন সূক্ষ্ম প্রাণ হয়, যেটা সৃষ্টি উৎপত্তির প্রথম চরণে অহংকার বা মনস্তত্ত্ব রূপ অতি সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে সর্বপ্রথম স্পন্দন রূপে উৎপন্ন হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের [7] অনুসারে ‘ভূঃ’, ‘ভুবঃ’, ‘স্বঃ’–এর এক-একটা অক্ষর ঋতু সংজ্ঞা হয়। এগুলোর ঋতু সংজ্ঞা হওয়ার কারণ হল এগুলো এই সৃষ্টির মধ্যে বারংবার উৎপন্ন হয়ে সবাইকে ব্যাপ্ত করতে থাকে। এই এমন সূক্ষ্ম ঋতু সংজ্ঞক প্রাণ রশ্মি, যা একাক্ষরা বাক্ রূপে হয়, তার যজ্ঞ থেকে প্রাণ, অপান এবং ব্যান আদি প্রাথমিক প্রাণের উৎপত্তি হয়। যখন এমন সূক্ষ্ম ঋতু রশ্মির সংগতি হয়ে সেগুলো প্রবাহ রূপে মনস্ বা অহংকার তত্ত্বের মধ্যে

[7] দ্বৌ হি মাসা বৃতুঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৪.২.২৯)

Vaidic Physics Youtube Channel

বিচরণ করে, তখন সেগুলো প্রাণাপান আদি রূপে ব্যবহার করে।

প্রাণ নামক প্রাথমিক প্রাণ ৬ সূক্ষ্ম ঋতু রশ্মির মিশ্রণ থেকে তৈরি হয়। এই ৬ সূক্ষ্ম ঋতু রশ্মির পৃথক-পৃথক এক-এক করে আবৃত্তি হয়। পুনঃ সেইসব ৬ ঋতু রশ্মি পরস্পর সংগত হয়ে যেকোনো সংযোগযোগ্য পদার্থের মধ্যে প্রাণ নামক প্রাথমিক প্রাণকে ধারণ করায় অর্থাৎ এই ৬ রশ্মি ক্রমশঃ সংগত হওয়াতে যেকোনো পদার্থ প্রাণকে ধারণ করে। এরদ্বারা এটাও সিদ্ধ হয় যে প্রাণ রূপী প্রাথমিক প্রাণ এইসব ঋতু রশ্মির তুলনায় স্থূল হয়। প্রাণ তত্ত্বকে ৬ ঋতু রশ্মির সমান মানা উচিত। 'ষড়্ঋতুনা' এই দৈবী পংক্তি ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়ে ঋতু রশ্মিকে সংগত করে প্রাণ তত্ত্বকে উৎপন্ন করে।

'চত্বার ঋতুভিঃ' এই দৈবী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়ে চার-চার সূক্ষ্ম ঋতু রশ্মির চার সংযুক্ত রূপকে সংগত করে অপান তত্ত্বের উৎপত্তি করে কিংবা এই চার-চার ঋতু রশ্মির চার সংযুক্ত রূপই পরস্পর সংগত হয়ে যেকোনো পদার্থের মধ্যে অপান তত্ত্বকে উৎপন্ন করে ধারণ করায়। একসাথে চার-চারটা ঋতু রশ্মির উৎপত্তি হয়ে চার আবৃত্তি হয়, যারদ্বারা সর্বমোট ১৬ টা ঋতু রশ্মির যোগ দ্বারা অপান তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এখানে কোন-কোন চার ঋতু রশ্মি উৎপন্ন হয়? এই বিষয়ে আমার মতহল 'ওম্', 'ভূঃ', 'ভুবঃ' আর 'সুবঃ' এরমধ্যে থেকে একটা 'ওম্' অক্ষরকে সাথে নিয়ে অন্যের থেকে এক-একটা অক্ষর নিয়ে চতুরক্ষরা বাগ্ রশ্মি চার ঋতু সংজ্ঞক রশ্মির সংযুক্ত রূপ নিতে পারে। দ্বিতীয় বিকল্প এটাও সম্ভব যে ব্যাহৃতিগুলোকে এক-একটা ঋতু রশ্মি মানা হোক, তাহলে ওঙ্কার সহিত এগুলোর সংযুক্ত রূপ চার ঋতু রশ্মির রূপ নিতে পারবে।

একটা ঋতু সংজ্ঞক রশ্মি দুইবার আবৃত্তি আর তারপর পরস্পর সংযুক্ত

Vaidic Physics Youtube Channel

হয়ে ব্যান প্রাণকে উৎপন্ন করে। দুইবার আবৃত্তি এই ঋতু রশ্মি 'দ্বির্ঋতুনা' এই দৈবী বৃহতী ছন্দ রশ্মির উৎপন্ন হয়ে প্রেরণা করাতে পরস্পর সংগত হয়ে ব্যান প্রাণকে উৎপন্ন করে। এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে এই ঋতু রশ্মি কোনটা হবে? আমার মতে এর উত্তর হবে 'ওম্' রূপী ঋতু রশ্মিই দুইবার সংগত হয়ে ব্যান প্রাণের রূপ ধারণ করে প্রাণ আর অপান আদির মধ্যে বিচরণ করতে-করতে সেগুলোকে পরস্পর সংগত রাখে।

'ঋতুনা', 'ঋতুভিঃ' এবং পুনঃ 'ঋতুনা' পদ দিয়ে প্রাণ, অপান আর ব্যানের পরস্পর সংগতি বজায় থাকে। এই বিষয়ে আমার মত হল সর্বপ্রথম 'ওম্' অক্ষর দিয়ে ঋতু রশ্মির উৎপত্তি এক-এক করে প্রারম্ভ হওয়া, পুনঃ চার ঋতু রশ্মির সংযোগও 'ওম্' দিয়েই প্রত্যেক বার প্রারম্ভ হওয়া আর শেষে 'ওম্'–এরই দুইবার আবৃত্তি হওয়াতে এই 'ওম্' অক্ষর রশ্মিই সবাইকে পরস্পর বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়। এই 'ওম্' অক্ষরই সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে। এইজন্য বলা হয়েছে – এতদ্ধ (ওমিতি) বা ইদম্ সর্বমক্ষরম্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.১০), ওমিতি ব্রহ্ম, ওমিতীদং সর্বম্ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭.৮.১)। সম্পূর্ণ সৃষ্টি হল 'ওম্'–এরই বিস্তার আর প্রকাশ। এইজন্য মাণ্ডূক্যোপনিষৎকার মহর্ষি খুব সুন্দর লিখেছেন –

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্ তস্যোপব্যাখ্যানম্ ভূতম্ ভবদ্ ভবিষ্যদিতি
সর্বোমোঙ্কার এব। য়চ্চান্যৎত্রিকালাতীতম্ তদপ্যোঙ্কার এব।।

(মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ ১)

১. সূত্রাত্মা বায়ু – ঋষি দয়ানন্দ তাঁর য়জুর্বেদ ১৭.৩২ মন্ত্রের ভাষ্যতে 'গন্ধর্ব' শব্দ থেকে সূত্রাত্মা বায়ুর গ্রহণ করেছেন তথা তার উৎপত্তি অন্য সব দশ প্রাণ রশ্মির থেকে পূর্বে হয়, এমন লিখেছেন। একে তিনি তাঁর ঋগ্বেদ ভাষ্য ৬.২১.৯ তথা য়জুর্বেদ ভাষ্য ২৭.২৫ মন্ত্রের ভাবার্থে 'সর্বধরম্' তথা ঋগ্বেদ ভাষ্য ৫.৪৬.৩

Vaidic Physics Youtube Channel

মন্ত্রে 'পালকম্' বিশেষণ যুক্ত বলেছেন। আমার মতে অনেক আর্ষ গ্রন্থের মধ্যে 'আত্মা' পদ থেকে সূত্রাত্মা বায়ুও গ্রহণ করা যোগ্য আছে, কারণ এই বায়ু অন্য সব প্রাণ বা ছন্দাদি রশ্মির মধ্যে নিরন্তর গমন করতে থাকে। এর বিষয়ে বলা হয়েছে –

আত্মা বৈ দেবয়জনম্ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩.৮.৪; কপিষ্ঠল সংহিতা ৩৮.৬),
আত্মা য়জমানঃ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৭.৭; তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০.৬৪.১)

এই বচনগুলো থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি বিভিন্ন প্রাণ রশ্মি রূপী দেবগুলোকে পরস্পর সংগত করার বিশেষ গুণ যুক্ত হয়। 'ওম্' রশ্মির পশ্চাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে বেঁধে রাখতে সর্বোচ্চ ভূমিকা সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিরই হয়। তবে হ্যাঁ, 'হিম্' রশ্মি অবশ্য দুটো ছন্দ রশ্মিকে পরস্পর সংগত করতে ভূমিকা পালন করে। 'ওম্' রশ্মি সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে বাঁধে ও নিয়ন্ত্রণ করে। 'ওম্' রশ্মির পশ্চাৎ সর্বাধিক ব্যাপকতা ও যোজনী বা যোজ্যতা এরই হয়।

এর নাম থেকেই স্পষ্ট হয় যে এই রশ্মি সূত্রবৎ সব পদার্থের মধ্যে বিচরণ করে তাদের বাঁধে ও সংগত করে। মনস্তত্ত্বের ভিতরে 'ওম্' রশ্মির দ্বারা এটা এমন অব্যক্ত স্পন্দন রূপে প্রকট হয়, যা পরস্পর একে-অপরের সাথে জালের সমান বোনা থাকে। এইজন্যই গ্রন্থকার বলেছেন –

'আত্মা বৈ সমন্তঃ' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৪০)

অর্থাৎ সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিগুলো পরস্পর মিশ্রণের সমান প্রকট হয়ে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে সেগুলোকে পরস্পর মিশ্রিত করে। বিভিন্ন কণা আর লোকের পরিধির নির্মাণে সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির অনিবার্য ভূমিকা থাকে। এই রশ্মি না কেবল লোক বা কণার পরিধি নির্মাণে সহায়ক হয়, অপিতু বড় ছন্দ রশ্মিকেও

Vaidic Physics Youtube Channel

বাঁধতে সহায়ক হয়। যখন দুই বা দুইয়ের অধিক কণার পরস্পর সংযোগ হয়, তখন সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি সেই সংযুক্ত কণাকে একসাথে বেঁধে নেয়। সংযোগ-বিয়োগের প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করার জন্য আকাশত ত্ত্বকে সক্রিয় করতেও এর অনিবার্য ভূমিকা আছে।

যখন এই সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির সঙ্গে ধনঞ্জয় রশ্মির মিলন হয়, তখন ধনঞ্জয় রশ্মির গতি কিছু কমে যায়। 'বাক্' এই পদরূপী ছন্দ রশ্মির নামই হল সূত্রাত্মা বায়ু। এটাও 'ওম্' রশ্মির মতো দৈবী গায়ত্রী ছন্দ হয়। বিভিন্ন রশ্মির সঙ্কোচনেও এর ভূমিকা থাকে। 'তন্তু তন্বন্' (ঋগ্বেদ ১০.৫৩.৬) এখানে সূত্রাত্মা বায়ুর উপমা একটা সুতোর সঙ্গে করা হয়েছে, যেটা সব কণা বা রশ্মিকে একে-অপরের সাথে বোনা থাকে। সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি যখন ধনঞ্জয় রশ্মির সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়, তখন সেগুলোর তীব্রতা বেড়ে যায়, অথচ ধনঞ্জয় রশ্মির গতি কিছু কম হয়ে যায়। পদার্থের তরলাবস্থাতে সূত্রাত্মা বায়ুর কারণে ঘুরতে থাকা ছন্দ রশ্মিগুলো প্রেরকের কাজ করে অর্থাৎ যেকোনো পদার্থের তরলাবস্থা এমনই ঘুরতে থাকা ছন্দ রশ্মির কারণে হয়। সূত্রাত্মা এবং ধনঞ্জয় রশ্মির সংযুক্ত রূপ বিভিন্ন পদার্থের পরিধি বা মর্যাদা বানাতে বৃহতী ছন্দ রশ্মির সাথে কাজ করে, এই কারণে যেকোনো পদার্থের পরিধিতে এগুলোর ঘনত্ব আছে। আকাশতত্ত্ব যেটা নিজের থেকে স্থূল সব পদার্থের মধ্যে সদা ব্যাপ্ত থাকে, সেই ব্যাপ্তির কারণও সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিই হয়। বিভিন্ন কণার সংযোগ আর তরঙ্গের সুপার-পজিশনের জন্য সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিও বিশিষ্টভাবে উত্তরদায়িনী হয়। এই সূক্ষ্ম রশ্মিগুলো বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি থেকে শুরু করে আকাশতত্ত্ব পর্যন্ত সমস্ত সূক্ষ্ম কণা আর বিশালতম লোকের মধ্যে গুপ্ত রূপে ব্যাপ্ত থাকে।

এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যখন সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির উৎকর্ষ কাল হয়, তখন সব

Vaidic Physics youtube Channel

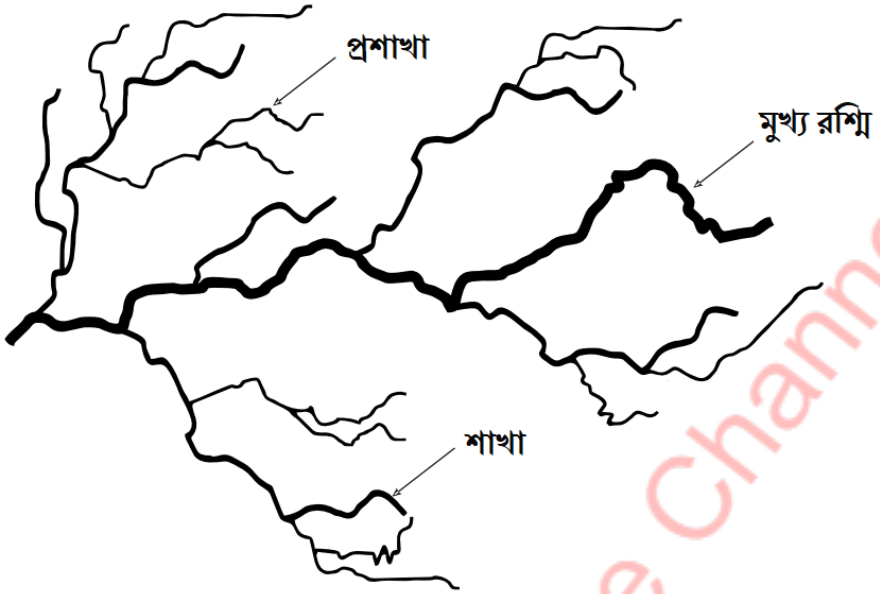

রশ্মি আদি পদার্থের ঊর্জাতে ভারী বৃদ্ধি হতে থাকে আর সংযোগ-বিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে হতে থাকে। এই সময় বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির সাথে অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির সংযোগ বিশেষ রূপে হওয়া শুরু করে , যার ফলে ছন্দ রশ্মিগুলো বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

এই রশ্মিগুলো এমন ভাবে উৎপন্ন হয় যে প্রত্যেক রশ্মির মধ্যে থেকে আরও সূক্ষ্ম রশ্মি উৎসর্জিত হয়ে একটা জাল তৈরি করে, এই কারণে সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি নিজের সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা রূপ সূক্ষ্ম রশ্মি=স্পন্দনের দ্বারাই অন্য সব রশ্মি আদি পদার্থকে নিজের সাথে তথা পরস্পর বেঁধে রাখে। এগুলোর সম্বন্ধ স্পেসের সাথে অনিবার্য এবং অতি নিকট হয়। এগুলো কোনো পদার্থের আকার প্রদান করতেও অনিবার্য ভূমিকা পালন করে।

২. ধনঞ্জয় – মনস্তত্ত্বের মধ্যে ‘ওম্’ রশ্মির দ্বারা সূক্ষ্ম স্পন্দন রূপে উৎপন্ন এই রশ্মি সূত্রাত্মা বায়ুর পশ্চাৎ প্রথম স্থান রাখে অর্থাৎ এর উৎপত্তি সূত্রাত্মা বায়ুর দ্রুত পশ্চাৎ হয়। এই রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্বের মধ্যে সর্বাধিক তীব্র গতি যুক্ত স্পন্দন রূপে উৎপন্ন হয় তথা এগুলো সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিকেও স্পন্দিত করে প্রায়

Vaidic Physics Youtube Channel

সেগুলোতে মিশ্রিত হয়ে যায়, কিন্তু কোথাও-কোথাও এগুলো কিছু ভিন্নতা সহিত অতি তীব্রতার সাথে গমন করে।

এই প্রাণ রশ্মির গতি প্রকাশের গতির তুলনায় চার গুণ অর্থাৎ প্রায় বারো লক্ষ কিমি প্রতি সেকেণ্ড হয়। এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এরথেকে অধিক গতি কোনো পদার্থের হয় না। এই রশ্মির সংযোগ বা আচ্ছাদন দ্বারা যেকোনো রশ্মি বা কণা আদি পদার্থের গতি তীব্র হয়ে যায়। প্রকাশ বা যেকোনো বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এই ধনঞ্জয় রশ্মির দ্বারাই টেনে নিয়ে আসা হয়, এই কারণেই সেগুলোর গতি ও শক্তি তীব্র হয়। নক্ষত্রের নির্মাণের প্রক্রিয়াতে কোস্মিক মেঘের মধ্যে কেন্দ্রের নির্মাণ প্রক্রিয়া ধনঞ্জয়, ব্যান এবং সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির সংযোগ দ্বারা আকাশের সঙ্কুচন থেকে প্রারম্ভ হয়। সূত্রাত্মা এবং ধনঞ্জয় রশ্মির সাথে কিছু মরুদ্ রশ্মির মিলন দ্বারা মধ্যস্থ কণা (মিডিয়েটার পার্টিকল) উৎপন্ন হয়।

ধনঞ্জয় রশ্মি যখন সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির সাথে মিশ্রিত হয়, তখন সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি অধিক বলবতী হয়ে ওঠে। সূত্রাত্মা এবং ধনঞ্জয়ের সংযুক্ত রূপ বৃহতী ছন্দ রশ্মির সাথে মিলিত হয়ে পদার্থকে আকার প্রদান করে। বিদ্যুতের বিভিন্ন ক্রিয়াকে তীব্রতা প্রদান করতে এগুলোর বিশেষ যোগদান থাকে। এই রশ্মিগুলো সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির সাথে মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন কণা বা তরঙ্গের মাঝে কার্যরত বলের তীব্রতা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু সূত্রাত্মা বায়ুর সংযোগে ধনঞ্জয় রশ্মির গতিতে কিছু ন্যূনতা এসে যায়। এই রশ্মিগুলো যেমন বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং তীব্রগামী সূক্ষ্ম কণার গতির কারণ হয়, তেমনই সূত্রাত্মা বায়ুর সাথে মিলিত হয়ে কণার অক্ষের উপর ঘূর্ণনেরও কারণ হয়।

এই রশ্মিগুলোর ‘ধনঞ্জয়’ নাম একথার সূচক হয় যে এই রশ্মিগুলো নানা প্রকারের ধন রূপী কণাকে নিয়ন্ত্রিত করতে নিজের ভূমিকা পালন করে। ‘ধনম্’

–এর বিষয়ে মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাসের কথন হল –

রাষ্ট্রাণি বৈ ধনানি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮.২৬)

অর্থাৎ এই প্রকরণে নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগে সংলয়নীয় কণাগুলোকেই 'ধন' বলে। এই কণার নিয়ন্ত্রণে ধনঞ্জয় রশ্মিরও ভূমিকা আছে। 'ধন'–এর বিষয়ে অন্য ঋষিদের কথন হল –

ধনম্ ধিনোতীতি সতঃ (নিরুক্ত ৩.৯),

বস্তুমাত্রম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ৪০.১)

এখানে ঋষি দয়ানন্দ বস্তুমাত্রকে ধন বলেছেন। মহর্ষি য়াস্কের নির্বচনে 'ধিনোতি' পদ 'ধিবি প্রীণনার্থ' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন আছে। এর অর্থ হল – সন্তুষ্ট হওয়া বা করা, নিকট যাওয়া বা আসা (সংস্কৃত ধাতু কোশ – পণ্ডিত য়ুধিষ্ঠির মীমাংশক)। এর তাৎপর্য হল 'ধন' সেই কণা বা রশ্মিকে বলা যেতে পারে, যেগুলো সব প্রকারের কণা বা তরঙ্গের নিকটে গিয়ে কিংবা সেগুলোকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে সেগুলোকে তৃপ্ত করতে সহায়ক হয় অর্থাৎ সেই কণা বা তরঙ্গকে তাদের অভীষ্ট কর্মে সমুচিত বল প্রদান করে সহায়তা করে। আমার মতে প্রাণ রশ্মির স্তরে ব্যান রশ্মিগুলোই ধনবাচী মানা যেতে পারে। ধনঞ্জয় রশ্মিকে এই ব্যান রশ্মির উপপ্রাণ মানা হয়, এর কারণ হল এগুলো ব্যান রশ্মির নিকটে থেকে সেগুলোকে প্রত্যেক ক্রিয়াতে সহযোগিতা-বল প্রদান করে। এখানে 'ধন' শব্দ দ্বারা 'ওম্' রশ্মিরও গ্রহণ করা যেতে পারে, যারদ্বারা সংকেত পাওয়া যায় যে 'ওম্' রশ্মিগুলো নিকটে থেকে মনকে স্পন্দিত করে, তখন ধনঞ্জয় রশ্মি উৎপন্ন হয়। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে এই সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্র এই রশ্মির ভূমিকা আছে।

৩. প্রাণ – সব প্রাথমিক প্রাণের মধ্যে এই প্রাণ রশ্মির স্থান সর্বোচ্চ মানা হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

একথা এর নাম থেকেও সিদ্ধ হয় যে এর নাম দিয়েই সব প্রকারের প্রাণ রশ্মিকে গ্রহণ করা হয়। যখন মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'ওম্' ছন্দ রশ্মি প্রকৃষ্ট বেগ ও বলে গমন করে, তখন এরফলে মনস্তত্ত্বের মধ্যে স্পন্দন রূপে উৎপন্ন রশ্মিকে 'প্রাণ' বলে। এরমধ্যে 'প্র' উপসর্গ বিদ্যমান আছে, এই উপসর্গের বিষয়ে ঋষিদের কথন হল–

আ ইত্যর্বাগর্থে, প্র পরেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্ (নিরুক্ত ১.৩),
অন্তরিক্ষম্ বৈ প্র (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৪১),
প্রাণো বৈ প্র (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৪০)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে 'আ' উপসর্গের নিকট অর্থের বিপরীত, যখন মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'ওম্' রশ্মিগুলো দূর-দূরান্ত স্পন্দন উৎপন্ন করে, তখন প্রাণ নামক প্রাথমিক প্রাণ রশ্মির উৎপত্তি হয়। এই প্রাণ রশ্মির দ্বারা আকাশ তত্ত্ব সামর্থ্যবান হয় অর্থাৎ এই রশ্মিগুলো কোনো কণা বা রশ্মিকে প্রাণ তত্ত্ব কিংবা বল প্রদান করে আকাশ তত্ত্বের মধ্যে যাতায়াতের প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে। এর জন্য ঋষি দয়ানন্দ তাঁর বেদভাষ্যে নিম্নলিখিত বিশেষণের প্রয়োগ করেছেন –

প্রিয়ম্ (ঋগ্বেদ ৬.৫০.১), বহুভ্যঃ কারণেভ্য উৎপন্নঃ (ঋগ্বেদ ১.২.৯),
সর্বমিত্রোবাহ্যগতিঃ (ঋগ্বেদ ১.১৫.৬)

এই বিশেষণগুলো থেকে প্রাণ রশ্মির নিম্নলিখিত গুণের সংকেত পাওয়া যায় –

এর মধ্যে আকর্ষণ বলের প্রাধান্য আছে। এটা অনেক কারণভূত পদার্থ সম্ভবত মন, 'ওম্' রশ্মি, সূত্রাত্মা বায়ু এবং ধনঞ্জয় রশ্মির সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়। এটা সবার আকর্ষক হয়ে সবাইকে আকর্ষণ বল যুক্ত করে সেইসব কণা বা তরঙ্গের মধ্যে ভিতর থেকে বাইরে নিরন্তর সঞ্চারিত হতে থাকে।

অন্য ঋষিগণও প্রাণ রশ্মির বিষয়ে লিখেছেন –

Vaidic Physics Youtube Channel

ন বৈ প্রাণাত্ প্রেয়ঃ কিম্চনাস্তি (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.২৭২),
প্রাণ এব সবিতা (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ১.৩৩; শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৯.১.১৬),
প্রাণো বৈ সবিতা (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.১৯),
ভূরিতি বৈ প্রাণঃ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭.৫.৩; তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১.৫.৩)

এই বচনগুলোর তাৎপর্য হল প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মির থেকে অধিক আকর্ষক বল যুক্ত অন্য কোনো রশ্মি এই স্তরের হয় না। এগুলোই বিভিন্ন কণা বা তরঙ্গের প্রেরক এবং উৎপাদিকা হয়। এই সৃষ্টির মধ্যে যেখানেই আকর্ষণ বলের অস্তিত্ব আছে, সেখানে এই বলের মূল কারণ রূপ এই তত্ত্বের অস্তিত্ব অবশ্যই বিদ্যমান আছে। এই রশ্মিগুলো 'ভূঃ' ব্যাহৃতি রশ্মির সাথেও সাম্যতা রাখে, এই কারণে এগুলোর গুণের তুল্য গুণযুক্ত হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক সংযোগ এবং নাভিকীয় সংযোজনের প্রক্রিয়াতে প্রাণ রশ্মির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এর উৎপত্তি ওম্ এবং সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি থেকে হয়। বিভিন্ন কণা বা বিকিরণের মার্গকে নিরাপদ করতে অপান রশ্মির সাথে এরও সংযুক্ত ভূমিকা আছে। গুরুত্বাকর্ষণ বলের মধ্যে অন্য প্রাণ রশ্মির তুলনায় এর প্রাধান্য আছে।

৪. অপান – এই রশ্মি মনস্তত্ত্বের ভিতরে 'ওম্' রশ্মির দ্বারা উৎপন্ন এমন স্পন্দন হয়, যার গতি প্রাণ নামক প্রাথমিক প্রাণের তুলনায় ঠিক বিপরীত হয়। প্রাণ ও অপান দুটো রশ্মি একসাথে থেকেও পরস্পর বিপরীত দিশাতে স্পন্দিত হতে থাকে। এগুলোর স্বভাব সর্বত্র এমনই হয়। অপান শব্দ 'অপ' উপসর্গপূর্বক 'অন্' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই উপসর্গের বিষয়ে মহর্ষি য়াস্কের কথন হল –

'সমিত্যেকীভাবম্ অপেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্' (নিরুক্ত ১.৩)

এরদ্বারা প্রতিত হয় যে মনস্তত্ত্বের ভিতরে 'ওম্' রশ্মি এমন স্পন্দন উৎপন্ন অপান রশ্মি প্রতিকর্ষণ বলকে উৎপন্ন করার মূল কারণ হয়। এই রশ্মির বিষয়েও

Vaidic Physics Youtube Channel

ঋষি দয়ানন্দ তাঁর ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.২.৯ মন্ত্রের মধ্যে প্রাণ রশ্মির মতো 'বহুভ্যঃ কারণেভ্যঃ উৎপন্নঃ' বলেছেন, এরদ্বারা এই দুই রশ্মির মধ্যে কিছুটা সমতা প্রতিত হয়। এই কারণে এই দুটো একসাথে থাকে ও গমন করে। এই রশ্মির বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

অপানেন বৈ প্রাণো ধৃতঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.৫.৬),
অপানো বৈ য়ন্তোऽপানেন হ্যয়ম্ য়তঃ প্রাণো ন পরাঙ্ ভবতি
(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৪০),
প্রাণো বৈ দক্ষোऽপানঃ ক্রতুঃ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২.৫.২.৪),
বহির্বৈ সন্তম্ প্রাণমুপজীবন্ত্যন্তঃ সন্তমপানম্
(জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৩৭ – ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত)

এই বচনগুলো থেকে নিম্ন পরিণাম প্রাপ্ত হয় –

এই রশ্মি প্রাণ রশ্মির সাথে সর্বদাই জুড়ে থাকে, যেন এটা প্রাণ রশ্মিকে ধারণ করে থাকে। এখানে এই বিশেষত্ব আছে যে এই রশ্মি বিভিন্ন রশ্মিকে পৃথক-পৃথক করার স্বভাবযুক্ত হয় আর এই কারণে এটা প্রতিকর্ষণ বলের জননী হয়, কিন্তু এই রশ্মি প্রাণ রশ্মিকে নিজের সাথে সংগত করে থাকে অর্থাৎ সেগুলোর প্রতি অপান রশ্মির মধ্যে আকর্ষণের ভাব থাকে। প্রাণ রশ্মি একে ত্যাগ করে কোথাও যেতে পারে না। প্রাণ রশ্মি বলপ্রধান তথা অপান রশ্মি ক্রিয়াপ্রধান হয়। প্রাণ রশ্মি কোনো কণা বা তরঙ্গকে ভিতর থেকে বাইরের দিকে তথা অপান রশ্মি বাইরে থেকে ভিতরের দিকে সঞ্চারিত হয়।

প্রশ্ন – আপনি প্রাণ রশ্মিকে বলপ্রধান তথা অপান রশ্মি ক্রিয়াপ্রধান বলেছেন, এর কারণ বা তাৎপর্য কি? অন্যদিকে আপনি প্রাণকে আকর্ষণ তথা অপানকে প্রতিকর্ষণ বলের কারণ বলেছেন, এই কারণে এই দুটো পরস্পর অসঙ্গত বিচার

Vaidic Physics Youtube Channel

বলে মনে হচ্ছে।

উত্তর – প্রাণ রশ্মি সত্ত্ব প্রধান এবং অপান রশ্মি রজস্ প্রধান হয়। এই কারণে প্রাণ ও অপান রশ্মি ক্রমশঃ বল ও ক্রিয়া প্রধান হয়। বস্তুতঃ এই উভয় প্রকারের রশ্মি পরস্পর সংযুক্ত থাকে। কোথাও এগুলোর পৃথকতা দেখা যায় না। এগুলোর সংযুক্ত প্রভাবের কারণে প্রত্যেক পদার্থ বল এবং ক্রিয়া উভয় সম্পন্ন হয়। যখন কোনো পদার্থের মধ্যে প্রাণের প্রাধান্য তথা অপান গৌণ রূপে বিদ্যমান থাকে, তখন সেই পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ বলের প্রাধান্য, কিন্তু ক্রিয়া-শীলতা গৌণ হয়। যখন কোনো পদার্থের মধ্যে অপানের প্রাধান্য এবং প্রাণ গৌণ হয়, তখন সেই পদার্থের মধ্যে ক্রিয়াশীলতা প্রধান তথা বল ন্যূনতম হয়। এই সৃষ্টির মধ্যে সমস্ত বল আকর্ষণ এবং প্রতিকর্ষণ উভয় রূপে বিদ্যমান আছে, কিন্তু গুরত্বাকর্ষণ বল কেবল আকর্ষণেরই প্রভাব রাখে। এই পরিস্থিতিতে এই বলের মধ্যে প্রাণ রশ্মির প্রাধান্য তথা অপানের অপ্রাধান্য মানতে হবে। গুরুত্ব বলের মধ্যে বৃহতী এবং পংক্তি ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান থাকে তথা প্রাণ রশ্মির বিষয়ে ঋষিগণ বলেছেন –

অথ বৈ হবিষ্পঙ্ক্তিঃ প্রাণ এব (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৩.২),
প্রাণা বৈ বৃহত্যঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩.১৪),
অথ বৃহতী য়োऽয়ম্ প্রাঙপ্রাণঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.২৫৪),
ভুব ইত্যপানঃ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭.৫.৩; তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১.৫.৩)

এই বচনগুলো থেকে সিদ্ধ হয় যে বৃহতি ও পংক্তি ছন্দ রশ্মি প্রাণ প্রধান বা প্রাণ রশ্মির সমানই ব্যবহার করে। এরদ্বারা এটা স্পষ্ট হয় যে গুরুত্ব বলের মধ্যে প্রাণ রশ্মিই প্রধান হয়। সেখানে অপান রশ্মি অত্যন্ত ন্যূনতম মাত্রায় থাকে, যার প্রায় কোনো প্রভাব হয় না, এই কারণে গুরুত্ব বলে কেবল আকর্ষণের

Vaidic Physics Youtube Channel

ব্যবহারই দেখায়। এইদিকে ক্রিয়াশীলতার দৃষ্টিতে বিচার করে দেখুন, তো দেখবেন যে পদার্থের মধ্যে যত অধিক গুরত্বাকর্ষণ বল কিংবা দ্রব্যমান হবে, সেটা ততই কম সক্রিয় হবে। এই দৃষ্টিতে এখানে অপান প্রাণের ন্যূনতা বা অবিদ্যমানতা সিদ্ধ হয়। অন্যদিকে গুরুত্ব বল রশ্মির মধ্যে কেবল আকর্ষণ বলের বিদ্যমানতা হয়, কিন্তু সেই রশ্মিগুলোতে ক্রিয়াশীলতা খুবই কম হয়, এই কারণে এগুলো অত্যন্ত কম আবৃত্তির হয় অর্থাৎ নির্বল হয়। ধ্যাতব্য হল, বলের মধ্যে প্রাণ তথা ক্রিয়ার মধ্যে অপানের প্রাধান্য আছে। এখানে অপ্রাধান্যের তাৎপর্য অত্যন্তাভাব নয়। বস্তুতঃ কিঞ্চিৎ মাত্রায় হলেও অপ্রধান পদার্থ বিদ্যমান থাকেই। এই রশ্মিগুলো 'ভুবঃ' ব্যাহৃতি রশ্মির সাথেও সাম্যতা রাখার জন্য সেগুলোর গুণের তুল্য গুণযুক্ত হয়। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্যে এই রশ্মিগুলো প্রাণ রশ্মির তুলনায় অধিক হওয়ার কারণে এই তরঙ্গ নিরন্তর প্রবল বেগে গমন করতে থাকে।

৫. ব্যান – এই রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্বের ভিতরে 'ওম্' রশ্মির দ্বারা এমনভাবে উৎপন্ন হয় যে সেগুলো যেন প্রাণ ও অপানের মাঝে সন্ধির কাজ করতে পারে। এই কথার সংকেত করে উপনিষদকার বলেছেন –

'অথ য়ঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানো য়ো ব্যানঃ সা বাক্'

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ১.৩.৩)

এরদ্বারা স্পষ্ট হয় যে ব্যান রশ্মি ছাড়া প্রাণ এবং অপান একসাথে সংগত থাকতে পারবে না। এই রশ্মির স্পন্দনই প্রাণ-অপান রশ্মিকে সংগত বানিয়ে রাখে। এই রশ্মি মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'ওম্' রশ্মির বিশেষ ও বিচিত্র প্রকারের স্পন্দন দ্বারা নির্মিত হয়। এর গতিও বিবিধ ও বিচিত্র প্রকারের হওয়াতে একে ব্যান বলা হয়। এই রশ্মির বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

Vedic Physics Youtube Channel

ব্যানো বরুণঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৯.১.১৬),
ব্যানস্ত্রিষ্টুপ্ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩.৪.৪; কাঠক সংহিতা ২১.১২),
নিক্রীডিত এব হ্যম্ ব্যানঃ (ষড্বিংশ ব্রাহ্মণ ২.২),
ব্যানো বৃহতী (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.৩.৮),
সুবরিতি ব্যানঃ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭.৫.৩; তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১.৫.৩),
ব্যানাদপানঁ সন্তনু (কাঠক সংহিতা ৩৯.৮)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্শ প্রাপ্ত হয় –

ব্যান রশ্মি বরুণ রূপ হওয়াতে না কেবল প্রাণ ও অপানের বরণ করে সেগুলোকে বেঁধে রাখে, অপিতু অন্য রশ্মি ও কণা আদি পদার্থকে বাঁধতে প্রাণ ও অপান রশ্মির সাথে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই রশ্মি ত্রিষ্টুপের মতো ব্যবহার করে প্রাণ ও অপানকে তিন রকম ভাবে থামিয়ে বা বেঁধে রাখে তথা সেগুলোকে তীব্র তেজ ও বল দিয়েও সম্পন্ন করতে সহায়ক হয়। এই রশ্মি প্রাণ ও অপানের মাঝে নিরন্তর নিতরাম্ ক্রিয়া করতে-করতে সঞ্চারিত হতে থাকে। এগুলো বৃহতী রশ্মির মতো ব্যবহার করে প্রাণ ও অপান রশ্মিকে বেঁধে সেগুলোর মর্যাদা সুনিশ্চিত করে। এই রশ্মি 'স্বঃ' ব্যাহৃতি রশ্মির সঙ্গে সমতা রাখে, এই কারণে সেগুলোর গুণের তুল্য গুণ যুক্ত হয়। তরঙ্গাণুর নির্মাণে ব্যান রশ্মি অপান রশ্মিকে ছড়িয়ে দিয়ে তরঙ্গাণুকে কণার তুলনায় অতি ন্যূনতম ঘনত্ব প্রদান করে।

এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয় যে প্রায়শঃ সর্বত্র ছন্দাদি রশ্মিকে ঘনত্ব প্রদানকারী ব্যান রশ্মিগুলো তরঙ্গাণুকে মূল কণার মতো অতি সঘন তৈরি করে না, কারণ এরমধ্যে সেই অপান প্রাণকে ছড়িয়ে সেগুলোর পৃথক্করণ গুণকে প্রাণ রশ্মির সংযোগী গুণের তুলনায় একটু বাড়িয়ে দেয়। ঋষি দয়ানন্দ তাঁর বেদভাষ্যে

Vaidic Physics Youtube Channel

ব্যান প্রাণের জন্য অনেক বিশেষণের ব্যবহার করেছেন, যথা –

ব্যাপকম্ (ঋগ্বেদ ৬.২১.৯), পুষ্টিকরম্ (ঋগ্বেদ ৫.৪৬.৩), বিবিধেষু শরীরসন্ধিষ্বনিতি তৎ (য়জুর্বেদ ১৪.৮), বিবিধোত্তমব্যবহর্ত্তা (য়জুর্বেদ ১৩.১৯)

এই বিশেষণগুলো থেকে আমরা নিম্নলিখিত সংকেত পাই –

ব্যান রশ্মির ক্ষেত্র সূত্রাত্মা বায়ুর পশ্চাৎ সবথেকে ব্যাপক হয়। এই রশ্মি অন্য প্রাণ রশ্মির বিভিন্ন বল ও ক্রিয়াকে পোষণ করে। এই রশ্মি না কেবল প্রাণ ও অপানের সন্ধিকে, অপিতু অন্য প্রাণ রশ্মির সন্ধির মধ্যেও বিচরণ করে। এরফলে সেই রশ্মিগুলো নিজের বল ও ক্রিয়ার দৃষ্টিতে পুষ্ট হতে থাকে। এই রশ্মিগুলো বিভিন্ন প্রকারের উত্তম ব্যবহার যুক্ত হয়ে সকল প্রাণ রশ্মি, বিশেষ করে প্রাণ ও অপানকেও বিভিন্ন ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করে।

ব্যান রশ্মির সম্বন্ধ সূত্রাত্মা বায়ুর সাথে-সাথে বৃহতী ছন্দ রশ্মির সঙ্গেও বিশেষ হয়, যারফলে পদার্থের ঘনীভবনের প্রক্রিয়া তীব্র হয়। গুরুত্ব বলের মধ্যেও এর ভূমিকা আছে। ব্যান প্রাণের উৎকর্ষের সময় সব প্রকারের সংযোজন আর সংকুচিত ক্রিয়া তুলনামূলক ভাবে তীব্র হয়। সূত্রাত্মা বায়ু এবং ব্যান রশ্মির কারণেই বিদ্যুৎ বিভিন্ন প্রকারের সংযোগ ক্রিয়ার জন্য উত্তরদায়িনী হয়। সূত্রাত্মা বায়ু এবং ব্যান রশ্মির মিশ্রণ দ্বারা সমৃদ্ধ গুরুত্ব বল সেই সময় আরও প্রবল হয়ে যায়, যখন তাতে ঋতু রশ্মিও মিশ্রিত হয়।

৬. সমান – যখন 'ওম্' রশ্মি মনস্তত্ত্বের ভিতরে সম গতি ও বল সহিত স্পন্দন উৎপন্ন করে, তখন সেই সময় সমান নামক প্রাণ রশ্মি প্রকট হয়। এই প্রাণ রশ্মি বিভিন্ন প্রাণ রশ্মির বল ও গতিকে সুষম বজায় রাখে, বিশেষ করে প্রাণ ও অপান নামক প্রাণ রশ্মির ভারসাম্য বজায় রাখতে এটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই

Vaidic Physics Youtube Channel

রশ্মি সমান ছন্দে নিরন্তর গমন করতে থাকে। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

স্বব্যাপ্ত্যৈকরসম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.১৩১.২),
সমানয়তি রসম্ য়েন সঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ২২.৩৩),
সমানম্ সম্মানমাত্রম্ ভবতি (নিরুক্ত ৪.২৫),
নিরুক্তানিরুক্ত ইব হ্যয়ম্ সমানঃ
(ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ১.২ – বৈদিক কোষ থেকে উদ্ধৃত)

এই বচনগুলো থেকে নিম্ন সংকেত প্রাপ্ত হয় –

এই প্রাণ রশ্মিও বিভিন্ন প্রাণ রশ্মির মধ্যে একরস হয়ে ব্যাপ্ত হয়, বিশেষ করে প্রাণ ও অপান রশ্মির ভিতরে। [সমানয়তি = (সমা + নী = মিলিত করা, একতায় আবদ্ধ করা–আপ্টে সংস্কৃত–হিন্দি কোষ)] এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে যে এই রশ্মি না কেবল স্বয়ং লয়বদ্ধ হয়ে গমন করে, অপিতু অন্য প্রাণ রশ্মি, বিশেষ করে প্রাণ ও অপান রশ্মির মধ্যে একতা ও লয়বদ্ধতা বজায় রাখে। এই প্রক্রিয়া কিভাবে হয়, এখানে তারও সংকেত করা হয়েছে যে এই রশ্মি এই প্রাণ রশ্মির ভিতরে রসরূপ 'ওম্' রশ্মির লয়বদ্ধতা বজায় রাখতে সহায়ক হয়, যার-ফলে সেই প্রাণ রশ্মিগুলো সর্বত্র সমান গুণ দর্শায়। এই রশ্মি বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিকে মর্যাদার মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে তাকে বজায় রাখতে সহায়ক হয়। এই রশ্মি নিরুক্ত ও অনিরুক্ত উভয় গুণ যুক্ত হয়। নিরুক্তের বিষয়ে মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্য বলেছেন –

পরিমিতম্ বৈ নিরুক্তম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫.৪.৪.১৩)

এর থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে সমান নামক প্রাণ রশ্মি পরিমিত তথা অপরিমিত উভয় ব্যবহার যুক্ত হয়। আমার মতে এর তাৎপর্য হল এই রশ্মি বিভিন্ন প্রাণ রশ্মি বা তার কারণ রূপ মনস্তত্ত্বের তুলনায় পরিমিত তথা এর কার্য

Vaidic Physics Youtube Channel

রূপ বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত অথবা জ্ঞেয় কণা বা তরঙ্গের তুলনায় অপরিমিত হয়। এর প্রাধান্যের প্রভাবে বিভিন্ন বিদ্যুৎ বলের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭. উদান – যখন মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'ওম্' রশ্মির স্পন্দন এমন হয় যে মনস্তত্ত্বের মধ্যে উৎক্ষেপণ গুণের প্রাদুর্ভাব হতে থাকে, সেই সময় উৎপন্ন স্পন্দন ঊর্ধ্ব-গমন যুক্ত হয়। এই স্পন্দনের মধ্যে 'ওম্' রশ্মি ঊর্ধ্বগামিনী সহিত উৎপন্ন হয়। এর পাশাপাশি সেগুলোর গতি উৎকৃষ্ট হয় অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে 'ওম্' রশ্মির গতি খুব তীব্র হয়। এই রশ্মি মনস্তত্ত্বের মধ্যে টেনে আনার মতো টানটান উৎপন্ন করার সাথে গতি করে। এরথেকে উৎপন্ন উদান নামক স্পন্দন ঊর্ধ্বগমন যুক্ত হয়। এই রশ্মি বিভিন্ন রশ্মির মধ্যে উৎক্ষেপণ গুণ উৎপন্ন করতে সহায়ক হয়। এই রশ্মির বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

উদস্ত ইব হ্যয়মুদানঃ (ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ২.২),
উদানো বৈ নিয়ুতঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.২.২.৬),
উদানো বৈ বৃহচ্ছোচাঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৪.৩.৩),
উদানো বৃহত্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.২২৯),
উদানো য়জমানঃ (ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ২.৭)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হয় –

এই উদান রশ্মি মনস্তত্ত্বের ভিতরে উপরের দিকে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার মতো প্রকট হয় অর্থাৎ এই স্পন্দনগুলোর ভিতরে 'ওম্' রশ্মি ঊর্ধ্বগমন করে সঞ্চারিত হয়। এই রশ্মি নিয়ুত রূপে প্রকট হয়। 'নিয়ুত' পদের নির্বচনে মহর্ষি য়াস্কের কথন হল –

নিয়ুতো নিয়মনাদ্বা নিয়োজনাদ্বা (নিরুক্ত ৫.২৮)

এর থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে এই রশ্মি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত ছন্দের সহিত গমন করে। এই রশ্মি ব্যাপক স্তরে এক প্রকারের দীপ্তি উৎপন্ন করে। যদিও এই দীপ্তি দৃশ্য হয় না, কিন্তু এর দ্বারা এটা অবশ্য সিদ্ধ হয় যে যেখানেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দীপ্তি বিদ্যমান আছে, সেখানে উদান রশ্মির অনিবার্য ভূমিকা থাকে। এই রশ্মি বিভিন্ন প্রাণ রশ্মির বল আদি গুণকে সমৃদ্ধ করে। এই রশ্মি বিভিন্ন প্রাণাদি রশ্মির য়জনশীলতা (সংযোগ-বিয়োগ) প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে।

ঋষি দয়ানন্দ তাঁর বেদভাষ্যের মধ্যে উদান রশ্মির নিম্নলিখিত গুণের কথা বলেছেন – উৎকৃষ্টম্ (ঋগ্বেদ ভাষ্য ৬.৫০.১),

আভ্যন্তরগতির্বলসাধকঃ (ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.১৫.৬),

ঊর্ধ্ববলগমনহেতুঃ (ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.২৩.৪),

উৎকৃষ্টম্ বলম্ (য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৩.১৯)

এরদ্বারাও স্পষ্ট হয় যে উদান রশ্মি উৎকৃষ্ট রূপে প্রকট হয়ে বিভিন্ন প্রাণাদি রশ্মির আভ্যন্তর গতি ও বলকে সিদ্ধ ও সমৃদ্ধ করে। এগুলো বিভিন্ন প্রাণ রশ্মির বলকে ঊর্ধ্বগামী বানাতে বিশেষ সহায়তা করে। এখানে ঊর্ধ্ববলের তাৎপর্য হল কোনো কার্যরত বলের বিরুদ্ধে বল উৎপন্ন করা। উদান প্রাণের প্রাধান্য বা সক্রিয়তায় ত্রিষ্টুপ্ রশ্মি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। অন্য ছন্দ রশ্মিরও এইরকম সমায়োজন হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় যে সেগুলো ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মিকে উৎপন্ন করতে পারে। এই কারণে তীব্র গর্জন যুক্ত ইন্দ্রতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই উদান রশ্মির কারণে সব পদার্থের ঊর্জা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর প্রাধান্যতার মধ্যেই বিভিন্ন কণা আর বিকিরণের উৎপত্তি হয়। এই কালক্রমেই খগোলীয় মেঘের সংকুচিত প্রক্রিয়াও তেজ হয়। এই রশ্মির প্রাধান্যতার মধ্যেই সূক্ষ্ম কণার উৎসর্জন আর অবশোষণের প্রক্রিয়া তীব্র হতে থাকে।

Vedic Physics Youtube Channel

৮. নাগ – এটা হল প্রাণ নামক প্রাণ তত্ত্বের উপপ্রাণ, যেটা প্রাণ নামক রশ্মির ক্ষুব্ধ ও অব্যবস্থিত হলে পরে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবস্থিত রূপ প্রদান করতে সহায়ক হয়। 'নাগঃ' পদের অর্থ হল –

ন গচ্ছতীতি নগঃ নগে ভব ইতি নাগঃ (বাচস্পত্যম্ কোশঃ)

অর্থাৎ যেটা স্থির পদার্থের মধ্যে নিবাস করে কিংবা তার থেকে উৎপন্ন হয়, তাকে নাগ বলে। আমরা জানি যে এই সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর ও প্রকৃতির অতিরিক্ত কোনো পদার্থই পূর্ণ নিশ্চল হয় না, কিন্তু এই দুই পদার্থের মধ্যে নাগ প্রাণের নিবাস কিংবা এরদ্বারা উৎপত্তি মানা সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতিতে এটাই সিদ্ধ হয় যে নাগ প্রাণ রশ্মির উৎপত্তি 'ওম্' ছন্দ রশ্মির দ্বারা মনস্তত্ত্ব, যেটা সব প্রকারের প্রাণ রশ্মির সাপেক্ষ স্থির হয়, তার থেকে হয় তথা এই নাগ প্রাণ রশ্মি স্বয়ং অত্যন্ত মন্দগামিনী হয়, এই কারণে একে 'নাগ' বলে। কারণ সব প্রকারের প্রাণ রশ্মির সাপেক্ষ মনস্তত্ত্ব স্থিরই হয় আর সব প্রাণ রশ্মি মনস্তত্ত্বের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কারণে কেবল 'নগে ভবঃ' থেকে 'নাগঃ' শব্দের ব্যুৎপত্তি মানা উচিত নয়, অপিতু 'ন গচ্ছতীতি নাগঃ' মানাও অনিবার্য, যেখানে স্বার্থের মধ্যে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়েছে। এখানে 'ন'–এর অর্থ অত্যন্তাভাব না গ্রহণ করে অতি মন্দ গতি মানা সমীচিন হবে।

অন্যদিকে ঋষি দয়ানন্দ উণাদি কোষ ৫.৬১ ভাষ্যতে লিখেছেন – 'দহতি দহ্যতে বা স নগঃ [গ প্রত্যয়ো হকারস্য লোপো দকারস্য চ নকারাদেশঃ।] বাহুলকান্নকারস্য নাকারঃ – নাগঃ' অর্থাৎ যেটা দহন করে কিংবা যাকে দহন করা হয়, তাকে নাগ বলে। এর থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে নাগ প্রাণ রশ্মির প্রাধান্যতাতেই উষ্মার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। এর স্পন্দন অতি সূক্ষ্ম ও মন্দ হয়, যাকে অন্য প্রাণ রশ্মির সাপেক্ষে স্থির থাকার মতো মানা যেতে পারে,

Vaidic Physics Youtube Channel

তাসত্ত্বেও এটা প্রাণ নামক রশ্মিগুলোকে নির্বাধ গতি ও মার্গ প্রদান করার ক্ষমতা রাখে, এর এমন অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। এই রশ্মি সর্বদা প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মির নিকটই বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন – আপনি বলেছেন যে নাগ রশ্মি অন্য প্রাণ রশ্মির সাপেক্ষ অত্যন্ত মন্দগামিনী হয়, তাহলে এটা প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মির নিকট কিভাবে বজায় থাকে? এইজন্য একে প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মির সমান গতি যুক্ত মানা উচিত নয় কি?

উত্তর – এই শঙ্কাটা স্বাভাবিক, কিন্তু এই বিষয়ে আমার মত হল নাগ রশ্মি প্রাণ রশ্মির সাথে সমানান্তর গমন করে না, কিন্তু সেগুলোর সাথে সর্বদা বিদ্যমান 'ওম্' রশ্মির দ্বারা মনস্তত্ত্বের মধ্যে সর্বদা স্পন্দনের রূপে উৎপন্ন হতে থাকে, এর দ্বারা প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মির সাথে তার সামিপ্য বজায় থাকে। কোনো কারণবশতঃ যখনই প্রাণ রশ্মির গতি বা মার্গে কোনো বাধা আসে বা অনিষ্ট বিক্ষোভ উৎপন্ন হয়, এটা তাকে ব্যবস্থিত করতে নিজের ভূমিকা পালন করে। এই কাজে 'ওম্' রশ্মি ও ঈশ্বর তত্ত্ব সহায়ক হয়।

এই রশ্মির প্রাধান্যতার প্রারম্ভিক কালে গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি বিশেষ রূপে উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন মন্দ ঊর্জা যুক্ত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের (রেডিও তরঙ্গ) উৎপত্তিও হতে থাকে। ধীরে-ধীরে প্রকাশ তরঙ্গেরও উৎপত্তি হওয়া প্রারম্ভ হয়। গায়ত্রীর পশ্চাৎ অন্য ছন্দ রশ্মিও ধীরে-ধীরে উৎপন্ন হতে থাকে আর খগোলীয় মেঘ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া প্রারম্ভ হয়ে যায়।

৯. কূর্ম – এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

রসো বৈ কূর্মঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৫.১.১)

Vedic Physics Youtube Channel

স য়ৎকূর্মো নামঃ এতদ্বৈ রূপম্ কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা sঅসৃজত য়দসৃজতাকরোত্তদ্যদকরোত্তস্মাৎকূর্মঃ কশ্যপো কূর্মঃ (শতপথব্রাহ্মণ৭.৫.১.৫), শিরঃ কূর্মঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৫.১.৩৫), মেধো বা এষ পশূনাম্ য়ৎ কূর্মঃ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.২.৮.৫; কাঠক সংহিতা ২০.৭; কপিষ্ঠল সংহিতা ৩১.৯), সুবর্গায় বা এষ লোকায়োপধীয়তে য়ৎ কূর্মঃ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.৭.৮.২)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

এই প্রাণ রশ্মি রস রূপ হয়ে অপান রশ্মিকে বল ও প্রেরণা প্রদান করে। আমার মতে এই রশ্মি হল অপান প্রাণের উপপ্রাণ। একজন প্রখ্যাত আর্য সন্ন্যাসী স্বামী সর্বদানন্দ সরস্বতী তাঁর পুস্তক 'সন্মার্গ দর্শন'–এরমধ্যে 'শরীরগতিঃ' নামক অধ্যায়ে কূর্ম প্রাণের বিষয়ে লিখেছেন – 'স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে সন্তানের উৎপত্তি হয়। ...সংযোগজ ধর্মের মধ্যে কূর্মের সমান যে প্রত্যেক বৃত্তি আর গতির নিরোধ হয়, এতটা বিশেষ কার্য কূর্ম প্রাণের হয়।' (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৪)

এটা সর্ববিদিত যে এই ক্রিয়াতে মুখ্য ভূমিকা অপান প্রাণের হয়, কারণ নাভীর থেকে নিচে অপান প্রাণের স্থান হয়, এই কারণে কূর্ম প্রাণের স্থানও এখানেই মানা উচিত। এরদ্বারা কূর্ম প্রাণ অপান প্রাণের উপপ্রাণ সিদ্ধ হয়। এটা অপান প্রাণের ছড়িয়ে থাকা ক্রিয়াকে বিরুদ্ধ বা প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীভূত করতে নিজের ভূমিকা পালন করে।

প্রজাপতি অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব প্রাণ-অপানের বিবিধ কর্মের দ্বারা বিভিন্ন প্রজারূপ রশ্মি আদি পদার্থকে উৎপন্ন করে। আমরা জানি যে অপান প্রাণ রশ্মি প্রতিকর্ষণ বল প্রধান হয়, তাসত্ত্বেও ব্যান রশ্মির মাধ্যমে প্রাণ রশ্মির সাথে বাঁধা থাকে। সংযোগ প্রক্রিয়াতে এই কূর্ম উপপ্রাণ কচ্ছপের মতো অপানরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

এটা প্রাণ ও অপানের মাঝে সম্বন্ধকে বজায় রাখতে মস্তকের সমান শ্রেষ্ঠ স্থান রাখে অর্থাৎ মস্তক যেমন সম্পূর্ণ শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেইরকম কূর্ম রশ্মি এই সম্বন্ধকে বজায় রাখতে নিজের ভূমিকা পালন করে।

এই রশ্মি মেঘরূপ হয়ে পশুরূপ বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির সংগঠনে উপযোগী হয়। এরদ্বারা সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির সঙ্গে এর সাম্যতা সিদ্ধ হয়। এর এই প্রক্রিয়াকে পরবর্তী বিন্দুতে বোঝানো হয়েছে।

কূর্ম প্রাণ রশ্মি কিভাবে অপান প্রাণ রশ্মিকে নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থিত করে, এর সংকেত এখানে করা হয়েছে। সেটা এমন যে সুবর্গ লোককে এই রশ্মি খুব নিকট থেকে ধারণ করে। এটা বিদিত যে ব্যান রশ্মিকেই স্বর্গলোক বলা হয়। এর সংকেত স্বয়ং মহর্ষি তিত্তির করেছেন –

সুবরিতি ব্যানঃ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭.৫.৩; তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১.৫.৩)

অন্যদিকে মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন –

স্বর্গোলোক স্বর্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.৬৯)।

এইভাবে কূর্ম রশ্মি ব্যান রশ্মিকে প্রাণ ও অপানকে সংযুক্ত রাখতে সহায়তা প্রদান করে। এই প্রক্রিয়াকে আরও স্পষ্ট করে পুনরায় বলেছেন –

এনম্ কূর্মঃ সুবর্গম্ লোকমঞ্জসা নয়তি (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.২.৮.৫)

অর্থাৎ কূর্ম রশ্মি ব্যান রূপ রশ্মিকে উচিত রীতিতে শীঘ্রতাপূর্বক নিজের সাথে যুক্ত করে ব্যবস্থিত করে নেয়। এরফলে ব্যান রশ্মির সাথে অপান রশ্মির বন্ধন হয়ে প্রাণ রশ্মির সাথে উচিত সামঞ্জস্য বজায় থাকে। যখন মনস্তত্ত্বের মধ্যে ‘ওম্’ রশ্মির স্পন্দন এমন হয় যে সেগুলো অপান ও ব্যান রশ্মির সাথে সম্বন্ধ হয়ে উপরোক্ত প্রভাব দেখাতে পারে, তখন সেই স্পন্দনই কূর্ম প্রাণের রূপ

Vedic Physics Youtube Channel

হয়। কূর্ম রশ্মির প্রাধান্যতায় সেই ক্রিয়াগুলোই পুনরায় উৎকর্ষকে প্রাপ্ত করে, যেগুলো উদান রশ্মির সময় উৎপন্ন হয়েছিল। এগুলোর কারণে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন কণা ও বিকিরণের ঊর্জাতে বৃদ্ধি হয়। এর প্রাধান্যতায় ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি বিশেষ রূপে উৎপন্ন হয়ে পদার্থের ঊর্জাতে ভারী বৃদ্ধি করে। খগোলীয় মেঘের ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার সময়েও এর প্রাধান্যতা থাকে।

১০. কৃকল – এই প্রাণ তত্ত্ব হল উদান প্রাণের উপপ্রাণ। 'কৃকলঃ' শব্দের অর্থ হল – 'কৃকম্ লাতীতি' অর্থাৎ এটা কৃক-কে প্রাপ্ত করানোর জন্য হয়। ঋগ্বেদ ১.২৯.৭ মন্ত্রের মধ্যে 'কৃকদাশ্বম্' পদের ভাষ্যতে ঋষি দয়ানন্দ এবং সায়ণাচার্য উভয়ই 'কৃকম্' শব্দের অর্থ 'হিম্সনম্' করেছেন। এইভাবে হিংসা বা তীক্ষ্নতাকে প্রদান বা প্রাপ্ত করানোর জন্য প্রাণ তত্ত্বকেই কৃকল বলা হয়েছে। এরদ্বারা স্পষ্ট হয় যে যখন মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'ওম্' রশ্মি এমন ভাবে স্পন্দিত হয় যে সেগুলো উদান প্রাণ রশ্মি রূপ স্পন্দনকে আবশ্যকতা হলে তীক্ষ্ন বা হিংসক রূপ প্রদান করতে পারে, সেই স্পন্দন কৃকল প্রাণ রশ্মির রূপ হয়। আমরা এটা জানি যে উদান প্রাণ রশ্মি উৎক্ষেপণ বলযুক্ত হয়।

যখন কোথাও উদান রশ্মির উৎক্ষেপণ বলের মধ্যে কোনো বাধা আসে, তখন মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'ওম্' রশ্মির দ্বারা কৃকল প্রাণ রশ্মি রূপ স্পন্দন অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়ে উদান রশ্মিকে ধাক্কা সহিত বল প্রদান করে তার উৎক্ষেপণ বলকে সক্রিয় বা নির্বাধ করে দেয়। এরফলে উদান রশ্মি তার কাজকে সমুচিত রীতিতে সম্পাদিত করতে থাকে। এর উৎকর্ষ কালে আকাশ তত্ত্বও বিশেষ সক্রিয় হতে থাকে আর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিদ্যমান পদার্থ তীব্রতার সহিত কম্পন করতে থাকে। এইসময় পদার্থের উষ্মাতেও বিশেষ বৃদ্ধি হয় আর খগোলীয় মেঘ অনেক রঙের প্রকাশ যুক্ত হতে থাকে। এইসময় সেই মেঘগুলোর মধ্যে হতে চলা ক্রিয়াও

তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এইসময় অনেক প্রকারের ছন্দ রশ্মির উৎপত্তিও অধিক মাত্রায় হয়।

১১. দেবদত্ত—এটা হল সমান প্রাণের উপপ্রাণ। এটা বিদিত যে সমান প্রাণ রশ্মি প্রাণ তথা অপান রশ্মির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হয়। এই কারণে সমানের সাথে-সাথে প্রাণ ও অপান রশ্মির পূর্বোক্ত কাজ সমুচিত রীতিতে সম্পাদিত হতে সহায়তা পাওয়া যায়। কোথাও কারও কাজ কোনো কারণবশতঃ অবরুদ্ধ হতে থাকলে, তখন দেবদত্ত প্রাণ রশ্মি সমান রশ্মির নিকট প্রকট হয়ে সেগুলোকে সমুচিত সক্রিয়তা প্রদান করে, যারফলে প্রাণ ও অপান রশ্মির মধ্যে আসা বাধা ধাক্কার সহিত দূর হয়ে যায়। সারাংশতঃ এই রশ্মিগুলো সমান প্রাণের সাথে সমলয় সহিত স্পন্দিত হয়ে প্রাণ ও অপানের লয় বজায় রাখে।

এই প্রাণ রশ্মির নাম দেবদত্ত এটাই সংকেত করে যে এই রশ্মি অন্য প্রাণ রশ্মির থেকে কিছুটা বৈশিষ্ট্য রাখে। যদি এখানে 'দেব' শব্দের অর্থ মন এবং বাক্ তত্ত্ব ('ওম্' রশ্মি) গ্রহণ করা হয় আর সেগুলোর দ্বারা প্রদত্ত বা নির্মিত স্পন্দনকে দেবদত্ত বলা হয়, তাহলে এমন প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে যে মনস্তত্ত্বের ভিতরে 'ওম্' রশ্মির দ্বারা উৎপন্ন স্পন্দন রূপে তো সব প্রাণ ও ছন্দ রশ্মিই উৎপন্ন হয়, তাহলে সবগুলোকে দেবদত্ত বলা হবে কি? কিন্তু সবগুলোকে 'দেবদত্ত' বলা হয় না। এই কারণে আমার মতে বিভিন্ন দেব অর্থাৎ প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি 'ওম্' রশ্মির দ্বারা স্পন্দিত হয়ে অতি সূক্ষ্ম স্পন্দনকে উৎপন্ন করতে থাকে। এই স্পন্দন সমান প্রাণ রূপ স্পন্দনের নিকট ব্যাপ্ত হয়ে উপরোক্ত কাজে সেগুলোকে সহযোগিতা করে। এইভাবে দেবদত্ত রশ্মির নির্মাণে সমস্ত প্রাণ রশ্মির সহযোগিতা থাকে, এই কারণে একে দেবদত্ত বলে।

যদিও এই রশ্মিগুলোর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ সমান রশ্মির সঙ্গে আছে, কিন্তু

সমানের মাধ্যমে এগুলোর সম্বন্ধ প্রাণ, অপান, ব্যান এবং এগুলোর উপপ্রাণ থেকে শুরু করে অন্য ছয় প্রাণ রশ্মির সঙ্গেও হয়ে যায় অর্থাৎ এই দেবদত্ত রশ্মি এইসবকে প্রভাবিত করে। এই কারণে 'দেবদত্তঃ' শব্দ 'দেবেভ্যো দত্তঃ' তথা 'দেবৈর্দত্তঃ' অর্থাৎ দেব=প্রাণের জন্য তথা দেবের (প্রাণ) দ্বারা প্রদান করা, এই দুই অর্থের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। এই কারণে বিভিন্ন প্রাণ রশ্মির প্রাধান্যতার প্রভাবকে দর্শায় এমন প্রকরণের মধ্যে দেবদত্তের প্রাধান্যযুক্ত প্রকরণ সবথেকে অধিক লম্বা হয়। খগোলীয় মেঘের বিখণ্ডন থেকে গ্রহের পৃথক্করণের সময় দেবদত্ত রশ্মির প্রাধান্যতা আছে। এই রশ্মির প্রভাবে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে একে-অপরের সাথে জুড়তে থাকে।

এই রশ্মিগুলোর প্রাধান্যতায় তীব্র এবং ব্যাপক বল উৎপন্নকারী অষ্টি ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়, যার কারণে প্রকাশ আর উষ্মার মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। লোকের ঘনীভবন আর সংকোচনের ক্রিয়া তীব্রতর হয় আর অসুর ঊর্জার প্রভাব ক্ষীণ হতে থাকে। নক্ষত্রের কেন্দ্রের মধ্যে এর প্রভাবে সমস্ত ক্রিয়া তীব্রতর হতে থাকে আর কেন্দ্রীয় ভাগের সীমার নির্ধারণও হতে থাকে। নক্ষত্রের ভিতরে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্র আর সৌর নদীর নির্মাণেও এর ভূমিকা আছে। সৌর কূপের নির্মাণের মধ্যেও এর ভূমিকা আছে। এই রশ্মির প্রাধান্যতায় বিবিধ প্রকারের বল সমৃদ্ধ হয়। নক্ষত্রের ভিতরে হতে চলা বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে এর বিশেষ ভূমিকা আছে।

জ্ঞাতব্য – বিভিন্ন উপপ্রাণ রশ্মি বা স্পন্দনের গতির দিশা নিজ-নিজ প্রাণ রশ্মির গতির দিশার বিপরীত হয়, তারসঙ্গে এগুলোর স্পন্দন সম্বন্ধীয় প্রাণ রশ্মির স্পন্দনের থেকে সূক্ষ্ম হয়, যা এগুলোর নিকট নিরন্তর প্রকট হতে থাকে।

(স) অহোরাত্র, মাস ও ঋতু রশ্মি

Vaidic Physics Youtube Channel

এই বর্গের রশ্মিগুলোকে কালমাপক রশ্মি রূপেও মানা হয়।

(ক) অহোরাত্র – অহোরাত্র বস্তুতঃ প্রাণ-অপান কিংবা প্রাণ-উদানের বাচক হয়। এই বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

অহোরাত্র বৈ মিত্রাবরুণৌ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২.৪.১০.১; মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৫.১৪; কাঠক সংহিতা ১১.১০; তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ২৫.১০.১০)

এখন মিত্রাবরুণের বিষয়ে বলা হয়েছে –

তৌ মিত্রাবরুণৌ প্রাণাপানৌ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১০৯), প্রাণাপানৌ মিত্রাবরুণৌ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৬.১০.১; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.৩.৬.৯), প্রাণাপানৌ বৈ মিত্রাবরুণৌ (কাঠক সংহিতা ২৯.১; ৩০.৩), প্রাণাপানৌ বৈ মিত্রাবরুণৌ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৬.১.৬)

এই বচনগুলো মাধ্যমে সিদ্ধ হয় যে 'অহন্' থেকে প্রাণ তথা 'রাত্রি বা রাত্র' থেকে অপান ও উদান রশ্মির গ্রহণ হয়। এই প্রাণাপানোদান রশ্মির বিষয়ে আমি পূর্বেই লিখে দিয়েছি।

কালমাপী রশ্মি

প্রশ্ন – এই সৃষ্টির মধ্যে অনেক প্রকারের প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয়। সেগুলোকে কোথাও কালমাপক রূপে মানা হয় না। তাহলে কেন প্রাণ, অপান, উদান, মাস এবং ঋতু রশ্মিকে কালমাপক রূপে সংসারে ব্যবহৃত করা হয়? কাল তত্ত্বের সঙ্গে এই রশ্মিগুলোর কি সম্বন্ধ আছে?

উত্তর – এই বিষয়ে কিছু চর্চা আমি কাল তত্ত্বের চর্চার সময় করেছি। আমি লিখেছি যে কাল তত্ত্ব হল এক এমন পদার্থ, যার মধ্যে তমোগুণের সর্বথা অভাব থাকে। কাল তত্ত্বের পশ্চাৎ কালমাপক প্রাণ, অপান, উদান, মাস এবং

Vaidic Physics Youtube Channel

ঋতু রশ্মিগুলোই এমন রশ্মি হয়, যারমধ্যে তমোগুণের মাত্রা সর্বথা অভাব তো হয় না, কিন্তু এর মাত্রা এতই ন্যূনতম হয় যে এই রশ্মিগুলো অন্য রশ্মির তুলনায় ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন গমনকারী হয়। এগুলো কাল তত্ত্বের সমান তো ক্রমাগত ও নিরপেক্ষ গমনকর্ত্রী হয় না, কিন্তু অন্য রশ্মির তুলনায় এগুলোর স্বভাব এমনই হয়। এখন আমরা বিচার করবো যে এগুলোকে কেন কালমাপক মানা হয়েছে? এই বিষয়ে আমার মত হল এইরকম –

১. অহন্ (প্রাণ)–যতটা সময়ে একটা প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মির স্পন্দন হয়, সেই সময়কে এক অহন্ বা প্রাণ বলে। এই রশ্মি অক্ষর দিয়ে নির্মিত হয়। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা অক্ষর এক-এক করে স্পন্দিত হয়। সব ছয়টা স্পন্দনের এক সংযুক্ত স্পন্দনকে প্রাণ রশ্মি (অহন্) বলে। যেরকম বর্তমান ভৌতিকবিদ্ সীজিয়ম – ১৩৩ এটমের ট্রানজিশনের ৯,১৯,২৬,৩১,৭৭০ আবৃত্তির সময়কে এক সেকেন্ড বলে।

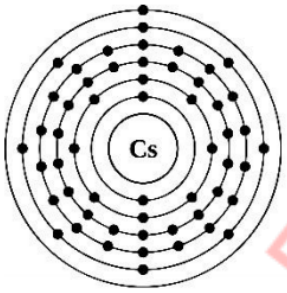

Cs পরমাণু

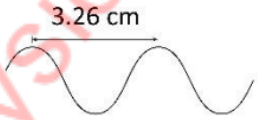

f = 9,19,26,31,770 Hz

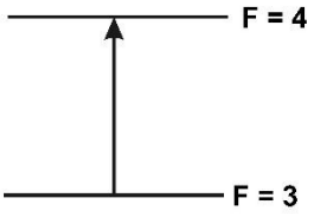

6s ইলেকট্রন স্তরের হাইপরফাইন বিভাজন

এই কারণে কেউ বলতে পারবে না যে সেকেণ্ডই হল কাল অথবা কালের একটা খণ্ড। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে কালকে মাপার একটা বিধি। আকাশকে মাপার সাধন মিটার, কিলোমিটার আদি হয়। এইভাবে প্রাণ, অপান আদি যেমন পদার্থ (রশ্মি) বিশেষ হয়, তেমনই এই পদগুলো কালের মাপকও হয়। বর্তমান ভৌতিকবিদ্ প্লেটিনিয়াম-ইরিডিয়ামের দণ্ড বিশেষের দৈর্ঘ্যকে এক মিটার বলে।

Vedic Physics Youtube Channel

বস্তুতঃ সেই দণ্ডটা না তো স্পেস হয় আর না তার দৈর্ঘ্য স্পেস হয়, এইভাবে কালের বিষয়ে প্রাণ বা মাসাদি রশ্মির মাপন কর্ম বুঝে নিবেন।

২. রাত্রি = রাত্র (অপান) – যতটা সময়ের মধ্যে একটা অপান রশ্মি একবার স্পন্দিত হয়, সেই সময় অপান (রাত্রি) বলা হয়। এই রশ্মি চার-চারটা অক্ষরের চারটা আবৃত্তি অর্থাৎ সর্বমোট ষোলো অক্ষর একত্রিত হয়ে তৈরি হয়।

লোক প্রচলিত অহোরাত্র = দিন-রাত্রি, মাস, ঋতু আদির সঙ্গে এই রশ্মির তুলনা করা এই গ্রন্থের বিষয় নয়, তবুও এটুকু অবশ্যই মনে হয় যে প্রচলিত দিন, রাত, মাস ও ঋতুর সঙ্গে এই রশ্মির অনিবার্য সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। দিনের সময় প্রাণ আর রাত্রির সময় অপানের প্রাধান্যতা আছে। এইভাবে মাস ও ঋতুর মধ্যে সেই-সেই রশ্মির প্রাধান্যতা বুঝে নেওয়া উচিত।

(খ) মাস রশ্মি– প্রত্যেক মাস রশ্মি প্রাণ ও অপানের সংযুক্ত রূপের তিরিশবার স্পন্দিত হওয়ার ফলে নির্মিত হয়। 'মাস' রশ্মির বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. ত্রিম্শন্মাসো রাত্রয়ঃ (কাঠক সংহিতা ৩৪.৯)
২. ত্রিꣳশিনো মাসাঃ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭.৫.২০.১)
৩. মাসা (সম্বৎসরস্য) কর্ম্মকারাঃ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১১.১০.৩)
৪. মাসা রশ্ময়ঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১৩৭)
৫. মাসা বৈ বাজাঃ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২.৫.৭.৪)
৬. মাসা বৈ য়াবাঃ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.৩.৪.৫)
৭. মাসাঃ সন্ধ্যানানি (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭.৫.২৫.১)
৮. মাসা হবীꣳষি (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.২.৭.৩ ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

Vaidic Physics Youtube Channel

১. একটা মাস রশ্মির মধ্যে তিরিশটা রাত্রি অর্থাৎ অপান রশ্মি থাকে।
২. একটা মাসের মধ্যে তিরিশটা প্রাণ-অপান জোড়া থাকে।
৩. এই মাস রশ্মিগুলো সৃষ্টিরূপী সম্বৎসরের কার্যকর্ত্রী হয় অর্থাৎ এগুলো ছাড়া সৃষ্টি বা সূর্যাদি লোকের নির্মাণ সম্ভব হবে না।
৪. মাস হল বিশেষ প্রকারের রশ্মির নাম।
৫. মাস রশ্মি বাজরূপ অর্থাৎ অন্ন ও বল রূপ হয়।
৬. মাস রশ্মি বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ-অমিশ্রণ কর্মকে সম্পন্নকারী হয়।
৭. এই রশ্মি বিভিন্ন রশ্মির মাঝে সন্ধানকের কাজ করে।
৮. এই রশ্মি হবি রূপ হয় অর্থাৎ সৃষ্টি যজ্ঞতে নিরন্তর নিজের আহুতি দিয়ে বিভিন্ন পদার্থের নির্মাণে উপাদান কারণ রূপ হয়। এর বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে –

উদানা মাসাঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৫.১০.৩)

এরদ্বারা এই সংকেত পাওয়া যায় যে এই রশ্মির মধ্যে উদান রশ্মির মতো উৎক্ষেপণ বল বিদ্যমান আছে। এইজন্য মনে হয় এই রশ্মি বিভিন্ন রশ্মি, যেগুলো য়োষা ও বৃষা রূপে ব্যবহার করে, সেগুলোর নিশ্চিত বিন্দু রূপ ভাগগুলোকে উত্তেজিত বা উৎক্ষিপ্ত করে পরস্পর সংযোগ করাতে সহায়ক হয়।

অক্ষর সংযোজন বা প্রাণ-অপান জোড়ার সংযোজন ভেদ দ্বারা এই রশ্মি ১২ রূপে উৎপন্ন হয়। এই বারোটা রূপ বা প্রকার নিম্নানুসারে সর্ববিদিত –

১. মধু ২. মাধব ৩. শুক্র ৪. শুচি ৫. নভস্ ৬. নভস্য
৭. ঈষ ৮. ঊর্জ ৯. সহস্ ১০. সহস্য ১১. তপস্ ১২. তপস্য

Vaidic Physics Youtube Channel

এখন আমি প্রত্যেক মাসরশ্মির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করবো–

১. মধু মাস – এটা হল প্রথম মাস রশ্মি। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. প্রাণো বৈ মধু (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.১.৩.৩০)
২. মিথুনম্ বৈ মধু (ঐতরেয় আরণ্যক ১.৩.৪)
৩. বিজ্ঞাতম্ মার্গম্ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৪.৪৫.৩)
৪. পরমম্ বা এতদন্নাদ্যম্ য়ন্ মধু (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৩.১১.১৭)
৫. মধু ধমতের্বিপরীতস্য (নিরুক্ত ১০.৩১), ধমতি গতিকর্মা (নিঘন্টু ২.১৪), বধকর্মা (নিঘন্টু ২.১৯)
৬. সর্বে বৈ কামা মধু (ঐতরেয় আরণ্যক ১.১.৩)

এই বচনগুলো থেকে মধু নামক রশ্মির নিম্নলিখিত গুণ প্রকট হয় –

১. মধু মাস প্রাণ রশ্মিরই রূপ হয়। এর তাৎপর্য হল এরমধ্যে প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মির প্রাধান্যতা আছে।
২. এই রশ্মি সংযোগ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ বা উৎপন্ন করে।
৩. এই মাস রশ্মি বিভিন্ন রশ্মি আদি পদার্থকে পারস্পরিক সংগতি হেতু প্রকাশিত বা সরলতম মার্গের উপর নিয়ে আসতে সহায়ক হয়।
৪. এই রশ্মি অন্য সব মাস রশ্মির তুলনায় অধিক সংযোগধর্মিণী, প্রকাশবতী তথা 'ওম্' রশ্মির সঙ্গে বিশেষ সমৃদ্ধ হয়।
৫. এই রশ্মি সংযোজনীয় অন্য আবশ্যক রশ্মির সহায়তায় রশ্মি বা কণার মার্গ বা সংযোগ কর্মের মধ্যে আসা বাধক রশ্মির বধ করে সেগুলোকে অনুকূল গতি প্রদান করে।
৬. সব ধরণের আকর্ষণ বলের মধ্যে এই রশ্মিরও ভূমিকা আছে।

Vaidic Physics Youtube Channel

উপরোক্ত এই গুণ সম্পন্ন রশ্মিকে 'মধু' বলে। প্রশ্ন হল এই রশ্মি মনস্তত্ত্বের ভিতরে 'ওম্' রশ্মির দ্বারা কি রকম স্পন্দনের রূপ হয়? আমি পূর্বে প্রাণ, অপান ও ব্যানের মধ্যে অক্ষর সংখ্যাকে দেখিয়েছি। এই মাস রশ্মির স্বরূপ এবং অক্ষর সংখ্যা কত? এখন আমরা এই বিষয়ে বিচার করবো।

আমি 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থের ২.৩৪ খণ্ডের মধ্যে বারোটা নিবিদ্ রশ্মির বর্ণনা করেছি। আমি সেই নিবিদ্ রশ্মিগুলোকেই মাস রশ্মি রূপে মেনেছি। এই কারণে প্রথম নিবিদ্ রশ্মি 'অগ্নির্দেবেদ্ধঃ'ই প্রথম মাস রশ্মি অর্থাৎ মধু রশ্মি সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন – আপনি একটা মাস রশ্মির মধ্যে তিরিশটা প্রাণ ও তিরিশটা অপান রশ্মির কথা লিখেছেন তথা প্রাণের মধ্যে সর্বমোট ছয়টা অক্ষর তথা অপানের মধ্যে সর্বমোট ষোলোটা অক্ষরের কথা লিখেছেন। যদি সেখানে এক-একটা অক্ষরের আবৃত্তি মানা হয়, তাহলেও প্রাণের মধ্যে একটা ও অপানের মধ্যে চারটা অক্ষর হবে। এমন পরিস্থিতিতে এগুলোর তিরিশ জোড়া দিয়ে 'অগ্নির্দেবেদ্ধঃ' এই পঞ্চাক্ষরা মধু মাস রশ্মি কিভাবে উৎপন্ন হয়?

উত্তর – এই প্রশ্নটা স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের এমন ভাবা উচিত নয় যে কোনো ছন্দ রশ্মির মধ্যে অক্ষরের সংখ্যা তার অবয়বরূপ লঘু ছন্দ রশ্মির অক্ষরের সর্বমোট সংখ্যার সমানই হবে। আমার দৃষ্টিতে ছন্দ রশ্মির মধ্যে অক্ষর সর্বদা সংরক্ষিত থাকে না। এর মানে এই নয় যে অক্ষরও নশ্বর ও জন্ম নেয়। এমন কখনও হয় না। প্রকৃতির মধ্যে সব অক্ষর সংরক্ষিতই থাকে, কিন্তু কিছু অক্ষরের প্রকট অর্থাৎ ব্যক্ত হওয়া আর কিছু অক্ষরের অব্যক্ত রূপে চলে যাওয়ার মতো ক্রিয়া সচরাচর হয়ে থাকে। এইভাবে প্রকট অক্ষর সর্বদা সংরক্ষিত থাকে না, এখানে এই অর্থই ধরে নেওয়া উচিত।

Vaidic Physics Youtube Channel

যখন 'ওম্' রশ্মি মনস্তত্ত্বকে স্পন্দিত করে কিছু রশ্মিকে উৎপন্ন করে, তখন সেই উৎপন্ন ছন্দ রশ্মিগুলো অন্য ছন্দ রশ্মির সঙ্গে সংযোগ করে সর্বথা নবীন ছন্দ রশ্মির রূপে প্রকট হতে পারে, সেগুলোর মধ্যে অক্ষর সংখ্যা কম বা অধিকও হতে পারে। এই কারণে প্রাণ-অপানের তিরিশটা যুগ্ম দিয়ে উপরোক্ত মধু মাস রশ্মির উৎপত্তি হওয়া সর্বথা সম্ভব হয়। এরমধ্যেও বিশেষ বক্তব্য হল যে তিরিশটা প্রাণ-অপান যুগ্ম থেকে বারোটা মাস রশ্মির নির্মাণ হওয়াতে এই যুগ্মের বারো প্রকারে বিশেষ সংযোগই কারণ হয়। যদি এমন না হতো তাহলে একই প্রকারের মাস রশ্মি উৎপন্ন হতো।

প্রশ্ন – যদি 'অগ্নির্দেবেদ্ধঃ'ই মধু মাস রশ্মি হয়, তাহলে এর পূর্বোক্ত গুণের সঙ্গতি এই ছন্দ রশ্মির সঙ্গে কিভাবে হবে?

উত্তর – এই ছন্দ রশ্মির (মধু মাস) মধ্যে নিম্ন পদ বিদ্যমান আছে – 'অগ্নিঃ + দেব + ইদ্ধঃ' । এগুলোর প্রভাব আমি ক্রমশঃ দেখাবো।

অগ্নিঃ –এই পদের প্রভাব হেতু আমি মাত্র কিছু শাস্ত্রীয় বচনকে উদ্ধৃত করবো –

১. অগ্নিঃ কস্মাদগ্রণীর্ভবতি। অগ্রম্ য়জ্ঞেষু প্রণীয়তে। অঙ্গম্ নয়তি সন্নমমানঃ (নিরুক্ত ৭.১৪)

২. অগ্নির্বৈ রক্ষসামপহন্তা (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ৮.৪; ১০.৩)

৩. অগ্নির্বৈ দেবানাম্ ব্রতপতিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.১.১.২)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে 'অগ্নিঃ' পদের প্রভাবে মধু মাস রশ্মি নিম্ন গুণযুক্ত হয় –

১. এটা অন্য মাস রশ্মির মধ্যে অগ্রগামিনী তথা সেগুলোকে নিজের সঙ্গে বহনকারী হয়। সংযোগ প্রক্রিয়ার সময় সর্বপ্রথম এরই প্রাদুর্ভাব হয়। এর

Vaidic Physics Youtube Channel

অভাবেঅন্য মাস রশ্মিগুলো সংযোগ প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করাতে পারবে না।

২. কোনো সংযোগ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে কোনো বাধক রশ্মির (ডার্ক এনার্জি) প্রহার হলে সেগুলোকে নষ্ট করার ক্ষমতা এরমধ্যে বিদ্যমান আছে।

৩. এই রশ্মি বিভিন্ন কণা বা রশ্মির ব্রত অর্থাৎ বন্ধন বলের রক্ষিকা হয়।

দেব – এই পদের প্রভাবের বিষয়ে জানার হেতু আমি কিছু আর্ষ বচনকে উদ্ধৃত করবো –

১. দেবো দানাদ্বা, দীপনাদ্বা, দ্যোতনাদ্বা (নিরুক্ত ৭.১৫)

২. দেবা য়জ্ঞিয়াঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৫.২.৩)

৩. অপহতপাপ্মানো দেবাঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.১.৩.৪)

এই বচনগুলো থেকে নিম্ন প্রভাব উৎপন্ন হয় –

১. এই মধু মাস রশ্মিগুলো সংযোগ-বিয়োগ প্রক্রিয়া হেতু প্রকাশিত বা শুদ্ধ মার্গকে প্রকট করে।

২. এগুলো য়জনশীল অর্থাৎ সংযোগশীল হয়।

৩. এর উপর বাধক রশ্মি (ডার্ক এনার্জি) প্রভাব ফেলতে পারে না।

ইদ্ধঃ – এর প্রভাবে 'অগ্নিঃ' এবং 'দেবঃ' পদ অধিক সক্রিয় হয়ে মধু মাস রশ্মিকে অন্য রশ্মির তুলনায় অধিক সক্রিয় করতে সহায়ক হয়।

যদি পাঠক 'অগ্নির্দেবেদ্ধঃ' প্রভাবের উপর বিচার করেন, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে মধু মাস রশ্মির যে গুণ আমি পূর্বে দেখিয়েছি, সেগুলো 'অগ্নির্দে-বেদ্ধঃ' নিবিদ্ রশ্মির গুণের সঙ্গে সাম্যতা রাখে। এই কারণে এই নিবিদ্ রশ্মিকে মধু মাস রশ্মি মানা আমার দৃষ্টিতে সর্বথা উচিত হবে।

২. মাধব মাস – এই পদ 'মধু' পদের সঙ্গে তদ্ধিত করাতে সিদ্ধ হয়। এই রশ্মি

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রায় মধু রশ্মির মতোই হয়। 'অগ্নির্মন্বিদ্ধঃ' নামক নিবিদ্ রশ্মিকেই মাধব মাস রশ্মি বলে। এই ছন্দ রশ্মির মধ্যেও 'অগ্নিঃ' এবং 'ইদ্ধঃ' পদের অর্থ ও প্রভাব পূর্ববত বুঝে নিবেন। 'দেবঃ' পদের স্থানে 'মনুঃ' শব্দ আছে, যেটা 'মন্যতে অর্চনিকর্মা' (নিঘন্টু ৩.১৪) তথা 'মন্যতে কান্তিকর্মা' (নিঘন্টু ২.৬) দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তাহলে নিশ্চয়ই 'মনুঃ' পদের প্রভাব 'দেবঃ' পদের প্রভাবের সঙ্গে মেল খাবে। তবে হ্যাঁ, এটুকু অবশ্য আছে যে 'দেবঃ' পদের প্রভাব কিছু অধিক ব্যাপক হয়। এইভাবে মাধব মাস রশ্মি মধু মাস রশ্মির সঙ্গে ব্যাপক স্তরে সমতা রাখার জন্যই মাধব বলে।

৩. শুক্র – এটা হল তৃতীয় প্রকারের মাস রশ্মি। শুক্রের বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. অত্তা বৈ শুক্রঃ (গ্রহঃ) (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫.৪.৪.২০)

২. অস্য (অগ্নিঃ) এবৈতানি (ঘর্মঃ, অর্কঃ, শুক্রঃ, জ্যোতিঃ, সূর্যঃ) নামানি (শতপথ ব্রাহ্মণ ৯.৪.২.২৫)

৩. য়জমানদেবত্যো বৈ শুক্রঃ (কাঠক সংহিতা ২৭.৮)

৪. শুক্র হিরণ্যম্ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১.৭.৬.৩)

৫. য়জ্ঞো বৈ শুক্রঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৯৩)

এই প্রমাণগুলো থেকে এই মাস রশ্মির নিম্নলিখিত বিশেষত্ব প্রকট হয় –

১. এই রশ্মি বিভিন্ন পদার্থ থেকে উৎসর্জিত সূক্ষ্ম রশ্মিকে ভক্ষণ করে সেগুলোকে (পদার্থকে) নিজের দিকে আকৃষ্ট করে।

২. 'অগ্নিঃ' শব্দের সঙ্গে এই রশ্মির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে।

৩. এই রশ্মি সঙ্গমনীয় কণার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

৪. এই রশ্মি অন্য রশ্মিকে হরণকারী হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

৫. এই রশ্মি য়জনশীল হয়।

এই পাঁচ গুণের অতিরিক্ত এই রশ্মি অন্য রশ্মির তুলনায় শীঘ্রকারী হয়। অন্যদিকে বারোটা নিবিদ্ রশ্মির মধ্যে 'অগ্নিঃ সুষমিত্' তৃতীয় রশ্মি হওয়ার কারণে এটাই হল শুক্র মাস রশ্মি। এর প্রভাবে পূর্ব মাস রশ্মির মধ্যে দেখানো 'অগ্নি' শব্দের প্রভাবের প্রখর রূপ প্রকট হয়, যা এই শুক্র মাস রশ্মির উপরোক্ত প্রভাবের সঙ্গে মেল খায়, এই কারণে 'অগ্নিঃ সুষমিত্'ই হল শুক্র মাস রশ্মি।

৪. শুচিঃ – এটা হল চতুর্থ প্রকারের মাস রশ্মি। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল–

১. বীর্য়ম্ বৈ শুচিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.২.১.৮)
২. য়া তে অগ্নে শুচিস্তনূর্দিবমন্বাবিবেশ (কাঠক সংহিতা ৭.১৪;
কপিষ্ঠল সংহিতা ৬.৩)

এই বচনগুলো থেকে এই মাস রশ্মির নিম্ন প্রভাব স্পষ্ট হয় –

১. এই রশ্মি শুক্র মাস রশ্মিকে তীক্ষ্ণ করে তোলে তথা নবীন পদার্থের উৎপত্তিতে সহায়ক হয়।
২. এটা পূর্বোক্ত শুক্র রশ্মির শরীর রূপ হয় কিংবা এরমধ্যে পূর্ব মাস রশ্মি ব্যাপ্ত হয় তথা সংযোগ প্রক্রিয়ার সময় এরমধ্যে বিভিন্ন প্রাণ রশ্মি প্রবিষ্ট হতে থাকে। এটা উষ্মাকে সমৃদ্ধ করে।

অন্যদিকে 'হোতা দেববৃতঃ' চতুর্থ নিবিদ্ রশ্মিকেই চতুর্থ মাস রশ্মি রূপে মানা হয়েছে। এই ছন্দ (নিবিদ্) রশ্মির প্রভাবে হোতারূপ বিভিন্ন মাস রশ্মি বিভিন্ন দেব অর্থাৎ সংযোজনীয় রশ্মি আদি পদার্থকে আচ্ছাদিত করতে থাকে। এরফলে অন্য রশ্মিগুলো তীক্ষ্ণ অর্থাৎ সংযোজক বল যুক্ত অধিক হয়ে যায়। এই গুণের সঙ্গে শুচি মাস রশ্মির উপরোক্ত গুণের সমতা আছে। এরমধ্যে

Vedic Physics Youtube Channel

বিদ্যমান 'দেব' শব্দ একে মধু রশ্মির সঙ্গে সঙ্গত করতে সহায়ক হয়।

৫. নভস্ – এটা হল পঞ্চম মাস রশ্মি। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. নভো লোকানাম্ জয়তি (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.২৯)

২. ন হি তৎপ্রাপ্য কস্মাচ্চন বিভেতি, তস্মাত্তন্নভঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৩০)

এই বচনগুলো থেকে এই মাস রশ্মির নিম্ন লক্ষণ প্রকট হয় –

১. এই রশ্মি বিভিন্ন ব্যাহৃতি রূপ লোককে নিয়ন্ত্রিত করে কিংবা সেগুলোর সঙ্গে সঙ্গত হয়ে অন্য রশ্মিকে নিয়ন্ত্রিত করে সংযোগকে সুদৃঢ় করে।

২. এর বন্ধনে আসার পর সংযোজনীয় রশ্মি বা কণা কম্পিত বা বিচলিত হতে পারে না।

'নভঃ' শব্দ 'ণহ্ বন্ধনে' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়াতে এর প্রভাব দৃঢ় বন্ধন উৎপন্ন করতে সহায়ক হয়। অন্যদিকে 'হোতা মনুবৃতঃ' হল পঞ্চম নিবিদ্ রশ্মি। এখানে হোতার বিষয়ে ঋষিদের মত হল –

নাভির্বা এষা য়জ্ঞস্য য়দ্ধোতা (কাঠক সংহিতা ২৬.১; কপিষ্ঠল সংহিতা ৪০.৪), মধ্যম্ বা এতদ্যজ্ঞস্য য়দ্ধোতা (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.৩.৮.১০)

এই কারণে এই রশ্মি সংযোগ প্রক্রিয়াতে বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন মাস রশ্মির মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এখানে হোতাকে নাভি বলার কারণে এই নিবিদ্ রশ্মি 'নভস্' মাস রশ্মির সঙ্গে সম্বন্ধ স্পষ্ট হয়ে যায়। এখানে 'মনু' শব্দ একে মাধব রশ্মির সঙ্গে সঙ্গত করতে সহযোগিতা করে।

৬. নভস্য – এটা হল ষষ্ঠ মাস রশ্মি। এই রশ্মিও 'নভস্' রশ্মির সমান প্রভাব-কারী হয়। অন্যদিকে 'প্রণীর্য়জ্ঞানাম্' নিবিদ্ রশ্মিকে ষষ্ঠ মানা হয়েছে। এর প্রভাবে এই রশ্মি অন্য বিভিন্ন মাস রশ্মির দ্বারা করতে থাকা সঙ্গমন-সংযোজন

Vedic Physics Youtube Channel

কর্মকে প্রকৃষ্টতা সহিত বহন করতে সহায়ক হয়। এরমধ্যে বিদ্যমান 'য়জ্ঞানাম্' পদ পূর্ব 'নভস্' এবং 'শুচি' মাস রশ্মির মধ্যে বিদ্যমান 'হোতা' পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সহায়ক হয়।

৭. ঈষ – এটা হল সপ্তম মাস রশ্মি। এই পদ 'ঈষ্' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই ধাতু 'ঈষতি গতিকর্মা' (নিঘন্টু ২.১৪) তথা 'ঈষ গতিহিন্সাদর্শনেষু' দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই কারণে এই রশ্মি অন্য মাস রশ্মির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে বাধক রশ্মিকে (ডার্ক এনার্জি) নষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত করে সংযোগাদি ক্রিয়াকে গতি প্রদান করে। অন্যদিকে 'রথীরধ্বরাণাম্' হল সপ্তম নিবিদ্ রশ্মি। এর পদ 'রথীঃ' তথা 'অধ্বরাণাম্' এটাই সংকেত করছে যে এই নিবিদ্ রশ্মি অন্য মাস রশ্মিকে হিংসাবর্জিত রূপ প্রদান করে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত বা বহন করতে সক্ষম হয়, যা 'ঈষ' রশ্মিরই পরিচায়ক হয়।

৮. ঊর্জ – এটা হল অষ্টম মাস রশ্মি। 'ঊর্জ' শব্দের বিষয়ে ঋষিরা বলেছেন –

অন্নমূর্জম্ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ২৮.৫),
ঊর্জন্তি সর্বে পদার্থা য়স্মিন্ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৪.১৬)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে এই রশ্মি অন্নরূপ হয়, যেটা অন্য মাস রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কিংবা সেগুলোর দ্বারা অবশোষিত হয়ে সেইসব রশ্মিকে বল ও ঊর্জা প্রদান করতে সহায়ক হয়। অন্যদিকে 'অতূর্তো হোতা' হল অষ্টম নিবিদ্ রশ্মি। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

অতূর্তো হোতেত্যাহ ন হ্যেতম্ (অগ্নিম্) কশ্চন তরতি
(তৈত্তিরীয় সংহিতা ২.৫.৯.২-৩),
অয়ম্ বা অগ্নিরতূর্তো হোতেমম্ হ ন কশ্চন তির্য়ঞ্চম্ তরতি

Vedic Physics Youtube Channel

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৩৪),
ন হ্যেত৲ (অগ্নিম্) রক্ষা৲সি তরন্তি তস্মাদাহাতূর্তো হোতেতি
(শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৪.২.১২)

এখানে অগ্নিকে অতূর্ত বলা হয়েছে আর সেটা হোতাও হয়। এই প্রভাবের কারণে এই মাস রশ্মির সঙ্গে পূর্ব মাস রশ্মির না কেবল সুসঙ্গতি হয়, অপিতু অগ্রবর্ণিত মাস রশ্মির সঙ্গে সঙ্গতি হয়ে সেইসবকে বল ও ঊর্জা প্রদান করতে থাকে। এই রশ্মিকে কোনো প্রকারের বাধক রশ্মি (ডার্ক এনার্জি আদি) অতিক্রম করতে পারে না অর্থাৎ সেগুলো এই মাস রশ্মির উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না, এই কারণেই এটা সবার সঙ্গে সঙ্গত হয়ে সেগুলোকে অধিক সক্রিয় করে। এই কারণে এই নিবিদ্ রশ্মি 'ঊর্জ' মাস রশ্মি নামে পরিচিত।

৯. সহস্ – এটা হল নবম মাস রশ্মি। 'সহস্' মাস রশ্মির বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

সহসঃ স্বজঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩.২৬), সহস্ বলনাম (নিঘন্টু ২.৯),
বলম্ বৈ সহঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৬.২.১৪)

এই বচনগুলো থেকে সিদ্ধ হয় যে এই রশ্মি খুব ভালো গতিশীল বল যুক্ত হয়, যা ডার্ক এনার্জি আদি বাধক তত্ত্বকে প্রতিরোধ করতে এবং সেগুলোকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে 'তূর্ণির্হব্যবাট্' হল নবম নিবিদ্ রশ্মি। 'তূর্ণিঃ' বিষয়ে বলা হয়েছে –

তূর্ণি ক্ষিপ্রনাম (নিঘন্টু ২.১৫), তূর্ণিঃ কর্ম (নিরুক্ত ৭.২৭),
সর্বম্ হ্যেষ পাপ্মানম্ তরতি তস্মাদাহ তূর্ণির্হব্যবাডিতি
(শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৪.২.১২)

Vaidic Physics Youtube Channel

এরথেকে এমনই প্রভাব উৎপন্ন হয় যে এই নিবিদ্ রশ্মি সব বাধক রশ্মি আদি পদার্থকে দূর করে বিভিন্ন রশ্মি আদি পদার্থকে শীঘ্রতাপূর্বক পরস্পর সঙ্গত করে ক্রিয়াশীল করে তোলে। এরদ্বারা এই নিবিদ্ রশ্মির 'সহস্' নামক মাস রশ্মি হওয়া সিদ্ধ হয়। এখানে 'হব্যবাট্' পদ অগ্নি ও হোতার সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখে, এই কারণে এই মাস রশ্মির সঙ্গে পূর্ব মাস রশ্মিগুলো সম্যগ্ রূপেণ সঙ্গত হয়ে যায়।

১০. সহস্য – এটা হল দশম মাস রশ্মি, যেটা সহস্ মাস রশ্মির তুল্য প্রভাব-কারিণী হয়। অন্যদিকে 'আ দেবো দেবান্ বক্ষত্'কে দশম নিবিদ্ রশ্মি মানা হয়েছে। এর প্রভাবে বিভিন্ন দেব অর্থাৎ প্রাণাদি রশ্মির সম্পূর্ণ বহন হয়ে সেগুলোকে আরও অধিক সক্রিয় ও সংগমনীয় বানাতে সহযোগিতা পাওয়া যায়। এরমধ্যে বিদ্যমান 'বক্ষত্' পদ পূর্ব 'তূর্ণির্হব্যবাট্' রশ্মির সঙ্গে সুসঙ্গত হতে সক্ষম হয়, যারফলে এই রশ্মি পূর্বোক্ত 'সহস্' মাস রশ্মির সঙ্গে সঙ্গত হয়ে বিভিন্ন পদার্থকে সঙ্গত করতে অধিক সহযোগিতা করে।

১১. তপস্ – এটা হল একাদশ মাস রশ্মি। তপস্ মাস রশ্মির বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. তপো বা অগ্নিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৪.৩.২)
২. তপো বা এষ উপৈতি য়ো বাচং য়চ্ছতি (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৮.৪)
৩. এতত্ খলু বাব তপ ইত্যাহুর্য়ঃ স্বম্ দদাতীতি
(তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬.১.৬.৩)
৪. এতত্ বাব তপো য়ৎস্বম্ দদাতি (কপিষ্ঠল সংহিতা ৩৭.১)

এই বচনগুলো থেকে নিম্ন সংকেত পাওয়া যায় –

১. এই মাস রশ্মি ক্রিয়াশীল হলে অগ্নি তত্ত্ব সমৃদ্ধ হয়।

Vedic Physics Youtube Channel

২. যখন দুটো সংযোগযোগ্য পদার্থ প্রাণাপান ও মরুদ্ রশ্মি রূপী বাক্-কে উৎসর্জিৎ করে, সেই সময় এই মাস রশ্মি সেই প্রাণাদি রশ্মির নিকট প্রকট হয়।
৩. এই মাস রশ্মি প্রকট ও ক্রিয়াশীল হলে পরে 'স্বঃ' অর্থাৎ ব্যান রশ্মিও ক্রিয়াশীল হয়ে সংযোগযোগ্য পদার্থকে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে।
৪. উপরোক্তবৎ।

এই বিন্দুগুলোর উপর বিচার করলে স্পষ্ট হয় যে আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা পরিকল্পিত মধ্যস্থ কণার (মিডিয়েটর পার্টিকলস্) নির্মাণে এই রশ্মিরও ভূমিকা, বিশেষ করে পূর্বোক্ত অন্য মাস রশ্মির তুলনায় বিশেষ হয়। অন্যদিকে 'য়জ্ঞদগ্নির্দেবো দেবান্'-কে একাদশ নিবিদ্ রশ্মি মানা হয়েছে। এই রশ্মির মধ্যে বিদ্যমান 'অগ্নিঃ', 'দেবঃ' এবং 'দেবান্' পদ পূর্বোক্ত মাস রশ্মির সঙ্গে এই রশ্মিকে সঙ্গত করতে সহায়ক হয়। এই কর্মে 'য়জ্ঞত্' শব্দ আরও সক্রিয়তা বাড়াতে সহায়ক হয়। এইভাবে এই রশ্মি বিভিন্ন পদার্থের সংযোজন প্রক্রিয়াতে অন্তিম স্তরের ভূমিকা পালন করে। এই কারণে এই নিবিদ্ রশ্মির 'তপস্' রশ্মির রূপ স্পষ্ট হয়।

১২. তপস্য – এটা হল দ্বাদশ তথা অন্তিম মাস রশ্মি। এটা পূর্ব 'তপস্' মাস রশ্মির প্রায় সমানই হয়। অন্যদিকে 'সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ'-কে অন্তিম দ্বাদশ নিবিদ্ রশ্মি বলা হয়েছে। এর প্রভাবে সর্বতোব্যাপ্ত বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি [প্রাণো বৈ জাতবেদাঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৩৯), বায়র্বৈ জাতবেদাঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৩৪)] বিভিন্ন পদার্থের সংযোজন কর্মকে নির্বাধ রূপে সম্পন্ন করতে অন্তিম রূপে সহায়ক হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য –

Vaidic Physics Youtube Channel

এই বারোটা রশ্মির অতিরিক্ত একটা ত্রয়োদশ মাস রশ্মিও আছে, যেটা সব মাস রশ্মির মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে। এর বিষয়ে মহর্ষি তিত্তির বলেছেন –

ত্রয়োদশো মাসো বিষ্টপম্ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.৮.৩.৩)

এই রশ্মির বিষয়ে বিস্তার ভাবে কোথাও বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.১২ এর বিষয়ে কিছু বর্ণনা আছে।

(গ) ঋতু রশ্মি – ঋতুর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. রশ্ময়ঃ ঋতবঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.৮.৮; কপিষ্ঠল সংহিতা ৪৫.১)
২. দ্বৌ দ্বৌ হি মাসাবৃতুঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১০.১২.৮),
দ্বৌ হি মাসাবৃতুঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৪.২.২৯)
৩. ঋতবো বৈ মরুতঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.৬.৮)
৪. ঋতবো বৈ দিশঃ প্রজননঃ (গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ৬.১২)
৫. তানি বাऽএতানি (ভূর্ভুবস্স্বরিতি) পঞ্চাক্ষরাণি। তান্ পঞ্চऽর্তূনকুরুত (প্রজাপতিঃ), তে ইমে পঞ্চর্তবঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.১.৬.৫)
৬. পঞ্চর্তবো হেমন্তশিশিরয়োঃ সমানেন (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.১)
৭. ধাতা ষডক্ষরেণ ষড় ঋতূনুদজয়ত্ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১.৭.১১.১)
৮. তদ্যানি তানি ভূতানি ঋতবস্তে (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.১.৩.৮)

এই বচনগুলো থেকে নিম্ন তথ্য প্রকাশিত হয় –

১. ঋতু হল একটা পদার্থ, যেটা রশ্মি রূপে হয়।
২. দু-দুটো মাস রশ্মির যুগ্মকে ঋতু বলে।
৩. উপরোক্ত ঋতু রশ্মি সূক্ষ্ম ছন্দ (মরুত্) রূপই হয়।
৪. ঋতু রশ্মি দিশাকে উৎপন্ন করে অর্থাৎ এর কারণে বিভিন্ন লোক বা কণার

Vaidic Physics Youtube Channel

ঘূর্ণনের দিশা নির্ধারিত হতে সহযোগ পাওয়া যায়।

৫. 'ভূঃ', 'ভুবঃ' এবং 'সুবঃ', এই তিন মহাব্যাহৃতির সর্বমোট পাঁচ অক্ষর পাঁচ ঋতু হয়।

৬. হেমন্ত ও শিশিরকে একটা মেনে ঋতু পাঁচটা হয়।

৭. 'ওম্' রশ্মি সহিত উপরোক্ত পাঁচ অক্ষর মিলিয়ে ছয় ঋতু রশ্মির রূপে হয়।

৮. সব উৎপন্ন পদার্থকে 'ঋতু' বলে, কারণ সেগুলো সব নিরন্তর গমন করতে থাকে।

এর থেকে স্পষ্ট হয় যে ক্রমাগত গমনকারী পদার্থের ঋতু সংজ্ঞা হওয়া সত্ত্বেও 'ঋতু' নামক একটা বিশিষ্ট পদার্থও আছে। সেই পদার্থ একাক্ষরা বাগ্ রশ্মির রূপের অতিরিক্ত দু-দুটো মাস রশ্মির যুগ্মের রূপেও হয়। এখন আমি ক্রমশঃ ঋতুর বর্ণনা করবো –

১. বসন্ত – এটা হল প্রথম ঋতু রশ্মি। এর বিষয়ে ঋষিরা লিখেছেন –

১. মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকা ঋতূ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.৮.১২)

২. মুখম্ বা এতদ্ ঋতূনাম্ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১.১.২.৬-৭)

৩. তস্য (সম্বৎসরস্য) বসন্ত এব দ্বারম্ হেমন্তো দ্বারম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৬.১.১৯)

৪. বসন্তো বৈ সমিত্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৫.৩.৯)

৫. বসন্ত আগ্নীধ্রঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.২.৭.৩২)

৬. বসন্ত এব ভর্গঃ (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ৫.১৫)

এই বচনগুলো থেকে নিম্ন সংকেত প্রাপ্ত হয় –

১. পূর্বোক্ত মধু ও মাধব মাস রশ্মির যুগ্মকে বসন্ত ঋতু রশ্মি বলে।

Vedic Physics Youtube Channel

২. বসন্ত এবং হেমন্ত রশ্মি সম্পূর্ণ ঋতু রশ্মি সমূহের মুখরূপ হয় অর্থাৎ এই রশ্মিগুলো বিভিন্ন রশ্মিকে গ্রহণ করে অন্য ঋতু রশ্মিকে প্রেষিত করতে বিশেষ রূপে প্রবৃত্ত হয়।

৩. এই ঋতু রশ্মি প্রকাশিত হওয়া মাত্র অন্য ঋতু রশ্মিগুলো প্রকাশিত অর্থাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি এটা অন্য মাস রশ্মিগুলোকে মার্গ প্রদান করে।

৪. বসন্ত রশ্মি জ্বালানি রূপ হয়ে সব ঋতু রশ্মিকে সক্রিয় বা প্রকাশিত করে।

৫. বসন্ত ঋতু রশ্মি অগ্নি অর্থাৎ উষ্মা ও বিদ্যুৎকে ধারণ করতে বিশেষ সহায়ক হয়।

৬. বসন্ত রশ্মি তেজস্বিতার উৎপত্তিতে সহায়ক হয়।

পাঠকগণ পূর্বোক্ত মধু এবং মাধব রশ্মির যুগ্মের উপর বিচার করে সেই যুগ্মকে বসন্ত ঋতু রশ্মির সঙ্গে স্বয়ং তুলনা করার চেষ্টা করবেন। এর পাশাপাশি পাঠককে এটাও মনে রাখা উচিত যে কোনো পদার্থই নিজের অবয়বের পৃথক্-পৃথক্ গুণের সংগ্রহ মাত্র হয় না, বরং তাতে অনেক নবীন গুণও উৎপন্ন হতে পারে ত থা পুরোনো গুণ তিরোহিতও হতে পারে। এই রশ্মিকে ব্রহ্ম রূপ বলে বলা হয়েছে –

ব্রহ্ম হি বসন্তঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.১.৩.৫)

এরদ্বারা সিদ্ধ হয় যে এই রশ্মি অন্য ঋতু রশ্মিকে বল ও প্রেরণ প্রদান করে। এই রশ্মির প্রাধান্যতায় সূক্ষ্ম অগ্নি তত্ত্বের প্রাধান্য হয়, এই কারণে বলা হয়েছে –

আগ্নেয়ীম্ বসন্তে (আলভেত) (কাঠক সংহিতা ১৩.১)

২. গ্রীষ্ম – এই ঋতু রশ্মির বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

Vedic Physics Youtube Channel

এতাবেব (শুক্রশ্চ শুচিশ্চ) গ্রৈষ্মৌ (মাসৌ)। স য়দেতয়োর্বলিষ্ঠম্
তপতি তে নো হেতৌ শুক্রশ্চ শুচিশ্চ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪.৩.১.১৫)
গ্রীষ্মো গ্রস্যন্তেঽস্মিন্নসাঃ (নিরুক্ত ৪.২৭)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে এই ঋতু রশ্মি শুক্র ও শুচি নামক মাস রশ্মির যুগ্ম রূপে হয়। এই রশ্মি বিভিন্ন রসে অর্থাৎ প্রাণাদি রশ্মিকে তীব্রতার সহিত অবশোষিত করে, এইজন্য যেকোনো পদার্থের সঙ্গে এর মিলন হলে সেই পদার্থ উষ্মাকে তীব্রতার সহিত অবশোষিত করে। এই কারণে যেকোনো পদার্থের সঙ্গে এর মিলন হলে উষ্মার তীব্রতা বাড়ে। এরদ্বারা 'শুক্র' ও 'শুচি' মাস রশ্মির সঙ্গে এই রশ্মির সমতা প্রদর্শিত হয়। একে ক্ষত্র রূপ বলে বলা হয়েছে –

ক্ষত্রম্ হি গ্রীষ্মঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.১.৩.৫)

অর্থাৎ এই রশ্মি ভেদক গুণ যুক্ত হয়। এই রশ্মির প্রাধান্যে ইন্দ্র তত্ত্ব (বিদ্যুৎ) অধিক হয়, এই কারণে বলে হয়েছে –

গ্রীষ্মে মাধ্যন্দিনে স হিতামৈন্দ্রীম্ (আলভেত) (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ২.১.২.৫)

৩. বর্ষা – এই ঋতু রশ্মির বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. এতাব্(নভশ্চ নভস্যশ্চ) এব বার্ষিকৌ (মাসৌ) (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪.৩.১.১৬)
২. বিড্ঢ বর্ষাঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ (২.১.৩.৫)
৩. মরুতো বৈ বৃষ্ট্যা ঈশতে (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.১.১৮)

এই বচনগুলো থেকে সিদ্ধ হয় –

১. নভস্ এবং নভস্য নামক মাস রশ্মির যুগ্ম রূপকে বর্ষা রশ্মি বলে।
২. এই ঋতু রশ্মি বিড্ রূপ হয়ে অন্য রশ্মির মধ্যে প্রবেশ করে সেগুলোকে

Vaidic Physics Youtube Channel

অধিক সমৃদ্ধ করতে সহায়ক হয়।

৩. এই রশ্মির দ্বারা বিভিন্ন মরুদ্ রশ্মি নিয়ন্ত্রণ সামর্থ্য যুক্ত হয়। এরদ্বারা বিভিন্ন সংযোগাদি ক্রিয়া সমৃদ্ধ হয়।

এই রশ্মির অধিকতায় পর্জন্য অর্থাৎ সূক্ষ্ম মেঘরূপ পদার্থের নির্মাণ হতে থাকে, এই কারণে বলা হয়েছে –

ষড়িভঃ পার্জন্যৈর্বা মারুতৈর্বা (পশুভিঃ) বর্ষাসু (য়জতে)

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৫.৪.২৮)

এই গুণ নভস্ এবং নভস্য মাস রশ্মির সংযুক্ত রূপ থেকে উৎপন্ন হয়, এটা হল বর্ষা ঋতু রশ্মির সূচক।

৪. শরদ্ – এই ঋতুর বিষয়ে ঋষিরা লিখেছেন –

১. য়দ্বিদ্যোততে তচ্ছরদঃ (রূপম্) (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.২.৩.৮)

২. স্বধা বৈ শরদ্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৮.১.৪)

৩. এতাবেব শারদৌ (মাসৌ) স য়চ্ছরদয়ূর্গ্রসঃ ওষধয়ঃ পচ্যন্তে তেনো হৈতাবিশশ্চোর্জশ্চ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪.৩.১.১৭)

৪. অন্নম্ বৈ শরদ্ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৬.৯)

এই বচনগুলো থেকে সিদ্ধ হয় –

১. এই ঋতু রশ্মি প্রকাশ উৎপন্ন করতে নিজের বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২. এই রশ্মি স্বধা রূপ হয়, এর তাৎপর্য হল [স্বধা = দ্যাবাপৃথিব্যোর্নাম (নিঘন্টু ৩.৩০)] এই রশ্মি প্রকাশিত তথা অপ্রকাশিত উভয় প্রকারের কণা অথবা কণা ও তরঙ্গাণুর (কোয়ান্টা) পরস্পর সংযোজন-বিয়োজনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

Vedic Physics Youtube Channel

৩. এই রশ্মি অন্য রশ্মির দ্বারা সঙ্গত হওয়া কিংবা সেগুলোর দ্বারা অবশোষিত হওয়ার হয়।

৪. ষড়িভর্মৈত্রাবরুণৈঃ (পশুভিঃ) শরদি (য়জতে) (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৫.৪.২৮) থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে এই রশ্মির প্রাধান্যে [দ্যাবাপৃথিবী বৈ মিত্রাবরুণয়োঃ প্রিয়ম্ ধাম। (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৪.২.৪)] প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদার্থ অর্থাৎ কণা ও তরঙ্গাণু উভয়ের বিদ্যমানতা ও সঙ্গতিও প্রচুর মাত্রায় হয়।

এই বিষয়ে পাঠক ঈষ এবং ঊর্জ মাস রশ্মির প্রভাবগুলোকে অবশ্যই পড়বেন।

৫. হেমন্ত – এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. হেমন্তো হি বরুণঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.১০.১২)

২. এতৌ (সহশ্চ সহস্যশ্চ) এব হৈমন্তিকৌ (মাসৌ) স য়দ্ধেমন্ত ইমাঃ প্রজাঃ সহসেব স্বম্ বশমুপনয়তে তেনো হেতৌ সহশ্চ সহস্যশ্চ
(শতপথ ব্রাহ্মণ ৪.৩.১.১৮)

৩. হেমন্তো হিমবান্। হিমম্ পুনর্হন্তের্বা। হিনোতের্বা (নিরুক্ত ৪.২৭), (হি গতৌ বৃদ্ধৌ পরিতাপে চ = পাঠিয়ে দেওয়া, ফেলে দেওয়া, প্ররোচনা, উন্নত বা উত্তেজিত করা – আপ্টেকোষ)

এই বচনগুলো থেকে হেমন্ত রশ্মির নিম্ন প্রভাব জ্ঞাত হয় –

১. এই রশ্মি বরুণ রূপ হওয়াতে অন্য রশ্মিকে নিজের সঙ্গে সঙ্গত করতে কিংবা সেগুলোকে আচ্ছাদিত করতে বিশেষভাবে সক্ষম হয়।

২. এই রশ্মি সহস্ এবং সহস্য সংজ্ঞক মাস রশ্মির সংযুক্ত রূপ হয়, যেটা নিজের বল দিয়ে অন্য মাসাদি রশ্মিকে নিজের অনুগামিনী কিংবা সঙ্গামিনী

Vaidic Physics Youtube Channel

তৈরি করে।

৩. এই রশ্মি অন্য রশ্মিকে বারংবার উত্তেজিত বা প্রক্ষিপ্ত করে বিভিন্ন কণা বা রশ্মিকে সঙ্গত করানোর হেতু প্রেরিত করে। এর বিষয়ে বলা হয়েছে –

ষড়িভরৈন্দ্রাবৈষ্ণবৈঃ (পশুভিঃ) হেমন্তে (য়জতে)
(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৫.৪.২৮)

এর থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে এই রশ্মির প্রাধান্যে বিদ্যুৎ কণার পারস্পরিক সংগমণের প্রক্রিয়া তীব্র হয়।

এই রশ্মির প্রভাব সহস্ এবং সহস্য মাস রশ্মির সংযুক্ত প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে।

৬. শিশির – এর বিষয়ে ঋষিদের মত হল –

১. তপশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরা ঋতূ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.৮.১২)
২. শিশিরম্ প্রতিষ্ঠানম্ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.৯.১৮)
৩. শিশিরম্ বা অগ্নের্জন্ম... সর্বাসু দিক্ষ্বগ্নিশিশশিরে (কাঠক সংহিতা ৮.১)
৪. ষড়িভরৈন্দ্রাবার্হস্পত্যৈঃ (পশুভিঃ) শিশিরে (য়জতে)
(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৫.৪.২৮)

এই বচনগুলো থেকে নিম্ন সংকেত পাওয়া যায় –

১. তপস্ এবং তপস্য নামক মাস রশ্মির যুগ্মকেই শিশির ঋতু রশ্মি বলে।
২. এই রশ্মি অন্য ঋতু রশ্মির আধার রূপ হয়।
৩. অগ্নির জন্ম এই রশ্মির মধ্যেই হয়। এর তাৎপর্য আমার এই মনে হয়ে যে নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগের মতো স্থানে যেখানে ঊর্জার উৎপত্তি হয়, সেখানে শিশির ঋতু রশ্মির প্রাধান্য হয় তথা এর প্রাধান্যে অন্য রশ্মিরও

Vedic Physics Youtube Channel

প্রতিষ্ঠা হয়। বিশেষ করে নক্ষত্রের বহিরাগত বিশাল ভাগের মধ্যে ঋতু রশ্মির বিশেষ প্রাধান্যতা আছে। সেই বিশাল ভাগে গুরুত্বাকর্ষণ বলের কারণে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেখানে এই রশ্মির প্রাধান্য আছে। যখন তরঙ্গাণুর উৎপত্তি হয়, সেই সময়ও এই রশ্মির প্রাধান্যতা থাকে।

৪. এই রশ্মির প্রাধান্যে ইন্দ্র এবং বৃহস্পতির প্রাচুর্য হয়। এর তাৎপর্য হল [ইন্দ্রঃ = স য়স্স আকাশ ইন্দ্র এব সঃ (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ১.৯.১.২), ইন্দ্রো বৈ য়জমানঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.১.২.১১), প্রাণ এবেন্দ্রঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৯.১.১৪), বাগিন্দ্রঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৭.২.৬)] এই রশ্মির প্রাচুর্যে সব প্রাণ, বাক্ এবং আকাশ রশ্মিগুলো এবং বৃহস্পতি রূপ সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিও বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে বিভিন্ন সংযোগাদি প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে।

পাঠক এই ঋতু রশ্মির প্রভাবের সঙ্গে তপস্ এবং তপস্য মাস রশ্মির প্রভাবের সঙ্গতি লাগিয়ে দেখুন।

ছন্দ-বিজ্ঞান

সামান্য গুণ – সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়াতে ছন্দ রশ্মির ভূমিকা মুখ্য আছে। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ সৃষ্টি হল ছন্দ রশ্মিরই খেলা। আমি পূর্বে মনস্তত্ত্বের মধ্যে অনেক স্পন্দন উৎপন্ন হওয়ার চর্চা করেছি। এই স্পন্দনকে বাক্ ও প্রাণ বলে। এই বাক্ তত্ত্বকেই 'ছন্দ' বলে অর্থাৎ ছন্দ রশ্মি, যেটা মনস্তত্ত্বের ভিতরে স্পন্দন রূপ হয়, তাকেই বাক্ তত্ত্ব বলে। পূর্বে আমি 'ওম্', 'ভূঃ', 'ভুবঃ', 'স্বঃ' আদি ছন্দ রশ্মি এবং প্রাথমিক প্রাণ রূপী রশ্মির চর্চা করেছি। সেগুলো সব হল মনস্তত্ত্বের মধ্যে উৎপন্ন সূক্ষ্ম স্পন্দন। তবে হ্যাঁ, এটুকু অবশ্যই হয় যে 'ওম্' -এর পরারূপ মনস্তত্ত্ব উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। মন ও বাক্ তত্ত্বের বিষয়ে

Vaidic Physics Youtube Channel

ঋষিদের কথন হল –

মনো বৈ পূর্বমথ বাক্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১২৮; ৩.১২),
মনসো হি বাক্ প্রজায়তে (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৩২০)

মনসা বা অগ্রে কীর্তয়তি, তদ্ বাচা বদতি (শাংখায়ন আরণ্যক ৭.২) এরদ্বারা মনস্তত্ত্বকে বাক্ তত্ত্বের পূর্বোৎপন্ন সিদ্ধ করা হয়েছে।

তস্যৈ (বাগ্রূপায়া গোঃ) মন এব বৎসঃ। মনসা বৈ বাচম্ পৃক্তাম্ দুহ্রে
(জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১৯) মন এব বৎসঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.৩.১.১)

অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব বাক্ তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয়। আমার মতে, এখানে বাক্ তত্ত্ব কেবল 'ওম্' ছন্দ রশ্মির পরাবস্থাকে গ্রহণ করা উচিত। আমি পূর্বে লিখেছি যে 'ওম্' ছন্দ রশ্মিরূপী বাক্ তত্ত্বই মনস্তত্ত্বের মধ্যে বিভিন্ন বল ও ক্রিয়ার বীজবপন করে। অন্য সব বাক্ (ছন্দ) রশ্মি মনের সাপেক্ষ য়োষা (স্ত্রী) রূপ ব্যবহার করে, অথচ পরা রূপে 'ওম্' রশ্মি মনের সাপেক্ষ বৃষা (পুরুষ) রূপ ব্যবহার করে। এইভাবে মূল পদার্থ রূপে মন ও বাক্ একই হয়, যেমন জলের মধ্যে ঢেউ জলের থেকে পৃথক হয় না, এই কারণে মহর্ষি জৈমিনী বলেছেন –

বাগিতি মনঃ (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ৪.১১.১.১১)

মনস্তত্ত্বের মধ্যে ছন্দ রশ্মি রূপী বাক্ তত্ত্ব উৎপন্ন করা হল ঈশ্বর তত্ত্বের কাজ, যেটা 'ওম্' ছন্দ রশ্মির পরা রূপ কিংবা কালতত্ত্ব দ্বারা নিরন্তর উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রণও করতে থাকে। বাক্ ও মনের মিথুন দ্বারাই সমস্ত সৃষ্টির নির্মাণ ও সঞ্চালন হয়। এইজন্য বলা হয়েছে –

বাক্ চ বৈ মনশ্চ দেবানাম্ মিথুনম্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.২৩)
বৃষা = বাক্ [বৃষা হি স্রুবঃ (ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ১.৪.৪.৩),

Vaidic Physics Youtube Channel

বৃষা স্রুবঃ (ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ১.৩.১.৯)] য়োষা হি বাক্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৪.৪.৪)

এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মনস্তত্ত্ব পুরুষ রূপে তথা বাগ্ রূপ বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি স্ত্রী রূপে ব্যবহার করে। এগুলোর পরস্পর সংযোগ ছাড়া সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই নির্মাণ হওয়া সম্ভব নয়। 'ওম্'-এর পরারূপ এর ঠিক বিপরীত ব্যবহার করে।

এখন কিছু রশ্মি রূপী বাক্ তথা প্রাথমিক প্রাণ রশ্মির পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়ে ঋষিদের নিম্নলিখিত বচনের উপর বিচার করবো –

বাক্ চ বৈ প্রাণশ্চ মিথুনম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৪.১.২),
সর্বে প্রাণা বাচি প্রতিষ্ঠিতাঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৮.২.২৫)

এই প্রমাণগুলো থেকে সিদ্ধ হয় যে যেভাবে মনস্তত্ত্ব এবং বাক্ তত্ত্বের যুগ্ম হয়, সেইভাবে প্রাণ এবং বাক্ তত্ত্বেরও যুগ্ম হয়। এগুলোর সংযোগের অভাবে সৃষ্টি রচনা সম্পন্ন হওয়া তো দূরের কথা, প্রারম্ভ হওয়াও সম্ভব নয়। সব প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি বাগ্ অর্থাৎ ছন্দ রশ্মির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই দুই প্রকারের রশ্মির সম্বন্ধকে স্পষ্ট করে ঋষিরা বলেছেন –

প্রাণো হি রেতসাম্ বিকর্ত্তা (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৩.৮.১),
প্রাণো রেতঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৩৮)
বাগ্বাऽইদম্ কর্ম প্রাণো বাচস্পতিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৩.১.১৯)

এই বচনগুলো থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে প্রাণ রশ্মিগুলো বৃষা (পুরুষ) রূপ হয়ে য়োষা (স্ত্রী) রূপ ছন্দ রশ্মির মধ্যে বীর্যবপন করতে থাকে অর্থাৎ সেগুলোকে প্রেরিত ও গতিশীল বানিয়ে রাখে। প্রাণ ছাড়া ছন্দ রশ্মির কোনো ক্রিয়াই সম্পন্ন হবে না। একইভাবে ছন্দ রশ্মির অভাবে প্রাণ রশ্মিও

Vaidic Physics Youtube Channel

সৃষ্টি রচনার প্রক্রিয়াকে সঞ্চালিত করতে পারবে না।

এখন আমরা ছন্দ রশ্মি রূপী বাক্ তত্ত্বের উপর বিচার করবো। 'ছন্দঃ' পদের বিষয়ে ঋষি দয়ানন্দ লিখেছেন –

স্বচ্ছন্দতা (তুলনা য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৯.৭৪), প্রকাশনম্ (য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৫.৫), বলকারি (য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৪.১৮), বলম্ (য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৪.৯), পরিগ্রহণম্ (য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৪.৫), সম্স্থাপনম্ (য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৫.৫), ঊর্জনম্ (য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৫.৪)

এই প্রমাণগুলো থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে ছন্দ রশ্মি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিকে সবদিক থেকে গ্রহণ করে বল ও ঊর্জা এবং প্রকাশকে উৎপন্ন করে বিভিন্ন পদার্থকে ধারণ ও সক্রিয় করে। এর এই গুণের কারণেই বিভিন্ন কণা বা তরঙ্গাণুর উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয়। এই রশ্মির বিষয়ে অন্য ঋষিদের কথন হল –

১. ছন্দঃ স্তোতৃনাম (নিঘন্টু ৩.১৬), ছন্দতি অর্চতিকর্মা (নিঘন্টু ৩.১৪)

২. ছন্দাম্সি চ্ছাদনাৎ (নিঘন্টু ৭.১২),
ছন্দাম্সি ছন্দয়ন্তীতি বা (দৈবত ব্রাহ্মণ ৩.১৯)

৩. ছন্দাম্সি বৈ বাজিনঃ (গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ১.২০)

৪. প্রাণা বৈ ছন্দাম্সি (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৭.২)

৫. ছন্দাম্সি বৈ ধুরঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.২১০)

৬. ছন্দোভির্যজ্ঞস্তায়তে (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.৪৩১)

৭. উপবর্হণম্ দদাতি। এতদ্বৈ ছন্দাম্সি রূপম্
(ক. ৪৪.৪ – ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত)

৮. ছন্দোভির্হীদং সর্বম্ বয়ুনম্ নদ্ধম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.২.২.৮)

Vaidic Physics Youtube Channel

[বয়ুনম্ বেতেঃ কান্তির্বা প্রজ্ঞা বা (নিরুক্ত ৫.১৫), বীয়তে গম্যতেঽত্রেতি (উণাদি কোষ ৩.৬১)]

এই বচনগুলো থেকে নিম্ন গুণগুলো প্রকাশিত হয় –

১. ছন্দ রশ্মি প্রকাশ উৎপন্নকারী হয়।

২. ছন্দ রশ্মি কোনো পরমাণুকে (কণা বা কোয়ান্টা) সবদিক থেকে আচ্ছাদন-কারী হয়।

৩. এইসব রশ্মি বলের সংযোজক এবং উৎপাদিকা হয়।

৪. এইসব রশ্মি প্রাণ রশ্মির সমানও ব্যবহার করে।

৫. এর থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে এইসব রশ্মির ব্যবহার বেশিরভাগ প্রাণ রশ্মির সমান হয় তথা বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি অনেক রূপযুক্ত হয়ে সেগুলোর মধ্যে কিছু রশ্মি প্রাণের সমান বৃষা রূপ, তো বাকিগুলো তার সাপেক্ষ য়োষা রূপ ব্যবহার করে। এর তাৎপর্য হল এগুলোর পুরুষ বা স্ত্রী রূপ হওয়া সাপেক্ষ ব্যবহার হয়, সর্বথা নিরপেক্ষ হয় না।

৬. এইসব রশ্মি বিভিন্ন কণা বা তরঙ্গাণু এবং সব লোকের আধার রূপ হয়ে সেগুলোকে ধারণ করে।

৭. এগুলোই এই সৃষ্টিতে সব সংযোগ-বিয়োগাদি প্রক্রিয়াকে সম্পাদিত, সমৃদ্ধ এবং বিস্তৃত করে।

৮. এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এগুলোর দ্বারাই বাঁধা আছে।

ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি

এগুলোর উৎপত্তির বিষয়ে বলা হয়েছে –

ছন্দাম্সি জজ্ঞিরে তস্মাত্ (য়জ্ঞাত্)

(কাঠক সংকলন ১০০.১৮ – ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত)

বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান

Vaidic Physics youtube Channel

অন্যদিকে যজ্ঞের বিষয়ে বলা হয়েছে –

বাগ্বৈ য়জ্ঞঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.২৪; শতপথ ব্রাহ্মণ ১.১.২.২; ৩.১.৩.২৭),
আত্মা বৈ য়জ্ঞঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.২.১.৭)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে আত্মা রূপ ঈশ্বর তত্ত্ব 'ওম্' ছন্দ রশ্মির দ্বারা মনস্তত্ত্বকে স্পন্দিত করে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মিকে উৎপন্ন করে। য়জুর্বেদ পুরুষ সূক্তের ভাষ্যে ঋষি দয়ানন্দ বেদোৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই ঋচার মধ্যে বিদ্যমান 'য়জ্ঞঃ' পদের অর্থ 'পরমেশ্বর' করেছেন। এর দ্বারা ছন্দোৎপত্তির মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্বের সর্বোপরি ভূমিকা স্বতঃ সিদ্ধ হয়। এই প্রক্রিয়াতে 'ভূঃ', 'ভুবঃ' এবং 'স্বঃ' ব্যাহৃতি রশ্মির অনিবার্য ভূমিকা থাকে। এর সংকেত নিম্ন কথন থেকে পাওয়া যায় –

স এতাম্ ত্রয়ীম্ বিদ্যামভ্যতপত্তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্প্রাবৃহদ্।
ভূরিত্যৃগেভ্যা ভুবরিতি য়জুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ।। (ছান্দগ্য উপনিষদ্ ৪.১৭.৩)

এর থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে ছন্দ রশ্মি তিন প্রকারের হয় – 'ঋক্', 'য়জুঃ' এবং 'সাম' । এই তিন প্রকারের ছন্দ রশ্মির নির্মাণে মনস্তত্ত্ব এবংওম্' রশ্মির ভূমিকার সাথে-সাথে ক্রমশঃ 'ভূঃ', 'ভুবঃ' এবং 'স্বঃ' ব্যাহৃতি রশ্মির প্রাধান্যতার সহিত ভূমিকা থাকে। এইসব ছন্দ রশ্মি এমন স্পন্দন রূপে উৎপন্ন হয়, যেগুলো উৎপন্ন হওয়া মাত্র বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিকে আচ্ছাদন করে মিথুন বানাতে থাকে। এখন আমরা 'ঋক্', 'য়জুঃ' এবং 'সাম' ছন্দ রশ্মির উপর ক্রমশঃ বিচার করবো –

১. ঋক্ – এই ছন্দ রশ্মির বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. ঋক্ অর্চনী (নিরুক্ত ১.৮)

Vedic Physics Youtube Channel

২. ঋগ্ভ্যো জাতাꣳ সর্বশো মূর্তিমাহুঃ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১২.৯.১)

৩. ঋগ্ বা অয়ম্ (পৃথিবী) লোকঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.৩৮০)

৪. জ্যোতিস্তদ্যদ্ ঋক্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৭৬)

৫. কৃষ্ণমৃক্ (কাঠক সংহিতা ২৩.৩)

৬. বাগেবऽর্চশ্চ সামানি (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪.৬.৭.৫)

এই প্রমাণগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. এই রশ্মি সূক্ষ্ম দীপ্তিযুক্ত হয়, ধ্যাতব্য হল পণ্ডিত য়ুধিষ্ঠির মীমাংসক সংস্কৃত-ধাতুকোষে বেদের মধ্যে থাকা 'অর্চ' ধাতুর অর্থ 'উজ্জ্বলতা' বলেছেন।

২. এই সৃষ্টির মধ্যে যেসব মূর্তিমান পদার্থ আছে, সেইসবের উৎপত্তিতে এই ছন্দ রশ্মির ভূমিকা মুখ্য হয় কিংবা এটা সেই পদার্থগুলোর উপাদান কারণ হয়। এখানে আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা মানা হয় এমন মূলকণাকে মূর্তিমান মানা যেতে পারে।

৩. এই ঋচাগুলো পার্থিব লোক অর্থাৎ অপ্রকাশিত পদার্থের উপাদান কারণভূত হয়। এখানেঅ প্রকাশিত পদার্থের তাৎপর্য উপরোক্ত মূলকণাকে গ্রহণ করা উচিত। এখানে পৃথিবীর তাৎপর্য অসুর তত্ত্বেরও গ্রহণ করা উচিত। এর সংকেত নিম্ন প্রমাণ থেকে পাওয়া যায় –

অসুরাণাম্ বা ইয়ম্ পৃথিব্যাসীৎ

(মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.১.১০; কাঠক সংহিতা ৩১.৮),

ঋচা বা অসুরা আয়ন্ সান্না দেবাঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১৫৪)

৪. এরথেকে স্পষ্ট সংকেত পাওয়া যায় যে ডার্ক মেটার ও ডার্ক এনার্জিতে ঋক্ রূপী ছন্দ রশ্মির প্রাধান্য আছে।

Vaidic Physics Youtube Channel

৫. সব মূর্তিমান পদার্থ অর্থাৎ মূলকণা বা অপ্রকাশিত পদার্থ শুরুতে জ্যোতি-যুক্ত হয়ে থাকে, যা কালান্তরে অপ্রকাশিত রূপ ধারণ করে নেয়। একই-ভাবে অসুর তত্ত্ব অর্থাৎ ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জিও প্রথমে প্রাণ ও ছন্দাদির সূক্ষ্ম জ্যোতির কারণ রূপেই বিদ্যমান হয়, যা কার্যরূপে পরিবর্তিত হলে অসুর তত্ত্বের রূপ ধারণ করে। এই সূক্ষ্ম জ্যোতিযুক্ত পদার্থকেই শাস্ত্রের মধ্যে 'প্রজাপতি' বলা হয়েছে।

৬. এই রশ্মি থেকে উৎপন্ন পদার্থ যখন অপ্রকাশিত বা সঘন রূপ ধারণ করে, সেই সময় তার মধ্যে আকর্ষণ বলও প্রবল হয়ে যায়। অসুর তত্ত্বের (ডার্ক মেটার ও ডার্ক এনার্জি) বিষয়ে আমার মত হল, এই পদার্থ প্রবল প্রক্ষেপক ও প্রতিকর্ষণ বল যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অতি ন্যূনতম মাত্রায় আকর্ষণের ভাবও রাখে। এখানে আকর্ষণের ভাব নিজের প্রতি অর্থাৎ আসুর পরমাণুর একে-অপরের প্রতি হয় অবশ্যই, অন্যথা এটা পদার্থ রূপে কখনও বিদ্যমান হতো না, বরং পূর্ণতঃ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সমাপ্ত হয়ে যেত।

এই ছন্দ রশ্মি তথা সাম রশ্মির মধ্যে বাক্ তত্ত্ব অর্থাৎ 'ওম্' রশ্মির প্রাধান্য (মনস্তত্ত্বের সাপেক্ষ) আছে। এই কারণে এই দুই প্রকারের রশ্মি বিশেষ ভাবে বলযুক্ত হয়।

এইভাবে এই উপরোক্ত গুণ যুক্ত ছন্দ রশ্মিকে ঋক্ বলা হয়।

২ য়জুঃ – এই ছন্দ রশ্মির বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. য়জুর্ভির্য়জন্তি (কাঠক সংকলন ২৭.১, ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত),
য়জুর্য়জতেঃ (নিরুক্ত ৭.১২)

২. অন্তরিক্ষম্ বৈ য়জুষামায়তনম্ (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ২.২৪)

Vaidic Physics Youtube Channel

৩. অন্তরিক্ষলোকো য়জুর্বেদঃ (ষড্বিংশ ব্রাহ্মণ ১.৫)

৪. সর্বা গতির্য়াজুষী হৈব শশ্বত্ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১২.৯.১)

৫. মন এব য়জূম্ষি (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪.৬.৭.৫)

এই প্রমাণগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. এই ছন্দ রশ্মি য়জনশীল হয় অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে এর মুখ্য ভূমিকা থাকে।

২. আকাশ (স্পেস) তত্ত্বের মধ্যে এর প্রাধান্য এবং ব্যাপকতা আছে। ধ্যাতব্য হল, কোনো কণা বা রশ্মি আদির সংযোগের মধ্যে স্পেসের অনিবার্য ভূমিকা বর্তমান বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও সর্ববিদিত আছে।

৩. এই ছন্দ রশ্মিই মুখ্য রূপে আকাশ তত্ত্বের উপাদান কারণ হয়। অন্য ছন্দ রশ্মি গৌণ রূপে কারণ হয়।

৪. এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সব প্রকারের গতি এই ছন্দ রশ্মির ভিতরেই নিরন্তর হয়। একইসঙ্গে আকাশ তত্ত্বের উপাদানভূত এই রশ্মি ক্রমাগত গতি করতে থাকে।

৫. এই ছন্দ রশ্মির মধ্যে পূর্বোক্ত বাক্ তত্ত্বের অপেক্ষা মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য আছে। এই কারণে এই রশ্মি অন্য রশ্মিকে আধার প্রদান করে।

৩. সাম –তৃতীয় প্রকারের ছন্দ রশ্মিকে 'সাম' বলে। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. অর্চিঃ (আদিত্যস্য) সামানি (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.৫.১.৫)

২. দেবলোকো বৈ সামঃ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭.৫.১.৬), সাম বা অসৌ (দ্যু) লোকঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৪.৩.৫)

৩. সর্বম্ তেজঃ সামরূপ্যম্ হ শশ্বৎ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১২.৯.২)

Vaidic Physics Youtube Channel

৪. ক্ষত্রম্ বৈ সাম (শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৮.৩.২৩)

৫. সাম বাऽঋচঃ পতিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.১.৩.৫)

৬. ঋচি সাম গীয়তে (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.১.৩.৩)

৭. সাম দেবানামন্নম্ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৬.৪.১৩)

এই প্রমাণগুলো থেকে নিম্নানুসারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় –

১. আদিত্য রশ্মির মধ্যে এই রশ্মির প্রাধান্য আছে।

২. এই সৃষ্টির মধ্যে সব প্রকারের তরঙ্গাণু (কোয়ান্টা) এবং তথাকথিত মিডিয়েটর পার্টিকলগুলোর মধ্যেও এরই প্রাধান্য আছে।

৩. ব্রহ্মাণ্ডস্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ নিরন্তর সাম রশ্মির দ্বারাই পরিপূর্ণ হয়।

৪. এই ছন্দ রশ্মির মধ্যে ভেদন ক্ষমতা বিশেষ আছে।

৫. এই রশ্মিগুলো পূর্বোক্ত ঋক্ রশ্মির রক্ষণ ও পালন করে। বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিভাষিত ঊর্জাও দ্রব্যের পালন ও রক্ষণ করে।

৬. সাম রশ্মি ঋক্ রশ্মির ভিতরে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সেগুলোকে প্রকাশিত করে। বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা নির্দিষ্ট ফোটনস্ বিভিন্ন কণার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেগুলোকে প্রকাশিত করে, অন্যথা সেই কণাগুলো প্রকাশিত হবে না।

৭. বিভিন্ন দেব পদার্থ অর্থাৎ তরঙ্গাণু এবং সূক্ষ্ম কণা নিরন্তর সাম রশ্মির ভক্ষণ করতে থাকে।

সব প্রকারের ছন্দ রশ্মি, যেগুলো মন্ত্র রূপে বেদ সংহিতার মধ্যে উপলব্ধ আছে এবং তারমধ্যে কিছু অনুপলব্ধও আছে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এগুলোর দ্বারাই সম্পূর্ণ সৃষ্টি তৈরি হয়েছে। এই সব প্রকারের মন্ত্র রূপ ছন্দ রশ্মিকে উপরোক্ত তিন প্রকারে বর্গীকৃত করা হয়েছে।

Vaidic Physics Youtube Channel

এখন আমরা ছন্দ রশ্মির অন্য প্রকারে বর্গীকৃত হওয়ার উপর সবিস্তারে বিচার করবো। এই সৃষ্টির মধ্যে ছন্দ রশ্মি অনন্ত বা অসংখ্য মাত্রায় বিদ্যমান আছে, কিন্তু গুণ ও কর্মের আধারে প্রমুখ রূপে সেগুলোর সাতটা বিভাগ হয়। এই বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

সপ্ত ছন্দাংসি (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২.৪.৬.২;
জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৮৬; শতপথ ব্রাহ্মণ ৯.৫.২.৮)
সপ্ত বৈ ছন্দাংসি (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.১১.৮;
কাঠক সংহিতা ১৪.৮; কপিষ্ঠল সংহিতা ৩৫.৭; কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৪.৫)

এই সাতটা ছন্দ হল – গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী। এই সাত ছন্দ রশ্মিরও আটটা ভেদ মানা হয়েছে, যথা – দৈবী, আসুরী, প্রাজাপত্যা, য়াজুষী, সাম্নী, আর্চী, আর্ষী এবং ব্রাহ্মী।

এখন আমরা এই সাতটা ছন্দ রশ্মির বিষয়ে ক্রমশঃ বিচার করবো –

১. গায়ত্রী – এই ছন্দ রশ্মি সবার প্রথমে উৎপন্ন হয়। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. গায়ত্রী গায়তেঃ স্তুতিকর্মণঃ ত্রিগমনা বা বিপরীতা গায়তো মুখাদুদপতদিতি ব্রাহ্মণম্ (নিরুক্ত ৭.১২)
২. এতদ্ধি (গায়ত্রী) ছন্দ আশিষ্ঠম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.২.৩.৯)
৩. গায়ত্রীমেব প্রাতঃসবনম্ সম্পদ্যতে (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.১০১)
৪. জ্যোতির্বৈ গায়ত্রী (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৩.৭.২)
৫. তস্য (প্রাণস্য) ত্বগ্গায়ত্রী (ঐতরেয় আরণ্যক ২.১.৬)
৬. মুখম্ গায়ত্রী (ছন্দসাম্) (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.৩.৭)
৭. বীর্যম্ গায়ত্রী (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৩.৫.৪)

Vedic Physics Youtube Channel

৮. সা গায়ত্রী সমিদ্ধান্যানি ছন্দাংসি সমিন্ধে (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৩.৪.৬)
৯. বাগ্বৈ গায়ত্রী (কাঠক সংহিতা ২৩.৫; কপিষ্ঠল সংহিতা ৩৬.২)

এই প্রমাণগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. যখন মনস্তত্ত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রকাশ উৎপন্ন হবে এমন সময় অর্থাৎ 'ওম্' ছন্দ রশ্মি যখন মনস্তত্ত্বকে প্রেরিত করা শুরু করে, সেই সময় সর্বপ্রথম যে রশ্মিগুলো (স্পন্দন) উৎপন্ন হয়, সেগুলোকে গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি বলে। যদিও 'ওম্' রশ্মিও এই ছন্দের সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতম রূপ হয়, কিন্তু এই রূপ অন্য রশ্মিকে উৎপন্ন করার হেতু মনস্তত্ত্বকে প্রেরিত করে। এটা 'ওম্' রশ্মির সূক্ষ্মতম অর্থাৎ পরারূপ কিংবা কালরূপ হয়। এর পশ্চাৎ 'ওম্'-এর পশ্যন্তী রূপ মনস্তত্ত্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ রশ্মিতে পরিণত হতে থাকে। এর প্রথম পরিণতি গায়ত্রী ছন্দের রূপে হয়। এই রশ্মি তিন প্রকারের গতিযুক্ত হয়। পরা 'ওম্' রশ্মি ঈশ্বর তত্ত্ব দ্বারা উৎপন্ন ও প্রেরিত হয়।
২. এই ছন্দ রশ্মি অন্য ছন্দ রশ্মির তুলনায় সূক্ষ্মতম, কিন্তু সর্বাধিক তেজস্বিনী হয়। এর গতিও অন্য ছন্দের তুলনায় সর্বাধিক হয়।
৩. এই ছন্দ রশ্মি প্রাতঃসবনকে সম্পাদিত করে। এর তাৎপর্য হল এর প্রাকট্য সর্বপ্রথম অকস্মাৎ অতি শীঘ্র হয়। সৃষ্টি রচনার প্রথম চরণের সময় এরই সর্বাধিক প্রাধান্য হয়।
৪. এই রশ্মি থেকে প্রকাশের উৎপত্তি হয়। এই সৃষ্টির মধ্যে যেখানেই মন্দ বা তীক্ষ্ণ প্রকাশ ব্যক্ত বা অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, সেখানে এই ছন্দ রশ্মির ভূমিকা অবশ্যই আছে। আচার্য পিঙ্গল তাঁর ছন্দ শাস্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির প্রকাশের রঙের কথা উল্লেখ করে বলেছেন –

Vedic Physics Youtube Channel

সিতসারঙ্গপিশঙ্গকৃষ্ণনীললোহিতগৌরা বর্ণাঃ (৩.৬৫)

এই সূত্রের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি থেকে উৎপন্ন প্রকাশকে শ্বেত (সাদা) বর্ণের বলা হয়েছে। এই শ্বেত বর্ণ চন্দ্রমার সমান জানা উচিত। এখানে 'জ্যোতি' পদের উপর আর্ষ মতকে জেনে রাখাও উপযুক্ত হবে। সেই মত হল এইরকম –

বিদ্যুতো দীপ্তিঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৮.৫০),
অয়মগ্নির্জ্যোতিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৯.৪.২.২২), অয়ম্ বৈ (ভূ)
লোকো জ্যোতিঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪.১৫; কাঠক সংহিতা ৩৩.৩),
জ্যোতির্বৈ য়জ্ঞঃ (কাঠক সংহিতা ৩১.১১),
অসৌ (সূর্য়ঃ) বাব জ্যোতিঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪.১০),
ইদমেবান্তরিক্ষম্ জ্যোতিঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.১৬৬)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে এই সৃষ্টির মধ্যে যেখানেই বিদ্যুৎ, উষ্মা, প্রকাশ এবং সংযোগ-বিয়োগের ব্যবহার হয়, সেখানে সর্বত্র এর ভূমিকা অবশ্যই আছে। অপ্রকাশিত লোক বা কণার মধ্যে এর প্রাধান্য আছে, তাছাড়া আকাশ তত্ত্ব, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং নক্ষত্র আদির মধ্যেও এর ভূমিকা অনিবার্য রূপে আছে। এর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে এই সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্র এর ন্যূনাধিক ভূমিকা অবশ্যই আছে।

৫. গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিকে ত্বকের সমান আচ্ছাদন করে। ধ্যাতব্য হল, প্রাণ ও ছন্দ অর্থাৎ বাগ্ রশ্মি পরস্পর মিথুন বানিয়েই নিজ-নিজ সামর্থ্যকে প্রাপ্ত করতে পারে, যেমন বলা হয়েছে –

বাক্ চ বৈ প্রাণশ্চ মিথুনম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৪.১.২)

সেই মিথুনকেই এখানে বোঝানো হয়েছে যে গায়ত্রী রশ্মি প্রাণ রশ্মিকে

Vedic Physics Youtube Channel

ত্বকের তুল্য আবরণ প্রদান করে। এখানে প্রাণের তাৎপর্য সব দশ প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি, বিশেষকরে পাঁচ প্রাণ রশ্মিকে গ্রহণ করা উচিত। এখানে অন্য এক ঋষির মত 'প্রাণো গায়ত্রী' (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.৩.৮) বিচার করলে এমন ও সংকেতও পাওয়া যায় যে এই ছন্দ রশ্মির সঙ্গে প্রাণ নামক প্রাথমিক প্রাণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, অন্য প্রাণ রশ্মির সঙ্গে ন্যূনতম সম্বন্ধ আছে। এর উপরেও এমন ভাবা মোটেও উচিত হবে না যে অন্য প্রাণ রশ্মির সঙ্গে এর সম্বন্ধ সর্বথা হবে না। এর কারণ হল প্রাণ নামক প্রাথমিক প্রাণ রশ্মির সঙ্গেও অন্য ছন্দ রশ্মির সম্বন্ধ থাকে, যাকে পরে দর্শানো হবে।

৬. এই ছন্দ রশ্মি অন্য সব ছন্দ রশ্মির মুখের সমান হয়। এর তাৎপর্য হল যেভাবে মুখ থেকে উচ্চারিত বাণী অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রেরিত করে, সেইভাবে গায়ত্রী রশ্মি অন্য সব ছন্দ রশ্মিকে প্রেরিত করে। তাছাড়া এই ছন্দ রশ্মি অন্য সব ছন্দ রশ্মির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়।

৭. এই রশ্মি এই সৃষ্টির বীর্য রূপ হয় অর্থাৎ এটাই সম্পূর্ণ সৃষ্টির বীজবপন করে তথা সবাইকে বল প্রদান করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৮. যখন এই রশ্মি সমুচিত রূপে প্রকাশিত বা সক্রিয় হয়ে ওঠে, তার পশ্চাৎই এর দ্বারা অন্য সব ছন্দ রশ্মি প্রকাশিত বা সক্রিয় হয়।

৯. এখানে গায়ত্রী রশ্মিকে বাক্ রূপ বলা হয়েছে। যদিও সব ছন্দ রশ্মি বাক্ রূপই হয়, কিন্তু এগুলোকে বাক্ রূপ বলাতে এই সংকেত প্রতীত হয় যে এই ছন্দ রশ্মির মধ্যে 'ওম্' রশ্মির প্রাধান্য আছে। যদিও সৃষ্টির যেকোনো সূক্ষ্ম থেকে স্থূল পদার্থ 'ওম্' রশ্মি থেকে বিহীন হয় না, সেটা কণা হোক বা তরঙ্গ, তবুও এখানে এই রশ্মিকে বাক্ রূপ বলা হয়েছে, সেটা এর মধ্যে 'ওম্'-এর প্রাধান্যকে পুষ্ট করে।

Vaidic Physics Youtube Channel

এইভাবে এই উপরোক্ত ৯ বিন্দুর দ্বারা গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির স্বরূপ পর্যাপ্ত রূপে স্পষ্ট হয়। আচার্য পিঙ্গল তাঁর ছন্দ শাস্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন ছন্দের দেবতা, স্বর তথা গোত্রের চর্চা নিম্নানুসারে করেছেন –

অগ্নিঃ সবিতা সোমো বৃহস্পতির্মিত্রাবরুণাবিন্দ্রো বিশ্বেদেবাদেবতাঃ (৩.৬৩)

স্বরাঃ ষডজর্ষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদাঃ (৩.৬৪)

আগ্নিবেশ্যকাশ্যপগৌতমাঙ্গিরসভার্গবকৌশিকবাসিষ্ঠানি গোত্রাণি (৩.৬৬)

এইসব দেবতা, স্বর তথা গোত্র গায়ত্র্যাদি ছন্দের ক্রমানুসারেই বোঝা উচিত। এই কারণে গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির দেবতা অগ্নি, স্বর ষডজ তথা গোত্র আগ্নিবেশ্য সিদ্ধ হয়।

এখানে গায়ত্রী ছন্দের দেবতা প্রায়শঃ অগ্নি হওয়াতে সংকেত পাওয়া যায় যে এই ছন্দের কারণে বিদ্যুৎ রূপ অগ্নির উৎপত্তি বা সমৃদ্ধি হয়। এর গোত্র আগ্নিবেশ্য এটাই সংকেত দেয় যে এই রশ্মি বিদ্যুৎ অগ্নির উৎপাদক ও ধারক অবস্থাকে উৎপন্ন করে কিংবা সেই অবস্থাতেই স্বয়ং উৎপন্ন হয়। এখানে অগ্নিবেশের অর্থ প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মিকেই মানা যেতে পারে আর এরদ্বারা অথবা এর প্রাধান্যতায় গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয়। এই ছন্দকে বেদপাঠী ষডজ স্বরে গীত গায়, এটা এই বিষয়ের সংকেত করে যে [ষট্ = ষট্ পুনঃ সহতেঃ (নিরুক্ত ৪.২৭)] এই রশ্মির মধ্যে সহস্ = বল বিশেষ আছে। [সহ্ = সহ্য করা, বহন করা, সাহারা দেওয়া, জেতা, দাবানো, ধারণ করা – আপ্টে কোষ] এর অর্থ হল এই রশ্মি অন্য রশ্মিকে আশ্রয় দিতে, নিয়ন্ত্রণ করতে, ধারণ করতে, দাবাতে এবং বহন করতে সক্ষম হয়।

যেমন আমি পূর্বে লিখেছি যে প্রত্যেক ছন্দ রশ্মির আটটা রূপ আছে, সেগুলোর চর্চা আমি গায়ত্র্যাদি সব ছন্দ রশ্মির পশ্চাৎ এক সাথে করবো।

Vedic Physics Youtube Channel

২. উষ্ণিক্ – এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. উষ্ণিগুত্স্নানাত্ ভবতি। স্নিহ্যতের্বা স্যাত্কান্তিকর্মণঃ (নিরুক্ত ৭.১২)

২. উষ্ণিগুত্স্নানাত্ স্নিহ্যতের্বা কান্তিকর্মণোঽপি বোষ্ণীষিণো বেত্যৌপমিকম্ (দৈবত ব্রাহ্মণ ৩.৪)

৩. আয়ুর্বা উষ্ণিক্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.৫),
য়জমানচ্ছন্দসমেবোষ্ণিক্ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৭.২)

৪. গ্রীবা উষ্ণিহঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৬.২.১১)

৫. তস্য (প্রাণস্য) উষ্ণিগ্লোমানি (ঐতরেয় আরণ্যক ২.১.৬)

৬. চক্ষুরুষ্ণিক্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.৩.১.১)

৭. বজ্রো বা উষ্ণিহঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.২০৯)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. এই রশ্মি গায়ত্রী রশ্মিকে উপর থেকে আবৃত্ত করে, তাতে তথা অন্য ছন্দ রশ্মির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ ভাব সমৃদ্ধ করে তথা সেগুলোকে আরও অধিক কান্তিযুক্ত করে।

২. পূর্ববৎ।

৩. এটা বিভিন্ন ছন্দাদি রশ্মির মধ্যে সংয়োজকতাকে বাড়িয়ে তোলে।
[আয়ুঃ = য়জ্ঞো বা আয়ুঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৬.৪.৪)]

৪. এই রশ্মি অন্য রশ্মিকে নিজের সঙ্গে জুড়তে সেইভাবে সহায়ক হয়, যেভাবে শরীরের মধ্যে গ্রীবা ধড় তথা মস্তককে জুড়ে রাখে। একইসঙ্গে এই রশ্মি অন্য রশ্মি থেকে উৎসর্জিত অতি সূক্ষ্ম রশ্মিকে ক্রমাগত গিলতে থাকে। এর দ্বারাই য়জন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৫. এই রশ্মি প্রাণ রশ্মিকে আচ্ছাদিত করতে ত্বকতুল্য গায়ত্রী রশ্মির উপরে

Vedic Physics Youtube Channel

লোমের সদৃশ সংযুক্ত হয়ে থাকে।

৬. এটা অন্য রশ্মির প্রকাশশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে।

৭. এটা অন্য রশ্মিকে তীক্ষ্ণ বানাতে সহায়ক হয়।

আচার্য পিঙ্গল এর দেবতা সবিতা, গোত্র কাশ্যপ তথা স্বর ঋষভ বলেছেন, আমি এটা গায়ত্রী ছন্দের প্রকরণে দেখিয়েছি। মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.১৩.১৪ এর দেবতা পূষা বলা হয়েছে। এরথেকে সংকেত পাওয়া যায় যে এই রশ্মির প্রভাবে গায়ত্রী রশ্মি অধিক সক্রিয় হয়, যারফলে উষ্ণতাতে বৃদ্ধি হয়। এর দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সারঙ অর্থাৎ রঙ-বিরঙ রূপের উৎপত্তি হতে থাকে।

প্রশ্ন – আপনি পূর্বে গায়ত্রী রশ্মিকে অন্য সব রশ্মির প্রেরক বলেছেন আর এখানে উষ্ণিককে সবার প্রেরক বলার মতো সংকেত করেছেন। বস্তুতঃ গায়ত্রী ও উষ্ণিকের মধ্যে কে প্রেরক তথা কে প্রেরিত?

উত্তর – বস্তুতঃ গায়ত্রী রশ্মিগুলোই সবার প্রেরক হয়, কিন্তু উষ্ণিক ছন্দ রশ্মির উৎপত্তির পশ্চাৎ এই দুটোর সংযুক্ত প্রভাব অধিক সক্রিয়তা ও য়জনশীলতাকে উৎপন্ন করে। বিশেষ করে উষ্ণতা ও য়জনশীলতার মধ্যে এর বিশেষ অবদান থাকে।

এখন এর কাশ্যপ গোত্রের উপর বিচার করবো। মহর্ষি য়াস্কের কথন হল – 'কশঃ জলম্' (নিঘন্টু ১.১২)। অন্যদিকে 'জলম্' পদ 'জল ঘাতনে' ও 'জল অপবারণে' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এরদ্বারা সংকেত পাওয়া যায় যে উষ্ণিক্ রশ্মি বিভিন্ন রশ্মি আদি পদার্থের ভেদন, অপবারণ ও সংযোজন আদি কর্মকে করতে সহযোগিতা প্রদান করে, একইসাথে এইসব কর্ম সম্পাদিত হওয়ার সময় এই রশ্মির প্রাধান্যতা থাকে। এর উৎপত্তি কশ্যপ অর্থাৎ কূর্ম রশ্নির দ্বারা হয় অর্থাৎ সেগুলোর প্রাধান্যে হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

৩. অনুষ্টুপ্ – এর বিষয়ে নিম্নলিখিত আর্ষ বচনের উপর বিচার করা উচিত –

১. অনুষ্টুবনুস্তোভনাত্ (নিরুক্ত ৭.১২; দৈবত ব্রাহ্মণ ৩.৭)
২. গায়ত্রী বৈ সা য়া অনুষ্টুপ্ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১০.৫)
৩. আনুষ্টুব্ভি ছন্দসাম্ য়োনিঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১১.৫.১৭)
৪. বাগ্বা অনুষ্টুপ্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.২৮)
৫. বৃষা বৈ ত্রিষ্টুব্ য়োষানুষ্টুপ্ (ঐতরেয় আরণ্যক ১.৩.৫)
৬. অনুষ্টুপ্ (প্রাণস্য) স্রাবানি (ঐতরেয় আরণ্যক ২.১.৬)
৭. ক্ষত্রম্ বা অনুষ্টুপ্ (ঐতরেয় আরণ্যক ১.১.৩)
৮. প্রাণা বা এতানীতরাণি ছন্দাংসি বাগনুষ্টুপ্ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩.১.৯)
৯. য়জ্ঞোऽনুষ্টুপ্ (কাঠক সংহিতা ১৯.৩)
১০. অনুষ্টুপ্ বা অগ্নেঃ প্রিয়া তনূঃ (কাঠক সংহিতা ১৯.৫)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. এই ছন্দ রশ্মি অন্য ছন্দ রশ্মিকে অনুকূলতা সহিত ধরে রাখে।
২. এই রশ্মি গায়ত্রী রশ্মির সমান ব্যবহার করে।
৩. এই রশ্মি অন্য ছন্দ রশ্মির য়োনি রূপ হয়। এর তাৎপর্য হল এই ছন্দ রশ্মির মধ্যে সব ছন্দ রশ্মি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।
৪. এরমধ্যেও 'ওম্' রশ্মির মাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক হয়।
৫. এই রশ্মি ত্রিষ্টুপ্–এর সাপেক্ষে য়োষা রূপ হয় অর্থাৎ এর সাপেক্ষে ত্রিষ্টুপ্ বৃষার কাজ করে।
৬. এই রশ্মি প্রাণ রশ্মির স্রাবের সমান হয় অর্থাৎ সেগুলো থেকে নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে।
৭. এরমধ্যে ভেদন ক্ষমতা আছে।

Vedic Physics Youtube Channel

৮. এই রশ্মি অন্য ছন্দ রশ্মির সাপেক্ষে বাগ্ রূপ হয় অর্থাৎ অন্য রশ্মি প্রাণ বা বৃষা রূপ তথা এটা সেগুলোর জন্য বাক্ বা য়োষা রূপ ব্যবহার করে।
৯. এই রশ্মি ভেদন সামর্থ্যের সাথে-সাথে য়জনশীলও হয়।
১০. এই রশ্মির দ্বারা অগ্নি তত্ত্বকে ধারণ করা হয় কিংবা অগ্নি তত্ত্ব এর ভিতরে বিদ্যমান থাকে। এর তাৎপর্য হল অগ্নি তত্ত্বের বিস্তার এরমধ্যে বিশেষ রূপে হয়, সেই অগ্নি তত্ত্ব বিদ্যুৎ, প্রকাশ বা উষ্মা রূপ যাই হোক না কেন।

আমি পূর্বে গায়ত্রী ছন্দের প্রকরণে সংকেত করেছি যে এর দেবতা হল সোম, গোত্র গৌতম তথা স্বর গান্ধার। এর তাৎপর্য হল এর প্রাধান্যে সোম তত্ত্ব সক্রিয় হয়, যারফলে সেটা তীব্র রূপে প্রকাশিত হতে থাকে অর্থাৎ সেটা বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশ রশ্মিকে ধারণ করতে সক্ষম হতে থাকে। এর থেকে পিশঙ্গ অর্থাৎ লালমিশ্রিত বাদামি রঙের উৎপত্তি হয়। এই রশ্মি গৌতম অর্থাৎ ধনঞ্জয় রশ্মি থেকে উৎপন্ন হয়।

৪. বৃহতী – সর্বপ্রথম এর বিষয়ে কিছু আর্ষ বচনকে উদ্ধৃত করবো –

১. বৃহতী পরিবর্হণাৎ (নিরুক্ত ৭.১২)
২. বৃহতী বৃম্হতের্বৃদ্ধিকর্মণঃ (দৈবত ব্রাহ্মণ ৩.১১)
৩. বৃহতী মর্য়া য়য়েমান্ লোকান্ ব্যাপামেতি তদ্ বৃহত্যা বৃহত্ত্বম্
(তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.৪.৩)
৪. অয়ম্ মধ্যমো (লোকঃ = অন্তরিক্ষম্) বৃহতী (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.৩.৯)
৫. বৃহতী স্বর্গো লোকঃ
(জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.২৯০; ২.৭; শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.৫.৪.৬)
৬. সর্বাণি ছন্দাম্সি বৃহতীমভিসম্পন্নানি (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৩১৬)
৭. অথ বৃহতী। য়োऽয়ম্ প্রাঙপ্রাণ (উপস্থেন্দ্রিয়ম্) এষ এব সঃ। ...এতেন দ্বয়ম্

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রাণেন করোতি রেতশ্চ সিঞ্চতি মেহতি চ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.২৫৪)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত সংকেত প্রাপ্ত হয় –

১. এই রশ্মি অন্য রশ্মিকে সবদিক থেকে ঘিরে ধরে বর্ধমান হতে থাকে।

২. উপরোক্তবৎ।

৩. এই রশ্মি বিভিন্ন কণা বা লোকের নির্মাণের সময় পদার্থকে সবদিক থেকে আবৃত্ত ও সংকুচিত করতে-করতে নির্মাণাধীন কণা বা লোকের পরিধির নির্মাণে সহায়ক হয়। এটা সেইসব লোক বা কণাকে সর্বতঃ ব্যাপ্ত করে থাকে।

৪. আকাশ তত্ত্বের মধ্যে এই রশ্মির প্রাধান্য আছে। এই কারণে কোনো পদার্থের পরিধির নির্মাণে ও সংকোচনে আকাশ (স্পেস) তত্ত্বেরও অনিবার্য ভূমিকা থাকে।

৫. বিভিন্ন নক্ষত্র আদি প্রকাশিত লোকের কেন্দ্রীয় ভাগের মধ্যেও এর প্রাধান্য আছে। সেই ভাগগুলোতে বিভিন্ন কণার একীভূতকরণ প্রক্রিয়াতে এর ভূমিকাও অনিবার্য আছে। এটা সম্মিলিত হওয়া কণা থেকে নির্মিত নতুন কণাকেও পরিধি রূপে ব্যাপ্ত করে সেগুলোকে সংঘনিত করে।

৬. সমস্ত ছন্দ রশ্মি এই বৃহতী ছন্দ রশ্মির দ্বারাই একত্র বজায় থাকে, যার দ্বারা অনেক প্রকার পদার্থের নির্মাণ হওয়া সম্ভব হয়।

৭. প্রাণ রশ্মি এই বৃহতী রশ্মির উপস্থেন্দ্রিয়ের সমান কাজ করে। এই দুটোর সংযোগের সম্মিলিত উপস্থেন্দ্রিয় প্রাণ রশ্মিই হয়, যার মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপাদন কাজ সম্পাদিত হয়। এই কারণে মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস বৃহতীকে প্রাণ রূপ বলেছেন –

প্রাণো বৃহতী (ঐতরেয় আরণ্যক ২.১.৬)

Vaidic Physics Youtube Channel

এর দেবতা হল বৃহস্পতি, গোত্র আঙ্গিরস তথা স্বর মধ্যম, একে গায়ত্রীর প্রকরণে দেখিয়েছি। এর তাৎপর্য হল এই রশ্মির উপস্থিতিতে প্রাণ, অপান এবং সূত্রাত্মা বায়ু রূপী বৃহস্পতি বিশেষ সক্রিয় হয়ে সংঘনন ও সংকোচনের ক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে। এখানে আঙ্গিরসও সূত্রাত্মা বায়ুর বাচক হয়। এর উৎপত্তি এই প্রাণাপান ও সূত্রাত্মা বায়ুর মিশ্রণ থেকে হয়। বৃহতীর কারণেই জ্বালা যুক্ত অগ্নি উৎপন্ন হয়। যদিও এই রশ্মি সবাইকে সীমাবদ্ধ করার কাজ করে, তবে এটা সেগুলোর বহির্ভাগে নয়, বরং মাঝখানে বিদ্যমান থাকে। সেখান থেকেই বেঁধে রাখে। আচার্য পিঙ্গল একে কৃষ্ণ বর্ণের বলেছেন।

৫. পংক্তি – এর বিষয়ে আর্ষ মতের উপর দৃষ্টি ফেলবো –

১. বিস্তৃতা ক্রিয়া (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ২৩.৩৩), পৃথুরিব বৈ পঙক্তিঃ (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ৫.৪; শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.২.৪.৬)

২. পঞ্চপদা পঙক্তিঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.১৮)

৩. পঙক্তির্বা অন্নম্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬.২০)

৪. য়জমানো পঙক্তিঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩.৩.৯)

৫. পঙক্তির্মজ্জা (ঐতরেয় আরণ্যক ২.১.৬)

৬. শ্রোত্রম্ পঙক্তিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.৩.১.১),
শ্রোত্রাদ্ বাচম্ সন্তনু (কাঠক সংহিতা ৩৯.৮)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত সংকেত প্রাপ্ত হয় –

১. এই ছন্দ রশ্মি ছড়িয়ে পড়ার সাথে-সাথে উদ্ভূত হয়ে বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াকে বিস্তৃত করে।

২. এই রশ্মির মধ্যে পাঁচ প্রকারের গতি বিদ্যমান আছে।

৩. এটা বিভিন্ন রশ্মি বা কণা আদি পদার্থের দ্বারা ক্রমাগত অবশোষিত করা

Vedic Physics Youtube Channel

হতে থাকে।

৪. এই কারণে এই রশ্মি বিশেষ য়জনশীল হয়।

৫. এই রশ্মি প্রাণ রশ্মির মজ্জার সমান কাজ করে। যেভাবে শরীরের মধ্যে বিদ্যমান অস্থিগত মজ্জা সম্পূর্ণ শরীরের রক্তকে জীবন্ত বানিয়ে শরীরের প্রতিরোধী ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে, ঠিক সেইভাবে পংক্তি ছন্দ রশ্মির উপস্থিতিতে প্রাণ রশ্মির সামর্থ্য সমৃদ্ধ হয়।

৬. এই রশ্মি অন্য ছন্দ রশ্মিকেও বিস্তার প্রদান করে সংযোগ-বিয়োগাদি ক্রিয়াকে বিস্তৃত করে।

এর দেবতা হল মিত্রাবরুণ, গোত্র ভার্গব এবং স্বর পঞ্চম।

মিত্রাবরুণৌ = দ্যাবাপৃথিবী বৈ মিত্রাবরুণয়োঃ প্রিয়ম্ ধাম
(তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৪.২.৪),
য়জ্ঞো বৈ মৈত্রাবরুণঃ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৩.২),
প্রাণোদানৌ বৈ মিত্রাবরুণৌ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৮.৩.১২),
প্রাণাপানৌ মিত্রাবরুণৌ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৬.১০.৫),
বায়ুসবিতারৌ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৫.৬৩.৩)

এর তাৎপর্য হল এই রশ্মির অধিকতার কারণে প্রাণ, অপান ও উদান বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে বিদ্যুৎ ও উষ্মাকে শক্তিশালী রূপ প্রদান করে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উভয় প্রকারের কণা ও লোককে জ্বালাময় করে তোলে। একইসঙ্গে এই রশ্মি জ্বালাময়ী অবস্থাতেই বিশেষ রূপে উৎপন্ন হয়। এই কারণে সেই কণা বা লোক পঞ্চম অর্থাৎ ব্যক্ত রূপকে প্রাপ্ত করতে থাকে। এই রশ্মির প্রভাবে সব প্রকারের ক্রিয়া বিস্তার ও উৎকর্ষকে প্রাপ্ত করে। এরথেকে নীল বর্ণের উৎপত্তি হয়।

Vedic Physics Youtube Channel

৬. ত্রিষ্টুপ্– সর্বপ্রথম আমি এই ছন্দ রশ্মির বিষয়ে আর্ষ মতকে উদ্ধৃত করবো–

১. অথ ত্রিষ্টুপ্। নাভিরেব সা (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.২৫৪)

২. অথৈতদধীতরসম্ শুক্রিয়ম্ ছন্দো য়ত্ত্রিষ্টুপ্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬.১২)

৩. অসাবুত্তমঃ (দ্যুলোকঃ) ত্রিষ্টুপ্ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.৩.৯)

৪. ইন্দ্রস্ত্রিষ্টুপ্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৬.২.৭),
ইন্দ্রিয়ম্ বীর্য়ম্ ত্রিষ্টুপ্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১৩২; ৩.২০৬)

৫. এতে বাব ছন্দসাম্ বীর্য়্যবত্তমে য়দ্ গায়ত্রী চ ত্রিষ্টুপ্ চ
(তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ২০.১৬.৮)

৬. ত্রিষ্টুপছন্দা বৈ রাজন্যঃ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১.১.৯.৬)

৭. ত্রিষ্টুপ্ স্তোভ ইত্যুত্তরপদা কা তু ত্রিতা স্যাত্তীর্ণতমম্ ছন্দো ভবতি
(দৈবত ব্রাহ্মণ ৩.১৪.১৫)

৮. ত্রিষ্টুষ্মাস্সম্ (প্রাণস্য) (ঐতরেয় আরণ্যক ২.১.৬)

৯. ব্যানস্ত্রিষ্টুপ্ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩.৪.৪; কাঠক সংহিতা ২১.১২),
অপানস্ত্রিষ্টুপ্ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.৩.৮)

১০. য়ত্ ত্রিস্তোভত্ তৎ ত্রিষ্টুভস্ত্রিষ্টুপ্ত্বমিতি বিজ্ঞায়তে (নিরুক্ত ৭.১২)

১১. বজ্রস্তেন য়ত্ত্রিষ্টুপ্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.১৬)

১২. অন্তরিক্ষম্ ত্রিষ্টুপ্ (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ১.১৭.৩.৩)

১৩. ত্রৈষ্টুভমন্তরিক্ষম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৩.৪.১১)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. এই ছন্দ রশ্মি সমস্ত ছন্দ সমূহের নাভিরূপ হয়ে সেগুলোকে পরস্পর বেঁধে রাখে।

২. এই ছন্দ রশ্মি অত্যধিক রূপে উৎপাদক ক্ষমতা সম্পন্ন হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

৩. নক্ষত্রের ভিতরে বিশেষ করে সেগুলোর কেন্দ্রীয় ভাগের মধ্যে এটা প্রচুরমাত্রায় থাকে।

৪. এর কারণে তীক্ষ্ণ বিদুৎ তরঙ্গের উৎপত্তি ও সমৃদ্ধি হয়। এটা তীব্র রূপে ভেদক শক্তি সম্পন্ন হয়।

৫. এই রশ্মি অন্য ছন্দ রশ্মিকে তীব্র তেজ ও বল প্রদান করে।

৬. সব ছন্দ রশ্মির মধ্যে গায়ত্রী তথা ত্রিষ্টুপ্ সবথেকে তীব্র তেজ ও বল যুক্ত হয়।

৭. এই ছন্দ রশ্মির কারণে বিভিন্ন কণা বা রশ্মি আদি পদার্থ তীব্র তেজ ও ভেদক শক্তিসম্পন্ন হয়ে দেদীপ্যমান হয়।

৮. এই রশ্মি দুর্বল রশ্মিকে উদ্ধার করতে অর্থাৎ সেগুলোকে বল প্রদান করতে সর্বাধিক সক্ষম হয়।

৯. এটা প্রাণ রশ্মির মাংস রূপ হয় অর্থাৎ এর দ্বারা বিভিন্ন প্রাণ রশ্মি পূর্ণ বল প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। এর সংকেত আমরা মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্যের 'মাম্সম্' পদের নির্বাচন থেকে পাই – মাম্সম্ বৈ পুরীষম্(শতপথব্রাহ্মণ৮.৬.২.১৪)। অন্যদিকে 'পুরীষম্' বিষয়ে ঋষিদের কথন হল – পূর্ণম্ বলম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১২.৪৬), পুরীষম্ পৃণা তেঃ পূরয়তের্বা (নিরুক্ত ২.২২)। এই বচন দ্বারা আমার কথনের পুষ্টি হয়।

১০. এই রশ্মির দ্বারা অপান ও ব্যান প্রাণ রশ্মি বিশেষ রূপে সমৃদ্ধ ও সশক্ত হয়, যার কারণে পদার্থের ভেদন ক্ষমতার সাথে-সাথে সম্ভবতঃ বন্ধন ক্ষমতাও সমৃদ্ধ হয়।

১১. এই রশ্মি অন্য রশ্মি ও কণা আদি পদার্থকে তিন প্রকারে ধরে রাখে, এইজন্য একে ত্রিষ্টুপ্ বলা হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

১২. এই রশ্মি অতি তীব্র শক্তি সম্পন্ন হওয়াতে বজ্র বলা হয়। এটা অসুর পদার্থ অর্থাৎ ডার্ক এনার্জি আদির বাধক প্রভাবকে নষ্ট করতে সক্ষম হয়।

১৩. এই রশ্মি আকাশ তত্ত্বকে ধরে রাখে ও প্রভাবিত করে। একইসঙ্গে আকাশ তত্ত্বের মধ্যেও এর প্রাচুর্য আছে।

এর দেবতা হল ইন্দ্র, গোত্র কৌশিক তথা স্বর ধৈবত। কুশিকের বিষয়ে মহর্ষি য়াস্কের কথন হল –

ক্রশতেঃ শব্দকর্মণঃ ক্রন্শতের্বা স্যাত্
প্রকাশয়তিকর্মণঃ সাধু বিক্রোশয়িতার্থানামিতি বা (নিরুক্ত ২.২৫)

এর তাৎপর্য হল এর প্রভাবে ইন্দ্র অর্থাৎ তীব্র ভেদক শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ তরঙ্গের উৎপত্তি ও সমৃদ্ধি হওয়ার সাথে-সাথে তীব্র ধ্বনি ও প্রকাশের উৎপত্তি ও সমৃদ্ধি হয় এবং ইন্দ্র তত্ত্বের সক্রিয়তায় এর উৎপত্তি আরও অধিক তীব্রতার সঙ্গে হতে থাকে। স্বরের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াতে তীব্রতার সহিত বৃদ্ধি হয়। এর থেকে লাল বর্ণের উৎপত্তি হয়।

৭. জগতী – এর বিষয়ে আর্ষ মত নিম্নানুসারে –

১. গততমম্ ছন্দঃ জলচরগতির্বা, জল্গল্যমানোऽসৃজদিতি চ ব্রাহ্মণম্ (নিরুক্ত ৭.১৩)

২. তদিদম্ সর্বম্ জগদস্যাঁ তেনেয়ম্ জগতী (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৮.২.১১)

৩. য়া সিনীবালী সা জগতী (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩.৪৭), সিনীবালী সিনমন্নম্ ভবতি সিনাতি ভূতানি বালম্ পর্বম্ বৃণোতেঃ (নিরুক্ত ১১.৩১)

৪. জগতী বৈ ছন্দসাম্ পরমম্ পোষম্ পুষ্টা (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ২১.১০.৯)

৫. প্রজননম্ জগতী (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৯৩; ষড্বিংশ ব্রাহ্মণ ২.৩)

Vaidic Physics Youtube Channel

৬. জগত্যাদিত্যানাম্ পত্নী (গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ২.৯)
৭. তদাহুঃ প্লবমিব বা এতচ্ছন্দো য়জ্জগতী (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.৩৭৯)
৮. অনূকম্ জগত্যঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৬.২.৩)
৯. অস্থি (প্রাণস্য) জগতী (ঐতরেয় আরণ্যক ২.১.৬)
১০. দিত্যবাহো জগত্যৈ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩.১৩.১৭)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত পরিণাম প্রাপ্ত হয় –

১. এই রশ্মি সর্বাধিক দূর পর্যন্ত গমনকারী হয়। এর গতি জলের ঢেউয়ের সমান হয় তথা এর উৎপত্তির সময় মনস্তত্ত্ব বিশেষ বিক্ষুব্ধ বা সক্রিয় হয় না। এই রশ্মি সবার অন্তিমে উৎপন্ন হয়।
২. সম্পূর্ণ জগৎ এই রশ্মির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, এই কারণে একে জগতী বলা হয়।
৩. এই রশ্মি বিভিন্ন সংযোগ্য কণা বা তরঙ্গাণুকে বাঁধে তথা বিভিন্ন কণাকে সংযোগাদি প্রক্রিয়া হেতু সক্ষম করে। আমার মতে বিভিন্ন কণা বা তরঙ্গাণুর অবশোষণ ও উৎসর্জনের ক্রিয়া হেতু এই রশ্মি সেগুলোকে সামর্থ্য প্রদান করে।
৪. এটা অন্য ছন্দ রশ্মিকে অত্যন্ত পুষ্ট বা সক্ষম করে তোলে। একইসঙ্গে এটা স্বয়ং বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিজের প্রভাবকে দর্শানো হেতু সক্ষম হয়।
৫. এটা সংযোগাদি প্রক্রিয়াকে সক্ষম বানিয়ে বিভিন্ন পদার্থকে উৎপন্ন করতে নিজের ভূমিকা পালন করে। এর উপস্থিতিতে বিভিন্ন রশ্মির সংযোগাদি প্রক্রিয়াও সমৃদ্ধ হয়।
৬. এই রশ্মি আদিত্য অর্থাৎ সূর্যাদি লোকের রক্ষাতে বিশেষ উপযোগী হয়। এর কারণ হল উর্জা ও ইলেক্ট্রনের উৎসর্জন ও অবশোষণের প্রক্রিয়া এই

Vaidic Physics Youtube Channel

রশ্মির কারণে সম্পন্ন হয়।

৭. এই রশ্মি জলের তরঙ্গের মতো সুদূরগামী হয়েও লাফিয়ে-ঝাপিয়ে গতি করে।

৮. এই রশ্মি সম্পূর্ণ ছন্দ রশ্মি সমূহের মেরুদণ্ডের সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯. এটা প্রাণ রশ্মির অস্থির সমান হয়। এর তাৎপর্য হল এই রশ্মি সম্পূর্ণ প্রাণ রশ্মি সমূহকে কাঠামোগত আধার প্রদান করে, যার উপর সব ছন্দ রশ্মি আশ্রিত হয়।

১০. এই রশ্মি খণ্ডনীয় পদার্থের বহনকারী হয়। এর থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে সব কণা বা তরঙ্গাণুর গতিতে এরও যোগদান থাকে।

এর দেবতা হল বিশ্বেদেবা, গোত্র বাসিষ্ঠ তথা স্বর নিষাদ। এর তাৎপর্য হল এই রশ্মি বিভিন্ন দেব পদার্থের বসতি স্থাপন করতে শ্রেষ্ঠ হয়ে সেগুলোতে নিতরাম্ ব্যাপ্ত হয়। একইসঙ্গে এটা বসিষ্ঠ অর্থাৎ প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মি থেকে উৎপন্ন হয়, বিশেষ করে অগ্নির প্রাবল্যতে এর উৎপত্তি অধিক মাত্রায় হয়। এর থেকে গৌর বর্ণের উৎপত্তি হয়।

এই সাত ছন্দ রশ্মির অতিরিক্ত অষ্টি, শক্করী আদি কিছু বড় ছন্দ রশ্মিও এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এগুলোর মধ্যে অতি তীব্র তেজ ও বল বিদ্যমান আছে। আর সৃষ্টি রচনাতে এগুলোরও বড় ভূমিকা আছে।

এইভাবে এই সাত ছন্দ রশ্মির স্বরূপের সাধারণ বর্ণনা করার পশ্চাৎ এগুলোর বিভিন্ন বিভাগের বর্ণনা করবো।

ছন্দ রশ্মির আট বিভাগ

সব ছন্দ রশ্মি মূলত আট প্রকারের হয়। একে আমরা নিম্ন লিখিত তালিকার

Vaidic Physics Youtube Channel

দ্বারা বুঝতে পারবো –

ছন্দ:	গায়ত্রী	উষ্ণিক্	অনুষ্টুপ্	বৃহতী	পঙক্তি	ত্রিষ্টুপ্	জগতী
আর্ষী	২৪	২৮	৩২	৩৬	৪০	৪৪	৪৮
দৈবী	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
আসুরী	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১০	৯
প্রাজাপত্যা	৮	১২	১৬	২০	২৪	২৮	৩২
য়াজুষী	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সান্নী	১২	১৪	১৬	১৮	২০	২২	২৪
আর্চী	১৮	২১	২৪	২৭	৩০	৩৩	৩৬
ব্রাহ্মী	৩৬	৪২	৪৮	৫৪	৬০	৬৬	৭২

ধ্যাতব্য – এই তালিকা চৌখম্বা পাবলিশার্স, বেনারসী থেকে প্রকাশিত পিঙ্গল–ছন্দশাস্ত্রের হলায়ুধ টীকা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ছন্দ রশ্মির আট প্রকার নিম্নানুসারে –

১. দৈবী – এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বপ্রথম এই ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয়। 'ওম্', 'ভূঃ', 'ভুবঃ', 'সুবঃ' আদি মূল ছন্দ রশ্মি যার বর্ণনা আমি পূর্বে করেছি তথা কিছু প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি দৈবী ছন্দ রশ্মির অন্তর্গতই আসে। এর কারণে অব্যক্ত সূক্ষ্মতম জ্যোতি তথা অতি সূক্ষ্ম বলের উৎপত্তি হয়। এই সূক্ষ্মতম রশ্মির মিশ্রণ হল এই সৃষ্টির সেই সূক্ষ্মতম তত্ত্ব, যারমধ্যে অতি সূক্ষ্ম স্পন্দন বিদ্যমান আছে। এটা সর্বত্র ব্যাপ্তবৎ হয়। এই সময় স্পন্দন সর্বত্র একরসবৎ মানা জেতে পারে। এগুলোর মাঝে অবকাশ নগণ্য হয়। পূর্বোক্ত সমস্ত সাত ছন্দ রশ্মির দৈবী রূপে অক্ষর সংখ্যা নিম্নানুসারে হয় –

Vedic Physics Youtube Channel

গায়ত্রী ১, উষ্ণিক্ ২, অনুষ্টুপ্ ৩, বৃহতী ৪, পঙক্তি ৫, ত্রিষ্টুপ্ ৬ এবং জগতীর মধ্যে ৭ অক্ষর আছে। ছন্দ রশ্মির প্রভাবের বিষয়ে নিম্নলিখিত কারক গুরুত্বপূর্ণ হল –

(ক) ছন্দের মধ্যে বিদ্যমান অক্ষর সংখ্যা – ধ্যাতব্য হল কেবল স্বর রূপ অক্ষরকেই অক্ষর সংখ্যা রূপে মানা হয়, কারণ স্বরই কোনো ব্যঞ্জন রূপ অক্ষরকে প্রকাশিত বা গতিশীল করে। পূর্বোক্ত 'ওম্', 'ভূঃ', 'হিম্', 'ঘৃম্', এই চার রশ্মি এক-একটা স্বরযুক্ত হওয়াতে একাক্ষরা হয়। এগুলো সব হল দৈবী গায়ত্রী ছন্দের উদাহরণ।

(খ) ভিন্ন-ভিন্ন অক্ষরযুক্ত রশ্মির প্রভাব ভিন্ন-ভিন্ন হয়। আমি পূর্বে একাক্ষরা 'ওম্', 'ভূঃ', 'হিম্', ও 'ঘৃম্'–এর একাক্ষরা হওয়া সত্ত্বেও পৃথক-পৃথক প্রভাব দেখিয়েছি। বিজ্ঞপাঠক পূর্বোক্তানুসারে প্রত্যেক অক্ষরের পৃথক-পৃথক প্রভাব জেনে সব ছন্দ রশ্মির পূর্ণ প্রভাব জানতে পাবেন।

(গ) অক্ষর সংখ্যা, অক্ষরের স্বরূপ ও প্রকৃতির প্রভাবের সাথে রশ্মির ভিতরে অক্ষরের বিন্যাসের উপরেও ছন্দ রশ্মির প্রভাব নির্ভর করে। এই কারণে সমান অক্ষর সংখ্যা হলেও ছন্দ রশ্মি ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ৬ ও ৭ অক্ষরযুক্ত রশ্মি ক্রমশঃ দৈবী ত্রিষ্টুপ্ এবং দৈবী জগতী হওয়ার সাথে-সাথে এরথেকে ভিন্ন বিন্যাস বা ব্যবস্থা হলে পরে ক্রমশঃ য়াজুষী গায়ত্রী তথা য়াজুষী উষ্ণিকের রূপ ধারণ করতে পারে। সেইসময় এগুলোর প্রভাব ভিন্ন হয়ে যায়। এমন অন্য উদাহরণ পূর্বোক্ত সারণীর মধ্যে দেখতে পাবেন।

সব প্রকারের দৈবী ছন্দ রশ্মি নিজ-নিজ গায়ত্র্যাদি ছন্দ রশ্মির প্রভাবের সাথে-সাথে দৈবী প্রভাবও দর্শায়। এই প্রভাগুলোকে সুধী পাঠক তৎ তৎ ছন্দের

Vaidic Physics Youtube Channel

অধ্যয়নে জানতে পারবেন।

২. য়াজুষী – দৈবী ছন্দ রশ্মির পশ্চাৎ এই ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয়। এর প্রভাবে পূর্বোৎপন্ন সূক্ষ্ম রশ্মির মধ্যে সূক্ষ্ম ও নিরন্তর গতি ও য়জন ক্রিয়া উৎপন্ন হতে থাকে। এর সংকেত 'য়জুঃ' সংজ্ঞক ছন্দ রশ্মির প্রকরণে পাঠক দেখতে পাবেন। এই সময় আকাশ (স্পেস) তত্ত্বের উৎপত্তি হতে থাকে। সম্পূর্ণ পদার্থ নিরন্তর কম্পন করতে থাকে। যখন গায়ত্র্যাদি বিভিন্ন ছন্দ য়াজুষী রূপে উৎপন্ন হয়, সেই সময় সেগুলোর পূর্বোক্ত প্রভাবের সঙ্গে-সঙ্গে য়াজুষী রূপের এই প্রভাবও সেগুলোতে প্রকট হতে থাকে। দৈবী ছন্দ রশ্মির মতো এই রশ্মির মধ্যেও এক-একটা অক্ষরের বৃদ্ধি হয়ে গায়ত্র্যাদি ছন্দ রশ্মি ক্রমশঃ প্রকট হয়, সেটা পাঠক পূর্বোক্ত তালিকা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। এক অক্ষর এক দৈবী গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির রূপ হওয়াতে এরমধ্যে দীপ্তি ও কমনীয়তা আদি গুণের মধ্যে ক্রমিক বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ছন্দের প্রকৃতির প্রভাবও যথাযথ প্রকট হয়। একই প্রকারের ছন্দ রশ্মি সমান অক্ষর সংখ্যাযুক্ত হলেও অক্ষরের প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে পূর্বোক্তানুসারে ভিন্ন-ভিন্ন প্রভাব দর্শায়। এই কারণে ৮ অক্ষরযুক্ত রশ্মি বিন্যাস (ব্যবস্থা) ভিন্নতার কারণে য়াজুষী অনুষ্টুপ্ তথা প্রাজাপত্যা গায়ত্রী দুটো রূপেই প্রকট হতে পারবে। এই দুই রূপের প্রভাব ভিন্ন-ভিন্ন হবে। এইভাবে তালিকা দেখে অন্য রূপের ভেদগুলোও বুঝে নিবেন।

৩. প্রাজাপত্যা – এই রশ্মিকে জানার জন্য সর্বপ্রথম আমি 'প্রজাপতি' শব্দের উপর আর্ষ মতকে উদ্ধৃত করবো –

প্রজাপতিঃ য়জ্ঞনাম (নিঘন্টু ৩.১৭), প্রজাপতির্বন্ধুঃ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.৭.৫.৫), প্রজাপতিঃ, প্রজানাম্ পাতা পালয়িতা বা (নিরুক্ত ১০.৪২), সোমো হি প্রজাপতিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫.১.৫.২৬), প্রজননম্ প্রজাপতিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫.১.৩.১০)

Vaidic Physics Youtube Channel

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে এই ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হলে বিভিন্ন রশ্মির সংযোগ-বন্ধন আদির প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ হয়ে নবীন রশ্মির উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াও তীব্র হয়ে যায়। এই রশ্মি বিভিন্ন রশ্মির পালক হয়। এই রশ্মি লঘু ছন্দ রূপেই হওয়ার জন্য সোম বা মরুত্ বলে, এটা মৃদু-মৃদু গতিতে গমন করে। এখন পর্যন্ত উষ্ণতার বিশেষ উৎপত্তি না হতে পারার কারণে পদার্থ প্রায় ঠাণ্ডাই থাকে, তবুও মৃদু-মৃদু দীপ্তি অবশ্য সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির মধ্যে এর অক্ষরের সংখ্যা পূর্বোক্ত তালিকার মধ্যে দেওয়া আছে। এরমধ্যে অক্ষরের সংখ্যা প্রতি ছন্দ ৪-৪ মাত্রায় বাড়তে থাকে। এই সংখ্যা এক দৈবী বৃহতী ছন্দ রশ্মির সমান হয়। এর থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে প্রত্যেক প্রাজাপত্যা ছন্দ রশ্মির মধ্যে একটা দৈবী বৃহতী ছন্দ রশ্মি মিলিত হলে অগ্রিম প্রাজাপত্যা ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়। এই কারণে এই ছন্দ রশ্মির মধ্যে দৈবী বৃহতী রশ্মির গুণ মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার কারণে রশ্মির বন্ধন বলের মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এখানে গায়ত্রী, উষ্ণিক্ আদি ছন্দ প্রকৃতির গুণের প্রভাবও যথাযথ বিদ্যমান থাকে। সমান অক্ষর থাকা সত্ত্বেও ছন্দ প্রকৃতির ভেদ তথা সেগুলোর ভিন্ন-ভিন্ন প্রভাবকে পাঠক পূর্ববৎ জেনে নিবেন।

৪. সান্নী – এই রশ্মির স্বরূপ ও প্রভাবকে জানতে হলে পূর্বোক্ত সাম রশ্মির স্বরূপ ও প্রভাবকে জানা আবশ্যক। বিভিন্ন বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, তথাকথিত মিডিয়েটর পার্টিকলস্ আদির উৎপত্তিতে এর ভূমিকা আছে।এর প্রভাবে প্রকাশ, উষ্মা এবং বিভিন্ন প্রকারের বলের সমৃদ্ধি হতে থাকে। এই কারণে ব্রহ্মাণ্ডস্থ পদার্থের মধ্যে তীব্র কম্পন হতে থাকে। এরমধ্যে প্রত্যেক ছন্দ রশ্মির মধ্যে অক্ষরের সংখ্যাতে ক্রমশঃ ২-২ অক্ষরের বৃদ্ধি হয়। এই দুটো অক্ষর এক দৈবী উষ্ণিক্ ছন্দ রশ্মির সমান হয়। এরফলে দৈবী উষ্ণিক্ ছন্দ রশ্মির প্রভাবেরও

ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত ছন্দ রশ্মি নিজ প্রকৃতি ও প্রভাবকে ধারণ করে রাখে। বিভিন্ন অক্ষরের প্রভাব তথা সমান অক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দ রশ্মির উৎপন্ন হওয়াকে পূর্ববৎ বুঝে নিবেন। এই সময় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভেদন-ছেদনের প্রক্রিয়াও তীব্র হয়।

৫. আসুরী – এই রশ্মির প্রভাবে অসুর (ডার্ক পদার্থ বা ডার্ক এনার্জি) তত্ত্বের উৎপত্তি হয় কিংবা এই রশ্মি স্বয়ং ডার্ক স্বরূপে বিদ্যমান হয়। এই রশ্মির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ অত্যল্প বা নগণ্য হয় অথচ এরমধ্যে প্রতিকর্ষণ বা প্রক্ষেপক বলের প্রাধান্য আছে। এরমধ্যে মনস্তত্ত্ব এবং অপান প্রাণেরও প্রাধান্য আছে। এরমধ্যে বাক্ তত্ত্ব অর্থাৎ 'ওম্' রশ্মির বিরলতা আছে। এরমধ্যে অক্ষরের সংখ্যা পূর্বোক্ত তালিকাতে দেখে নিবেন। এরমধ্যে ক্রমশঃ এক-এক অক্ষর অর্থাৎ এক-এক দৈবী গায়ত্রী ছন্দের হ্রাস হওয়াতে দীপ্তি ও আকর্ষণ বলে ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। এই কারণেই এর প্রতিকর্ষণ বল বাড়তে থাকে, কিন্তু তারসঙ্গে ছন্দ প্রকৃতির প্রভাবও যথাযথ বজায় থাকে। অসুর তত্ত্বের বিষয়ে পরবর্তীতে যথাস্থানে লেখা হবে। এটা ভারী আশ্চর্যের বিষয় যে ১৪ অক্ষরযুক্ত সান্নী উষ্ণিক্ রশ্মি ১৪ অক্ষরযুক্ত আসুরী উষ্ণিক্ রশ্মির সঙ্গে গুণ ও প্রভাবের দৃষ্টিতে নিতান্ত ভিন্ন হয়। একইভাবে ১২ অক্ষরযুক্ত সান্নী গায়ত্রী, য়াজুষী জগতী এবং প্রাজাপত্যা উষ্ণিকের প্রভাব আসুরী বৃহতীর থেকে একদম ভিন্ন হয়। এইভাবে তালিকার মাধ্যমে অন্য ছন্দের ভেদ বুঝে নিবেন।

৬. আর্চী – এই ছন্দ রশ্মির প্রভাবকে জানার পূর্বে পূর্বোক্ত 'ঋক্' নামক ছন্দ রশ্মির বিষয়ে অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যক। এই রশ্মির প্রভাব বা এর প্রাধান্যতায় বিভিন্ন অপ্রকাশিত পদার্থ অর্থাৎ নানা মূলকণা ও লোকের নির্মাণ হতে থাকে। এই কারণে এই রশ্মি বিভিন্ন রশ্মি তথা তরঙ্গাণু আদির সংঘনন ও ভেদনের

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রক্রিয়াকে তীব্র করে তোলে। এরমধ্যে ক্রমানুসারে প্রত্যেক ছন্দে ৩ অক্ষরের বৃদ্ধি অর্থাৎ এক দৈবী অনুষ্টুপের বৃদ্ধি হয়। এরদ্বারা সমস্ত ছন্দ রশ্মি অধিক সক্রিয় ও প্রকাশিত হতে থাকে। সমান অক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ছন্দভেদকে পূর্ববৎ বুঝে নিবেন। তালিকা থেকে এরমধ্যে অক্ষরের সংখ্যাকে জেনে নিবেন। এরমধ্যে 'ওম্' ও 'ভূঃ' এর সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মিরও প্রাধান্য আছে।

৭. আর্ষী – এই ছন্দ রশ্মিকে জানার জন্য 'ঋষি' শব্দের উপর বিচার করা অনিবার্য।

ঋষয়ঃ = প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ দেবদত্তধনঞ্জয়ৌ চ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জু. ভাষ্য ১৭.৭৯),
শব্দপ্রাপকঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৩.৫৭),
রূপপ্রাপকঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৩.৫৬),
প্রাণা বা ঋষয়ঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.২৭),
প্রাণা ঋষয়ঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.২.৩.৫),
ঋষির্হ স্ম মন্ত্রকৃত্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.২৬৬)

এই উপরোক্ত আর্ষ বচন থেকে এই সংকেত পাওয়া যায় যে প্রাণাদি রশ্মি থেকে উৎপন্ন ছন্দ রশ্মিকে আর্ষী বলে। একইসঙ্গে অন্য অনেক প্রাণ রশ্মি, যেগুলো এই সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন অতি সূক্ষ্ম রশ্মি থেকে উৎপন্ন হয়, সেগুলোকেও ঋষি বলে। এই ঋষি রশ্মি অনেক প্রকারের মন্ত্র রূপ ছন্দ রশ্মিকে উৎপন্ন ও ধারণ করে। এই রশ্মি উৎপন্ন হলে এই সৃষ্টির মধ্যে অনেক প্রকারের রূপ আর আকৃতিবান্ পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন প্রকারের ঘোষ (ধ্বনি) করতে থাকে। এরথেকে সংকেত পাওয়া যায় যে যখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোসমিক মেঘ এবং সেগুলো থেকে বিভিন্ন লোকের নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়, সেই সময় আর্ষী ছন্দ রশ্মির প্রাচুর্য বা প্রাধান্য থাকে। এরথেকে এটাও স্পষ্ট

Vaidic Physics Youtube Channel

হয় যে এই ছন্দ রশ্মির ক্ষেত্র অতি ব্যাপক হয় তথা বেদের মধ্যে এগুলোর মাত্রাই সর্বাধিক আছে। এরমধ্যেও বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির মধ্যে ক্রমশঃ ৪-৪ অক্ষর অর্থাৎ ১-১ দৈবী বৃহতী ছন্দ রশ্মির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকে। সমান অক্ষর সংখ্যাযুক্ত ছন্দ রশ্মির মধ্যে অক্ষর বিন্যাস থেকে ছন্দের প্রকৃতির ভেদকে পূর্ববৎ বুঝে নিবেন।

৮. ব্রাহ্মী –সর্বপ্রথমে আমি এই রশ্মির বিষয়ে আর্ষ মতের উপর বিচার করবো–

বলম্ বৈ ব্রহ্মা (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.৮.৫.২)

ব্রহ্মা পরিবৃঢ়হঃ শ্রুততঃ ব্রহ্ম পরিবৃঢ়হম্ সর্বতঃ (নিরুক্ত ১.৮),

ব্রহ্ম ব্রহ্মাऽভবৎ স্বয়ম্ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১২.৯.৩),

বৃহদ্ বলম্ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ২.২৪.৩)

এই বচনগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে এই ছন্দ রশ্মির উৎপন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির বল ক্রমাগত বিস্তৃত হয়ে চলতে থাকে। এর প্রভাবে সব রশ্মিগুলো চারিদিকে বেড়ে চলে। এই ধরণের রশ্মির মধ্যে ৬-৬ অক্ষর অর্থাৎ একটা দৈবী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির উত্তরোত্তর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এরমধ্যে অন্য সব পূর্বোক্ত ছন্দ রশ্মির তুলনায় অক্ষরের সংখ্যা সর্বাধিক হয়। এই সময় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পূর্বোক্ত সব ছন্দ রশ্মির সমস্ত কাজ সমৃদ্ধ হয়ে বিভিন্ন লোকের নির্মাণের প্রক্রিয়াও সমৃদ্ধ হয়। এখানেও অক্ষরের সংখ্যা সমান হওয়াতে ছন্দভেদের হওয়া পূর্ববৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এইভাবে সর্বমোট এই আট প্রকারের বিভাগ প্রত্যেক গায়ত্র্যাদি ছন্দের হয়। এইভাবে এপর্যন্ত সর্বমোট ছাপ্পান্ন (৫৬) টা ছন্দ রশ্মির বর্ণনা হয়। ধ্যাতব্য হল, বেদের মধ্যে গায়ত্র্যাদি সাত ছন্দ রশ্মির অতিরিক্ত অষ্টি, অত্যষ্টি, শক্করী এবং অতিশক্করী আদি বড় ছন্দ রশ্মিও বর্ণনা আছে, যেগুলো এই সৃষ্টির মধ্যে

Vaidic Physics Youtube Channel

উৎপন্ন হয়। এগুলোকে এই গ্রন্থের মধ্যেও অনেকত্র বর্ণনা করা হয়েছে। সেই ছন্দ রশ্মিরও দৈবী আদি আট প্রকারের হয়। এইভাবে ছন্দ রশ্মি ৫৬ থেকেও অনেক অধিক সংখ্যার হয়।

ছন্দের অন্য উপভেদ

এখন আমি প্রত্যেক প্রকারের ছন্দ রশ্মির অন্য কিছু ভেদ নিয়ে আলোচনা করবো। উপরোক্ত প্রকারের ছন্দ রশ্মির পুনরায় অক্ষরভেদের কারণে নিম্ন প্রকারের ভেদ হয় –

১. সামান্য ছন্দ – আমি এখানে 'সামান্য' সংজ্ঞা স্বয়ং দিয়েছি। যেসব ছন্দ রশ্মির মধ্যে অক্ষরের সংখ্যা পূর্বোক্তানুসার অর্থাৎ তালিকার মধ্যে বর্ণিতানুসারে আছে, সেগুলোকে আমরা সামান্য ছন্দ বলতে পারি। উদাহরণস্বরূপ – দৈবী গায়ত্রী, আর্ষী ত্রিষ্টুপ্, ব্রাহ্মী জগতী, দৈবী উষ্ণিক্ আদি। এগুলোতে পূর্বোক্ত তালিকার অনুসারে অক্ষর সংখ্যা ক্রমশঃ ১, ৪৪, ৭২ এবং ২ আছে। এইসবের প্রভাব আমি ছন্দ প্রকরণে এপর্যন্ত দেখিয়েছি।

২. ভুরিক্ ছন্দ – 'ভুরিক্' এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

ভরণাদ্ ভুরিজ উচ্যতে (দৈবত ব্রাহ্মণ ৩.২১),
ধারকপোষকঃ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৪.২.১৪),
ভুরিজৌ বাহুনাম (নিঘন্টু ২.৪)

এই বচনগুলো থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে এই প্রকারের ছন্দ রশ্মির ধারক ও পোষক ক্ষমতা অন্য ছন্দ রশ্মির তুলনায় বিশেষ হয়। এই রশ্মিগুলো বাহুরূপ হওয়াতে ধারণ, আকর্ষণ, বারণ আদি গুণকে তুলনামূলকভাবে অধিক সমৃদ্ধকারী হয়। ধ্যাতব্য হল, এই রশ্মিগুলো যে-যে ছন্দ রূপে হয়, সেই-সেই

Vaidic Physics Youtube Channel

গুণের সঙ্গে নিজ গুণের দ্বারাও যুক্ত হয়। এই ধরণের ছন্দ রশ্মির মধ্যে উপরোক্ত সামান্য ছন্দের তুলনায় একটা অক্ষর অধিক হয়।

এখন প্রশ্ন হল যেসব ছন্দ রশ্মি, বিশেষ করে আসুরী রশ্মির মধ্যে প্রায় আকর্ষণ বল থাকে না, সেগুলোর ভুরিক্ রূপের প্রভাব কি হবে? এর উত্তরে আমার মত হল ভুরিক্ ছন্দ রশ্মি নিজের আসুরী প্রভাবকেই অধিক পুষ্ট রূপে দর্শাবে। এটা বাহু রূপে ধারক ও আকর্ষক না হয়ে প্রতিকর্ষক ও প্রক্ষেপক গুণে অধিক সমৃদ্ধ হবে।

৩. স্বরাট্ ছন্দ – যখন কোনো ছন্দ রশ্মির মধ্যে অক্ষরের সংখ্যা সামান্যের তুলনায় দুটো অধিক হয়, তখন সেই ছন্দ রশ্মি স্বরাটের রূপ ধারণ করে। এই ধরণের ছন্দ রশ্মির মধ্যে অন্য ছন্দ রশ্মির তুলনায় নিজ গুণকে স্বয়ং প্রকাশিত বা প্রকট করার সামর্থ্য বিশেষ থাকে। একইসাথে এই ছন্দ রশ্মি অন্যের তুলনায় 'স্বঃ' অর্থাৎ প্রকাশ বা বৈদ্যুত প্রভাবকে উৎপন্ন করতে বিশেষ ভাবে সক্ষম হয়, এই কারণেও একে স্বরাট্ বলে।

৪. বিরাট্ ছন্দ – যখন কোনো ছন্দ রশ্মির মধ্যে সামান্যের তুলনায় অক্ষরের সংখ্যা দুটো কম হয়, তখন সেই ছন্দ রশ্মিকে বিরাট্ বলে। এই বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. বিরাড্ বিরাজনাদ্বা। বিরাধনাদ্বা। বিপ্রাপণাদ্বা। বিরাজনাৎসর্ম্পূণাক্ষরা। বিরাধনাদূনাক্ষরা। বিপ্রাপণাদধিকাক্ষরা (নিরুক্ত ৭.১৩)

২. বিরাড্ টি ছন্দসাম্ জ্যোতিঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১০.২.২)

৩. অন্নম্ বৈ বিরাট্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৫.২.১৯; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.৫)

৪. বিরাড্ বৈ য়জ্ঞঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.১.১.২২)

৫. সর্বদেবত্যম্ বা এতচ্ছন্দো য়দ্ বিরাট্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৪.১.১৩)

Vedic Physics Youtube Channel

৬. এতদ্বৈ কৃত্স্নমন্নাদ্যম্ য়দ্ বিরাট্ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৪.২)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. এই ছন্দ রশ্মি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। এর সবগুলো অক্ষর বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হতে সক্ষম হয়। কখনও-কখনও এই ছন্দ সামান্যের থেকে নিম্ন অক্ষরের সাথে প্রকট ও প্রকাশিত হয়, আবার কখনও অধিক অক্ষরের রূপেও সেই প্রভাবকে দর্শায়।
২. এই ছন্দ রশ্মি অন্য সব ছন্দ রশ্মিকে অধিক জ্যোতির্ময় করে তোলে।
৩. এই ছন্দ রশ্মি অন্য ছন্দ রশ্মির প্রতি সংযোজক গুণ দ্বারা বিশেষরূপ যুক্ত হয়।
৪. এই উপরোক্ত কারণে এর য়জনশীলতা বিশেষ হয়।
৫. এই ছন্দ রশ্মির প্রভাব সব দেব পদার্থের উপর পরে। গায়ত্র্যাদি সাত ছন্দ রশ্মির এক-একটা দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ পূর্বে দেখানো হয়েছে, সেই সম্বন্ধে এখানে এই ছন্দ রশ্মির সম্বন্ধ সব দেবতার সঙ্গে বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এর প্রভাব ক্ষেত্র অতি ব্যাপক হয়।
৬. এই ছন্দ রশ্মি সম্পূর্ণ রূপে অন্য ছন্দ রশ্মির দ্বারা সংগমনীয় ও অবশোষ্য হয়, যারদ্বারা এটা সেই ছন্দ রশ্মিগুলোকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত করে।

৫. নিচৃত্ ছন্দ – 'নিচৃত্' শব্দ 'নি' পূর্বক 'চৃতী হিম্সাগ্রন্থনয়োঃ' ধাতু দিয়ে নিষ্পন্ন হয়। এরথেকে সংকেত পাওয়া যায় যে এই রশ্মি ভেদক ও বন্ধক উভয় প্রকারের বল দ্বারা নিতরাম্ অর্থাৎ পূর্ণভাবে যুক্ত থাকে। যখন সামান্য ছন্দ রশ্মির মধ্যে একটা অক্ষর কমে যায়, সেই সময় সেই ছন্দ রশ্মি নিচৃত্ রূপ ধারণ করে নেয় অর্থাৎ সেই সামান্য ছন্দ রশ্মির প্রভাব অধিক তীক্ষ্ণ ভেদক বা বন্ধক হয়।

Vedic Physics Youtube Channel

এইভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সহস্র প্রকারের ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান আছে। অক্ষরের সংখ্যা ও সেগুলোতে অক্ষর-বিন্যাসের ভেদানুসারে ছন্দ রশ্মির স্বরূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। সমান অক্ষরের রশ্মি কেবল অক্ষর-বিন্যাসের ভেদানুসারে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের প্রভাব কিভাবে দেখায়, এটা আমি অনেকবার স্পষ্ট করেছি। আমি মুখ্য-মুখ্য ছন্দ রশ্মির বর্ণনা করেছি, তাসত্ত্বেও এর অতিরিক্ত অন্য অনেক ছন্দ রশ্মি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আরও আছে, যারমধ্যে অনেক বর্ণনা 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' আর 'বেদার্থবিজ্ঞানম্' গ্রন্থের মধ্যে আছে, বিজ্ঞ পাঠক সেগুলোকে সেই গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে পড়তে পাবেন।

এপর্যন্ত আমি প্রকৃতি রূপ মূল উপাদান পদার্থ থেকে ঈশ্বর তত্ত্ব দ্বারা কাল ও মহত্তত্ত্ব থেকে শুরু করে প্রাণ ও ছন্দাদি বিভিন্ন সূক্ষ্ম রশ্মির উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখেছি, এখন অগ্রিম পদার্থের উৎপত্তি ও স্বরূপের উপর বিচার করবো। এখানে আমি পাঠকদের এটুকু বলে অবশ্য অবগত করতে চাইবো যে এই পর্যন্ত বর্ণনা করা সৃষ্টি প্রক্রিয়া হল আধুনিক সৃষ্টি বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ হতে পূর্বের প্রক্রিয়া। আমাদের বৈদিক প্রক্রিয়াতে বর্ণিত বৃহদ্ ছন্দ রশ্মির তুলনা বর্তমান কালের স্ট্রিং থিওরিস্ট কিছু সীমা পর্যন্ত তাদের স্ট্রিংস দিয়ে করতে পারে। অধিকাংশ সৃষ্টি বিজ্ঞানী মূল উপাদান পদার্থের বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ আছে। তারা কাল ও আকাশের আলোচনা খুব করে, কিন্তু সেগুলোর স্বরূপ বা উৎপত্তি বিজ্ঞানের বিষয়ে তারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ আছে। মূলকণা ও তরঙ্গাণুর উৎপত্তি ও পরিকাঠামো সম্বন্ধেও এখন পর্যন্ত বর্তমান বিজ্ঞান অজ্ঞাত আছে। তারা স্ট্রিং থিয়োরির মধ্যে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করে অবশ্য।

Vaidic Physics Youtube Channel

পঞ্চমহাভূত প্রকরণ

১. আকাশ (স্পেস)

এই উপরোক্ত রশ্মিগুলোর উৎপত্তি চলাকালীনই আকাশের উৎপত্তি হয়। 'আকাশ' পদ দুইটা রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রথম রূপ হল একরস মূল প্রকৃতি পদার্থের মধ্যে প্রারম্ভিক সংকোচন বা সংঘননের ক্রিয়া আরম্ভ হলে অবকাশ রূপ (এম্পটিনেস) স্থানকেই আকাশ বলে। এইভাবে আকাশের বিষয়ে ঋষি দয়ানন্দ তাঁর সত্যার্থ প্রকাশের অষ্টম সমুল্লাসে তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটা বচন – 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ...' ব্যাখ্যাতে লিখেছেন –

''সেই পরমেশ্বর আর প্রকৃতি থেকে আকাশ অবকাশ অর্থাৎ যে কারণরূপ দ্রব্য সর্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছিল, তাকে একত্রিত করলে অবকাশের মতো উৎপন্ন হয়ে যায়। আসলে আকাশের উৎপত্তি হয় না, কারণ বিনা আকাশে প্রকৃতি আর পরমাণু দাঁড়াবে কোথায়?'' (সত্যার্থ প্রকাশ পৃষ্ঠা ২২০)

অবকাশ রূপ আকাশ হল অভাব বা শূন্যরূপ, এর উৎপত্তি ও এর বিনাশ ব্যবহারেই ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় আকাশের বিষয়ে বেদের সংকেত আছে –

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্ নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো য়ত্

(ঋগ্বেদ ১০.১২৯.১)

এর ভাষ্য করে ঋষি দয়ানন্দ তাঁর ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকার 'সৃষ্টিবিদ্যাবিষয়' নামক অধ্যায়ে লিখেছেন –

''(নাসদাসী.) য়দা কার্য়ম্ জগন্নোৎপন্নমাসীত্ তদাऽসত্ সৃষ্টেঃ শূন্যমাকাশ-মপি নাসীত্। কুতঃ? তদ্ব্যবহারস্য বর্তমানাভাবাত্। (নো সদাসীত্তদানীম্) তস্মিন্

VaidicPhysicsYoutubeChannel

কালে সত্ প্রকৃত্যাত্মকমব্যক্তম্ সৎসম্জ্ঞকম্ য়জ্জগৎকারণম্, তদপি নো আসীন্নাবর্তত।

(নাসীদ্র.) পরমাণবোऽপি নাসন্। (নো ব্যোমাপরো য়ত্) ব্যোমাকাশম্ অপরম্ য়স্মিন্ বিরাডাখ্যে, সোऽপি নো আসীত্। কিন্তু পরব্রহ্মণঃ সামর্থ্যাখ্যমতীব সূক্ষ্মম্ সর্বস্যাস্য পরমকারণসম্জ্ঞকমেব তদানীম্ সমবর্ত্তত।''

(ঋগ্বেদ ভাষ্য – আর্য সমাজ শতাব্দী সংস্করণ,
প্রথমো ভাগ: পৃষ্ঠা ১৩৪-৩৫, রা.লা.ক.ট্র. বহালগড়)

এখানে ঋষি দয়ানন্দ দুই প্রকারের আকাশের সংকেত করেছেন। প্রথম আকাশ তো অবকাশ রূপ তথা আরেকটা ব্যোম নামক দ্বিতীয় আকাশের সংকেত আছে। এর উপর মন্তব্য করে পণ্ডিত য়ুধিষ্ঠির মীমাংসক লিখেছেন –

''পূর্বত্র 'অসদ্' পদ ব্যাখ্যানে 'শূন্যমাকাশমপি নাসীৎ' ইত্যুক্তমিহাপি 'ব্যোমাকাশমপরম্' ইত্যুক্তম্। উভয়ত্রাকাশাভাবস্যোক্তত্বাত্ পুনরুক্তিদোষপরি-হারায় পূর্বত্র শূন্যমাকাশমিত্যত্র আকাশ পদমবকাশপরম্, ইহ চাকাশম্ ভূতপরম্ ব্যাখ্যেয়ম্।''

এরদ্বারা পঞ্চমহাভূত আকাশ যে একটা তত্ত্ব সেটা সিদ্ধ হয়। এখন আমি এই আকাশ তত্ত্বের উৎপত্তি প্রক্রিয়া এবং তার স্বরূপকে দেখাবো।

আকাশের উৎপত্তি – এই বিষয়ে মহর্ষি ব্রহ্মার কথন হল –

অহম্কারাত্ প্রসূতানি মহাভূতানি পঞ্চ বৈ ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ॥১॥

অতঃ পরম্ প্রবক্ষ্যামি সর্বে বিবিধমিন্দ্রিয়ম্ ।
আকাশম্ প্রথমম্ ভূতম্ শ্রোত্রমধ্যাত্মমুচ্যতে ॥১৮॥

বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান

Vaidic Physics Youtube Channel

(মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব, অনুগীতা পর্ব, অধ্যায় – ৪২)

অর্থাৎ অহংকার[৮] থেকেই পাঁচ মহাভূত উৎপন্ন হয়েছে, যারমধ্যে আকাশ মহাভূতের উৎপত্তি সর্বপ্রথম হয়েছে। এই সময় শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়েরও উৎপত্তি হয়।

অন্যদিকে এই বিষয়ে মহর্ষি ভৃগু মহর্ষি ভরদ্বাজকে বলেছেন –

পুরা স্তিমিতমাকাশমনন্তমচলোপমম্ ।
নষ্টচন্দ্রার্কপবনম্ প্রসুপ্তমিব সম্বভৌ ॥৯॥

ততঃ সলিলমুৎপন্নম্ তমসীবাপরম্ তমঃ ।
তস্মাচ্চ সলিলোৎপীডাদুদতিষ্ঠত মারুতঃ ॥১০॥

(মহাভারত শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম পর্ব, অধ্যায় – ১৮৩)

অর্থাৎ সম্পূর্ণ অহংকার (মনস্তত্ত্ব) পদার্থ স্থির, অনন্ত, অবকাশরূপ তমোময় আকাশের সমান তথা তারমধ্যেই বিদ্যমান ছিল। সেই সময় চন্দ্র, সূর্য, বায়ু আদি সব পদার্থ নষ্ট অর্থাৎ নিজ কারণ রূপ সেই অচল, অনন্ত পদার্থের ভিতরে ঘুমিয়ে ছিল অর্থাৎ তারমধ্যেই লীন ছিল।

সলিলম্ = আপো হ বাऽইদমগ্রে সলিলমেবাস (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.১.৬.১),
অন্তরিক্ষম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৭.৪৯.১)
আপঃ = অন্তরিক্ষনাম (নিঘন্টু ১.৩)

সেই অহংকার বা মনস্তত্ত্ব থেকে সলিল অর্থাৎ সবকিছুকে নিজের ভিতরে ব্যাপ্ত বা লীন করে এমন আকাশ নামক মহাভূত উৎপন্ন হয়। সেই আকাশ এমন মনে হচ্ছিল যেন একটা অন্ধকারের মধ্যে তার থেকেই আরেকটা অন্ধকার

[৮] যাকে আমরা এই গ্রন্থের মধ্যে অনেকত্র মনস্তত্ত্বের সমকক্ষই বর্ণনা করেছি।

Vedic Physics Youtube Channel

উৎপন্ন হয়েছে। সেই আকাশ তত্ত্বের উৎপীড়ন অর্থাৎ সংকোচন থেকে বায়ু মহাভূতের উৎপত্তি হয়।

এখানে অহংকার বা মনস্তত্ত্ব থেকে আকাশ তত্ত্বের উৎপত্তির চর্চা আছে। বর্তমান ভৌতিক বৈজ্ঞানিক আকাশ (স্পেস) তত্ত্বের বিষয়ে নিতান্ত ভ্রম বা সংশয়ের মধ্যে আছে। তারা স্পেসকে ত্রিবিমীয় (থ্রি ডায়মেনশন) মানে, কিন্তু স্পেসের স্বরূপ কি? এম্পটিনেসই কি স্পেস নাকি স্পেস কোনো পদার্থ, এটা তাদের মাথায় আসছে না। তারা গুরুত্বাকর্ষণ বল অথবা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের দ্বারা স্পেসের বাঁকা (কার্ভ) বা ডিস্টার্ড হওয়াকে মানে, অথচ তাকে কোনো প্রকারের পদার্থ বিশেষ বলার থেকে এড়িয়ে যায়। আকাশ যখন কোনো পদার্থই নয়, তাহলে বলের কারণে ডিস্টার্শন অথবা কার্ভেচার কিসের মধ্যে হবে? আশ্চর্যের বিষয় হল, বর্তমানে বিকশিত বলে পরিচিত ভৌতিক বিজ্ঞান গুরুত্বাকর্ষণ বলকে স্পেস কার্ভেচারের রূপেই মানে ও জানে, কিন্তু স্পেস কি, এটা জানে না। এইদিকে বৈদিক বিজ্ঞান আকাশ তত্ত্বের বিষয়ে ব্যাপক তথ্য প্রস্তুত করে। আমি সেই তথ্যগুলোর আধারে আকাশ তত্ত্বের উপর ব্যাপকভাবে বিচার করবো –

বৈদিক বাঙময়ে আকাশ ও অন্তরিক্ষকে সমানার্থক মানা হয়েছে। এই কারণে নিঘন্টু ১.৩ মধ্যে 'আকাশ' শব্দকে অন্তরিক্ষ নামে পড়ানো হয়েছে। এখন আমি আকাশ বা অন্তরিক্ষের বিষয়ে বিভিন্ন ঋষিদের মত প্রস্তুত করবো –

১. আবপনমাকাশ আকাশে হীদম্ সর্বম্ সমোপ্যতে
(ঐতরেয় আরণ্যক ২.৩.১)

২. স ইমান্ প্রাণানাকাশানভিনির্মন্থতি (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.১৮)

৩. অন্তরিক্ষমেব বিশ্বম্ বায়ুর্নরঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৯.৩.১.৩)

Vaidic Physics Youtube Channel

৪. অন্তরিক্ষম্ মরীচয়ঃ (ঐতরেয় আরণ্যক ২.৪.১)

৫. অন্তরিক্ষেণ হীমে দ্যাবাপৃথিবী বিষ্টব্ধে (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.২.১.১৬)

৬. অয়ম্ মধ্যমো (লোকঃ = অন্তরিক্ষম্) বৃহতী (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.৩.৯)

৭. অসদিব বা অন্তরিক্ষম্ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.৪.৬.৪)

৮. আত্মা sঅন্তরিক্ষম্ (কাঠক সংহিতা ১৬.২)

৯. ছিদ্রমিবান্তরিক্ষম্ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৩.১০.২; ২১.৭.৩)

১০. ত্রৈষ্টুভম্ অন্তরিক্ষম্
(তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.২.১.১; শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৩.৪.১১)

১১. পশবোऽন্তরিক্ষম্ (কাঠক সংহিতা ৬.৮; ৭.৭; কপিষ্ঠল সংহিতা ৩১.১৩)

১২. প্রাণো বা অন্তরিক্ষম্
(তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.৬.৮.৫; জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৩০৭)

১৩. ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্
(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭.৫.১; তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১.৫.১)

১৪. বাগিত্যন্তরিক্ষম্ (জৈমিনীয়োপনিষদ ব্রাহ্মণ ৪.১১.১.১১)

১৫. অন্তরিক্ষম্ বৈ য়জুষামায়তনম্ (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ২.২৪)

এই বচনগুলো থেকে আকাশ (স্পেস) তত্ত্বের স্বরূপ সার রূপে নিম্নানুসারে প্রকাশিত হয় –

১. আকাশ হল সেই পদার্থ যারমধ্যে সম্পূর্ণ সৃষ্টির বীজ বপন করা হয় অর্থাৎ সব প্রকারের কণা ও তরঙ্গাণু আকাশ তত্ত্বের মধ্যেই উৎপন্ন হয় ও তারমধ্যেই নিবাস করে।

২. আকাশ প্রাণ রশ্মির রূপেই বিদ্যমান থাকে, যার মন্থন দ্বারা অগ্রিম সৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

৩. বায়ু অর্থাৎ বিভিন্ন ছন্দ ও প্রাণ রশ্মির মিশ্রণ আকাশ তত্ত্বের নায়ক হয় অর্থাৎ এই বায়ু রশ্মিগুলো আকাশ তত্ত্বকে কার্ভ বা ডিস্টার্ট করার ক্ষমতা রাখে।

৪. আকাশ স্বয়ং রশ্মি রূপ হয়, এই রশ্মিগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়।

৫. আকাশ তত্ত্ব বিভিন্ন কণা বা তরঙ্গাণুকে ধরে রাখতে সহায়ক হয়।

৬. এরমধ্যে বৃহতী ছন্দ রশ্মি প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান থাকে।

৭. এটা এতই সূক্ষ্ম হয় যে এর স্বরূপ অভাব বা রিক্ততার (এম্পটিনেস) মতো মনে হয়।

৮. এরমধ্যে সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির প্রাচুর্য আছে তথা এটা সব পদার্থের মধ্যেই ব্যাপ্ত থাকে।

৯. এটা ছিদ্রের সমান অর্থাৎ শূন্যতার মতো ব্যবহার করে।

১০. এরমধ্যে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির প্রাচুর্য আছে।

১১. এরমধ্যে বিভিন্ন মরুত্ ও ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান আছে।

১২. এটা প্রাণ স্বরূপই হয়, যা সবাইকে গতিশীল রাখতে অবকাশ ও মার্গ প্রদান করে।

১৩. এর উৎপত্তি 'ভুবঃ' নামক মূল ছন্দ রশ্মি থেকে হয় কিংবা এই ছন্দ রশ্মি তার বীজরূপ হয়।

১৪. এরমধ্যে বাক্ অর্থাৎ 'ওম্' ছন্দ রশ্মি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে।

১৫. পূর্বোক্ত 'য়জুঃ' সংজ্ঞক ছন্দ রশ্মি আকাশ তত্ত্বের মধ্যে সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে, যার কারণে বিভিন্ন পদার্থ আকাশ তত্ত্বের মধ্যে বিরামহীন গতি করতে সক্ষম হয়।

মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়দর্শনে আকাশের ধর্ম সম্বন্ধে লিখেছেন –

Vedic Physics Youtube Channel

অব্যূহাবিষ্টম্ভবিভুত্বানি (ন্যায়দর্শন ২.৪.২২)

অর্থাৎ এটা বিভিন্ন পদার্থকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে না, বিশেষ অবরোধ না করে সবাইকে মার্গ প্রদান করে তথা সবার মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে।

অন্যদিকে মহর্ষি কণাদ আকাশের মুখ্য লক্ষণ সম্বন্ধে এইভাবে বলেছেন–

নিষ্ক্রমণম্ প্রবেশনমিত্যাকাশস্য লিঙ্গম্ (বৈশেষিক দর্শন ২.১.২০)

অর্থাৎ যারমধ্যে দিয়ে বিভিন্ন পদার্থ প্রবেশ করে বা বেরিয়ে যায়, তাকে আকাশ বলে।

এখন আমি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আধারে আকাশ তত্ত্বের উপর বিচার করবো। 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' নামক গ্রন্থের মধ্যে আমি অনেকত্র আকাশ তত্ত্বের চর্চা করেছি। আমি এখানে সেই গ্রন্থ থেকে কিছু বিন্দুকে উদ্ধৃত করবো, যারদ্বারা আকাশ তত্ত্বের উৎপত্তি ও স্বরূপের গম্ভীর বিজ্ঞান প্রকট হবে –

১. 'প্র বো দেবায়াগ্নয়ে...' (ঋগ্বেদ ৩.১৩.১) আর্ষী ভুরিগুষ্ণিক্ ছন্দ রশ্মির মধ্যে বিদ্যমান প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মি থেকে আকাশ তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই ছন্দ রশ্মির প্রভাবে বিভিন্ন রশ্মি আদি পদার্থের মাঝে আকাশ তত্ত্ব বিস্তৃত হতে থাকে, সেই কারণে বিভিন্ন রশ্মির গতি আর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই রশ্মিগুলোও সেই আকাশ তত্ত্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে থাকে।

২. সবার ধারক আকাশ তত্ত্ব দৈবী অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি রূপই হয়। ...এর উৎপত্তি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অকস্মাৎ একসাথে হয় না, বরং স্থানে-স্থানে সময়ে-সময়ে হয়, তবুও এর উৎপত্তি প্রক্রিয়া অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক হয়।

৩. প্রাণ, অপান এবং উদান রশ্মির এক হাজার বার আবৃত্তি তথা বিভিন্ন

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রাণের সঙ্গম থেকে অন্য ছন্দ রশ্মিগুলো আকাশ তত্ত্বের রূপে প্রকট হয়। ...এই আকাশ তত্ত্ব প্রাণ তত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি, বিশেষ করে পঙক্তি রশ্মির রূপ হয়।

৪. আকাশ তত্ত্ব সর্বথা তেজহীন হয় না।

৫. আকাশ তত্ত্ব প্রাণ তথা বাক্ রশ্মির মিলন থেকে প্রকট হয় আর এগুলোর দ্বারা ব্যাপ্ত হয়।

৬. সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিগুলো আকাশ তত্ত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে।

৭. সূক্ষ্ম মরুদ্ রশ্মিগুলো যখন নিষ্কম্প হয়ে সংঘাত রূপে প্রকট হয়, তখন সেগুলোই আকাশ (স্পেস) তত্ত্বের রূপ ধারণ করে। ধ্যাতব্য হল, মরুদ্ রশ্মি কখনও পূর্ণ নিষ্কম্প হয় না।

৮. ২৪ স্তোম নামক বিশেষ ছন্দ রশ্মিরও আকাশ তত্ত্বের উৎপত্তিতে ভূমিকা আছে।

৯. আকাশ তত্ত্ব হল সূক্ষ্ম প্রাণ আর মরুদ্ রশ্মির মিশ্র রূপ। এরমধ্যেও ত্রিষ্টুপ্ আর বৃহতী ছন্দ রশ্মি প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। ...আকাশের মধ্যে বিদ্যমান প্রাণ রশ্মি অত্যন্ত শিথিলাবস্থায় চক্রিয় গতিতে ভ্রমণ করতে থাকে। এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন অতি নিম্ন হয়। এই কারণে আকাশ তত্ত্বের মধ্যে বিভিন্ন কণা বা বিকিরণ স্বচ্ছন্দ আর নিরাপদ রূপে গতি করতে থাকে। আকাশ তত্ত্বের রশ্মিগুলো বিভিন্ন কণার সংযোগ-বিয়োগে অতি সূক্ষ্ম স্তরে সেই কণাগুলোকে স্পর্শ বা সিঞ্চিত করতে থাকে, কিন্তু সেগুলোর নিজের আকর্ষণাদি বল নগণ্যের মতো হয়।

এই উপরোক্ত নয়টা বিন্দুর উপর বিচার করলে আকাশ তত্ত্বের স্বরূপ নিম্নানুসারে প্রকাশিত হয় –

Vaidic Physics Youtube Channel

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত যখন 'ওম্', 'ভূঃ', 'ভুবঃ', 'স্বঃ'—এর অতিরিক্ত অন্য দৈবী ছন্দ রশ্মি এবং সূত্রাত্মা বায়ু সহিত প্রাণাপানাদি প্রাণ রশ্মি উৎপন্ন হয়ে যায়, সেই সময় সেগুলোর মধ্যে কিছু রশ্মির সংঘাতে একটা সূক্ষ্ম ও প্রায় একরসবৎ পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে প্রাণ, অপান এবং উদানের এক সহস্র বার আবৃত্তি হয়ে গিয়ে থাকে। তখন দৈবী অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙক্তি ও ত্রিষ্টুপ্ এগুলোও উৎপন্ন হয়ে গিয়ে থাকে। এই চারটা ছন্দ রশ্মি পরস্পর এমন মিশ্রিত হয় যে দৈবী অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির সমান প্রভাব দেখায়। বিভিন্ন প্রাণ, অপান আদি রশ্মিগুলো বিভিন্ন দৈবী ছন্দ রশ্মির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এমন দৈবী অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মিকে প্রকট করে যা প্রায় নিষ্কম্প হয়। এই রশ্মিগুলো নিজ স্থানের উপরই স্পন্দিত হতে থাকে, এমন নয় যে মনস্তত্ত্বের মধ্যে সর্বত্র গমন করে। আকাশ তত্ত্বের অবয়বভূত প্রাণ ও মরুদ্ রশ্মিগুলো শিথিলাবস্থায় পারস্পরিক সংঘাতরূপে বিদ্যমান থাকে। এই সংঘাতে বিদ্যমান সেই রশ্মিগুলো চক্রাকার ঘূর্ণনও করতে থাকে অর্থাৎ সেগুলোর মধ্যে রেখীয় গতি হয় না, কিন্তু ঘূর্ণন গতি মন্দ বেগে হয়। এগুলোর মধ্যে অব্যক্ত দীপ্তিও বিদ্যমান থাকে।

এই রশ্মিগুলো আকাশ রশ্মি রূপে পরিচিত হয়। এই রশ্মিগুলো এই অবস্থায় এমন শিথিল হয় যে বিভিন্ন বৃহদ্ ছন্দ রশ্মি, কণা বা তরঙ্গাণু সহজে এগুলোর মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতি করতে পারে। গতি করা কালীন কণা, তরঙ্গাণু বা রশ্মি যখন আকাশ (স্পেস) তত্ত্বের মধ্যদিয়ে যায়, তখন সেগুলো চক্রণ করতে-করতে পূর্বোক্ত শিথিল আকাশ রশ্মির (প্রাণ ও মরুত্) মাঝে সহজভাবে স্খলিত হয়ে গতি করে। এতকিছুর পরেও এই শিথিল রশ্মিগুলো সর্বদা সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। এই কারণে যখন আকাশ তত্ত্ব কোনো বলের দ্বারা সংকুচিত বা ডিস্টার্ড হয়, তখন সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির দ্বারা আকাশ রশ্মির

Vaidic Physics Youtube Channel

ঘূর্ণন গতি প্রভাবিত হওয়ার কারণেই হয়। বিভিন্ন মরুদ্ ও প্রাণ রশ্মিও সূত্রাত্মা বা ধনঞ্জয় বায়ু রশ্মির সানিধ্যে আকাশ তত্ত্বকে ডিস্টার্ট বা কার্ভ করতে সক্ষম হয়। উপরিনির্দিষ্ট আর্ষী ভুরিগুষ্ণিক্ অথবা ২৪ স্তোম রশ্মি উৎপন্ন হলে আকাশের নির্মাণ দ্রুত হয়।

কিছু তত্ত্ববেত্তা ঋষিগণ একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন –

অন্তরিক্ষম্ বা অন্তর্য়ামঃ (গ্রহঃ)

(মৈত্রায়ণী সং ৪.৫.৬; ৪.৭.১; কাঠক সং ২৭.২; কপিষ্ঠল সং ৪২.২)

এখানে অন্তরিক্ষ অর্থাৎ আকাশ তত্ত্বকে অন্তর্য়াম নামক বল বলা হয়েছে। 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্য়াম বলকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে –

''উদান বা অপানের সংযুক্ত বলকে অন্তর্য়াম বলে। এগুলোর মধ্যে উদান প্রাণ উপরে আর অপান প্রাণ নিচে সংযুক্ত হয়ে কোনো পদার্থের মাঝে সঞ্চারিত হতে থাকে। বিভিন্ন সূক্ষ্ম মরুদ্ রশ্মিও এই ক্ষেত্রেই সঞ্চারিত হয়। এই সবের সংযুক্ত বলকে অন্তর্য়াম বলে।''

এরদ্বারা স্পষ্ট হয় যে যেকোনো কণা বা কোয়ান্টার ভিতরেও স্পেসের অংশ বিদ্যমান থেকে সেগুলোকে ধারণ করে রাখে। আচার্য সুশ্রুত আকাশকে সতোগুণ প্রধান বলার পাশাপাশি বলেছেন –

সত্ত্ববহুলমাকাশম্ (সুশ্রুতসংহিতা শারীরস্থানম্ ১.২৭)

এই কারণে এই তত্ত্ব সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত প্রকাশযুক্ত, সবথেকে হালকা অর্থাৎ নগণ্য দ্রব্যমানের হয়। ধ্যাতব্য হল, এই তত্ত্বের উৎপত্তির সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান শ্রোত্র ইন্দ্রিয়েরও সূক্ষ্ম রশ্মি রূপে উৎপত্তি হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

কাল ও আকাশের সম্বন্ধ

প্রশ্ন – মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক দর্শন ২.১.২৭ শ্লোকের মধ্যে শব্দকে আকাশের গুণ উল্লেখ করে বলেছেন – পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য। অন্যদিকে ব্যাকরণ মহাভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলি 'আকাশদেশঃ শব্দঃ' (মহা.অ.১, পা.১, সূ. অইউণ্, আ.২) বলে শব্দকে আকাশের মধ্যে বিদ্যমান থাকে বলেছেন। এই রকম আকাশের সঙ্গে আপনার দ্বারা দর্শানো উপরোক্ত আকাশ তত্ত্বের কি সম্বন্ধ আছে?

উত্তর – ঋষিদের উপরোক্ত দুইটা বিচার আমার দ্বারা বর্ণিত উপরোক্ত আকাশ তত্ত্বেরই সংকেত করে। বস্তুতঃ আমার নিজের কোনো বিজ্ঞান নেই, বরং ঋষিদের গ্রন্থের যে ভাব আমি গ্রহণ করেছি, সেটাই আমি দেখিয়েছি। আমাদের বৈদিক বিজ্ঞান এই বিষয়কে দেখায় যে এই সৃষ্টির উৎপত্তি বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রণ থেকেই হয়েছে। সমগ্র পঞ্চমহাভূত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ এগুলো থেকেই হয়েছে তথা প্রাণ ও ছন্দ উভয় প্রকারের রশ্মি বস্তুতঃ একই হয়। এইসব মূলতঃ ছন্দ রশ্মিরই রূপ হয়। অন্যদিকে সবগুলো ছন্দ রশ্মি এক প্রকারের শব্দ রশ্মিই হয়। শব্দের (বাণী) চারটা ভেদ সম্বন্ধে আমি পূর্বে বলে দিয়েছি। পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু এই চারটা মহাভূতের তো গন্ধ, রস আদি গুণ আছে, কিন্তু এগুলোর মধ্যে আকাশের কোনো গুণ না থাকার কারণে শব্দকে আকাশের গুণ মানা হয়েছে আর একে আকাশের মধ্যে বিদ্যমান থাকে মানা হয়েছে। শব্দ যদিও অন্য মহাভূতেরও গুণ হয় তথা এটা সেই মহাভূতগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু সেখানে এর বিদ্যমানতা আকাশ তত্ত্বের বিদ্যমানতার কারণেই হয়, আকাশের অভাবে হয় না। এই কারণে সব মহর্ষি ভগবন্তদের মত পরস্পর সমন্বয়যুক্ত এবং একে-

Vedic Physics Youtube Channel

অপরের পূরক এবং প্রতিপাদকই জানা উচিত। বিরোধের কোথাও কোনো স্থান নেই।

প্রশ্ন – মহর্ষি কণাদ ও মহর্ষি কপিল আকাশের সঙ্গে-সঙ্গে দিক্ এবং কালেরও গ্রহণ দ্রব্যের মধ্যে করেছেন। আপনি কালের বিষয়ে তো লিখেছেন, কিন্তু আকাশের সঙ্গে কালের কোনো সম্বন্ধ দেখাননি। আধুনিক ভৌতিকশাস্ত্রী কালকে আকাশের সঙ্গে খুব নিকটতম ভাবে জুড়ে দেখায়। এই বিষয়ে আপনার কি মত? একইসঙ্গে দিশা কাকে বলে? এটাও কি কোনো পদার্থ নাকি কেবল ব্যবহারার্থই এটা ব্যবহৃত হয়?

উত্তর – আমি এই বিষয়ে পূর্বেই বলেছি যে রিক্তস্থান রূপী আকাশ, মহাভূত আকাশ থেকে পৃথক হয়। মহাভূত আকাশ অন্য মহাভূতের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের স্থান ও আধার হয়। বর্তমান ভৌতিকী পঞ্চ মহাভূতের থেকে সূক্ষ্ম কোনো পদার্থের বিষয়ে বিচার করতে পারে না। এই কারণে তাদের দৃষ্টিতে আকাশ (স্পেস) মহাভূতের থেকে সূক্ষ্ম এবং নিরবয়ব কোনো পদার্থ এই সৃষ্টির মধ্যে নেই। এর মধ্যেই কোনো কণা বা তরঙ্গ গতি করে আর সেই গতির মধ্যে কিছু-না-কিছু কাল ব্যতীত হয়। এই কারণে তারা স্পেস এবং টাইমকে একসঙ্গে নেয়। আধুনিক ভৌতিকী এই দুই পদার্থের স্বরূপের বিষয়ে মৌন আছে। বৈদিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই দুটোই হল জড় পদার্থ, যার সম্বন্ধে আমি পূর্বে চর্চা করেছি। আমার দৃষ্টিতে আকাশের তুলনায় কাল তত্ত্ব অধিক সূক্ষ্ম হয়। কাল সর্বত্র সমান অর্থাৎ একরস পরিপূর্ণ হয়ে প্রাণাদি সূক্ষ্ম রশ্মিগুলোকে প্রেরিত করে এগুলোর মাধ্যমে বড়-বড় লোক-লোকান্তরকে পর্যন্ত ক্রমাগত প্রেরিত করতে থাকে।

অন্যদিকে মহাভূত আকাশ তত্ত্ব কাল দ্বারা প্রেরিত সমস্ত কণা, তরঙ্গ এবং

Vaidic Physics Youtube Channel

লোককে গতি=ক্রিয়া হেতু মার্গ প্রদান করে। যদি এই কালের চর্চা করা হয়, যেটা প্রলয়কালেও বজায় থাকে অর্থাৎ নিরপেক্ষ কাল= অব্যক্ততম কাল, তাহলে তার সম্বন্ধ অবকাশ রূপ আকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ থাকে অর্থাৎ যেখানেই নিরপেক্ষ কাল আছে, সেখানে অবকাশ রূপ আকাশ থাকবেই আর যেখানে অবকাশ রূপ আকাশ বিদ্যমান আছে, সেখানে নিরপেক্ষ কালও বিদ্যমান থাকবেই। এই ধরণের তুলনা আমরা প্রচলিত বা সক্রিয় কাল এবং মহাভূত আকাশের সঙ্গে করতে পারবো না। মহাভূতের সংসারে তো এটা উচিতও মানা যেতে পারে, কিন্তু মহাভূতের কারণ রূপ প্রাণাদি পদার্থের জন্য কাল ও আকাশের সম্বন্ধের কোনো ঔচিত্য নেই, কারণ সেই সময় সর্বপ্রেরক কাল তো বিদ্যমান থাকে, কিন্তু আকাশ মহাভূতের উৎপন্নই হয়ে ওঠেনি।

বর্তমান বিজ্ঞান স্পেস-টাইমের বক্র হওয়ার চর্চা করে, এই বিষয়ে আমার মত হল স্পেসের (আকাশ মহাভূত) বক্র হওয়া সম্ভব, কিন্তু কাল সর্বদা একরস থাকে। তারমধ্যে কার্ভেচার বা ফ্লাকচুয়েশন হওয়া ভ্রম হবে। কোনো কণা, তরঙ্গ বা লোকের গতির পরিস্থিতি বিশেষে কম বা অধিক হওয়া স্পেসের বক্রতা দর্শাতে পারে, কিন্তু টাইমের বক্রতাকে নয়। গতির ন্যুনাধিক হওয়ার সম্বন্ধ সেই সময় স্পেসের মধ্যে ফিল্ডের বিদ্যমান হওয়া হবে, কিন্তু টাইমের সঙ্গে কোনো ফিল্ডের কোনো সম্বন্ধ নেই। টাইম সবাইকে সমান রূপে ক্রমাগত প্রেরিত করতে থাকে। কোনো গতির মধ্যে হ্রাস বা বৃদ্ধি বলের উপর নির্ভর করে, কালের উপর নয়। সেই বল স্পেসকে বক্র বা ফ্ল্যাট করে বা রাখে।

এখন প্রশ্ন এই রইলো যে তাহলে মহর্ষি কণাদ ও মহর্ষি কপিল এগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ কিভাবে দেখিয়েছেন? এর উত্তর আমি পঞ্চমহাভূতের স্তরে দিয়েছি। এই ঋষিদের অভিপ্রায় কালকে বক্র ও সম (ফ্ল্যাট) বলা মোটেও নয়,

Vaidic Physics Youtube Channel

এই কারণে আমরা বর্তমান বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে এই মহর্ষিদের ধারণার তুলনা করতে পারি না। আমাদের কালের গতি তীব্র বা অধিক মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এমন হয় না। কোনো গাড়ির ভিতরে বসে থাকা যাত্রীর বৃক্ষকে পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়, কিন্তু এই প্রতীতি ভ্রান্তি মাত্রই হয়, কালের বিষয়েও ঠিক তাই জানা উচিত।

এখন আমি দিক্-তত্ত্ব, যেটা আকাশের মধ্যেই সমাহিত, তার চর্চা করবো।

দিক্-তত্ত্ব মীমাংসা

সর্বপ্রথমে আমি এই বিষয়ে কিছু আর্ষ বচনকে উদ্ধৃত করবো –

১. অথ য়ত্তচ্ছ্রোত্রমাসীত্তা ইমা দিশো ऽভবন্
(জৈমিনীয়োপনিষদ ব্রাহ্মণ ২.১.২.৪)
২. আনুষ্টুভীর্দিশঃ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.২.১.১)
৩. এতদ্দেবত্যা (বায়ুদেবত্যাঃ) বা ইমা দিশঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.৩.৫)
৪. দশ দিশঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৩.১.২১; ৮.৪.২.১৩)
৫. দিশঃ পরিধয়ঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.২৮; কাঠক সংহিতা ৬.৬)
৬. দিশঃ পাদাঃ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭.৫.২৫.১)
৭. দিশঃ সপ্তহোত্রাঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৪.১.২০)
৮. দিশো বৈ পরিভূশ্ছন্দঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৫.২.৩),
ছন্দাংসি বৈ দিশঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৩.১.১২)
৯. দিশো হরিতঃ (ঐতরেয় আরণ্যক ২.১.১)

এই আর্ষ বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. শ্রোত্রই হল দিশা। শ্রোত্রের বিষয়ে মহর্ষি জৈমিনীর কথন হল – বাগিতি

Vaidic Physics Youtube Channel

শ্রোত্রম্ (জৈমিনীয়োপনিষদ ব্রাহ্মণ ৪.২২.১১)। এরদ্বারা স্পষ্ট হয় যে বিভিন্ন বাক্ অর্থাৎ ছন্দ রশ্মিগুলোই দিক্ তত্ত্বের রূপ ধারণ করে। আমি আকাশ তত্ত্বকেও ছন্দ রূপ লিখেছি।

২. ছন্দ রশ্মির মধ্যে অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মিকেই দিগ্ রূপ বলা হয়েছে অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির প্রাধান্য আছে। আকাশ মহাভূতের বিষয়ে আমি লিখেছিলাম যে এরমধ্যে দৈবী অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান আছে। এইভাবে আকাশ তত্ত্বের সঙ্গে এর সমতা আছে।

৩. এই তত্ত্বের মধ্যে প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি বিদ্যমান আছে, আকাশ মহাভূতের সঙ্গে এরও সমতা আছে।

৪. দিশা হল দশটা যথা—চার দিশা, চার অবান্তর দিশা তথা ঊর্ধ্ব ও ধ্রুব দিশা।

৫. ছন্দ বা প্রাণ রূপ দিক্ তত্ত্ব বিভিন্ন কণা, তরঙ্গ বা লোককে পরিধি রূপে ঢেকে রাখে।

৬. এই তত্ত্ব বিভিন্ন পদার্থের পাদ রূপ হয়ে সেগুলোকে ঘূর্ণন গতি প্রদান করতে সহায়ক হওয়ার পাশাপাশি অন্য ক্রিয়াগুলোতেও নিজের উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে।

৭. এই তত্ত্বের মধ্যে সপ্ত হোতৃরূপ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, সূত্রাত্মা বায়ু ও ধনঞ্জয় রশ্মি বিদ্যমান থাকে। এগুলোর মধ্যেও সূত্রাত্মা বায়ু প্রাধান্যতার দ্বারা পরিধির নির্মাণ করে।

৮. যেকোনো পদার্থের উপরে বিদ্যমান অর্থাৎ আবরক ছন্দ রশ্মিগুলোই দিক্ তত্ত্বের রূপ হয়।

৯. দিগ্ রূপ রশ্মিগুলো বিভিন্ন কণা বা লোককে অন্য কণা বা লোকের থেকে নির্গত রশ্মিগুলোকে হরণ করে সেগুলোকে পরস্পর বেঁধে রাখতে

Vaidic Physics Youtube Channel

সহায়ক হয়।

বস্তুতঃ দিক্ হল আকাশ তত্ত্বের সেই ভাগ যেটা কোনো কণা বা লোকাদি পদার্থকে সবদিক থেকে আবৃত্ত করে থাকে তথা সেই পদার্থের ঘূর্ণন, সংযোজন আদি ক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে। সব দশ দিশার পৃথক-পৃথক ভূমিকা আছে। এখন আমি আমার ঐতরেয় ব্যাখ্যান 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' থেকে ঘূর্ণনাদি ক্রিয়ার দ্বারা সম্বন্ধীয় কিছু বিন্দুকে উদ্ধৃত করবো –

১. গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির তিনটা আবরণ দ্বারা মিশ্রিত আকাশ তত্ত্বের কারণে সব কণা তার অক্ষের উপর ঘূর্ণন করতে সক্ষম হয়। গায়ত্রী ছন্দের বিষয়ে একজন ঋষি বলেছেন – 'গায়ত্রী বৈ সা য়ানুষ্টুপ্' (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১০.৫)। এরদ্বারা অনুষ্টুপের সঙ্গে গায়ত্রীর সমতা সিদ্ধ হয়ে এখানে গায়ত্রী রশ্মি দিক্ তত্ত্বের রূপে ব্যবহার করে সিদ্ধ হয়।

২. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের দ্বারাই তরঙ্গাণু চক্রাকার ঘুরে এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। ধ্যাতব্য হল, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্র প্রাণাপানাদি রশ্মির দ্বারাই নির্মিত হয়। এই কারণে এখানেও বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে দিক্ তত্ত্বের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়।

৩. ধনঞ্জয় আর সূত্রাত্মা বায়ু আদি রশ্মিগুলো আকাশ তত্ত্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন কণা ও লোককে ঘূর্ণন এবং পরিক্রমণ গতি প্রদান করতে সহায়তা করে। এই রশ্মিগুলোর সঙ্গে দিক্ তত্ত্বের সম্বন্ধ স্বয়ং সিদ্ধ হয়।

৪. নক্ষত্রের ঘূর্ণন কর্মে বিদ্যুৎ, গুরুত্ব-বল এবং ব্যান রশ্মিরও ভূমিকা আছে। এই বলের রশ্মিগুলো প্রাণ রশ্মির রূপ হওয়াতে দিক্ তত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়।

৫. বিভিন্ন কণার ঘূর্ণনাদি ক্রিয়াতে সূত্রাত্মা বায়ু এবং আকাশের স্পষ্ট ভূমিকা

Vedic Physics Youtube Channel

আছে।

৬. ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি এবং বিদ্যুৎ বিভিন্ন কণা বা নক্ষত্রের ঘূর্ণন ও পরিক্রমণকে নিয়ন্ত্রিত করে।

৭. বিভিন্ন লোকের ঘূর্ণন ও পরিক্রমণ বিবিধ গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এইভাবে সুস্পষ্ট হয় যে দিক্ তত্ত্ব আকাশ মহাভূতের মতোই রশ্মিরূপ হয়। কালতত্ত্ব হল এর তুলনায় অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। এই তিন পদার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধ এই হল যে এই তিনটাই মহাভূতগুলোকে প্রেরিত ও নিয়ন্ত্রিত তো করে কিন্তু কোনো পদার্থের ভাগ হয় না অর্থাৎ সেগুলোর উপাদান হয় না। অপবাদস্বরূপ আকাশ মহাভূতের সংকোচন থেকে বায়ু তত্ত্বের নির্মাণ হয় অবশ্য, কিন্তু এরমধ্যেও আকাশতত্ত্ব তার স্বরূপকে বজায় রাখে। আজ সারা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের নির্মাণ হচ্ছে আর এই কারণে বিভিন্ন ক্রিয়া হচ্ছে। এই ক্রিয়াগুলোতে এই তিনটা পদার্থ প্রত্যক্ষ ভাগ না নিয়ে পরোক্ষ রূপে প্রেরণার কাজ করছে। দিশা ও আকাশের সম্বন্ধ তো অঙ্গ-অঙ্গীর সমান হয়, কিন্তু এই দুটোর সঙ্গে কালের এমন সম্বন্ধ নেই।

‘বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ’ গ্রন্থের মধ্যে অনেকত্র অনেক দিশার বর্ণনা আছে, পাঠক তৎ তৎ স্থানে পড়তে পারবেন। এখানে আমি সেই দিশা তথা বাকি অন্য দিশাগুলোর স্বরূপ বলে গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি করাটা আবশ্যক বলে মনে করি না। বিজ্ঞ পাঠক সহজ ভাবেই জানতে পারবেন যে আকাশ ও দিশার বিষয়ে বৈদিক বিজ্ঞান কত গম্ভীর বিশ্লেষণ প্রস্তুত করে, অথচ এর সাধারণ জ্ঞানও বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞানের নেই।

Vaidic Physics Youtube Channel

২. বায়ু

সর্বপ্রথম এর বিষয়ে আমি বিভিন্ন ঋষিদের মত উদ্ধৃত করবো –

১. অয়ম্ বায়ুরন্তরিক্ষস্য পৃষ্ঠম্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.২৫২)

২. অয়ম্ বৈ বায়ুর্বিশ্বকর্মা য়ো ऽয়ম্ পবত ऽ এষ হীদꣳ সর্বম্ করোতি। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.১.১.৭)

৩. ন খলু বৈ কিম্ চন বায়ুনানভিগতমস্তি (মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.২.৭)

৪. পৃথিবী পূর্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ুঃ সন্ধানম্ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭.৩.১-২; তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১.৩.১-২)

৫. য়দিদম্ সর্বম্ য়ুতে তস্মাদ্ বায়ুঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.৫৬)

৬. বায়ুরস্যন্তরিক্ষে শ্রিতঃ। দিবঃ প্রতিষ্ঠা (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১১.১.৯)

৭. বায়ুর্বৈ দেবানামোজিষ্ঠঃ ক্ষেপিষ্ঠঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.৫.১)

৮. বায়ুর্বৈ তূর্ণির্হব্যবাড্ বায়ুর্হীদম্ সর্বম্ সদ্যস্তরতি য়দিদম্ কিম্চ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৩৪)

৯. বায়ুর্হি প্রাণঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.২৬), প্রাণো হি বায়ুঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৪.৬.৮), প্রাণা উ বৈ বায়ুঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৪.১.৮) বাগ্বৈ বায়ুঃ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১.৮.৮.১; তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৮.৮.৭), বায়ুর্বৈ নিকায়শ্ছন্দঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৫.২.৫)

১০. বায়ুর্বৈ রেতসাম্ বিকর্ত্তা (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৩.৮.১)

১১. ত্রৈষ্টুভো হি বায়ুঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৭.৩.১২)

এই উপরোক্ত আর্ষ বচনগুলো দ্বারা আমরা বায়ু তত্ত্বের বিষয়ে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত করবো –

১. বায়ু তত্ত্ব হল আকাশ তত্ত্বের পৃষ্ঠরূপ, এখানে এর দুটো অর্থ আছে।

Vedic Physics Youtube Channel

এরমধ্যে প্রথম হল পূর্বে অনেকত্র বর্ণিত অহংকার রূপ বায়ু হল আকাশ তত্ত্বের আধার। এই দিব্য বায়ুই আকাশ তত্ত্বের মূল উপাদান কারণ হওয়ার পাশাপাশি তার আধারও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থ হল বায়ু তত্ত্ব আকাশ তত্ত্বের পশ্চাৎ উৎপন্ন হয়।

২. এই সৃষ্টির প্রত্যেক কর্ম বা বলের পিছনে বায়ু রশ্মিগুলোই প্রধান কারণ হয়। এই কারণেই একে বিশ্বকর্মা অর্থাৎ সবার কর্ত্তা বলা হয়।

৩. এই সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেকটা উৎপন্ন পদার্থ বায়ু তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকে, আবার এর থেকে উৎপন্নও হয়।

৪. বায়ু তত্ত্ব বিভিন্ন পদার্থকে জুড়ে রাখার কাজ করে। এর অভাবে কোনো পদার্থই পরস্পর সন্ধি করতে পারবে না।

৫. এই তত্ত্ব অন্য সব পদার্থের সঙ্গে মিলিত থেকে সেগুলোকে পরস্পর মিলিয়েও রাখে তথা বিভিন্ন পদার্থের বিয়োজন কর্মেও এই বায়ু তত্ত্বই তার ভূমিকা পালন করে।

৬. এই বায়ু তত্ত্ব আকাশ তত্ত্বের মধ্যে আশ্রিত থেকে বিভিন্ন দ্যুলোককে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আধার প্রদান করে। একে ছাড়া দ্যুলোকের উৎপত্তি ও স্থিতি হওয়া সম্ভব নয়। আবার আকাশের অভাবে বায়ু তত্ত্ব হওয়াও সম্ভব নয়।

৭. বিভিন্ন দেব পদার্থের মধ্যে বায়ু তত্ত্ব সবথেকে অধিক সংকুচিত বা প্রক্ষেপক, আকর্ষক বা প্রতিকর্ষক বলযুক্ত হয়। বস্তুতঃ এই সৃষ্টির মধ্যে যেসব বল বিদ্যমান আছে, সেটা বায়ুর বলই হয়।

৮. [তূর্ণি = ক্ষিপ্রনাম(নিঘন্টু ২.১৫), তূর্ণিঃ কর্ম(নিরুক্ত ৭.২৭)] এটা অতিশীঘ্র বিভিন্ন প্রকারের কর্মকে অব্যক্ত রূপে সম্পাদিত করে। এর আবশ্যকতাকে দেখিয়ে মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্য বলেছেন – ‘অনিরুক্তো হি বায়ুঃ’ (শতপথ

Vedic Physics Youtube Channel

ব্রাহ্মণ ৮.৭.৩.১২)। অনিরুক্তের অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন – 'অপরিমিতম্ বাऽ অনিরুক্তম্(শতপথ ব্রাহ্মণ ৫.৪.৪.১৩)। এরথেকে সংকেত পাওয়া যায় যে বায়ু তত্ত্ব মানবের দৃষ্টিতে অপরিমিত ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত কণা বা কোয়ান্টা আদি পদার্থকে প্রত্যেক ক্রিয়াতে তাদের সক্ষম করে তোলে।

৯. বায়ু কি আর তার স্বরূপ কি? এখানে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে। পূর্বোক্ত বিভিন্ন প্রকারের প্রাণ রশ্মিগুলোই বায়ু রূপ হয়। এই প্রাণ রশ্মি তথা পূর্বোক্ত বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির সমূহের মিশ্রণই বায়ু তত্ত্বের নামে পরিচিত। সূক্ষ্ম প্রাণ ও ছন্দ রশ্মিগুলো আকাশ তত্ত্বের নির্মাণ করে, কিন্তু আকাশ তত্ত্বের নির্মাণের পশ্চাৎ উৎপন্ন বৃহৎ ছন্দ রশ্মির সঙ্গে প্রাণ রশ্মির মিশ্রণ বায়ু তত্ত্বের নামে জানা যায়।

১০. বায়ু তত্ত্ব বিভিন্ন পদার্থের বীজকে বিভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন ও ধারণ করে। এটা পদার্থকে বিকৃত বা রূপান্তরিত করে অন্য অনেক পদার্থের নির্মাণ করে। এইভাবে এটা বিভিন্ন ক্রিয়া বা বলকে উৎপন্ন করে।

১১. এই বচন থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে ঋষিরা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির মিশ্রণকে বায়ু সংজ্ঞা করেননি। যখন ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়ে যায়, সেই সময় বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির মিশ্রণ বায়ু নামে পরিচিত হয়। এরপরই সেই প্রাণ ও ছন্দ রশ্মিগুলো অধিক তীব্র তেজ এবং বলযুক্ত হতে থাকে।

এখন আমরা বায়ুর বিষয়ে কিছু অন্য ঋষিদের মত জানার চেষ্টা করবো। এই বিষয়ে ঋষিরা বলেছেন –

১. বায়ুর্বাতের্বেতের্বা স্যাত্ গতিকর্মণঃ (নিরুক্ত ১০.১)

২. স্পর্শবান্ বায়ুঃ (বৈশেষিক দর্শন ২.১.৪)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞান প্রকাশিত হয় –

১. বায়ু শব্দ 'বা গতিগন্ধনয়োঃ' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। গতি অর্থযুক্ত হওয়াতে স্পষ্ট হয় যে এই তত্ত্ব সর্বদা গতিশীল থাকে, অথচ গন্ধন অর্থ একটা গম্ভীর বিজ্ঞানকে দর্শায়। আপ্টে সংস্কৃত-হিন্দি কোষের মধ্যে 'গন্ধনম্' পদের অনেক অর্থ দেওয়া আছে, যেমন – অবিরাম প্রচেষ্টা, আঘাত করা, প্রকাশন, বিজ্ঞপ্তি এবং সংকেত আদি। এই অর্থের দ্বারা বায়ু এমন তত্ত্ব সিদ্ধ হয় যেটা অবিরাম গতি ও চেষ্টা করতে থাকে। এটা বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে তথা নিজের সঙ্গে (বায়ু রশ্মিগুলো পরস্পর) আকর্ষণ-প্রতিকর্ষণ-ধারণ আদি ভাব রাখে। এর কারণেই সৃষ্টির পদার্থের বিভিন্ন গুণ প্রকাশিত হয় তথা বিভিন্ন সংবাদ-সূচনার মাধ্যম বা বাহক এই তত্ত্বই হয়। সব প্রকারের বল এবং ফিল্ডের কারণ এই বায়ুই হয়। সৃষ্টির সমস্ত সংকেত বায়ু রশ্মির রূপেই আসে। যেসব সংকেত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে আসে, সেগুলোরও মূল কারণ বায়ু তত্ত্বই হয়। মহর্ষি য়াস্কের উপরোক্ত বচনে 'বায়ুঃ' পদ 'বী গতিব্যাপ্তিপ্রজনকান্ত্যসনখাদনেষু' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এরদ্বারা স্পষ্ট হয় যে বায়ু রশ্মিগুলো ক্রমাগত গমনশীল থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন পদার্থকে ব্যাপ্ত করে, সেগুলোকে পরিধি রূপে ঘিরে ধরে, সেগুলোকে প্রেরিত বা প্রক্ষিপ্ত করে আর সেগুলোকে বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তিতে সক্ষম করে তোলে। সব পদার্থের সকল ক্রিয়া এই বায়ু তত্ত্বের রশ্মির মাধ্যমেই হয়।

২. পূর্বে আকাশের গুণ 'শব্দ' বলা হয়েছে, এখানে বায়ু তত্ত্বের গুণ স্পর্শ বলা হয়েছে। ঋষি দয়ানন্দ 'স্পর্শ সংস্পর্শনে' ধাতুর অর্থ 'আলিঙ্গন করা', 'বাঁধা', 'অনুগত হওয়া' তথা 'গ্রহণ করা' করেছেন। তিনি তাঁর বেদভাষ্যে

Vaidic Physics Youtube Channel

বিভিন্ন স্থলে নিম্নানুসারে অর্থ গ্রহণ করেছেন –

স্পৃশ = অনুগতো ভব (য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৩.১০)
স্পৃশ = গৃহাণ (ঋগ্বেদ ভাষ্য ৪.৩.১৫)
স্পৃশন্তি = আলিঙ্গয়ন্তি (ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৬২.১১)
স্পৃশন্তি = সম্বধ্নন্তি (ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৩৬.৩)

এরদ্বারাও এটাই স্পষ্ট হয় যে 'স্পর্শবান্ বায়ুঃ'–র তাৎপর্য কেবল স্পর্শকারী নয়, বরং প্রত্যেক পদার্থের ভিতরে অনুকূলতাপূর্বক ব্যাপ্ত, তাকে গ্রহণ করে অধিকারে করে, তার সাথে সংযুক্ত থেকে এবং তাকে বাঁধতে-মিশ্রণকারীও হয়। এইদিকে আমাদের শরীরে স্পর্শ করার ক্রিয়াও বায়ু রশ্মির কারণেই সম্ভব হয়।

এই তত্ত্বকে আচার্য সুশ্রুত 'রজোবহুলো বায়ুঃ' (সুশ্রুত সংহিতা, শারীর-স্থানম্ ১.২৭) বলে রজোগুণ প্রধান বলেছেন। এই কারণে এটা সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। এরমধ্যে দ্রব্যমান নগণ্য এবং দীপ্তি অতি মন্দ হয়।

এখন আমি মহর্ষি ব্রহ্মা এবং মহর্ষি ভৃগুর বিচারের মাধ্যমে বায়ু তত্ত্বের উৎপত্তি প্রক্রিয়ার উপর অতি সংক্ষিপ্ত বিচার প্রস্তুত করবো –

মহর্ষি ব্রহ্মা উবাচ –

দ্বিতীয়ম্ মারুতো ভূতম্ ত্বগধ্যাত্মম্ চ বিশ্রুতা।
স্প্রষ্টব্যমধিভূতম্ চ বিদ্যুৎ তত্রাধিদৈবতম্।।১৯।।
(মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব, অনুগীতা পর্ব অধ্যায় – ৪২)

মহর্ষি ভৃগু উবাচ –

তস্মাচ্চ সলিলোৎপীডাদুদতিষ্ঠত মারুতঃ।।১০।।

Vaidic Physics Youtube Channel

য়থাভাজনমচ্ছিদ্রম্ নিঃশব্দমিব লক্ষ্যতে।
তচ্চান্তসা পূর্য়মাণম্ সশব্দম্ কুরুতেऽনিলঃ।।১১।।
তথা সলিলসম্-রুদ্ধে নভসোऽন্তে নিরন্তরে।
ভিত্ত্বার্ণবতলম্ বায়ুঃ সমুৎপততি ঘোষবান্।।১২।।
স এষ চরতে বায়ুরর্ণবোৎপীডসম্ভবঃ।
আকাশস্থানমাসাদ্য প্রশান্তিম্ নাধিগচ্ছতি।।১৩।।
(মহাভারত শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্মপর্ব, অধ্যায় – ১৮৩)

এরথেকে এই সংকেত পাওয়া যায় যে আকাশের পশ্চাৎ বায়ু তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই সময়েই প্রাণীদের করণরূপ স্পর্শ ইন্দ্রিয় রূপী সূক্ষ্ম রশ্মির উৎপত্তি হয়। বায়ু তত্ত্বের সাথে-সাথে সূক্ষ্ম কার্যরূপ বিদ্যুতেরও উৎপত্তি হয়, একে ফিল্ডস রূপও বলা যেতে পারে। আকাশ তত্ত্বের সংকোচন থেকে বায়ু তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই বায়ু তত্ত্ব আকাশ তত্ত্বের ভিতরে উর্ধগামীর মতো উৎপন্ন হয়। একে উপমার দ্বারা বোঝাতে বলা হয়েছে যে ছিদ্ররহিত কোনো পাত্র পূর্ণরূপে নিঃশব্দ মনে হয় আর যখন তাতে ছিদ্র করে জল ভরা হয়, সেই সময় ধ্বনি উৎপন্ন হয়। ঠিক এইভাবে নিঃশব্দ আকাশ তত্ত্বের মধ্যে যখন পূর্বোক্ত বলবান্ বায়ু তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তখন আকাশ তত্ত্বের মধ্যে ধ্বনি উৎপন্ন হতে থাকে। এখানে এই সংকেতও পাওয়া যায় যে যেভাবে আকাশ তত্ত্বের উৎপত্তি সর্বত্র একসঙ্গে হয় না, সেইভাবে বায়ু তত্ত্বও এক স্থান বিশেষে সর্বপ্রথম প্রকট হয়। তারপর সম্পূর্ণ আকাশ তত্ত্বের মধ্যে বায়ু রশ্মিগুলো বেগের সাথে প্রকট হয়ে বিচরণ করে বিভিন্ন ঘোষ উৎপন্ন করতে থাকে।

এখানে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির তীব্রতা যত বাড়তে থাকে, ততই সর্বত্র বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনি তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে তীব্র

Vaidic Physics Youtube Channel

হতে থাকে। পাঠক নিশ্চয়ই এই বিষয়টা বুঝে গেছেন যে এই বায়ু তত্ত্ব লোক-প্রচলিত হাওয়া (এয়ার) নয়। প্রায় সব দার্শনিকগণ এই বিষয়ে এটাই ভারী ভুল করেছেন যে তারা হাওয়াকেই বায়ু মহাভূত মনে করেছেন। পশ্চিমী জগতের বৈজ্ঞানিকরাও দার্শনিকদের আলোচনাতে বায়ু মহাভূতের মানে এয়ার গ্রহণ করার ভুল করেছেন।

বায়ু তত্ত্বের বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞানের অতি স্বল্প জ্ঞানই আছে। যাকে আজ বিভিন্ন প্রকারের ফিল্ডস বলা হয়, সেগুলো সর্বাংশে বায়ু তো নয়, তবে বায়ুর দ্বারাই নির্মিত হয়। ফিল্ডের অতিরিক্ত অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে বর্তমান ভৌতিক বৈজ্ঞানিক বায়ু তত্ত্বের তুলনা করতে পারবেন না। যেদিন বায়ু তত্ত্বের বিভিন্ন ছন্দ বা প্রাণ রশ্মির বোধ বৈজ্ঞানিকদের হবে, সেই দিন তারা ফিল্ডের বিষয়ে অধিক ব্যাপক ও গম্ভীর জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারবেন।

প্রশ্ন – ঋষি দয়ানন্দ সত্যার্থ প্রকাশের অষ্টম সমুল্লাসে লিখেছেন –

‘‘সবথেকে সূক্ষ্ম টুকরো অর্থাৎ যাকে খণ্ড করা যায় না, তার নাম পরমাণু, ষাট (৬০) টা পরমাণুর মিশ্রণের নাম অণু, দুটো অণুর একটা দ্বয়ণুক, এটা হল স্থূল বায়ু, তিনটা দ্বয়ণুকের নাম অগ্নি, চারটা দ্বয়ণুকের নাম জল, পাঁচটা দ্বয়ণুকের পৃথিবী অর্থাৎ (আমি মনে করি এখানে ‘অথবা’ শব্দ হওয়া উচিত) তিনটা দ্বয়ণুকের ত্রসরেণু আর তার দ্বিগুণ হলে পৃথিবী আদি দৃশ্য পদার্থ হয়।’’

(মানক সংস্করণ, উদয়পুর)

পঞ্চ মহাভূতের এই স্বরূপের সঙ্গে আপনার দ্বারা দেখানো স্বরূপের কি সঙ্গতি আছে?

উত্তর – আমার মতে ঋষি দয়ানন্দ যাকে পরমাণু বলেছেন, সেটা আসলে

Vaidic Physics Youtube Channel

একটা প্রাণ/মরুত্/ছন্দ রশ্মির নাম। এমন ষাট (৬০) প্রকারের রশ্মি মিলিত হয়ে একটা অণু তৈরি করে আর দুটো অণু অর্থাৎ একশো বিশ (১২০) প্রকারের রশ্মি মিলিত হয়ে স্থূল বায়ুর অণুকে উৎপন্ন করে। আমি পূর্বে লিখেছি যে প্রাণ রশ্মিগুলো মরুত্ বা ছন্দ রশ্মির সাথে মিথুন করেই সৃষ্টির নির্মাণ করে। একইসঙ্গে বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিগুলো পরস্পর তথা বিভিন্ন ছন্দ রশ্মিও পরস্পর মিথুন তৈরি করে। এইভাবে ৬০ প্রকারের প্রাণ রশ্মির যুগ্ম একটা অণু তথা ৬০ প্রকারের ছন্দ বা মরুত্ রশ্মির যুগ্ম অন্য অণুর নির্মাণ করে। এখানে দ্বিতীয় বিকল্প এটাও সম্ভব যে একটা অণুর মধ্যে ৩০ প্রকারের প্রাণ ও ৩০ প্রকারের মরুত্ বা ছন্দ রশ্মির যুগ্ম হবে তথা এগুলোর থেকে ভিন্ন ৩০ প্রকারের প্রাণ ও ৩০ প্রকারের মরুত্ বা ছন্দ রশ্মির যুগ্ম দ্বিতীয় অণু হবে। যখন এই দুই অণুর মিথুন হয়, তখন বায়ু তত্ত্বের একটা অণু নির্মিত হয়।

এই বায়ুকে স্থূল বায়ু বলে, যেখানে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মিও বিদ্যমান হয়ে থাকে। এর পূর্বে সব রশ্মি আকাশ বা সূক্ষ্ম বায়ুর রূপেই হয়। এইভাবে বায়ুর একটা অণুর মধ্যে সর্বমোট ১২০ প্রকারের পরমাণু অর্থাৎ ছন্দ, মরুত্ ও প্রাণ রশ্মি বিদ্যমান থাকে। এইসবের গুচ্ছ স্বতন্ত্র বিচরণ করে একটা স্বতন্ত্র এককের সমান ব্যবহার করে। বায়ু তত্ত্ব যদিও বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যেকোনো কোয়ান্টা তথা মূলকণার থেকেও সূক্ষ্ম হয়, তবুও একে অণু নাম দেওয়াতে এটাই সংকেত পাওয়া যায় যে বায়ু তত্ত্ব একরস হয় না, বর্তমান যেকোনো টেকনিক দিয়ে তাকে যদিও অনুভূত করা যায় না আর তাই সাধারণত তাকে একরসবৎ বলতে বাধ্য হয়েছে।

৩. অগ্নি

পঞ্চমহাভূতে বর্ণিত অগ্নি নামক মহাভূত বিদ্যুৎ আবেশ তথা বিদ্যুৎ

Vaidic Physics - Youtube Channel

চুম্বকীয় তরঙ্গ উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ এই দুটোকেই অগ্নি বলা হয়। নিরুক্ত শাস্ত্রের মধ্যে এগুলোকে পৃথক-পৃথক শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যার উপর আমরা পরবর্তীতে বিচার করবো। চলুন, সর্বপ্রথমে আমরা অগ্নি তত্ত্বের বিষয়ে ঋষিদের বিচারকে জানার চেষ্টা করি। এই ক্রমে সর্বপ্রথমে মহর্ষি ব্রহ্মার কথন হল –

তৃতীয়ম্ জ্যোতিরিত্যাহুশ্চক্ষুরধ্যাত্মমুচ্যতে।
অধিভূতম্ ততো রূপম্ সূর্য়স্তত্রাধিদৈবতম্।।২০।।

(মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব, অনুগীতা পর্ব, অধ্যায় – ৪২)

অর্থাৎ তৃতীয় মহাভূতকে জ্যোতিরূপ অগ্নি বলা হয়। এই সময়ই চক্ষু ইন্দ্রিয় রূপ সূক্ষ্ম রশ্মিগুলো উৎপন্ন হয়। সূর্য অর্থাৎ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের ফোটনগুলো অগ্নির রূপই হয়।

এই বিষয়ে মহর্ষি ভৃগু বলেছেন –

তস্মিন্ বায্বম্বুসম্ঘর্ষে দীপ্ততেজা মহাবলঃ।
প্রাদুরভূদূর্দ্ধশিখঃ কৃত্বা নিস্তিমিরম্ নভঃ।।১৪।।

(মহাভারত শান্তি পর্ব, মোক্ষধর্ম পর্ব, অধ্যায় – ১৮৩)

অর্থাৎ পূর্বোক্ত আকাশ এবং বায়ুর সংঘর্ষ দ্বারা দীপ্ত তেজ এবং বলবান্ অগ্নি তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, যারফলে সম্পূর্ণ আকাশ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে ওঠে। অগ্নির রশ্মির দিশা আকাশের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে-করতে বায়ু রশ্মির দিশার বিপরীত হয়, একেই উর্ধ্বশিখ নাম দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি 'অম্বু' শব্দের অর্থ জল গ্রহণ না করে আকাশ মহাভূত গ্রহণ করেছি। এই শব্দ এই প্রকরণের মধ্যেই 'সলিল'–এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা বায়ু তত্ত্বের উৎপত্তি বলা হয়েছে। জল থেকে বায়ুর উৎপত্তি সম্ভব নয়, এই কারণে আমি পূর্বে এর অর্থ

Vedic Physics Youtube Channel

আকাশই গ্রহণ করেছি, এই কারণে সেই সলিলের স্থানে ব্যবহৃত 'অম্বু' শব্দ আকাশেরই বাচক মানা উচিত, জলের বাচক নয়। ঋষি দয়ানন্দ উণাদিকোষ ১.২৭ ব্যাখ্যাতে 'অম্বু' পদের ব্যুৎপত্তি করে বলেছেন –

'অমন্তি গচ্ছন্তি চেষ্টন্তে প্রাণিনো য়ে তদ্ অম্বু'

প্রাণ তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন পরমাণু আদি পদার্থ অবশ্যই আকাশ তত্ত্বের দ্বারা প্রেরিত হয় অর্থাৎ সেগুলোর প্রত্যেক ক্রিয়া-গতি আদির মধ্যে আকাশের অনিবার্য ভূমিকা আছে। ঋষি দয়ানন্দ এই শব্দের অর্থ জল করেছেন, এই বিষয়টা ভিন্ন। এই ব্যুৎপত্তি থেকে আকাশের গ্রহণ করা সর্বথা সম্ভব ও প্রকরণের অনুকূল। আমার দৃষ্টিতে এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইভাবেও হওয়া সম্ভব – অমন্তি গচ্ছন্তি চেষ্টন্তে পরমাণবো য়স্মিন্ তদ্ অম্বু।

এখন অগ্নির বিষয়ে কিছু অন্য ঋষিদের বচনকে উদ্ধৃত করবো –

১. অগ্নয়ো বৈ ছন্দাংসি (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.৭.৯.৩)

২. অগ্নিম্ বৈ পশবঃ প্রবিশন্ত্যগ্নিঃ পশূন্ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৮.২)

৩. অগ্নিঃ প্রজনয়িতা (কাঠক সংহিতা ৬.৭; ২৭.৮; কপিষ্ঠল সংহিতা ৬.৫)

৪. অগ্নিঃ প্রথম ইজ্যতে (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩.৮.১)

৫. অগ্নিনা তপোঽস্বাভবৎ
(কাঠক সংহিতা ৩৫.১৫; কপিষ্ঠল সংহিতা ৪৭.১৩)

৬. অগ্নিনা বা অনীকেনেন্দ্রো বৃত্রমহন্ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.১০.৫;
কাঠক সংহিতা ৩৫.২০; কপিষ্ঠল সংহিতা ৪৭.১৮)

৭. অগ্নিরসি পৃথিব্যাংশ্রিতঃ। অন্তরিক্ষস্য প্রতিষ্ঠা
(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১১.১.৭)

৮. অগ্নিরেকাক্ষরয়োদজয়ন্মামিমাম্ পৃথিবীম্ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.১১.১০)

Vaidic Physics Youtube Channel

৯. অগ্নিরেকাক্ষরয়া বাচমুদজয়ত্
(মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.১১.১০; কাঠক সংহিতা ১৪.৪)

১০. অগ্নিরু দেবানাম্ প্রাণঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.১.৪.১২)

১১. অগ্নির্গায়ত্রছন্দাঃ (কাঠক সংহিতা ৯.১৩)

১২. অগ্নিম্ বৈ বিভাজম্ নাশক্নুবꣳ স্তমশ্বেন ব্যভজন্ (কাঠক সংহিতা ৮.৫)

১৩. অগ্নির্বৈ দেবানাম্ পথিকৃৎ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৮.৯)

১৪. অগ্নির্বৈ মিথুনস্য কর্ত্তা প্রজনয়িতা (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৪.৩.৪)

১৫. তে বাऽএতে প্রাণা এব য়দ্ অগ্নয়ঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.২.২.১৮)

১৬. দেবরথো বা অগ্নয়ঃ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ৫.১০)

১৭. ভূরিতি বা অগ্নিঃ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭.৫.২; তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১.৫.২)

১৮. বিশ্বকর্মায়মগ্নিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৯.২.২.২)

১৯. মিথুনম্ বা অগ্নিশ্চ সোমশ্চ সোমো রেতোধা অগ্নিঃ প্রজনয়িতা
(কাঠক সংহিতা ৮.১০; কপিষ্ঠল সংহিতা ৭.৬)

এই উপরোক্ত বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. এই পদার্থ পূর্বোক্ত ছন্দ রশ্মিরই রূপ হয় অর্থাৎ সেগুলো থেকেই নির্মিত হয় আর সেগুলোর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকে।

২. পশুঃ = প্রাণাঃ পশবঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ৭.৫.২.৬; তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ৭.৩.২৮), পশবো মারুতঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩.৩.১০; কাঠক সংহিতা ২১.১০), পশবো বৈ মরুতঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.৬.৮; কাঠক সংহিতা ৩৬.১; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩.১৯), পশবো বৈ ছন্দাꣳসি (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬.৪.১.৩), পশবশ্ছন্দাꣳসি (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.৩.৫; কাঠক সংহিতা ১২.৮; কপিষ্ঠল সংহিতা ৩০.৮; কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১১.৫)

Vedic Physics Youtube Channel

বিভিন্ন পশু অর্থাৎ প্রাণ, মরুত্ ও ছন্দ রশ্মি অগ্নি তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অগ্নি তত্ত্ব এই রশ্মিগুলোর মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে অর্থাৎ অগ্নি তত্ত্ব এই রশ্মিগুলোর ভিতরে-বাইরে সম্পূর্ণভাবে ভরে থাকে।

৩. অগ্নি তত্ত্ব বিভিন্ন পদার্থের উৎপন্নকারী হয়। এর অভাবে কোনো স্থূল পদার্থের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নয়।

৪. পরমাণু (কণা বা বিকিরণ) রূপে এই পদার্থই বিদ্যমান হয়, যারমধ্যে সর্বপ্রথম সংযোগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপূর্বে উৎপন্ন বায়ু পদার্থ কণা রূপে নয়, বরং ক্রমাগত প্রবাহের রূপে বিদ্যমান রশ্মির রূপে বিদ্যমান থাকে, অথচ অগ্নি তত্ত্ব কণা বা কোয়ান্টার রূপেও বিদ্যমান থাকে আর তার সংযোগ-বিয়োগ বায়ু রশ্মির সংযোগ-বিয়োগ থেকে ভিন্ন হয়।

৫. ঊষ্মার সর্বপ্রথম উৎপত্তি অগ্নি তত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ এর রূপেই হয়। এর উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে সম্পূর্ণ পদার্থ প্রায় ঊষ্মারহিত অবস্থায় থাকে।

৬. তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ আবেশিত তরঙ্গ এই সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন কস্মিক মেঘ তথা বাঁধক ডার্ক পদার্থ বা ডার্ক এনার্জিকে নষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত করে।

৭. বিদ্যুৎ আবেশ অথবা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ কোনো কণার মধ্যে আশ্রিত হয় এবং আকাশকে নিজের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করে রাখে। এগুলো আকাশের মধ্যে কখনও স্থায়িত্বকে প্রাপ্ত করতে পারে না, বরং এগুলো আকাশের মধ্যে নিরন্তর গমন করতে থাকে।

৮. অগ্নি তত্ত্ব একাক্ষরা বাক্ রশ্মি অর্থাৎ 'ওম্' এবং 'ভূঃ' আদির দ্বারা সব প্রকারের পার্থিব পরমাণুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে বিদ্যুৎ আবেশিত কণার পরস্পর একে-অপরের ক্রিয়া করার সময় তথা বিভিন্ন কোয়ান্টার দ্বারা কোনো কণাকে বিভিন্ন গতি ও

Vedic Physics Youtube Channel

ক্রিয়াযুক্ত করার সময় এই 'ওম্' এবং 'ভূঃ' রশ্মির অনিবার্য অবদান থাকে। এখানে 'মা' থেকে পৃথিবী তত্ত্বেরই গ্রহণ করা উচিত। এই বিষয়ে বলা হয়েছে –

'অয়ম্ বৈ (পৃথিবী) লোকো মা অয়ম্ লোকো মিত ইব'

(শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৩.৩.৫)

৯. এই অগ্নি তত্ত্ব অথবা এর অঙ্গভূত প্রাণ রশ্মিগুলো 'ওম্' একাক্ষরা বাক্ রশ্মির দ্বারাই অন্য বাক্ অর্থাৎ মরুত্ ও ছন্দ রশ্মিকে নিয়ন্ত্রিত করে বা রাখে। এই কারণে অগ্নি তত্ত্বের নির্মাণ কিংবা কাজগুলোতে এই একাক্ষরা বাক্ রশ্মির অনিবার্য ভূমিকা আছে।

১০. এই তত্ত্ব বিভিন্ন প্রকাশিত পদার্থের প্রাণ রূপ হয় অর্থাৎ সেগুলোকে প্রকাশিত ও গতিশীল করতে এর ভূমিকা আছে। এই সৃষ্টিতে অগ্নির অভাবে কোনো কণা ও স্থূল পদার্থের না তো নির্মাণ হওয়া সম্ভব আর না সেটা কোনো ক্রিয়া ও গতি করতে সক্ষম হবে।

১১. অগ্নি তত্ত্বের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির প্রাধান্য আছে।

১২. অগ্নির পরমাণু, আবেশিত কণা বা কোয়ান্টা সাধারণত বিভাজিত হতে পারে না, কিন্তু এর তীব্র ঊর্জা সম্পন্ন হওয়াতে তথা তীব্র ঊর্জা-ক্ষেত্র বা তীক্ষ্ণ বল সম্পন্ন ক্ষেত্র দিয়ে অতিক্রম করলে এর বিভাজন হওয়া সম্ভব।

১৩. অগ্নি তত্ত্ব বিভিন্ন কণার মার্গ নির্মাণকারী হয় অর্থাৎ কোনো কণার মার্গ সেই কণার ঊর্জার উপর নির্ভর করে।

১৪. অগ্নি তত্ত্ব বিভিন্ন প্রকারের কণার যুগ্মকে উৎপন্ন করে সেগুলোর দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের নির্মাণকারী হয়। অগ্নির অভাবে কোথাও সংযোগ-বিয়োগের ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

১৫. অগ্নি তত্ত্ব প্রাণ রশ্মির দ্বারা নির্মিত হওয়াতে প্রাণস্বরূপ হয়। পূর্বেও একে ছন্দ, মরুত্ ও প্রাণ রশ্মির দ্বারা নির্মিত বলা হয়েছে।

১৬. অগ্নি তত্ত্ব বিভিন্ন প্রকাশিত কণাকে রথের সমান বহনকারী হয়।

১৭. অগ্নি তত্ত্বের (বিশেষ করে বিদ্যুৎ আবেশ যুক্ত কণা) মধ্যে 'ভূঃ' ছন্দ রশ্মি বিশেষ রূপে বিদ্যমান থাকে।

১৮. সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যে কর্মই হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে অগ্নি তত্ত্বের অনিবার্য ভূমিকা আছে। এই কর্ম বর্তমান ভৌতিক টেকনিক দ্বারা জানার যোগ্য মানা উচিত। বায়ু রশ্মির স্তরের কর্ম অগ্নির দ্বারা হয় না, এই কারণে সেগুলোকে বর্তমান ভৌতিক টেকনিক দ্বারা জানা সম্ভব নয়।

১৯. এই সৃষ্টি অগ্নি এবং সোমের মিথুন দ্বারা নির্মিত হয়। এখানে সোমের অর্থ অপ্রকাশিত ঠাণ্ডা বায়ু তত্ত্ব মানা উচিত। এই সোম তত্ত্বই অগ্নি তত্ত্বের মধ্যে রেত অর্থাৎ বীর্যকে ধারণকারী হয় অর্থাৎ এই সোম রশ্মিগুলো (প্রাণ, ছন্দ ও মরুত্) অগ্নি তত্ত্বের মধ্যে বল ও তেজের সঞ্চার করে, যারফলে অগ্নি তত্ত্ব আগামী পদার্থকে উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়।

এই উপরোক্ত প্রমাণগুলো থেকে সুবিজ্ঞ পাঠকদের নিশ্চয়ই বিদিত হয়ে গেছে যে অগ্নি তত্ত্ব বিদ্যুৎ আবেশ এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গেরই রূপ হয়। বর্তমান ভাষায় বলা যেতে পারে বিভিন্ন বিকিরণ বা ঊর্জা অগ্নি তত্ত্বেরই রূপ হয়। আমি এপর্যন্ত অগ্নির বিষয়ে যা-যা প্রস্তুত করেছি, সেগুলোর মধ্যে অনেক বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান নিতান্ত অনভিজ্ঞ আছে, তো কিছু বিষয়ে তার স্বল্প জ্ঞান আছে।

এখন আমি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপর নিজের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ'—এর দৃষ্টি দিয়ে অগ্নির পরমাণুর বিষয়ে জানার জন্য

Vaidic Physics Youtube Channel

নিম্নে কিছু বিন্দু উদ্ধৃত করবো –

১. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্যে অহংকার, মন, সূত্রাত্মা বায়ু, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এবং ধনঞ্জয় প্রাণ রশ্মি সর্বদা সঞ্চারিত হতে থাকে।

২. এরমধ্যে রূপ, দাহ, বেগ, প্রকাশ, ধারণ, ছেদন, আকর্ষণাদি গুণ বিদ্যমান আছে।

৩. যেকোনো ফোটনের সঙ্গে দুটো আর্ষী গায়ত্রী ছন্দ, কিছু মরুদ্ তথা ধনঞ্জয় আদি রশ্মি সর্বদা সংযুক্ত থাকে। একটা গায়ত্রী ফোটনকে প্রকাশিত রাখতে, অন্য গায়ত্রী তাকে আকাশ তত্ত্বের সঙ্গে জুড়তে সহায়ক হয় তথা ধনঞ্জয় রশ্মি, যেটা সৃষ্টির সর্বাধিক গতিমান পদার্থ হয়, সেটা ফোটনগুলোকে তীব্রতম গতি প্রদান করে।

৪. ঊর্জার নির্গমন ও শোষণের প্রক্রিয়াতে কিছু ছন্দ রশ্মির ভূমিকা আছে। ঊর্জা সর্বদা বিকিরণ প্রবাহ রূপে গমন করে, কিন্তু যখন সেটা কোনো কণা থেকে নির্গত ও তার দ্বারা শোষিত হয়, তখনই সেটা পরমাণু (ফোটন) অর্থাৎ প্যাকেট রূপে প্রকট হয়। ঊর্জাকে এই রূপে নিয়ে আসতে কিছু ছন্দ রশ্মি, বিশেষ করে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির ভূমিকা আছে। ধ্যাতব্য হল, প্রবাহ রূপের তাৎপর্য এই নয় যে তারমধ্যে পৃথক্-পৃথক মাত্রাযুক্ত অবয়ব বিদ্যমান থাকে না। সেই অবয়ব অবশ্যই পৃথক্-পৃথক বিকিরণ রূপে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু সেই বিকিরণ কণার মতো আচরণ করে না। ঊর্জার এই কণার মতো আচরণ নির্গমন ও শোষণের সময়েই প্রকট হয়, এখানে এই অভিপ্রায়ই ধরা উচিত। এই কারণে এই গ্রন্থের মধ্যে প্রবহমান অবয়বকেও আমি ফোটন নাম দিয়েছি, যেটা বিশুদ্ধ রশ্মি রূপই হয়।

৫. এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের ভিন্ন-ভিন্ন আবৃত্তি সেই

Vaidic Physics Youtube Channel

তরঙ্গগুলোতে বিদ্যমান ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের ছন্দ রশ্মির কারণে হয়। এইভাবে মূলতঃ সব প্রকারের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ একই হয়, কিন্তু বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির কারণে সেগুলোর আবৃত্তিতে ভেদ উৎপন্ন হয়ে যাওয়ার কারণেই সেগুলোর ভিন্ন প্রকার ও স্বরূপ হয়ে যায়। ভিন্ন-ভিন্ন কণা সেগুলোর প্রতিকণার সঙ্গে মিলিত হয়ে ঊর্জাতে পরিবর্তিত হওয়া তথা কোনো ফোটন ভেঙে দুটো কণার (কণা+ প্রতিকণা) যুগ্মতে পরিবর্তিত হওয়ার মধ্যেও বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির ভূমিকা আছে। বিভিন্ন ছন্দ ও প্রাণ রশ্মিগুলোই সংকুচিত হয়ে ঊর্জার রূপ ধারণ করে।

৬. প্রাণ, অপান ও উদান আদি রশ্মি আকাশ তত্ত্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মিকে সংকুচিত করে, এরদ্বারা অগ্নিতত্ত্ব অর্থাৎ ঊর্জা বা কণার উৎপত্তি হয়। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে প্রাণ-অপান ও উদান রশ্মি নিয়ন্ত্রিত রাখে ও ধনঞ্জয় রশ্মি তীব্র গতি প্রদান করে। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উৎপত্তির ক্রমে সর্বপ্রথম দুর্বল তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তারপর উত্তরোত্তর তীব্র তরঙ্গের উৎপত্তি হতে থাকে।

৭. কোনো ফোটনই ঊর্জার একটা সূক্ষ্মতম একক হয় না। সেটা স্বয়ং অনেক সূক্ষ্ম অবয়বের সংমিশ্রণ হয়। এটা কোনো কণা দ্বারা শোষিত হওয়ার সময় নিজের কিছু অংশকে শোষণ থেকে পৃথকও রাখতে পারে। এর কারণ হল ফোটন অনেক প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি দ্বারা নির্মিত হয়।

৮. প্রত্যেক কোয়ান্টার দুই পাশে প্রাণ ও অপান রশ্মি সঞ্চারিত হতে থাকে, সেটা ধনঞ্জয় রশ্মির সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে গতি প্রদান করে। প্রকাশ আদি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সরল রেখাতে গতি করার পিছনে কিছু ছন্দ রশ্মি উত্তরদায়িনী হয়। এই ছন্দ রশ্মিগুলো বিভিন্ন (প্রবহমান বিকিরণ)

Vaidic Physics YouTube Channel

ফোটনকে একটার পিছনে একটা পঙক্তিবদ্ধ চালাতে সহায়তা করে। যদি এই ব্যবহার না হতো, তাহলে সৃষ্টিতে দর্শন প্রক্রিয়া অগোছালো হতো।

৯. কোনো ফোটনের দুটো সমকোণ দিশার মধ্যে সূক্ষ্ম রশ্মির নির্গমন ও শোষণ হতে থাকে। যখন সেই ফোটন কোনো ইলেকট্রন আদি কণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, সেইসময় এই কোণ শূন্য হয়ে যায়। সমকোণস্থ রশ্মি প্রবাহ ফোটনকে সুষম রাখে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে ফোটনের আরও দুটো সমকোণের উপর বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় ফিল্ড এটারই রূপ প্রতিত হয়। বস্তুতঃ ফোটনের ভিতরে কেন্দ্রতে শক্তির গুপ্ত ও সূক্ষ্ম কেন্দ্র আছে, যেটা এই রশ্মি প্রবাহকে বজায় রাখে।

১০. প্রত্যেক ফোটনের ভিতরে প্রায় ৩৬০ প্রকারের সূক্ষ্ম বায়ু অর্থাৎ প্রাণ ও ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান থাকে তথা এরমধ্যে সর্বপ্রথম সূক্ষ্ম দ্রব্যমান ও গুরুত্ব বল উৎপন্ন হয়। 'সত্যার্থপ্রকাশের' অষ্টম সমুল্লাসে দেখানো এটার অগ্নির এক অণু, যারমধ্যে তিন দ্বয়ণুক অর্থাৎ সর্বমোট ৩৬০ পরমাণু অর্থাৎ প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি থাকে, তারসঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি আছে। আমার মতে ফোটনের মধ্যে সূক্ষ্ম দ্রব্যমান তথা গুরুত্ব বল বিদ্যমান আছে।

১১. যখন গায়ত্রী ছন্দ রশ্মিগুলো সোম অর্থাৎ মরুদ্ রশ্মিগুলোকে নিজের অগ্রভাগ দ্বারা ধরে গতি প্রদান করে অথবা সেগুলো স্বয়ং ঐগুলোর সঙ্গে গমন করে, তখন সেগুলো প্রাণ ও আকাশ রশ্মি দ্বারা সংকুচিত হয়ে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গতে পরিবর্তিত হয়।

১২. যেকোনো ফোটন একটা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির সহায়তায় সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গমন করে নিজের ঊর্জাকে প্রায় সংরক্ষিত রাখে। এখানে 'প্রায়ঃ' শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই শব্দ এটাই দর্শায় যে ফোটনের ঊর্জা সর্বথা

Vaidic Physics Youtube Channel

সংরক্ষিত কখনও থাকতে পারে না।

বৈদিক বাঙময়ে 'অগ্নি' শব্দ অতি ব্যাপক অর্থের হয়। আধিদৈবিক অর্থেও প্রকাশ, উষ্মা আদি ঊর্জার (বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ) অতিরিক্ত বিদ্যুৎ আবেশিত তরঙ্গও অগ্নি তত্ত্বের অন্তর্গত সমাহিত হয়ে যায়। আমি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ রূপী ঊর্জা অর্থাৎ অগ্নি তত্ত্বের উপর চর্চা করেছি। এখন বিদ্যুৎ অগ্নির উপরে কিছু চর্চা করবো। যদিও এই বিষয়েও শুরুতে ১৯ বিন্দুর মধ্যে কিছু বিন্দুতে চর্চা করা হয়েছে। ধ্যাতব্য হল, মূল বিদ্যুৎ, যেখানে দুই প্রকারের আবেশের উৎপত্তি হয় না, সেটা বায়ু তত্ত্বেরই রূপ হয়, এর সংকেত আমি বায়ু প্রকরণে করেছি। যখন বিদ্যুৎ দুটো আবেশের রূপে প্রকট হয়, তখন তাকে অগ্নি তত্ত্বের রূপ বলে। এর তাৎপর্য হল বর্তমান বিজ্ঞানের মূল কণাও এর অন্তর্গত আসে। আমার মতে এগুলোকে কারণরূপ পার্থিব অণুও মানা যেতে পারে।

এখন আমি বিদ্যুৎ রূপী অগ্নির বিষয়ে 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থ থেকে কিছু বিন্দু উদ্ধৃত করবো –

১. বিদ্যুৎ ঋণাবেশিত কণাকে সৌম্য বলা হয়েছে। এর কারণ হল এরমধ্যে সোম অর্থাৎ মরুত্ রশ্মির প্রাধান্য আছে। ধ্যাতব্য হল, প্রাণ ও মরুত্ রশ্মির মিথুন ছাড়া কোনো কণার নির্মাণ সম্ভব নয়। এখানে সৌম্যের তাৎপর্য হল মরুত্ রশ্মির প্রাধান্য আছে, প্রাণরশ্মির সর্বথা অভাব হওয়া নয়। অন্যদিকে ধনাবেশিত কণাকে আগ্নেয় বলা হয়েছে, কারণ এরমধ্যে অগ্নি অর্থাৎ প্রাণ রশ্মির প্রাধান্য আছে তথা মরুত্ রশ্মি গৌণ রূপে অর্থাৎ অল্প মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। আমার মতে এই দুই প্রকারের কণা অগ্নি মহাভূতের অন্তর্গত আসে। এরমধ্যে পরমাণু অর্থাৎ প্রাণ বা ছন্দাদি রশ্মির সংখ্যা ফোটনের তুলনায় অর্থাৎ ৩৬০ প্রকারের থেকে কিছু অধিক হয়, কিন্তু

Vedic Physics Youtube Channel

জলের অণুর তুলনায় অর্থাৎ ৪৮০ প্রকারের থেকে কম হয়।

২. সর্বপ্রথম উৎপন্ন বিদ্যুৎ প্রাণ ও অপানের মিলনে প্রকট হয়। এটা ধন ও ঋণ উভয় আবেশ থেকে পৃথক ও সূক্ষ্ম হয়। এই বিদ্যুৎ অগ্নি ও বায়ু উভয় রূপে মানা যেতে পারে। সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ বিদ্যুতের কারণেই উৎপন্ন, সঞ্চালিত এবং প্রকাশিত হয়।

৩. এই সৃষ্টির প্রত্যেক কোয়ান্টা বা কণার মধ্যে বিদ্যুৎ ব্যাপ্ত থাকে, সেটা ধন, ঋণ আবেশ যুক্ত কিংবা উদাসীন হোক না কেন। এই বিদ্যুতের কারণেই সৃষ্টির প্রত্যেকটা কণা (দৃশ্য পদার্থ – ভিজিবল মেটার) বা কোয়ান্টা রূপ, দাহ, বেগ, প্রকাশ, ছেদন, ধারণ, আকর্ষণ এবং প্রতিকর্ষণ গুণ যুক্ত হয়। ঋষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ১.১.১ মন্ত্রের ভাষ্যতে 'পুরোহিতম্' পদের ভাষ্যে অগ্নিকে এই আট গুণযুক্ত বলেছেন। এখানে 'অগ্নি' পদ এই বিদ্যুতের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। সৃষ্টির প্রত্যেক কণার মধ্যে (ডার্ক মেটার বাদে) এই আট গুণ একটু হলেও বিদ্যমান থাকবেই।

৪. বিভিন্ন কণার মধ্যে বিদ্যুদাবেশের মাত্রা সেই কণাগুলোতে বিদ্যমান প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির মাত্রার উপর নির্ভর করে।

৫. বিভিন্ন কণার মাঝে সংযোগ প্রক্রিয়াতে বিদ্যুৎ আবেশ আকাশ তত্ত্বকে নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করে কণাগুলোকে পরস্পর নিকটে নিয়ে আসে।

৬. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ অর্থাৎ সেগুলোর তরঙ্গাণুর (কোয়ান্টা) মধ্যে উদাসীন বিদ্যুতের স্বল্প মাত্রা বিদ্যমান থাকে, যার কারণে সেগুলোর মধ্যে পরস্পর স্বল্প আকর্ষণ ভাব বিদ্যমান থাকে।

৭. বিদ্যুদাবেশিত কণার উপরে প্রাণাপান রশ্মিগুলো জলের ঢেউয়ের সমান কম্পন করতে থাকে। বিদ্যুদাবেশ প্রাণ ও মরুদ্ রশ্মির অনেক আবরণ

Vaidic Physics Youtube Channel

রূপে বিদ্যমান থাকে।

৮. এই সৃষ্টির প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে বিদ্যুতের অনিবার্য ভূমিকা আছে। গুরুত্বাকর্ষণ বল বিদ্যুতের একটা বিশেষ রূপই হয়, যেটা বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র নামক সর্বাধিক সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ থেকে উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুতের বলই ইউনিফাইড ফোর্স হয়, যার সম্বন্ধে বর্তমান বিজ্ঞান এখনও অনভিজ্ঞ আছে।

৯. বিদ্যুতের অভাবে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নয়।

এখন আমি অগ্নি তত্ত্বের গুণের বিষয়ে কিছু ঋষির মতকে প্রস্তুত করবো–

তেজো রূপস্পর্শবৎ (বৈশেষিক দর্শন ২.১.৩),
অগ্নে রূপম্ স্পর্শাঃ (ঐতরেয় আরণ্যক ৩.২.৫)

অর্থাৎ অগ্নি তত্ত্বের কারণেই সম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে রূপ তৈরি ও দৃষ্টিগোচর হয়। স্পর্শ অর্থাৎ পদার্থের পারস্পরিক বন্ধনও অগ্নি (বিদ্যুৎ বা ঊর্জা) তত্ত্বের কারণেই সম্পন্ন হয়। এই গুণ মূলতঃ বায়ু তত্ত্বের হয়, কিন্তু অগ্নি তত্ত্বের মধ্যে বায়ু তত্ত্বের সর্বদা প্রতিষ্ঠা থাকাতে এই গুণ অগ্নির মধ্যেও এসে যায়। বস্তুতঃ বায়ু ও আকাশের সংঘনিত রূপকেই অগ্নি তত্ত্ব বলা হয়।

এর গুণের উপরে মহর্ষি য়াস্ক বিশেষ প্রকাশ ফেলে লিখেছেন –

‘‘অগ্নিঃ কস্মাদগ্রণীর্ভবতি। অগ্রম্ য়জ্ঞেষু প্রণীয়তে। অঙ্গম্ নয়তি সন্নমমানঃ। অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ। ন ক্নোপয়তি। ন স্নেহয়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিঃ। ইতাত্। অক্তাদ্ দগ্ধাদ্বা। নীতাত্। গকারমনক্তের্বা দহতের্বা। নীঃ পরঃ।’’ (নিরুক্ত ৭.১৪)

এর অভিপ্রায় হল সৃষ্টির সমস্ত কণা বা লোকের মধ্যে অগ্নি অগ্রগামী হয় অর্থাৎ সেটা স্বয়ং অগ্রগামী হয়ে সেগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কণা বা

লোকের সংযোগ প্রক্রিয়াতে এটা সর্বপ্রথম আবশ্যক হয় অর্থাৎ বিদ্যুৎ অথবা উষ্মার অভাবে কোনো সংযোগ কর্মই হওয়া সম্ভব নয়। এই তত্ত্ব যে পদার্থ-কণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তাকে নিজের গুণের সঙ্গে যুক্ত করে নিজের মতো বানিয়ে নেয় বা বানানোর চেষ্টা করে। মহর্ষি স্থৌলাষ্ঠীবির মতানুসারে এটা কোনো পদার্থকে ভেজাতে পারে না অর্থাৎ সবকিছুকে শুকিয়ে দেয়। মহর্ষি শাকপূণির মতকে উদ্ধৃত করে মহর্ষি য়াস্ক বলেছেন যে এটা বিভিন্ন পদার্থের প্রাপক, বাহক, সেগুলোকে প্রকট করে অর্থাৎ দেখায় এবং জ্বালায়। এইসব গুণের ব্যাখ্যা বিজ্ঞ পাঠক স্বয়ং করতে পারবেন। এখানে আমার প্রয়োজন বৈদিক রশ্মি বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করা পর্যন্ত সীমিত থাকা, পঞ্চমহাভূতের উপরে অতি বিস্তারভাবে চর্চা করা নয়, এই কারণে এইটুকু ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। ধ্যাতব্য হল, মহর্ষি সুশ্রুত 'সত্ত্বরজোবহুলোऽগ্নিঃ' (সুশ্রুত সংহিতা – শারীরস্থানম্ ১.২৭) বলে একে সত্ত্ব ও রজস্ প্রধান বলেছেন। এই কারণে এটা বিশেষ ভাবে প্রকাশ ও ক্রিয়া যুক্ত হয় তথা এর দ্রব্যমান অত্যল্প হয়। এরমধ্যে বিশেষ ধারক গুণও আছে।

এখানে আমি ঊর্জা, বিশেষ করে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তথা বিদ্যুতের বিষয়ে বৈদিক বিজ্ঞানের মত প্রস্তুত করেছি। এই মত সূত্র রূপে আছে। 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যুতের স্বরূপ, গুণ এবং এর উৎপত্তি প্রক্রিয়ার উপরে সবিস্তারে পর্যাপ্ত বিচার করা হয়েছে। পাঠক সম্পূর্ণ গ্রন্থকে পড়ে স্বয়ং এর অনুভব করতে পারবেন। বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন পাঠক আমার সেই গ্রন্থকে পড়ে বিদ্যুৎ ও ঊর্জার বিষয়ে কয়েক দশক পর্যন্ত গম্ভীর অনুসন্ধান করতে পারবেন। অন্যদিকে ঊর্জা তথা বিদ্যুৎ দুটো বিষয়েই বর্তমান বিজ্ঞানের এখনও অনেক কিছু জানা বাকি আছে। রিচার্ড পি. ফাইনমেন এই

Vaidic Physics Youtube Channel

সত্যকে সহৃদয়ে স্বিকার করেছেন –

‘‘We could say that we do not yet know the laws of electricity.’’

(Lectures on Physics – Vol. I, Pg. 593)

‘‘It is important to realise that in physics today, we have no knowledge of what energy is.’’

(Lectures on Physics – Vol. I, Pg. 40)

ফাইনমেনের এই কথন হল সেই সময়ের যখন বর্তমান বিজ্ঞান ঊর্জা ও বিদ্যুতের বিষয়ে অনেক কিছু জানে তথা এগুলোর ভরপুর প্রয়োগ-উপভোগও করছে। আমার মনে হয় যে এর অপূর্ণ জ্ঞানের উপর আধারিত টেকনিকই ঊর্জা ও বিদ্যুতের উপভোগে বিভিন্ন দুষ্প্রভাবও উৎপন্ন করছে। যখন অগ্নি তত্ত্বের পূর্ণ জ্ঞান হয়ে যাবে, তখন সম্ভবতঃ আমরা বর্তমান দুষ্প্রভাব থেকে বাঁচতে পারবো।

৪. জল (আপঃ)

বৈদিক বাঙময়ের মধ্যে একে প্রায়শঃ ‘আপঃ’ নামে সম্বোধন করা হয়েছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন তথা উপনিষদের মধ্যে ‘আপঃ’ শব্দেরই ব্যবহার হয়েছে। য়োগদর্শনের ৩.৪৪ সূত্রের মহর্ষি ব্যাস ভাষ্যের মধ্যে ‘জলম্’ পদের ব্যবহার হয়েছে। এখন সর্বপ্রথমে আমি ‘আপঃ’ কিংবা জলের বিষয়ে ঋষিদের মতকে উদ্ধৃত করবো –

১. অগ্নিঃ পূর্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ (অগ্নিঃ) সন্ধানম্ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭.৩.২; তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১.৩.৩)

২. অগ্নে পিত্তমপামসি (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪.৬.১.২)

৩. অগ্নেরাপঃ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৮.২; তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২.১.১)

Vaidic Physics Youtube Channel

৪. আপো বৈ সর্বা দেবতাঃ (কাঠক সংহিতা ২৫.৩, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.১৬; কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১১.৪; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.২.৪.৩)

৫. আপো বৈ সর্বে কামাঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.৫.৪.১৫), আপোऽন্নম্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬.৩০)

৬. আপো ऽসি জন্মনা বশা, সা য়জ্ঞম্ গর্ভমধত্থাঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.১৩.১৫)

৭. আপো হ বাऽইদমগ্রে সলিলমেবাস (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.১.৬.১)

৮. আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪.১.৫.১)

৯. ইন্দ্রিয়ম্ বা আপঃ (কাঠক সংহিতা ৩২.২)

১০. ইমে বৈ লোকা অপ্সু প্রতিষ্ঠিতাঃ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১.২২.৮৫)

১১. ইয়ম্ (পৃথিবী) বা এতাসাম্ (অপাম্) পাত্রম্ (কাঠক সংহিতা ৩২.৭)

১২. চত্বারি বা অপাংরূপণি। মেঘো বিদ্যুত্ স্তনয়িত্নুর্বৃষ্টিঃ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১.২৪.৯৯)

১৩. তা (আপঃ) মিথুনমৈচ্ছন্ত। তা মিত্রাবরুণাবুপৈতাম্। তা গর্ভমদধত। ততো রেবতয়ঃ পশবোऽসৃজ্যন্ত (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১৪০)

১৪. ত্রয়ীর্বা আপো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ সমুদ্রিয়াঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩.৬.৩)

১৫. য়োষা বাऽআপো বৃষাগ্নিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.১.১.১৮; ২.১.১.৪)

১৬. বিদ্যুদ্বাऽ অপাম্ জ্যোতিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৫.২.৪৯)

১৭. অগ্নির্বা অপামায়তনম্। আপো বা অগ্নেরায়তনম্ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১.২২.৭৮,৭৯)

১৮. অপাং হ্যেষ গর্ভো য়দগ্নিঃ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.১.৫.৮)

এই প্রমাণগুলোর উপর বিচার করলে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

Vaidic Physics Youtube Channel

১. অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং মূলকণা তথা আদিত্য (নক্ষত্র) লোকের নির্মাণ হওয়ার মাঝে আপঃ অবস্থা উৎপন্ন হয়। এইজন্য এই অবস্থাকে সন্ধি বলা হয়েছে। এই অবস্থাকে উৎপন্ন করতে বিদ্যুতের ভূমিকা আছে। এর উপর গম্ভীর ভাবে বিচার করলে স্পষ্ট হয় যে বিভিন্ন আয়ন এবং এটমের অবস্থাকেই জল (আপঃ) মহাভূত বলা হয়েছে।

২. [পিত্তম্ = তেজঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৭.৬)] 'আপঃ' নামক উপরোক্ত অবস্থাযুক্ত পদার্থের মধ্যে যেসব তেজ বিদ্যমান থাকে, সেটা অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুৎ অথবা প্রকাশাদি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের কারণেই হয়, নিজের স্বয়ংয়ের কারণে নয়। 'আপঃ' পরমাণুগুলোর (আয়ন এবং এটম) মধ্যে বিদ্যুৎ অথবা ঊর্জা ছাড়া কোনো ক্রিয়াই হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য অগ্নিকে 'আপঃ' পরমাণুর তেজের রূপ বলা হয়েছে। এখানে 'আপঃ' অর্থ প্রাণ রশ্মিও গ্রহণ করা যেতে পারে। এমন বলাও হয়েছে – প্রাণা বা আপঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৯.৯.৪; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.২.৫.২; জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ৩.২.৫.৯)

সেই পরিস্থিতিতে অগ্নিকে প্রাণের তেজ অর্থাৎ প্রাণ রশ্মিগুলো থেকে উৎপন্ন তেজ মানা উচিত।

৩. অগ্নি মহাভূতের পশ্চাৎ তথা সেই অগ্নি মহাভূত থেকেই আপঃ (জল) মহাভূতের উৎপত্তি হয়। এর অভিপ্রায় হল বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তথা মূলকণার উৎপত্তির পশ্চাৎ তথা এগুলো থেকেই বিভিন্ন আয়ন এবং এটম উৎপন্ন হয়।

৪. আপঃ পরমাণুগুলোর (আয়ন/এটম) মধ্যেও সব প্রকারের প্রাণ ও ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান থাকে। এগুলোর মধ্যে পূর্বোক্ত আকাশ, বায়ু এবং অগ্নি

Vedic Physics Volume Channel

মহাভূতও বিদ্যমান থাকে।

৫. সব প্রকারের আপঃ পরমাণু(আয়ন এবং এটম) সূক্ষ্ম দীপ্তি তথা আকর্ষণাদি বলযুক্ত হয়। সেগুলো সর্বদা পরস্পর সংযোগের জন্য তৎপর থাকে অর্থাৎ সেগুলো স্বতন্ত্র অবস্থায় না থেকে বিভিন্ন যুগ্ম (অণু বা মলিকিউল) তৈরির চেষ্টা করতে থাকে।

৬. এই কণাগুলো উৎপন্ন হতেই নিজের দীপ্তি কামনাদি গুণযুক্ত হয়। এই কারণে এগুলো বিভিন্ন সংযোগাদি কর্মকে নিজের গর্ভে ধারণ করে থাকে। এগুলোর ভিতরেই সম্পূর্ণ সৃষ্টি-যজ্ঞের গর্ভ লুকানো থাকে। বিভিন্ন প্রকারের সঘন রূপ ধারণ করে এই আপঃ পরমাণুর দ্বারা বিভিন্ন পদার্থ প্রকট হয়।

৭. যখন অগ্নি মহাভূত থেকে এই মহাভূতের উৎপত্তি হয়, তখন এর পরমাণু রূপ আয়ন এবং এটম বিভিন্ন সলিল রূপে প্রকট হয়। এর অভিপ্রায় হল সেইসময় সম্পূর্ণ অন্তরিক্ষের মধ্যে এই আয়ন বা এটমগুলোর মহাসমুদ্রের মতো উৎপন্ন হয়ে যায়। এমন মনে হয় যেন সেই মহাসমুদ্র রূপী সলিলের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড লীন হয়ে যাচ্ছে, যেটা ক্রমে-ক্রমে প্রকট হবে। এই মহাসমুদ্রের মধ্যে অসংখ্য মাত্রায় কণাগুলো ক্রমাগত গতিমাণ থাকে।

৮. এইভাবে সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে বিদ্যমান আপঃ পরমাণু শুরুতে তীব্র ঊর্জা-বল সম্পন্ন হয় না, বরং সেগুলোতে অগ্নি মহাভূত ধীরে-ধীরে ঊর্জার সঞ্চারণ করতে থাকে, যারফলে সেই আয়ন এবং এটমগুলো উত্তেজিত হতে থাকে আর অগ্রিম ধাপের পদার্থের নির্মাণ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে সেই উত্তেজিত আপঃ পরমাণু নিজের দ্বারা উৎপন্ন অগ্রিম ধাপের পদার্থের পরমাণুগুলোকে ঊর্জা প্রদান করতেও প্রবৃত্ত হতে থাকে।

Vedic Physics Youtube Channel

৯. সব আয়ন এবং এটম ইন্দ্রিয় রূপ হয় অর্থাৎ অগ্রিম পদার্থকে উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। সেগুলো এই জন্য বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আদি বল যুক্ত হয়।

১০. এই সমগ্র লোক অর্থাৎ ভূরাদি বিভিন্ন ব্যাহৃতি তথা ছন্দ রূপ রশ্মিগুলো এই উপরোক্ত আয়ন এবং এটমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বা ব্যাপ্ত থাকে। একইসঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন লোক, গ্যালাক্সি আদি বিশাল লোক সমূহ সবদিক থেকে এই আপঃ পরমাণুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এর তাৎপর্য হল সমগ্র লোক-লোকান্তর আপঃ পরমাণু দিয়ে পরিতঃ/সর্বতঃ ব্যাপ্ত থাকে তথা সেগুলো দিয়েই তৈরি হয়।

১১. অগ্রিম ধাপের মহাভূত পৃথিবী এই আপঃ পরমাণুর আধার হয় অর্থাৎ আপঃ পরমাণু পার্থিব পরমাণুগুলোর মধ্যে ভরা থাকে।

১২. এই সৃষ্টির মধ্যে আপঃ পরমাণু চার রূপে প্রাপ্ত হয় –

মেঘ– কিছু পরমাণু অন্তরিক্ষের মধ্যে মেঘ রূপে বিদ্যমান থাকে, যেগুলো আয়নিক ক্লাউড রূপে পরিচিত। এর থেকে কালান্তরে বিভিন্ন লোকের নির্মাণ সম্ভব হয়।

বিদ্যুৎ – এগুলো আয়ন রূপে বিভিন্ন লোককে চারিদিক থেকে ব্যাপ্ত করে। এগুলো লোক তথা প্রাণী এবং উদ্ভিদের ভিতরে বিদ্যমান থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়াকে সম্পাদিত করে সেগুলোকে পোষণ ও রক্ষণ করে।

স্তনয়িত্নু – এগুলো মেঘরূপ পদার্থের মধ্যে তীব্র গর্জনাযুক্ত বিদ্যুৎকে উৎপন্ন করে। মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের গর্জন এগুলোর কারণেই হয়। এগুলোর ঊর্জা তীব্রতর হয়, এই কারণে এগুলো প্রবল ভেদন শক্তি সম্পন্ন হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

বৃষ্টি – এই আপঃ পরমাণু এই অন্তরিক্ষের মধ্যে বিভিন্ন লোক থেকে নিরন্তর আতে-বর্ষণ করতে থাকে। পৃথিবীলোকের উপরে পরে এমন অনেক কসমিক পার্টিকল বা আয়ন এগুলোরই রূপ হয়।

১৩. সেই আপঃ পরমাণু নিরন্তর মিথুন/যুগ্ম তৈরির ইচ্ছাকারী হয়। প্রাণ-অপান ও ব্যান-উদান রশ্মি সেগুলোর যুগ্মকে নির্মিত করতে প্রবৃত্ত হয় এবং সেগুলোর যুগ্ম তৈরি করে। এরফলে সেগুলো বিভিন্ন তেজযুক্ত কিরণ রূপী গর্ভকে ধারণ করে বিবিধ প্রকারের পশু অর্থাৎ দ্রষ্টব্য কণাকে উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। সেই কণা [রেবত্যঃ = রেবত্য আপঃ (ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ১.২.২.২)] বিভিন্ন গর্জন যুক্ত নদীরূপ ধারার রূপ ধারণ করে এই বিশাল অন্তরিক্ষের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে।

১৪. এখানে আপঃ পরমাণুকে নিম্নানুসারে তিন প্রকারের বলা হয়েছে –

দিব্য–যে আয়ন সূর্যাদি প্রকাশিত লোকের মধ্যে বিদ্যমান হয়ে সেগুলোর পোষণ করে, তাকে দিব্য আপঃ বলা হয়। নক্ষত্রের মধ্যে ঊর্জার উৎপাদন এগুলোর একত্রীকরণের কারণে হয়।

পার্থিব – যে আয়ন পৃথিবী আদি গ্রহ অথবা উপগ্রহাদি লোকের মধ্যে বিদ্যমান থেকে বিভিন্ন প্রকারের ভূগর্ভীয় এবং জৈবিক আদি ক্রিয়াকে সম্পাদিত করে, তাকে পার্থিব আপঃ বলা হয়।

সমুদ্রীয় – যে আয়ন [সমুদ্রঃ = অন্তরিক্ষনাম (নিঘন্টু ১.৩)] অন্তরিক্ষের মধ্যে নিরন্তর বিচরণ করে তথা এক লোক থেকে অন্য লোকে যার গমনাগমন হয়, তাকে সমুদ্রীয় আপঃ বলা হয়।

১৫. এই আপঃ পরমাণু য়োষা রূপ হয়ে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ রূপী বৃষার সঙ্গে নিরন্তর সংযোগ করতে থাকে। সেই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বিভিন্ন আয়ন

Vedic Physics Youtube Channel

এবং এটমকে উত্তেজিত করে বিভিন্ন পদার্থকে উৎপন্ন করতে সক্ষম করে তোলে।

১৬. একে দ্বিতীয় সংখ্যাতে বর্ণিত বচনের সমান বুঝে নিবেন।

১৭. অগ্নি তত্ত্ব এই আপঃ পরমাণুর আয়তন হয় অর্থাৎ ঊর্জা বা বিদ্যুদাবেশ বিভিন্ন আয়ন বা এটমের মধ্যে রমা হয়ে থাকে। একইসঙ্গে বিভিন্ন আয়ন বা এটম ঊর্জা বা বিদ্যুদাবেশের মধ্যেই রমে থাকে অর্থাৎ ঊর্জা ও আবেশ এগুলোর মধ্যে সর্বতঃ ব্যাপ্ত থাকে।

১৮. বিদ্যুদাবেশ বা ঊর্জা বিভিন্ন আপঃ পরমাণুর মধ্যে গর্ভরূপ হয়ে বিদ্যমান থাকে। এর তাৎপর্য হল এই ঊর্জা যদি এটম বা আয়নের মধ্যে বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সেগুলো কোনো পদার্থকে উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে না। একইসঙ্গে সেগুলো কোনোরূপ কোনো ক্রিয়াকে সম্পাদিত করতে পারবে না।

এই উপরোক্ত আঠারো বিন্দুর উপরে বিচার করলে এই মত পুষ্ট হয় যে আয়নিক বা এটমিক স্টেট-কে আপঃ (জল) মহাভূত বলা হয়েছে। এখন আমি জল ও আপঃ বিষয়ে ঋষি দয়ানন্দের বিচারকে উদ্ধৃত করবো। তিনি সত্যার্থ-প্রকাশের প্রথম সমুল্লাসে ঈশ্বরের নামের মধ্যে 'জল' শব্দের ব্যুৎপত্তি করে লিখেছেন –

'জলতি ঘাতয়তি দুষ্টান্ সম্ঘাতয়তি অব্যক্তপরমাণ্বাদীন্ তদ্ ব্রহ্ম জলম্'

এই ব্যুৎপত্তি ব্রহ্ম রূপ জলের জন্য হয়েছে। এখানে আমরা যদি জল মহাভূতের বিষয়ে বিচার করি, তাহলে বিভিন্ন পরমাণুকে ভঙ্গ অথবা সংযুক্তকারী পদার্থ আপঃ সিদ্ধ হয়। এই গুণ আয়নের মধ্যে সর্ববিদিত আছে, এই কারণে আয়নকে জল বলা একদম উচিত হবে। অন্যদিকে ঋষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ

Vaidic Physics Youtube Channel

২৭.২৬ মন্ত্রের ভাষ্যে 'আপঃ' পদের অর্থ 'ব্যাপ্তিশীলাঃ সূক্ষ্মাস্তন্মাত্রাঃ' করেছেন। এরদ্বারাও আমার মতের পুষ্টি হয় যে আয়ন বা এটমই হল আপঃ (জল) মহাভূতের পরমাণু। এই আয়ন হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে ভারী তত্ত্বেরও হতে পারে। সত্যার্থপ্রকাশের অষ্টম সমুল্লাসের অনুসারে জলের একটা অণুর মধ্যে সর্বমোট চার দ্বয়ণুক অর্থাৎ সর্বমোট ৪৮০ প্রকারের প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি আছে। এত রশ্মির সংঘাতে স্বাদ গুণ প্রকট হয়ে যায়, এটা হল আমার মত। এখানে রশ্মির সংখ্যা সবথেকে লঘু আয়ন অথবা এটমে মানা উচিত। বড় আয়ন ও এটমে এটা অধিক হতে পারে, কিন্তু ৬০০ অথবা ৭২০ থেকে কম হবে। সেটা আয়ন ও এটম রূপেই হোক না কেন যদি এর সমান হয়, তাহলে সেটা পৃথিবী মহাভূতের রূপ প্রাপ্ত করে নিবে।

প্রশ্ন – মহর্ষি কণাদ আপঃ মহাভূতের গুণের বিবেচনায় বলেছেন –

রূপরসস্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ (বৈশেষিক দর্শন ২.১.২),
অপ্সু শীততা (বৈশেষিক দর্শন ২.২.৫)

অর্থাৎ রূপ, রস, স্পর্শ, দ্রবত্ব ও স্নিগ্ধতাকে জলের গুণ বলেছেন তথা এর একটা লক্ষণ শীতলতাও বলেছেন। আয়ন বা এটমের মধ্যে এই চারটা গুণ, বিশেষ করে রস ও শীতলতা কিভাবে সিদ্ধ হবে?

উত্তর – সর্বপ্রথমে আমরা 'রস' শব্দের উপরে বিচার করবো –

রসঃ = অন্ননাম (নিঘন্টু ২.৭)
= সর্বদ্রব্যসারঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৮.৯)

এই দুটো বিন্দুর দ্বারাও আপঃ মহাভূত যে আয়ন বা এটম রূপ হয় সেটা সিদ্ধ হয়। অন্নত্ব অর্থাৎ সংযোজকতার গুণ এগুলোর মধ্যে সর্ববিদিত আছে।

Vaidic Physics Youtube Channel

সম্পূর্ণ সৃষ্টির সমগ্র লোক এগুলোর দ্বারাই নির্মিত হওয়ার জন্য এই 'আপঃ' সম্পূর্ণ পদার্থের সার রূপ হওয়াতে রস গুণযুক্ত সিদ্ধ হয়। এই 'রস' শব্দ 'রস আস্বাদনস্নেহনয়োঃ' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এরদ্বারা আস্বাদন ও স্নেহন উভয় গুণের হওয়া সিদ্ধ হয়। 'স্নেহন' সংযোজনেরই রূপ হয়, যা এটাই সিদ্ধ করে যে রস গুণযুক্ত পদার্থ পরস্পর স্নেহ অর্থাৎ আকর্ষণযুক্ত হয়। আমি এটা আয়ন বা এটমের মধ্যে সিদ্ধ করেছি। যদি স্বাদের কথা ধরি, তাহলে মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস বলেছেন –

মিথুনম্ বৈ স্বাদু (ঐতরেয় আরণ্যক ১.৩.৪)

অর্থাৎ যুগ্ম তৈরির গুণই স্বাদ হয়, যেটা আমার আপঃ পরমাণুর মধ্যে অনেকবিধ সিদ্ধ করা হয়ে গেছে। যদি কোনো পাঠক রসনা (জিহ্বা) দ্বারা গ্রহণ করা স্বাদমাত্রকেই জলের গুণ মনে করেন, তবুও আমার মত হল আমাদের রসনা দিয়ে যেকোনো পদার্থের ক্রিয়া করলে আয়নিক অবস্থা উৎপন্ন হয় আর সেই অবস্থাতেই স্বাদের অনুভূতি হয়। আমার মতে এই সৃষ্টির প্রত্যেক আয়ন বা এটমের মধ্যে কোনো-না-কোনো স্বাদ গুণ অবশ্যই আছে, সেটা যতই অতি সূক্ষ্ম বা অব্যক্তই হোক না কেন।

দ্বিতীয় তথ্য এটাও হয় যে প্রত্যেক প্রাণীর স্বাদ গ্রহণ করার নিজ-নিজ সীমিত ক্ষমতা আছে। আমরা যে স্বাদকে গ্রহণ করতে পারবো না, তাই তারমধ্যে কোনো স্বাদই নেই, এটা ভাবা মিথ্যা হবে। স্বাদ কাকে বলে? তাকে গ্রহণ করার বিজ্ঞান কি? বর্তমান বিজ্ঞান এই বিষয়ে খুবই কম জানে। রসায়ন-শাস্ত্রের অন্তর্রাষ্ট্রীয় স্তরের এক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, মেডিক্যাল কলেজের ফিজিওলোগি বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রফেসরের সঙ্গেও চর্চা করার পশ্চাৎ আমার এই মত তৈরি হয়েছে। যেদিন বর্তমান বিজ্ঞান স্বাদ এবং তার বিজ্ঞানকে গম্ভীর

Vedic Physics Youtube Channel

ভাবে জানবে, তখন তার আমার মতের সত্যতার বোধ হবে যে প্রত্যেক আয়নের স্বাদ গুণ আছে। কোনো আয়ুর্বেদজ্ঞও যেন স্বাদকে ছয়টা সংখ্যার মধ্যেই সীমিত না ভাবেন, কারণ স্বাদ অনেক হতে পারে।

রস গুণের চর্চার পশ্চাৎ আমরা শীত গুণের উপরেও বিচার করবো। এই বিষয়ে আমার মত হল যদি কোনো আয়ন বা এটমের মধ্যে ঊর্জা না থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই শীতল হবে, কখনও উষ্ণ হবে না। এই কারণে শীততা হল আপঃ (জল) মহাভূতের স্বাভাবিক গুণ। তার মধ্যে উষ্ণতা হওয়া কেবল অগ্নির সানিধ্যের কারণেই সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পক্ষ এই হল যে 'শীত' শব্দ 'শ্যৈঙ্গতৌ' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এরদ্বারা ক্রমাগত গতিশীতলতাকেও শীততার পর্যায়বাচী মানা যেতে পারে। একে দ্রব্যত্বও বলা হয়। অন্তিম গুণ স্নিগ্ধতা অর্থাৎ স্নেহপন বলা হয়েছে।

এরও অভিপ্রায় এটাই হয় যে আপঃ মহাভূতের পরমাণু একে-অপরের প্রতি আকর্ষণের ভাব রাখে কিংবা একে-অপরের উপরে পড়তে-পড়তে গতি করে, এই কারণেও আয়ন বা এটম আপঃ অর্থা ৎ জল মহাভূতের পরমাণু হয়। প্রায় সব বিদ্বানরা লোকপ্রসিদ্ধ জলকেই (ওয়াটার) জল (আপঃ) মহাভূত ভেবে নেওয়ার ভ্রান্তি করেছেন, কিছু বিদ্বান তো প্রত্যেক তরল পদার্থকে জল মহাভূত মেনে নিয়েছেন। তারা এটা ভাবেননি যে প্রত্যেক শক্ত পদার্থও গরম হয়ে তরল অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে পারে আর প্রত্যেক তরল পদার্থও জমে গিয়ে শক্ত হতে পারে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এবং বেদের বিভিন্ন শাখার গম্ভীর অধ্যয়নের অভাবে দর্শনগুলোকে বুঝতে ভারী ভ্রান্তি হয়েছে ও হচ্ছে।

এখন এই মহাভূতের উৎপত্তির বিষয়ে মহর্ষি ব্রহ্মার বচন উদ্ধৃত করবো –

চতুর্থমাপো বিজ্ঞেয়ম্ জিহ্বা চাধ্যাত্মমুচ্যতে।

বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান

Vaidic Physics Youtube Channel

অধিভূতম্ রসশ্চাত্র সোমস্তত্রাধিদৈবতম্।।২১।।

(মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব, অনুগীতা পর্ব, অধ্যায় – ৪২)

অর্থাৎ চতুর্থ মহাভূতকে আপঃ বলা হয়েছে। এর উৎপত্তির সময় প্রাণীদের শরীরে ক্রিয়াশীল রসনেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। এই সময় রস অর্থাৎ স্বাদ গুণ (যার চর্চা আমি পূর্বে করেছি) তথা সোম তত্ত্বেরও উৎপত্তি হয়। এখানে সোমের অর্থ মরুদ্ রশ্মি হয় না, বরং বৃত্রাসুর সংজ্ঞক বিশাল আসুর মেঘ হয়। অসুর তত্ত্বের বিষয়ে পরে যথাস্থানে লেখা হবে। এর বিষয়ে মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্যের কথন হল –

বৃত্রো বৈ সোম আসীত্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৪.৩.১৩)

অন্যদিকে মহর্ষি ভৃগু আপঃ মহাভূতের উৎপত্তির বিষয়ে বলেছেন –

অগ্নিঃ পবনসম্যুক্তঃ খম্ সমাক্ষিপতে জলম্।
সোঽগ্নিমারুতসম্যোগাদ্ ঘনত্বমুপপদ্যতে।।১৫।।

(মহাভারত, শান্তি পর্ব, মোক্ষধর্ম পর্ব, অধ্যায় – ১৮৩)

অর্থাৎ পূর্বোক্ত অগ্নি তত্ত্ব বায়ু তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঘনত্বকে প্রাপ্ত করে আকাশের মধ্যে জল মহাভূতের রূপে প্রকট হয়ে ভালো করে লাফাতে থাকে অর্থাৎ সেই সঘন হওয়া পদার্থ আকাশের মধ্যে তরল রূপে (দ্রব্য, গ্যাস বা প্লাজমা অবস্থায়) প্রবাহিত হতে থাকে। ধ্যাতব্য হল, বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞানের ভাষাতে হাওয়াও তরলেরই রূপ হয়, কারণ এটাও চাপে পড়ে নিজের আকার পরিবর্তন করে। তরলের এই পরিভাষা আমি দিনাঙ্ক ২০.০৭.২০১৪ ডিসকভারি সাইন্স চ্যানেলেও শুনে ছিলাম।

এখানে ধ্যাতব্য হল জল মহাভূত উৎপন্ন হওয়ার সময় বিশেষ উষ্ণ হয়

Vaidic Physics Youtube Channel

না, বরং কিছু সময় পশ্চাৎ অগ্নি তত্ত্বের বিশেষ সংযোগে সেটা ধীরে-ধীরে তপ্ত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াতে 'ওম্'–এর সঙ্গে-সঙ্গে অহংকার, আকাশ তত্ত্ব, বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দ রশ্মি আদি সবার ভূমিকা থাকে। সর্বপ্রেরক রূপে ঈশ্বর তত্ত্বের সর্বত্র অনিবার্য ভূমিকা তো আছেই, যিনি 'ওম্' রশ্মির মাধ্যমে সবার সঞ্চালন ক্রমাগত করতে থাকেন। মহর্ষি সুশ্রুত

সত্ত্বতমোবহুলা আপঃ (সুশ্রুত সংহিতা শারীরস্থানম্ ১.২৭)

বলে বিভিন্ন আয়ন বা এটম রূপী আপঃ মহাভূতকে সত্ত্ব এবং তমোগুণ প্রধান বলেছেন। এই কারণে এরমধ্যে প্রকাশ ও দ্রব্যমানের মাত্রা অধিক তথা ক্রিয়াশীলতা অগ্নি তত্ত্বের থেকে কম আছে। এরমধ্যে ধারণ ও আকর্ষণ বল তুলনামূলক ভাবে অধিক আছে।

প্রশ্ন – আপনার দৃষ্টিতে লোকপ্রচলিত জল(ওয়াটার) কোন মহাভূতের অন্তর্গত হবে?

উত্তর – যদিও এরমধ্যে আয়নের স্থানে মলিকিউল আছে, কিন্তু এটা প্রত্যেক বিলেয় পদার্থকে আয়নের মধ্যে বিভাজিত করার চেষ্টা করে তথা এর অন্য সব গুণ জল মহাভূতের সমান হয়, এই কারণে একেও জল মহাভূত মানা উচিত।

৫. পৃথিবী

অবশেষে অন্তিম অর্থাৎ পঞ্চম মহাভূত পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। একে বৈদিক বাঙময়ের মধ্যে 'ভূমি' নামেও জানা যায়। সর্বপ্রথমে আমি এর বিষয়ে বিভিন্ন আর্ষ বচনগুলোকে উদ্ধৃত করবো –

১. অদ্ভিঃ পৃথিবীম্ (অন্বাভবৎ)

(কাঠক সংহিতা ৪৩.৪ – ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত)

Vaidic Physics Youtube Channel

২. অয়ম্ লোক ঋগ্বেদঃ (ষড্বিংশ ব্রাহ্মণ ১.৫)
৩. অয়ম্ বৈ লোকঃ সুক্ষিতিঃ অস্মিন্হি লোকে সর্বাণি ভূতানি ক্ষিয়ন্তি (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.১.২.২৪ – ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত)
৪. আপো বা ইদমাসন্ সলিলমেব, স প্রজাপতির্বরাহো ভূত্বোপন্যমজ্জৎ, তস্য য়াবন্মুখমাসীৎ তাবতীম্ মৃদমুদহরৎ সেয়ম্ (পৃথিবী) অভবৎ (কাঠক সংহিতা ৮.২)
৫. ইয়ম্ বা য়জ্ঞায়জ্ঞীয়ম্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১৭৩)
৬. ইয়ম্ বৈ বেদিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৩.১.১৫)
৭. ইয়ম্ উ বৈ য়জ্ঞো ऽস্যাꣳ হি য়জ্ঞস্তায়তে (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৪.১.৯)
৮. ইয়ম্ উ বাऽ এষাম্ লোকানাম্ প্রথমাসৃজ্যত (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৫.৩.১ – ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত)
৯. তদ্ য়দ্ বৈ ভূঃ ইতি তদয়ম্ লোকঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৩৬৪)
১০. পৃথিবী বা অন্নানাম্ শময়িত্রী (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ৬.১৪)
১১. পৃথিব্যসি জন্মনা বশা, সা ऽগ্নিম্ গর্ভমধত্থাঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.১৩.১৫)
১২. পৃষ্ঠম্ বা অয়ম্ অগ্নিরস্য লোকস্য (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.২৫২)
১৩. অগ্নিরেকাক্ষরয়া মামুদজয়দিমাম্ পৃথিবীম্ (কাঠক সংহিতা ১৪.৪)
১৪. পৃথিবী সমিত্ তামগ্নিঃ সমিন্ধে (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.৯.২৩)
১৫. অয়মেব (ভূলোকঃ) গায়ত্রী (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৭.৩.৯), জগতী হীয়ম্ (পৃথিবী) (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.২.১.২০), ত্রিষ্টুভীয়ম্ (পৃথিবী) (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.২.১.২০), গায়ত্রী বা ऽ ইয়ম্ (পৃথিবী) (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪.৩.৪.৯)

এই আর্ষ বচনগুলোর উপরে বিচার করলে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. আপঃ মহাভূত থেকে পৃথিবী মহাভূত উৎপন্ন হয়। আমি এটা পূর্বে লিখে

Vedic Physics Youtube Channel

যে বিভিন্ন আয়ন বা এটম আপঃ মহাভূত হয়। এই কারণে এগুলোর সংযোগ থেকে উৎপন্ন অণু (মলিকিউল) পৃথিবী মহাভূতের রূপ অর্থাৎ পার্থিব পরমাণু বলা হয়।

২. এই মহাভূতের পরমাণুর মধ্যে পূর্বোক্ত 'ঋক্' ছন্দ রশ্মির বাহুল্য আছে, অন্য ছন্দ রশ্মি কম আছে। সত্যার্থপ্রকাশের অনুসারে এর সূক্ষ্মতম রূপের মধ্যে সর্বমোট ৬০০ অথবা ৭২০ পরমাণু অর্থাৎ এত প্রকারের রশ্মি বিদ্যমান আছে। এর অধিক তো হতে পারে, কিন্তু কম নয়।

৩. এই মহাভূতের পরমাণু অন্য সব মহাভূতের নিবাস স্থান হয় অর্থাৎ বিভিন্ন মলিকিউলের মধ্যে সর্বদা বিভিন্ন আয়ন, ঊর্জা ও প্রাণাদি রশ্মির সঙ্গে আকাশও বিদ্যমান থাকে। অণুর ভিতরে এইসব পদার্থ স্বতন্ত্রাবস্থার তুলনায় অধিক উত্তম প্রকারে উপস্থিত থাকে অর্থাৎ এখানে সেগুলোর চাঞ্চল্যাদি গুণ তুলনামূলক ভাবে কম মাত্রায় থাকে।

৪. ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই মহাভূতের (মলিকিউল স্টেট) পূর্বে বিভিন্ন আয়ন সলিল রূপে বিদ্যমান হয় অর্থাৎ যেন সব মলিকিউল (পার্থিব পরমাণু) তারমধ্যেই লীন হয়ে যাচ্ছে। সেই সময় প্রজাপতি রূপী বাক্ ও মনস্তত্ত্ব বরাহ রূপ ধারণ করে।

বরাহঃ = অঙ্গিরসোऽপি বরাহা উচ্যন্তে (নিরুক্ত ৫.৪)
অঙ্গিরাঃ = সূত্রাত্মা প্রাণঃ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ২৭.৪৫),
অগ্নিঃ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১১.৬১),
প্রাণবলঃ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৬২.৫)

এর তাৎপর্য হল সেই সময় বিভিন্ন আপঃ পরমাণুর উপরে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি ঈশ্বর তত্ত্ব দ্বারা প্রেরিত মনস্তত্ত্ব

Vaidic Physics Youtube Channel

সূত্রাত্মাদি প্রাণ রশ্মিগুলোকে অধীনে নিয়ে সেগুলোকে আকাশের দ্বারা সংকুচিত করে অপেক্ষাকৃত সঘন রূপে প্রকট করে। এই সঘন রূপই পৃথিবী মহাভূত অর্থাৎ মলিকিউল স্টেট রূপে পরিচিত হয়। সেই সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিগুলো ছোট-ছোট প্যাকেট রূপে পরমাণুগুলোকে বেঁধে পার্থিব পরমাণুতে পরিবর্তিত করতে থাকে।

৫. এই পরমাণু অর্থাৎ বিভিন্ন মলিকিউল সংযোগ ও বিয়োগের প্রবৃত্তিযুক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থূল পদার্থ ও লোকের নির্মাণ করে।

৬. এই পরমাণু বিভিন্ন প্রকারের সূক্ষ্ম পরমাণু বা রশ্মি আদি পদার্থের জন্য বেদী রূপ হয়, কারণ এগুলোর মধ্যে সর্বদা সূক্ষ্ম পদার্থের আহুতি দেওয়া হতে থাকে। এই আহুতির দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বড় মলিকিউল তৈরি হতে থাকে। কালান্তরে এরথেকে বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন প্রাণী ও বনস্পতির শরীরের নির্মাণ হয়।

৭. বিভিন্ন মলিকিউল স্বয়ং বিভিন্ন আয়ন এবং প্রাণাদি রশ্মির সংঘাত হওয়াতে যজ্ঞ রূপ হয় তথা এরপর সম্পূর্ণ সৃষ্টি যজ্ঞ বিস্তৃত হয় অর্থাৎ এই মলিকিউলগুলো বিভিন্ন রশ্মি বা কণা আদি পদার্থের সঙ্গে সঙ্গত হতে-হতে বিভিন্ন পদার্থের নির্মাণ করে। সংযোগাদি প্রক্রিয়ার অভাবেও বিভিন্ন মলিকিউলের মধ্যে থেকে বিভিন্ন সূক্ষ্ম রশ্মির যাতায়াত নিরন্তর হতে থাকে।

৮. ব্যাহৃতি রশ্মি রূপ লোকের উৎপত্তির ক্রমে পার্থিব পরমাণুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকা 'ভূঃ' ব্যাহৃতি রশ্মি ও গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি সর্বপ্রথম হয়, তৎপশ্চাৎ 'ভুবঃ' আদি ব্যাহৃতি তথা ত্রিষ্টুবাদি ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয়। এখানে এই সংকেতও স্পষ্ট হয় যে এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে

Vaidic Physics Youtube Channel

অপ্রকাশিত গ্রহাদি লোক প্রকাশিত নক্ষত্র আদি লোকের পূর্বে উৎপন্ন হয়েছে। এই মত হল বর্তমান সৃষ্টি বিজ্ঞানের বিপরীত।

৯. বিভিন্ন মলিকিউলের মধ্যে 'ভূঃ' নামক ব্যাহৃতি রশ্মির বিশেষ প্রাধান্য আছে।

১০. মলিকিউলের ভিতরে বিদ্যমান বিভিন্ন আয়ন যেগুলো স্বতন্ত্রাবস্থায় অতি সক্রিয় বা ক্ষুব্ধ হয়, তুলনামূলক ভাবে অনেক শান্ত হয়। এগুলোর সঙ্গে পুনরায় অন্য আয়ন মিলিত হয়, সেগুলোও শান্ত ও সুষমকে প্রাপ্ত করে।

১১. যেকোনো পার্থিব পরমাণু(মলিকিউল) উৎপন্ন হতেই আকর্ষণ বল ও সূক্ষ্ম দীপ্তি যুক্ত হয়। কোনো ফোটন বা ইলেকট্রন তারসঙ্গে মিলিত হয়ে তারমধ্যে গর্ভের রোপণ করে দেয়, যারফলে সেই মলিকিউল উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এরফলে সেটা অন্য কণার সঙ্গে সঙ্গত হওয়াতে বিশেষ প্রবৃত্ত হয়ে বিভিন্ন পদার্থের নির্মাণ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

১২. প্রত্যেক মলিকিউল সবদিক থেকে ঊর্জার দ্বারা আবৃত্ত থাকে, সেই কারণে সেটা ক্রমাগত গতি ও কম্পন করতে থাকে অর্থাৎ কখনও পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় বা গতিহীন হয় না। একইসঙ্গে ঊর্জা ও বিদ্যুৎই এর আধার হয়।

১৩. এর ব্যাখ্যা আমি অগ্নি মহাভূতের প্রকরণে করেছি।

১৪. বিভিন্ন মলিকিউল জ্বালানি রূপ হয়, যাকে অগ্নি তত্ত্ব অর্থাৎ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ জ্বালায় বা প্রকাশিত করে। এর অভিপ্রায় হল এই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত পদার্থ রূপে এই মলিকিউলগুলোই হয়, কিন্তু এগুলোর মধ্যে প্রকাশ ফোটনেরই হয়, এগুলোর স্বয়ংয়ের হয় না। ধ্যাতব্য হল, পূর্বোক্ত আপঃ পরমাণুও ঠিক এইভাবেই প্রকাশিত হয়।

১৫. এগুলোর মধ্যে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী তিনটা ছন্দ রশ্মি প্রচুর মাত্রায়

Vedic Physics Youtube Channel

বিদ্যমান থাকে, তবুও এগুলোর মধ্যেও গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি সর্বাধিক মাত্রায় থাকে। ধ্যাতব্য হল, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্ আদি ছন্দ রশ্মির এখানে নিষেধ করা হয়নি। কিছু তত্ত্ববেত্তা ঋষিগণ তো অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মিরও বাহুল্য দেখিয়ে বলেছেন –

ইয়ম্ (পৃথিবী) বা ऽনুষ্টুপ্ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৮.৭.২; শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৩.২.১৬)।

সারাংশতঃ এরমধ্যে সমগ্র ছন্দ ও প্রাণ রশ্মি বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন – মহর্ষি কণাদ গন্ধকে পৃথিবী মহাভূতের গুণ উল্লেখ করে বলেছেন –

রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী (বৈশেষিক দর্শন ২.১.১),
ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাঁ গন্ধঃ (বৈশেষিক দর্শন ২.২.৩)

অর্থাৎ পৃথিবী মহাভূতের মধ্যে গন্ধ হল তার নিজ গুণ। বাকি শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও স্বাদ গুণ অন্য মহাভূতের কারণে বিদ্যমান থাকে। সব মলিকিউলই কি গন্ধযুক্ত হয়?

উত্তর – বর্তমান বিজ্ঞান 'গন্ধ' গুণের স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ আছে। তার দৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রাণীর নাসিকার মধ্যে গন্ধ গ্রহণকারী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। যখন কোনো অণু হাওয়াতে উড়ে সেই ছিদ্রগুলোতে গিয়ে বসে, সেই সময় গন্ধ গুণের অনুভূতি মস্তিষ্ক দ্বারা হয়। এর একটা নিশ্চিত প্রক্রিয়া আছে। যখন কোনো অণু সেই ছিদ্রের মধ্যে সঠিক ভাবে বসতে পারে না, তখন সেই অণুর গন্ধের জ্ঞান মস্তিষ্কের মধ্যে হতে পারে না। মানা হয় যে মানুষ দশ হাজার প্রকারের গন্ধের জ্ঞান করতে পারে। কুকুর আদি প্রাণীর গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা বিশেষ আছে। এখানে এটা মনে রাখতে হবে যে কোনো অণু (মলিকিউল) যদি আমাদের নাসিকার গন্ধগ্রাহী ছিদ্রের মধ্যে না আটে, তার গন্ধের অনুভব

Vaidic Physics Youtube Channel

আমাদের না হলেও, কিন্তু এরথেকে এটা সিদ্ধ হয় না যে তারমধ্যে গন্ধই নেই। এমন নির্ণয় নেওয়া সেইরকম মিথ্যা হবে যেমন আমাদের দাড়িপাল্লাতে কোনো বড় পদার্থ না আটে, তখন যদি আমরা এমন বলে দিই যে সেই পদার্থের মধ্যে কোনো ভারই নেই, কারণ আমাদের দাড়িপাল্লা সেটাকে তুলতে পাচ্ছে না। আমি মনে করি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটা অণুর মধ্যে গন্ধ অবশ্যই আছে, সেটা কোনো প্রাণী নাও অনুভব করতে পারে। অপবাদ রূপে যে অণুর মধ্যে গন্ধের গুণ নেই, তাকে আপঃ মহাভূতের শ্রেণীতে মানা উচিত। উদাহরণের জন্য আমি পূর্বে জলকে (ওয়াটার) আপঃ মহাভূতের রূপ দেখিয়েছি। এইদিকে যেসব এটম বা আয়নের মধ্যে ৬০০ অথবা ৭২০ প্রাণ ও ছন্দ রশ্মি আছে, আমার মতে সেটা আপঃ নয় বরং পৃথিবী মহাভূতের শ্রেণীতে আসবে আর তারমধ্যে গন্ধ গুণও প্রকট হবে।

পাঠকগণ! এটাও ধ্যানে রাখবেন যেকোনো মহাভূতের মধ্যে তারথেকে পূর্বে উৎপন্ন সব মহাভূতের অংশ বিদ্যমান থাকে, এই কারণে তারমধ্যে তারথেকে পূর্বের সব মহাভূতের গুণও বিদ্যমান থাকবে। আর তাই প্রত্যেক মলিকিউলের (পার্থিব পরমাণু) মধ্যে গন্ধের অতিরিক্ত আকাশের শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ তথা আপঃ মহাভূতের রস গুণও বিদ্যমান আছে।

এর উৎপত্তির বিষয়ে মহর্ষি ব্রহ্মার কথন হল –

পৃথিবী পঞ্চমম্ ভূতম্ ঘ্রাণশ্চাধ্যাত্মমুচ্যতে।
অধিভূতম্ তথা গন্ধো বায়ুস্তত্রাধিদৈবতম্।।২২।।

(মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব, অনুগীতা পর্ব, অধ্যায় – ৪২)

অর্থাৎ পৃথিবী হল অন্তিম এবং পঞ্চম মহাভূত। এর উৎপত্তির সময়ই প্রাণীদের শরীরের মধ্যে কার্যরত ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়েরও উৎপত্তি হয়। সেই সময় গন্ধ গুণও

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রকট হয় অর্থাৎ এই মহাভূতের উৎপত্তির পূর্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথাও গন্ধের প্রাদুর্ভাব হয় না। সেই সময় বায়ুর উৎপন্ন হওয়ার অর্থ হল পৃথিবী মহাভূতের উৎপত্তির পূর্বে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড বিভিন্ন আয়ন এবং এটমের প্লাজমা, গ্যাস বা তরলাবস্থা দিয়ে ভরা ছিল, সেই ব্রহ্মাণ্ড এখন মলিকিউল দিয়ে ভরে যায়। সর্বপ্রথমে সেই মলিকিউলগুলো গ্যাসীয় অবস্থাকেই ধারণ করে ধীরে-ধীরে সঘন রূপ ধারণ করতে থাকে। এখানে সেই গ্যাসীয় মলিকিউলার স্টেটকেই বায়ু নাম দেওয়া হয়েছে। এখানে বায়ু মহাভূতের ভ্রম কারও হওয়া উচিত নয়, এটা মনে রাখতে হবে। এই বিষয়ে মহর্ষি ভৃগুর কথন হল –

তস্যাকাশে নিপতিতঃ স্নেহস্তিষ্ঠতি য়োऽপরঃ।
স সম্ঘাতত্বমাপন্নো ভূমিত্বমনুগচ্ছতি।।১৬।।
(মহাভারত, শান্তি পর্ব, মোক্ষধর্ম পর্ব, অধ্যায় – ১৮৩)

এর অভিপ্রায় হল পূর্বোৎপন্ন স্নেহরূপ জল মহাভূত আকাশ, বায়ু ও অগ্নির দ্বারা সংকুচিত হয়ে সংঘাতকে প্রাপ্ত করে পার্থিব পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়। পাতঞ্জল য়োগ সূত্রের ৩.৪৪ ব্যাস ভাষ্যের মধ্যে পৃথিবীকে 'মূর্তিঃ ভূমিঃ' নাম দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরদ্বারা স্পষ্ট হয় যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সমস্ত লোক আদি মূর্তিমান পদার্থ পার্থিব পরমাণু দিয়েই তৈরি হয়েছে। ধ্যাতব্য হল, গন্ধ গুণই পৃথিবী মহাভূতের সর্বোপরি গুণ হয়, মূর্তিমান হওয়া আদি গুণ গৌণ তথা কালান্তরে উৎপন্ন হয়। আচার্য সুশ্রুত একে 'তমোবহুলা পৃথিবী' (সুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থানম্ ১.২৭) বলে তমোগুণ প্রধান বলেছেন। এই কারণে এর মধ্যে দ্রব্যমান সর্বাধিক তথা প্রকাশ ও ক্রিয়াশীলতা তুলনামূলক ভাবে কম হয়। এর মধ্যে ধারণ ও আকর্ষণ বলও তুলনামূলক ভাবে কম হয়। ধ্যাতব্য হল, এই গ্রন্থের মধ্যে আমি অনেকত্র 'পৃথিবী' দিয়ে সমস্ত অপ্রকাশিত কণা অর্থাৎ

Vedic Physics Youtube Channel

মূলকণাও গ্রহণ করেছি। সেই সন্দর্ভে পাঠক এমনই গ্রহণ করবেন।

এইভাবে এই পাঁচটা মহাভূত দিয়েই সম্পূর্ণ সৃষ্টি নির্মিত হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানের মধ্যে মূলকণা বলে পরিচিত কোয়ার্কস, লেপটনস বা ফোটনস আদিকে কোথাও অনাদি, আবার কোথাও নির্মিত হওয়া মানা হয়েছে। ইটারনাল ইউনিভার্স থিয়োরি এগুলোকে অনাদি মানে, অথচ বিগ-ব্যাং থিয়োরি এই কণাগুলোকে মূলকণা মানলেও অনাদি না মেনে নির্মিত হওয়া মানে, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান এই বিষয় নিয়ে প্রায় অনভিজ্ঞ যে এই মূলকণাগুলো কিভাবে আর কি দিয়ে তৈরি হয়েছে? মূলকণা থেকে প্রোটনস ও নিউট্রনস আদি দ্বিতীয়ক কণার তৈরির বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান বিচার করে অবশ্য। এইদিকে আমাদের বৈদিক বিজ্ঞান বর্তমান বিজ্ঞানের মূলকণার বিষয়ে অধিক গম্ভীরতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিচার করে। চলুন, এখন আমি মূল কণা এবং কোয়ান্টার উৎপত্তি প্রক্রিয়ার উপরে বৈদিক ভৌতিকীর মত প্রস্তুত করার চেষ্টা করবো।

ফোটন ও মূলকণা উৎপত্তির বৈদিক প্রক্রিয়া

‘বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ’ গ্রন্থের মধ্যে বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা মূলকণা বা ফোটন নির্মাণের বিষয়ে সবিস্তারে চর্চা করা হয়েছে। বর্তমান ভৌতিকী সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রারম্ভ হওয়ার সময়ই এগুলোর নির্মাণকে স্বীকার করে। এর দৃষ্টিতে মূলকণা ও কোয়ান্টার থেকে সূক্ষ্ম তথা এগুলোর উপাদান কারণভূত কোনো পদার্থের কোনো সম্ভাবনা নেই। এখানে এগুলোই হল সর্বপ্রথম উৎপন্ন সূক্ষ্ম পদার্থ, অথচ বৈদিক ভৌতিকীর মধ্যে মূলকণা ও কোয়ান্টা পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি প্রক্রিয়াতে অগ্নি মহাভূতের উৎপত্তি থেকে প্রারম্ভ হয় কিংবা এগুলো এরই দুই প্রকারের রূপ হয়। এগুলো উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে এই সৃষ্টির মধ্যে কাল ও মহত্ থেকে শুরু করে বায়ু মহাভূত পর্যন্ত কত প্রকারের পদার্থ উৎপন্ন

হয়েছে, এরথেকে পাঠক বুঝে গেছেন।

এখন এই গ্রন্থের আধারে মূলকণা ও তরঙ্গাণু নির্মাণের প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে দেখাবো। এই দুই প্রকারের পদার্থ অগ্নি মহাভূত রূপে হয়, একথা আমি অগ্নি মহাভূতের প্রকরণে ইঙ্গিত করেছি। এই দুই প্রকারের পদার্থের নির্মাণের প্রক্রিয়া মৌলিক রূপে সমান হয়। এই প্রক্রিয়ার সার নিম্নানুসারে হয় –

আমরা পূর্বে এই চর্চা করেছি যে অগ্নি মহাভূতের উৎপত্তি বায়ু মহাভূতের পশ্চাৎ সেই সময় পর্যন্ত উৎপন্ন পদার্থের বিশিষ্ট মিলন ও ঘনীভবন থেকে হয়। মূলকণা ও বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উৎপত্তির পূর্বে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড অনেক প্রকারের প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির রূপে বর্তমান হয়। এইসব রশ্মি মনস্তত্ত্ব বা অহংকারের মধ্যে সূক্ষ্মতম ছন্দ রশ্মি 'ওম্'–এর কারণে উৎপন্ন হয়। এই রশ্মিগুলোর তুলনা বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিচিত যেকোনো তরঙ্গের (ওয়েভ) সঙ্গে করা সম্ভব নয়, বরং এই রশ্মিগুলো হল সেই সমস্ত পদার্থের কারণ। বায়ু মহাভূত পর্যন্ত উৎপত্তি-প্রক্রিয়া হল বর্তমান বিজ্ঞানের যেকোনো সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ হওয়ার থেকে পূর্বের স্থিতি, বর্তমান বিজ্ঞান যার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। অস্তু।

বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির মিশ্রণ বায়ু নামে সর্বত্র প্রায় একরস ভরা থাকে। এখানে একরসের তাৎপর্য এই নয় যে কোথাও গতি বা ফ্লাকচুয়েশন হয় না, বরং এগুলো বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পদার্থ কোথাও না তো সঘন রূপকে ধারণ করে আর না সেটা কোনো তরঙ্গের ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। এই সময় সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর তত্ত্ব তাঁর সর্বাধিক নিকটস্থ 'ওম্' ছন্দ রশ্মি কিংবা কাল তত্ত্বের দ্বারা পদার্থ অর্থাৎ কণা বা কোয়ান্টার নির্মাণ হেতু বায়ু তত্ত্বকে প্রেরিত করতে থাকে। এই 'ওম্' ছন্দ রশ্মিগুলো সূত্রাত্মা বায়ু, নিবিদ্ এবং বৃহতী ছন্দ আদি

Vedic Physics Youtube Channel

রশ্মিকে প্রেরিত করে বায়ু তত্ত্বের মধ্যে অসংখ্য স্থানে চক্রণ (স্পিন) উৎপন্ন করা শুরু করে।

এই প্রক্রিয়ার তিনটা চরণ আছে, যারমধ্যে ক্রমশঃ গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী এবং জগতী ছন্দের বিশেষ ভূমিকা থাকে। কণার তুলনায় কোয়ান্টার মধ্যে রশ্মির ঘনত্ব ও মাত্রা কম থাকে, কিন্তু দুটোর নির্মাণ প্রক্রিয়া প্রায় সমান হয়। চক্রণ প্রারম্ভ হওয়ার পূর্বে একটা নিচৃত্ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি সম্পূর্ণ বায়ু তত্ত্বের মধ্যে একশোবার সর্বত্র স্পন্দিত হয়, তার পশ্চাৎই চক্রণ প্রারম্ভ হয়ে অনেক প্রক্রিয়া চলার পশ্চাৎ সর্বপ্রথমে তরঙ্গাণু উৎপন্ন হয়। তৎপশ্চাৎ লেপটন ও কোয়ার্ক আদি অন্য সব মূলকণা বলে পরিচিত কণাগুলোর উৎপত্তি হয়। কণা তৈরির প্রক্রিয়া সংক্ষেপে এইভাবে হয় –

সম্পূর্ণ অবকাশরূপ আকাশের মধ্যে যখন মনস্তত্ত্ব থেকে দিব্য বায়ু প্রকট হয়ে সর্বত্র ভরে যায়, তখন তারমধ্যে ঈশ্বরীয় প্রেরণায় প্রেরিত হয়ে কিছু সূক্ষ্ম রশ্মি সর্বত্র চক্রণ প্রক্রিয়া প্রারম্ভ করে দেয় আর চক্রণ প্রক্রিয়া যত তীব্র হতে থাকে, কণাগুলোর রূপ ফুটে উঠতে থাকে। এরমধ্যেও মূলকণার তুলনায় ফোটন আগে উৎপন্ন হয়, তারপর সম্পূর্ণ পদার্থের মধ্যে অনেক প্রকারের

বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান

Vaidic Physics Youtube Channel

স্পন্দনের ফলস্বরূপ বর্তমানে মূলকণা বলে পরিচিত কণাও উৎপন্ন হতে থাকে।

চক্রণ চলাকালীন যখন কোনো সংকোচিত সূক্ষ্ম ভাগের উপরে নিবিদ্ সংজ্ঞক সূক্ষ্ম রশ্মির প্রহার হয় আর সেই ঘনীভূত ভাগ গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির মধ্যে দিয়ে গমন করে, তখন সেই গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি ত্রিষ্টুপ্ এবং বৃহতী ছন্দ রশ্মিতে পরিবর্তিত হয়ে সেই ঘনীভূত ভাগকে নিজের ভিতরে ধারণ করে নেয়।

অন্যদিকে সেই নিবিদ্ রশ্মি সেই ঘনীভূত ভাগকে ক্রমাগত সামনে গতি প্রদান করে বৃহতী আর ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির ক্ষেত্র থেকে বাইরে করে দেয়। তখন বাইরে বের হওয়া সেই ঘনীভূত ক্ষেত্র মূলকণার রূপ ধারণ করে নেয়। অন্যদিকে ত্রিষ্টুপ্ এবং বৃহতী ছন্দ রশ্মি জগতী ছন্দ রশ্মিতে পরিবর্তিত হয়ে মূলকণা থেকে পৃথক হয়ে যায়। এই ঘনীভূত কণার গঠন স্থূল রূপে এই চিত্রের দ্বারা বোঝানো হয়েছে –

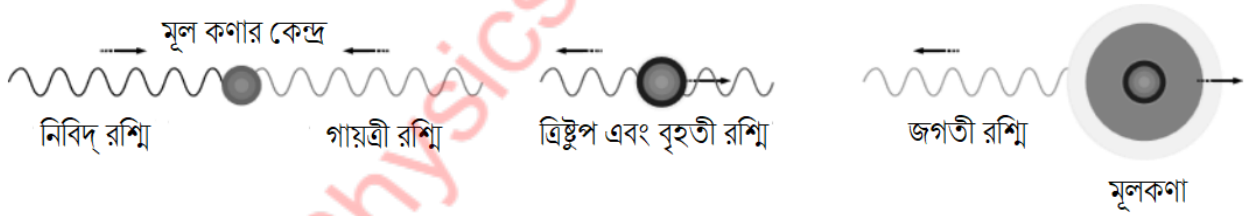

সেখানে তিনটা স্থানে পৃথক-পৃথক দৃষ্টিতে ঘনীভবন ক্রিয়া এবং এর দ্বারা বিভিন্ন কণা ও কোয়ান্টার নির্মাণকে বোঝানো হয়েছে। ‘বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ’ গ্রন্থের খণ্ড ৩.১৮ মধ্যে বিদ্যুৎ ধনাবেশিত, ঋণাবেশিত ও উদাসীন কণা বা কোয়ান্টার নির্মাণে ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দ রশ্মি বিশেষের ভূমিকাকে রেখাঙ্কিত করা হয়েছে। ধ্যাতব্য হল, ছন্দ রশ্মিগুলোকে সংকুচিতকারী কেবল সূত্রাত্মা বায়ু আর নিবিদাদি রশ্মিই হয় না, বরং প্রাণাপান-ব্যান আদি প্রাণ রশ্মিও এরমধ্যে

VaidicPhysics Youtube Channel

নিজের ভূমিকা পালন করে। যখন এই সংকোচনকারী প্রাণ রশ্মিগুলো সংকোচনযোগ্য রশ্মির তুলনায় দুর্বল হয়, তখন সংকোচন ক্রিয়া সম্ভব হয় না আর যখন সেগুলো অতীব সবল হয়, তখন তীব্র সংকোচনকে উৎপন্ন করে মূলকণাগুলোকে উৎপন্ন করে। যখন সংকোচনকারী রশ্মি সংকোচনযোগ্য রশ্মির তুলনায় সবল তো হয়, কিন্তু অতীব সবল হয় না, তখন তরঙ্গাণুর নির্মাণ হয়।

বিভিন্ন মূলকণা, আকাশ তত্ত্ব তথা তরঙ্গাণুর মধ্যে অর্থাৎ সর্বত্রই বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি যুগ্মের রূপে বিদ্যমান থাকে। এগুলোর মধ্যে তরঙ্গাণুর ভিতরে বিদ্যমান যুগ্মের মধ্যে দুই ছন্দ রশ্মি সমান রূপে তীক্ষ্ণ সক্রিয় ও প্রকাশিত হয়। এর বিপরীত আকাশ তত্ত্ব এবং মূলকণার মধ্যে বিদ্যমান যুগ্মের মধ্যে দুই ছন্দ রশ্মির প্রকাশশীলতা এবং সক্রিয়তার মাত্রাতে কিছু ভেদ থাকে অর্থাৎ এই দৃষ্টিতে আকাশ তত্ত্ব (স্পেস) এবং মূলকণার মধ্যে কিছু সমতা আছে। এই কারণেই তরঙ্গাণুর তুলনায় মূলকণা তার দ্রব্যমান বা বিদ্যুৎ আবেশের দ্বারা আকাশ তত্ত্বকে অধিক প্রভাবিত করতে পারে। আর এইজন্য কণা ও কোয়ান্টা তথা কোয়ান্টা ও আকাশ তত্ত্বের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া তুলনামূলক ভাবে দুর্বল হয়।

বৈদিক বিজ্ঞান বিভিন্ন মূলকণার বিষয়ে এক মহান রহস্যোদঘাটন করে যে এইসব কণা ও নক্ষত্রের গঠনের মধ্যে কিছু সমতা আছে। উভয়ের মধ্যেই কেন্দ্রীয়ভাগ বিশাল ভাগের থেকে পৃথক থেকে পরস্পর পৃথক-পৃথক গতিতে ঘূর্ণন করে। উভয়ের বিভিন্ন ভাগের মধ্যে প্রাণাদি রশ্মির বিদ্যমানতা সর্বথা সমান থাকে না, বরং কিছু ভেদ থাকে। একে নিম্নাংকিত চিত্রের দ্বারা বুঝে নিবেন –

Vaidic Physics Youtube Channel

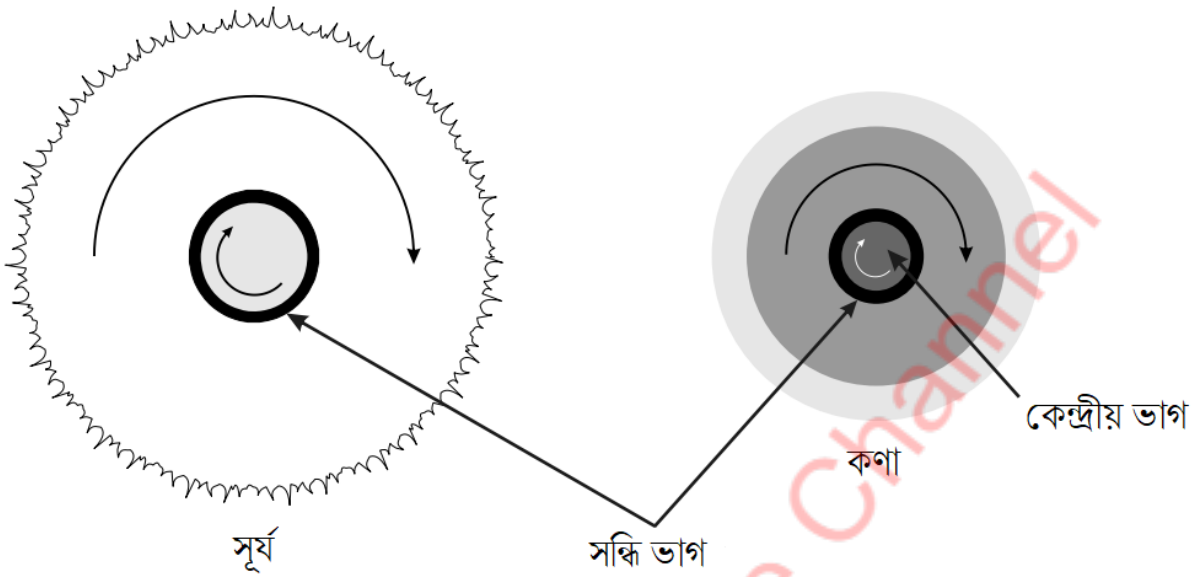

এই সৃষ্টির মধ্যে কোথাও-কোথাও এবং কখনও-কখনও বিভিন্ন তরঙ্গাণু বিভিন্ন ছন্দ ও মরুদ্ রশ্মির সঙ্গে সংযোগ করে বিভিন্ন কণার নির্মাণও করে। প্রাণ, ছন্দ ও মরুদ্ রশ্মির সংকোচন থেকে তরঙ্গাণুর নির্মাণ আমি পূর্বেই বলে দিয়েছি।

* * * * *

Vaidic Physics Youtube Channel

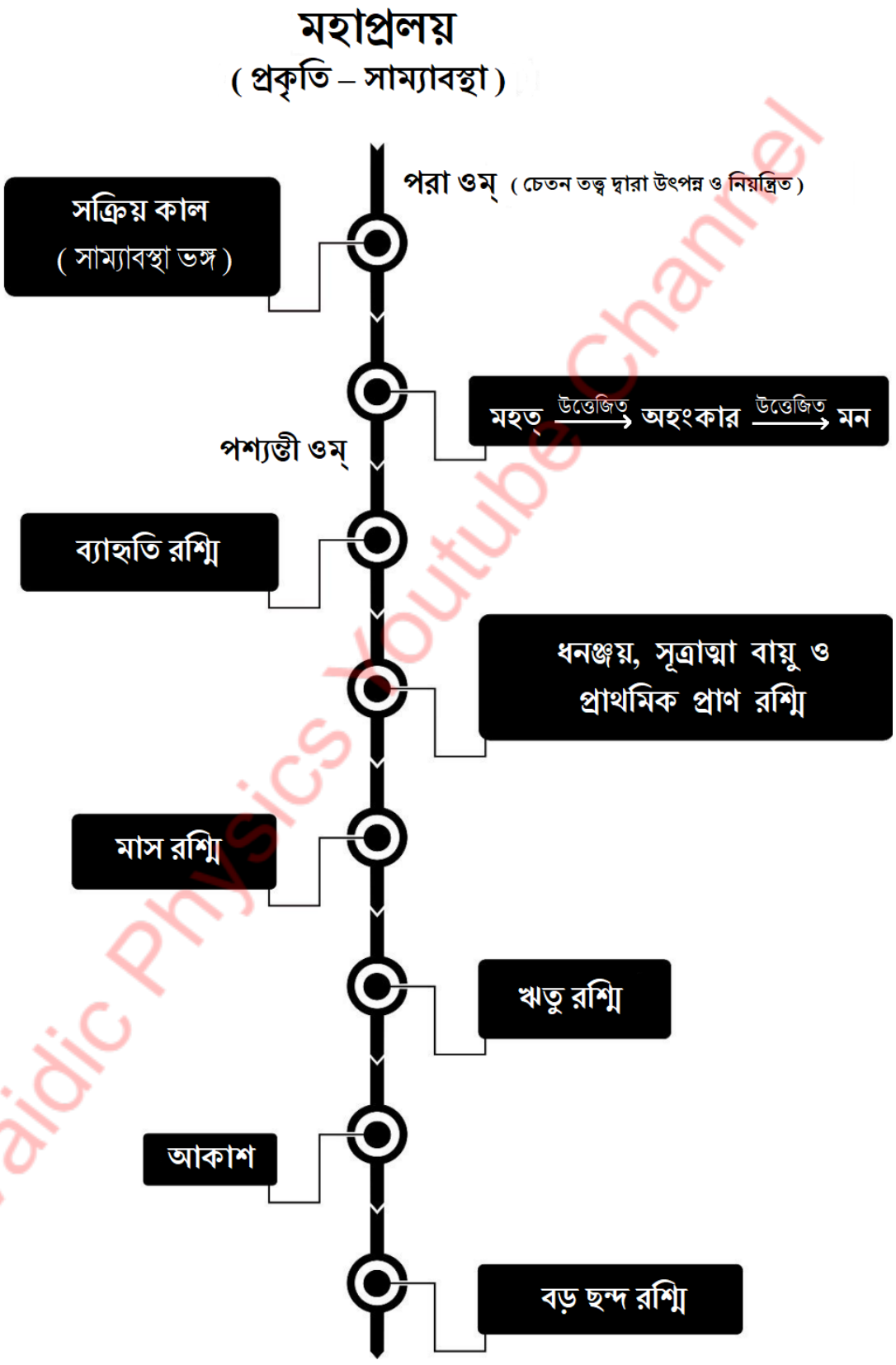

বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তি বিজ্ঞান

Vaidic Physics Youtube Channel

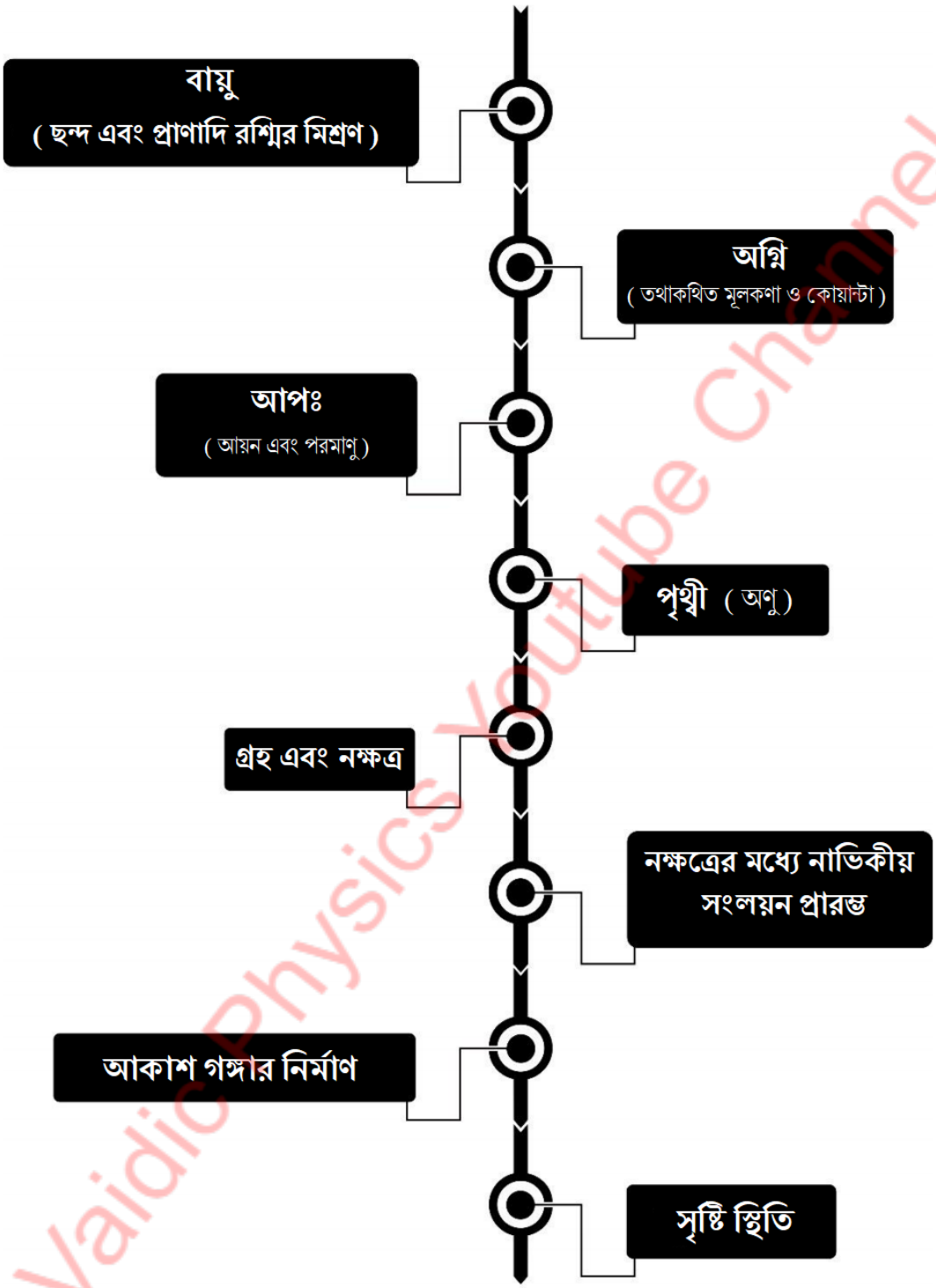

মহাপ্রলয়

(প্রকৃতি – সাম্যাবস্থা)

Vaidic Physics Youtube Channel

সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়ার অন্য জ্ঞাতব্য তথ্য

কোয়ান্টার দ্বৈত প্রকৃতি

তরঙ্গাণুর মধ্যে জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ এবং বৃহতী ছন্দ রশ্মির প্রাধান্য আছে। এরমধ্যে প্রাণ রশ্মিগুলো কণার তুলনায় বিচিত্র ও ভিন্ন রীতিতে আবদ্ধ থাকে, যা তীক্ষ্ণ রূপে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত হতে থাকে। এই কারণে তরঙ্গাণু তরঙ্গ ও কণা দুটোর মতো ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। ইলেকট্রনের মতো সূক্ষ্ম কণাও কিছু মাত্রায় এইরূপ ব্যবহার দেখায়, এমন বর্তমান বিজ্ঞান মানে। বর্তমান বিজ্ঞান দ্বৈত প্রকৃতিকে তো মানে, কিন্তু সম্ভবতঃ সেটা তার কারণের উপরে বিচার করে না। চলুন আমরা এই বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বিচার করার চেষ্টা করি –

কণার নির্মাণে প্রাণ রশ্মির এই রকম বন্ধন হয় যে সেই বন্ধনের দৃঢ়তার কারণে সেই কণা ফোটনের তুলনায় কঠিন রূপ প্রাপ্ত করে। আকাশতত্ত্ব বিভিন্ন তেজস্বী প্রাণ এবং মরুদ্ রশ্মির দ্বারা নির্মিত হয়। এই রশ্মিগুলো অতি সক্রিয় হয়। সেগুলো চক্রীয় গতি করতে-করতে একে-অপরকে স্পর্শ বা সিঞ্চিত করতে থাকে। এর অর্থ হল আকাশতত্ত্বের এককগুলো একে-অপরের সঙ্গে অত্যন্ত শিথিল বল দ্বারা আবদ্ধ হয়ে নিজ-নিজ স্থানে চক্রণ করতে থাকে। সেগুলো আকাশ তত্ত্ব প্রসারিত হলে একে-অপরের থেকে দূরে যায় আর সংকুচিত হলে একে-অপরের নিকটে আসে। একইসঙ্গে আকাশের সেই এককগুলো মূলকণা এবং ফোটনকে স্পর্শ বা সিঞ্চিত করতে থাকে।

Vaidic Physics Youtube Channel

ফোটনের মধ্যে বিভিন্ন প্রাণ রশ্মি না তো মূল কণার মতো পরস্পর সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে আর না আকাশ তত্ত্বের এককের মতো অত্যন্ত শিথিল বন্ধন যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কণা বা লোককে মার্গ প্রদান করতে পারে।

এখানে ফোটনের স্বরূপ মূলকণা এবং আকাশ তত্ত্বের মধ্যম শ্রেণীর হয়, যার কারণে যেকোনো ফোটন তরঙ্গ আর কণা উভয় প্রকারের ব্যবহার করতে পারে। ইলেকট্রন আদি সূক্ষ্ম কণাও রশ্মির সেই বিরলাবস্থার দ্বারা নির্মিত হয়, যেটা বিশেষ পরিস্থিতিতে কণা আর তরঙ্গ উভয়ের মতো ব্যবহার করতে পারে।

দ্রব্যমান এবং তার কারণ

বর্তমান বৈজ্ঞানিক দ্রব্যমানের কারণ হিগ্স ফিল্ডকে মানে। ১৯৬১ সালে আমেরিকান ভৌতিকশাস্ত্রী পিটার হিগ্স বিচার করেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনেক প্রকারের কণা বা তরঙ্গাণু (কোয়ান্টা) বিদ্যমান আছে, সেগুলোর মধ্যে কয়েকটাতে দ্রব্যমান আছে, আবার কয়েকটাতে নেই আর যেগুলোর মধ্যে দ্রব্যমান আছে, সেগুলোর মধ্যেও সবগুলোতে সমান মাত্রায় থাকে না। এই কারণে তিনি বিচার করেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন কোনো সার্বত্রিক ফিল্ড হওয়া উচিত, যার কারণে কোনো কণার মধ্যে দ্রব্যমানের অস্তিত্ব হওয়া উচিত। পিটার হিগ্স সেই কল্পিত ফিল্ডের বোসোনের নাম হিগ্স বোসোন রাখেন। তারপর আর কি, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক জগতে হিগ্স বোসোনকে খোঁজার দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়, কিন্তু অনেক বছর পর্যন্ত এটাই বোঝা যাচ্ছিল না যে এর অনুসন্ধান কিভাবে হবে? অবশেষে সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকরা সংসারের মধ্যে ভৌতিকীর সবথেকে বড় প্রয়োগশালা সর্নে এল.এচ.সি. মেশিনের নির্মাণ করে ২০১২ সালে হিগ্স বোসোনকে খুঁজে পাওয়ার দাবি করে। বৈজ্ঞানিক এর দ্রব্যমান প্রোটনের দ্রব্যমানের ১৩৩ গুণ মানে। সংসারের সকল বৈজ্ঞানিকের

Vedic Physics Youtube Channel

কাছে আমার প্রশ্ন হল যদি সৃষ্টির সব কণার মধ্যে দ্রব্যমানের কারণ হিগ্স বোসোন হয়, তাহলে হিগ্স বোসোনের দ্রব্যমানের কারণ কি হবে? ভারতের কিছু প্রখ্যাত ভৌতিকশাস্ত্রীর কাছেও আমি এই প্রশ্ন করেছি, কিন্তু আধুনিক ভৌতিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে এর কোনো উত্তর নেই, তারাও এটা স্বীকার করেছেন।

আমি সর্বপ্রথমে এটা জানতে চাইবো যে দ্রব্যমান, যাকে ইংরাজী ভাষায় মাস (mass) বলা হয়, সেটা কি? প্রখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স জৈমার এই বিষয়ে বলেছেন –

''Mass may be compared with an actor who appears on the stage in various disguises, but never as his true self. Actually mass-like the Deity-has a triune personality. It may appear in the role of gravitational charge or of inertia, or of energy, but nowhere does mass present itself to the senses as its unadorned self.''[9]

এর অভিপ্রায় হল দ্রব্যমান তিন রূপে অভিব্যক্ত করা হয়। সেই তিনটা রূপ হল – গুরুত্বাকর্ষণ, জড়ত্ব এবং ঊর্জা। বর্তমান বিজ্ঞান শুদ্ধ দ্রব্যমানের স্বরূপের বিষয়ে মৌন আছে কিংবা তার স্বরূপকে এই সৃষ্টির মধ্যে সর্বদা গুপ্তই মানে। দ্রব্যমানের কারণ সম্বন্ধে পিটার হিগ্সের ধারণা আর তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বের মধ্যে বিগত প্রায় ৬০ বছরের গবেষণা কাজের উপরে আমি জানতে চাইবো যে যদি গ্রেবিটেশনাল চার্জ রূপী দ্রব্যমান (মাস), যেটা কোনো পদার্থের একটা

[9] Introduction, Concept of Mass in classical and modern Physics, Pg.2-3

Vedic Physics Youtube Channel

মূল গুণ হয়, তার বিষয়ে এই ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে এর পিছনে অবশ্যই কোনো ফিল্ড কারণ আছে আর সেই ফিল্ডকে হিগ্স ফিল্ড বলা হয়েছে তথা তার বোসোনকে খুঁজে পাওয়ার দাবিও করা হয়েছে, তাহলে পদার্থের এমনই অন্য মৌলিক গুণ যথা – বিদ্যুৎ আবেশের বিষয়ে যদি আমি এই তর্ক প্রস্তুত করি যে এর কারণও কোনো ফিল্ড বিশেষ হওয়া উচিত। ধ্যাতব্য হল, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ফিল্ড তো স্বয়ং বিদ্যুদাবেশের কারণে উৎপন্ন হয়, তাহলে বিদ্যুদাবেশের কারণ কি হবে? যখন দ্রব্যমানকে উৎপন্নকারী ফিল্ড হতে পারে, তাহলে বিদ্যুদাবেশকে উৎপন্নকারী ফিল্ড মানা উচিত নয় কেন? আশ্চর্যের বিষয় যে ৮.৮×১০$^{-২৫}$ কি.গ্রা. দ্রব্যমান যুক্ত হিগ্স বোসোন ৯.১×১০$^{-৩১}$ কি.গ্রা. দ্রব্যমান যুক্ত ইলেকট্রনের কারণ মানা হয়েছে। যখন অত্যল্প দ্রব্যমান যুক্ত ইলেকট্রনের দ্রব্যমানের কারণ হিগ্স বোসোন হয়, তাহলে তার থেকে অত্যধিক দ্রব্যমানযুক্ত হিগ্স বোসোনের দ্রব্যমানের কোনো কারণ কেন হওয়া উচিত নয়?

বস্তুতঃ যেকোনো পদার্থের দ্রব্যমান ও বিদ্যুৎ আবেশ দুটোই মৌলিক হয় আর উভয়েরই নিজ-নিজ কারণ আছে। আমার মতে দ্রব্যমান বা বিদ্যুৎ আবেশ সেই পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়, যারমধ্যে স্বয়ং দ্রব্যমান বা বিদ্যুৎ আবেশ থাকে না। বৈদিক বিজ্ঞানের অনুসারে প্রকৃতির তমোগুণ জড়ত্ব তথা দ্রব্যমানের সবথেকে মূল কারণ হয়, কিন্তু স্বয়ং প্রকৃতির মধ্যে কোনো দ্রব্যমান থাকে না। এই কারণে যেখানে-যেখানে তমোগুণ আছে, সেখানে-সেখানে জড়ত্বের একটু অস্তিত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু এই মাত্রা এমন হয় যে মানব কোনো টেকনিকের দ্বারাই তার অনুভব করতে পারবে না। এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে কেবল তরঙ্গাণু কেন স্পেসের মধ্যেও অতি স্বল্প মাত্রায় দ্রব্যমান আছে। যদি এমন না হতো, তাহলে স্পেস কখনও দ্রব্যমানযুক্ত বস্তুর দ্বারা কার্ভ (বক্র)

হতে পারতো না। বর্তমান বিজ্ঞান যে দ্রব্যমানের কথা বলছে, তার উৎপত্তির কারণ হিগ্স ফিল্ড নয়, বরং তথাকথিত হিগ্স বোসোন আদি সবার দ্রব্যমানের কারণ হল এইরকম –

বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র সংজ্ঞক সর্বাধিক সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ, যেটা প্রাণ ও অপান রশ্মির বিশেষ যোগ থেকে উৎপন্ন হয়, প্রাণ, ব্যান ও ধনঞ্জয় রশ্মির সঙ্গে তার মিশ্রণ হয়। এরমধ্যে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মিও বিদ্যমান থাকে, সেই সময় দ্রব্যমান গুণ প্রকট হয়। এই বিদ্যুৎ বিশেষ রূপে কুণ্ঠ অর্থাৎ সুস্ত=মন্দ হয়। এই মিশ্রণের মধ্যে অপানের তুলনায় প্রাণের প্রাধান্য আছে। ধনঞ্জয় মিশ্রিত ব্যান রশ্মির মিলন দ্বারা প্রাণ তত্ত্বের আকর্ষণ বল প্রধান বিদ্যমান হয়ে অপানের প্রতিকর্ষণকে গৌণ করে দেয়।

যখন সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ, যারমধ্যে প্রাণ ও অপান রশ্মি বিদ্যমান আছে, প্রাণ, ব্যান, ধনঞ্জয় ও ত্রিষ্টুপ্ রশ্মির সঙ্গে সংযোগ করে, সেই সময় ধনঞ্জয় ও ত্রিষ্টুপ্ রশ্মি প্রাণ, ব্যান ও অপানকে শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। এরমধ্যেও অপানের তুলনায় প্রাণের বাহুল্য থাকে, তারসঙ্গে এই সবগুলোর সাথে সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির যোগ থাকাতে আকর্ষণ বলের প্রাধান্য থাকে তথা প্রতিকর্ষণ বল নগণ্য থাকে। এই রশ্মিগুলোর এটা এমন বন্ধন হয় যে এর কারণে যেকোনো পদার্থ আকর্ষণেরই ভাব রাখে তথা কোনো গতি বা স্থিতিতে পরিবর্তনের প্রতিরোধ করে। এই প্রতিরোধী গুণকেই বর্তমান বিজ্ঞান দ্রব্যমান (মাস) নাম দিয়েছে। এর স্বরূপ ও ক্রিয়াবিজ্ঞান হল এইরকম –

অপান এবং তার তুলনায় প্রাণের বাহুল্যের সঙ্গে-সঙ্গে ব্যান, এইসব রশ্মিকে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি তিন দিক থেকে কিংবা থ্রি ডায়মেনশন আগলে রাখে বা ধরে রাখে। তার পশ্চাৎ সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির জাল সবাইকে সবদিক থেকে

Vaidic Physics Youtube Channel

ঘিরে বেঁধে নেয়। এইভাবে এটা একটা সংঘাতের রূপ ধারণ করে। এই সংঘাত কণা বা কোয়ান্টা দুটোর মধ্যে যেকোনো হতে পারে। যখন এই সংঘাত গতি করে, তখন আকাশের মধ্যে বিদ্যমান সূক্ষ্ম প্রাণাদি রশ্মির সঙ্গে সেই সংঘাতের প্রতিরোধ হয়। যদিও আকাশ তত্ত্বের রশ্মিগুলো অর্থাৎ প্রাণ ও সূক্ষ্ম মরুদাদি রশ্মি অন্য প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি সমূহের মধ্যদিয়ে অনায়াসে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলাচল করতে সক্ষম হয়, কিন্তু সূত্রাত্মা ও ত্রিষ্টুপের বিশেষ জালের কারণে তারমধ্যে সেগুলোর প্রতি অবরোধ উৎপন্ন হয়ে যায় আর এই অবরোধকে দ্রব্যমান বলা হয়। তবে হ্যাঁ, এটুকু নিশ্চিত যে আকাশ তত্ত্বের বিশিষ্ট গঠনের কারণে এই অবরোধেরও নিরাকরণ সঙ্গে-সঙ্গে হতে থাকার জন্য পদার্থের যাতায়াতে কোনো অবরোধ হয় না।

ধ্যাতব্য হল, দুটো দ্রব্যমান যুক্ত বস্তুর সংঘর্ষে অবরোধ অবশ্যই আসবে, আকাশকে বাদ দিয়ে। যে সংঘাতের মধ্যে যত অধিক রশ্মি এবং যত মাত্রায় সেই জালের দ্বারা আবদ্ধ ও ঘনীভূত হয়ে থাকে, সেই কণার দ্রব্যমান ততই অধিক হয়। বর্তমান বিজ্ঞান এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানকে একটুকুও জানে না। মনে রাখা উচিত যে প্রত্যেক কণা বা কোয়ান্টার মতো যেকোনো সংঘাতে বৃহতী ছন্দ রশ্মিরও আবরণ কাজ করে। অন্যদিকে আমরা এটাও জানি যে প্রত্যেক দ্রব্যমান যুক্ত বস্তুর মধ্যে গুরুত্বাকর্ষণ বল অবশ্যই বিদ্যমান থাকে, যারমধ্যে উপরোক্ত সব রশ্মির অতিরিক্ত পঙক্তি ছন্দ রশ্মিও বিদ্যমান থাকে। এই কারণে এটা সিদ্ধ হয় যে দ্রব্যমান নামক গুণের উৎপত্তিতে কোথাও-না-কোথাও পঙক্তি ছন্দ রশ্মিরও ভূমিকা আছে। আমার মতে বৃহতী ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি মিলে পঙক্তি ছন্দ রশ্মির রূপ ধারণ করে নেয় বা করতে পারে।

Vaidic Physics Youtube Channel

গুরুত্ব বল

এইসবের কারণে দ্রব্যমান গুরুত্ব বলকে উৎপন্ন করে, যা সর্বদা আকর্ষণ বল রূপেই বিদ্যমান থাকে। তবে হ্যাঁ, এটুকু অবশ্যই হয় যে গুরুত্বাকর্ষণ অথবা যেকোনো আকর্ষণ বল সর্বথা নিরপেক্ষ হয় না, বরং তারমধ্যে কিছু-না-কিছু মাত্রায় প্রতিকর্ষণ বল বিদ্যমান থাকে। এই প্রতিকর্ষণ বল অপান অথবা অসুর তত্ত্বের কারণে সর্বত্র বিদ্যমান থাকে। এই গুরুত্ব বল বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র আদি সেই পদার্থগুলো থেকে উৎপন্ন হয়, যেগুলো দিয়ে দ্রব্যমানের উৎপত্তি হয়। এই কারণে এই বল মন্দ প্রভাব যুক্ত হয়। গুরুত্ব বলের মধ্যে যে বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র সংজ্ঞক বিদ্যুৎ আছে, সেটা সব প্রকারের বলের মধ্যে সর্বদা বিদ্যমান থাকে। এখন আমি গুরুত্বাকর্ষণ বলের বিষয়ে 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থের আধারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুকে এখানে উদ্ধৃত করবো –

'ওম্' রশ্মি যুক্ত মাস ও ঋতু রশ্মি যখন পঙক্তি, বৃহতী বা ত্রিষ্টুপ্ রশ্মিকে সূত্রাত্মা বায়ুর সাথে সঙ্গত করে, সেই সময়ই গুরুত্বাকর্ষণ বলের উৎপত্তি হয়। আমার মতে 'ওম্' বাক্ রশ্মিযুক্ত মাস বা ঋতু রশ্মির দ্বারা পঙক্তি, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ ও সূত্রাত্মার সংযোগের মাধ্যমেই বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা কল্পিত 'গ্রেবিটন' উৎপন্ন হয়। এই সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন পিণ্ডের (সেটা প্রকাশিত হোক বা অপ্রকাশিত অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থের পিণ্ড বা কণা হোক অথবা ডার্ক পদার্থ) মাঝে গুরুত্ব বল সর্বত্র সদাই কাজ করে। দুটো কণা বা লোকের মাঝে পরস্পর আকর্ষণ, ইলেকট্রন আদির দ্বারা ফোটনের আকর্ষণ অথবা দুটো ফোটনের মাঝে আকর্ষণ বল এরই বিবিধ রূপ হয়। এই বলের মধ্যে পঙক্তি ছন্দ তথা সূত্রাত্মা বায়ুর সঙ্গে আবেষ্টিত বৃহতী ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির বিশেষ ভূমিকা থাকে। এরমধ্যে পঙক্তি ও বৃহতীর নির্গমন উভয় পিণ্ড থেকে হয়। এই দুটো সূত্রাত্মা বায়ু দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ত্রিষ্টুপ্

Vaidic Physics Youtube Channel

ছন্দ রশ্মিকে উৎপন্ন করে। সূত্রাত্মা বায়ু এই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মিকেও আবেষ্টিত করে নেয়। এই সমস্ত রশ্মিগুলো মূলতঃ মনস্তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রাণাপানাদি প্রাথমিক প্রাণেরও যোগদান এরমধ্যে আছে। একটা য়াজুষী অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি তথা একটা ব্রাহ্মী বিরাট্ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মিও উৎপন্ন ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মিকে উপরোক্ত প্রাণাদি রশ্মির প্রতি আকর্ষণশীল বানায়।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যে 'গ্রেবিটন' ফিল্ড পার্টিকলকে গুরুত্ব বলের বাহক কল্পিত করছে, সেটা বস্তুতঃ সূত্রাত্মা বায়ু ও বিরাট্ ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ দ্বারা আবেষ্টিত ও সংকুচিত কণা হয়। সেটা এত সংকুচিতও হয় না যে ফোটনের রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই কারণে তাকে কোনো প্রকারেই অনুভবে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। কখনও যদি এমন টেকনোলজি বিকশিত হয়, যেটা ছন্দ রশ্মিকে না হলেও অন্ততঃ কিছু সীমা পর্যন্ত সংকুচিত ছন্দ রশ্মিকে অনুভব করতে পারবে, তবেই সেই রহস্যময় গ্রেবিটনকে অনুভবে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। তবে হ্যাঁ, উচ্চ কোটির প্রাণবিজ্ঞাতা য়োগী অবশ্য অনুভব করতে পারবেন।

যখন দুটো পিণ্ডের মাঝে গুরুত্ব বল উৎপন্ন হয় বা কাজ করে, সেই সময় উভয় পিণ্ড থেকে পঙক্তি ও বৃহতী ছন্দ রশ্মি একসঙ্গে সমান রূপে উৎপন্ন হয়ে সূত্রাত্মা বায়ু আদির সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রিষ্টুপ্ রূপী গ্রেবিটনকে উৎপন্ন করবে। যখন ফোটন ও ইলেকট্রনের মাঝে গুরুত্ব বল কাজ করবে, তখন পূর্ববৎ অসমান রশ্মিগুলো নির্গত হবে। সম্ভবতঃ ইলেকট্রনের থেকে বৃহতী তথা ফোটনের থেকে পঙক্তি রশ্মি নির্গত হবে কিংবা এগুলোর প্রভাবশালী যুগ্ম নির্গত হবে। যদি দুটো ফোটনের মাঝে গুরুত্ব বল কাজ করে, তখন আমার মতে দুটোর থেকে পঙক্তি ছন্দ বা এগুলোর প্রাধান্য সহিত বৃহতী ছন্দ রশ্মি নির্গত হয়। গুরুত্ব বলের মধ্যে গ্রেবিটন পরস্পর নিকটস্থ পিণ্ড থেকে নির্গত

Vedic Physics Youtube Channel

হওয়া অথবা অন্যত্র প্রবহমান বৃহতী ও পঙক্তি ছন্দ রশ্মিকে অবশোষিত করতে থাকে আর এই কারণে সেগুলো সর্বত্র প্রবাহিত হয়ে গুরুত্বাকর্ষণ বল উৎপন্ন করতে থাকে। কারণ এখানে গ্রেবিটন সবদিকে নিজের ব্যাপকতা রাখে, এই কারণে গুরুত্ব ঊর্জা ক্ষরিত হতে থাকে, যারফলে গুরুত্ব বল সব বলের মধ্যে সবথেকে দুর্বল কিন্তু ব্যাপক হয়।

গুরুত্ব বলের উৎপত্তি এবং ক্রিয়াশীলতার সময় যেসব প্রাণ রশ্মি দুইদিক থেকে নির্গত হয়ে মিডিয়েটার পার্টিকল বা প্রাণ আদির নির্মাণ করে, সেই প্রাণ রশ্মিগুলো বিনা ব্যবধানে নিরন্তর প্রবাহিত হয়। যখন সেই রশ্মিগুলো পরস্পর সঙ্গত হয়ে ফিল্ড পার্টিকলের নির্মাণ করে, সেইসময় সেই দুই প্রকারের রশ্মি বিনা কোনো ব্যবধান ও অবকাশে সংযুক্ত হয়ে ফিল্ড পার্টিকল-গুলো অথবা মিডিয়েটার প্রাণ তত্ত্বকে উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। গুরুত্বাকর্ষণ বলকে উৎপন্নকারী প্রাণ রশ্মিগুলো অসীম দূরত্ব অতিক্রম করার পরেও ব্যবধানকে প্রাপ্ত করে না। এই কারণে বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিকল্পিত গ্রেবিটনগুলো অনন্ত দূর পর্যন্ত উৎপন্ন হয়ে বলের সঞ্চারণ করতে সক্ষম হয়।

ধ্যাতব্য হল, গুরুত্বাকর্ষণ বল, যেটা সম্পূর্ণ পদার্থকে ঘনীভূত করে, সেটাও এক বিশেষ প্রকারের বিদ্যুতেরই রূপ হয়, যারদ্বারা কেবল আকর্ষণ বলই কাজ করে। গুরুত্বাকর্ষণ বলের অন্তর্গত সূত্রাত্মা বায়ু আর ব্যান প্রাণের অতিরিক্ত ত্রিষ্টুপ্ এবং বৃহতী ছন্দ রশ্মির বিশেষ ভাগও আছে, যার কারণে গুরুত্ব বল আকর্ষণ আর ধারণ উভয় গুণ যুক্ত হয়।

বৈদিক বিজ্ঞানে এক বিশেষ প্রকারের তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎকে ইন্দ্র বলে, কিন্তু এই ইন্দ্রের থেকেও সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র নামে পরিচিত, যার সম্বন্ধ অতি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের সঙ্গেও হয় আর তার দ্বারাই এটা প্রাণাদি রশ্মির মধ্যে প্রকট হয়।

সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়ার অন্য জ্ঞাতব্য তথ্য

Vaidic Physics Youtube Channel

বর্তমান বিজ্ঞান গুরুত্বাকর্ষণের সম্বন্ধে স্পেস কার্ভেচরের ধারণা প্রস্তুত করে। ব্রিটিশ ভৌতিকশাস্ত্রী আর্থর বৈজোর 'কন্সেপ্টস্ অফ মডার্ন ফিজিক্স' ৩৩ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন –

'Gravity is a wrapping of space-time.'

এরদ্বারা এটাই সিদ্ধ হয় যে বর্তমান বৈজ্ঞানিক দ্রব্যমানের দ্বারা উৎপন্ন গুরুত্ব বল দিয়ে স্পেসের কার্ভ হওয়াকে স্বীকার করে, কিন্তু তারা গুরুত্ব বল আর স্পেস দুটোরই স্বরূপকে পরিভাষিত করতে পারেনি। আমার মতে এই বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র রূপী সূক্ষ্ম বিদ্যুৎই গুরুত্বাকর্ষণ বল রশ্মির মধ্যে বিদ্যমান হয়ে স্পেসকে প্রভাবিত করে। বর্তমানে জ্ঞাত বিদ্যুতের প্রত্যেক প্রভাবের পিছনে এই বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র রূপী বিদ্যুতেরই বল কাজ করছে। এটাই হল কারণ যে বিদ্যুৎ আবেশের দ্বারাও স্পেসের ডিস্টোর্ট হওয়া বর্তমান বিজ্ঞান স্বীকার করে। যেমনটা রিচার্ড পি. ফাইনম্যান তাঁর এই উপরোক্ত পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন –

''The existence of the positive charge, in some sense, distorts, or creates a 'condition' in space, so that when we put the negative charge in, it feels a force: This potentiality for producing a force is called an electric field.''

আমার অনেকত্র ব্যক্ত মত যেমন – গুরুত্ব বল বিদ্যুতেরই একটা বিশেষ রূপ হয় অথবা দুটোর অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তারই পুষ্টি হয়েছে। এই সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ প্রাণ রশ্মির বিভিন্ন ব্যবহারকেও প্রেরিত আর প্রভাবিত করে। এই বিদ্যুৎই চুম্বকীয় তরঙ্গের আবৃত্তির অনুসারে সেগুলোর রূপ আর রঙে পরিবর্তনের কারণ হয়। বিদ্যুৎ আবেশের মূলেও এর ভূমিকা আছে। এই সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ এক, দুই

Vedic Physics Youtube Channel

অথবা তিন দিশাতে আবশ্যকতানুসারে গমন করে। এটা বিভিন্ন অব্যক্ত ছন্দ রশ্মি আর সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিকে ধারণ করে। বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা যে ইউনিফাইড ফোর্সের কল্পনা করা হচ্ছে, সেটা বস্তুতঃ এই বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিদ্যুতেরই বল হয়। যদিও বৈদিক ভাষাতে এই বলও মূল বল হয় না।

এইভাবে আমরা মূলকণার বিষয়ে চর্চা করেছি, এর পশ্চাৎ পূর্বোক্ত সংকোচন ক্রিয়া থেকে অগ্রিম প্রজন্মের পদার্থ আপঃ ও পৃথিবী অর্থাৎ আয়ন, এটম ও মলিকিউলের উৎপত্তি ক্রমশঃ হতে থাকে।

অসুর আদি বাধক বা প্রক্ষেপক পদার্থ

এই সৃষ্টির মধ্যে পূর্বোক্ত পঞ্চমহাভূত পদার্থের সঙ্গে-সঙ্গে বিপুল মাত্রায় কিছু এমন পদার্থও উৎপন্ন হয়, যা প্রায়শঃ অপ্রকাশিতই থাকে তথা যারমধ্যে প্রতিকর্ষণ, প্রক্ষেপণ আদি বলের প্রাধান্য আছে। এই পদার্থ সমস্ত রূপে অসুর নামে পরিচিত। কিছু গুণভেদের আধারে আমি এর অন্য রূপেরও ক্রমশঃ চর্চা করবো। এই ক্রমে সর্বপ্রথমে আমি প্রধান রূপে অসুর নামে পরিচিত তত্ত্বের বিষয়ে ঋষিদের বিচার উদ্ধৃত করবো –

১. উভয়ে বা এতে প্রজাপতেরধ্যসৃজ্যন্ত। দেবাশ্চাসুরাশ্চ
(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১.৪.১.১)

২. কনীয়াংসি (ছন্দাম্সি) দেবেষ্বাসন্ জ্যায়াংস্যসুরেষু
(মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.৭.৫)

৩. তেভ্যঃ (অসুরেভ্যঃ প্রজাপতিঃ) তমশ্চ মায়াঁ চ প্রদদৌ
(শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৪.২.৫)

৪. তেঽসুরা মনস্বিতরা আসন্নমনস্তরা ইব দেবাঃ (কাঠক সংহিতা ১২.২)

৫. দেবা বৈ য়দ্ য়জ্ঞেঽকুর্বত তদঽসুরাঽকুর্বত (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২.৫.৪.১)

Vedic Physics Youtube Channel

৬. নানা রূপা অসুরাঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.২৭৮)

৭. প্রাচো বৈ দেবান্ প্রজাপতিরসৃজতাপাচোऽ সুরান্
(কাঠক সংহিতা ৮.৪; কপিষ্ঠল সংহিতা ৬.৯)

৮. মনো বা অসুরম্। তদ্ধ্যসুষু রমতে (জৈমিনীয়োপনিষদ ব্রাহ্মণ ৩.৬.৭.৩)

৯. রূপরহিতো বায়ুঃ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৩.২৯.১৪)

১০. অসুষু প্রাণেষু রমমাণো বিদ্যুদগ্নিঃ
(তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৭.৫৬.২৪)

এই বচনগুলোর উপরে বিচার করলে নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. প্রজাপতি পরমাত্মার দ্বারা প্রেরিত মনস্তত্ত্ব এবং 'ওম্' ছন্দ রশ্মিরূপী প্রজাপতি থেকে দেব তথা অসুর উভয় প্রকারের পদার্থ উৎপন্ন হয়। এর তাৎপর্য হল দৃশ্য এবং অদৃশ্য উভয় প্রকারের পদার্থ একই উপাদান পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়।

২. এই সৃষ্টির মধ্যে ছন্দ রশ্মিগুলো দেব পদার্থ রূপে কম মাত্রায় তথা অসুর পদার্থ রূপে অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকে।

৩. ঈশ্বর তত্ত্ব রূপী প্রজাপতি দ্বারা প্রেরিত মনস্ এবং বাক্ তত্ত্ব অসুর পদার্থকে মায়া তথা অন্ধকার প্রদান করে অর্থাৎ এই পদার্থ মায়া তথা অন্ধকার যুক্ত হয়। 'মায়া' শব্দের অর্থ নিয়ে ঋষি দয়ানন্দ লিখেছেন – প্রজ্ঞাপিকা বিদ্যুৎ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৩.৪৪), মাত্যন্তর্ভবতীতি মায়া (উণাদি কোষ৪.১১০)। এর অভিপ্রায় হল অসুর তত্ত্ব এমন প্রখর বিদ্যুৎ যুক্ত হয়, যা অন্ধকারযুক্ত হওয়া সেই অসুর পদার্থের মধ্যে শোষিত কিংবা তারমধ্যে অন্তর্নিহিত হয়।

৪. অসুর পদার্থের মধ্যে দেব পদার্থের তুলনায় মনস্তত্ত্বের মাত্রা অধিক থাকে।

সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়ার অন্য জ্ঞাতব্য তথ্য

Vedic Physics Youtube Channel

এর তাৎপর্য আমার এই মনে হয় যে এই পদার্থের মধ্যে মনস্তত্ত্বের বাহুল্য আছে, কিন্তু সেই মনস্তত্ত্বের ভিতরে বাক্ তত্ত্ব ('ওম্' রশ্মির) দেব পদার্থের তুলনায় কম হয়, এই কারণে এই পদার্থ দেব পদার্থের তুলনায় প্রকাশহীন হয়।

৫. যেসব সংসর্গ-য়জন ক্রিয়াতে দেব পদার্থ ভাগ নেয়, সেই ক্রিয়াতে অসুর পদার্থও ভাগ নেয়। এর অভিপ্রায় হল সৃষ্টির প্রত্যেক কর্মের মধ্যে আকর্ষণ ও ধারণ বলের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিকর্ষণ ও প্রক্ষেপণ বলও অনিবার্যরূপে সক্রিয় থাকে। কোথাও-কোথাও এই দুই পদার্থের সংগ্রাম কিংবা সংঘর্ষ হয়, আবার কোথাও-কোথাও দুটো পদার্থ মিলিত হয়ে সৃষ্টি রচনাতে নিজ-নিজ ভূমিকা একইসঙ্গে পালনও করে। কেবল আকর্ষণ ও ধারণ বলের আধারে সৃষ্টি রচনা কখনও সম্ভব নয়। এই সৃষ্টির মধ্যে কখনও দুই বা দুইয়ের অধিক পদার্থ (লোক, কণা বা রশ্মি আদি) যেকোনো প্রবলতম আকর্ষণ বলের প্রভাবে পূর্ণতঃ মিলিত হয়ে এক হতে পারবে না। এমনকি সেগুলো পরস্পর সর্বথা স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না, বরং সেগুলোর মাঝে কিছু-না-কিছু অবকাশ অবশ্যই থাকবে। এ কইসঙ্গে এই সৃষ্টির মধ্যে ছেদন, ভেদন, সংযোজন এবং বিয়োজনের ক্রমও সর্বত্র চলতে থাকবে। এই কর্মের মধ্যে দেব ও অসুর উভয় প্রকারের পদার্থের যোগদান আছে।

৬. অসুর পদার্থ বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান থাকে। এই রূপগুলোর চর্চা আমি প্রধান অসুর তত্ত্বের আলোচনার পশ্চাৎ করবো।

৭. দেব এবং অসুর পদার্থের মধ্যে দেব পদার্থের উৎপত্তি প্রথমে তথা অসুর পদার্থের উৎপত্তি তার পশ্চাৎ হয়। দেব পদার্থ যেকোনো লোক বা কণা আদি পদার্থকে প্রকৃষ্ট গতি ও আকর্ষণ বল প্রদান করে, অন্যদিকে অসুর

Vedic Physics Youtube Channel

পদার্থ এই পদার্থগুলোকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কাজ করে অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে প্রক্ষেপক বা প্রতিকর্ষক বলের বাহুল্য আছে।

৮. 'ওম্' রশ্মিবিহীন মনস্তত্ত্বও অসুর তত্ত্বের রূপ হয়, কারণ সেই স্থিতিতে এটা প্রায় প্রকাশযুক্ত হয় না। এছাড়া এই পদার্থ 'অসু' অর্থাৎ প্রাণ রশ্মির মধ্যে বিশেষ রূপে রমণ করে অর্থাৎ প্রাণ রশ্মির মধ্যে ছন্দ রশ্মির তুলনায় মনস্তত্ত্বের মাত্রা অধিক থাকে।

৯. এই পদার্থ রূপরহিত বায়ু অর্থাৎ অপ্রকাশিত বায়ু রূপ হয়, যা অপবাদ রূপে কিছু পরিস্থিতির অতিরিক্ত কখনও প্রকাশিত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে পারে না।

১০. এটা এমন বিদ্যুতের রূপ হয়, যা কেবল প্রাণ রশ্মির থেকেই উৎপন্ন তথা সেগুলোর মধ্যেই রমণকারী হয়। এর অভিপ্রায় হল এই পদার্থের মধ্যে আসুরী ছন্দ রশ্মির অতিরিক্ত অন্য কোনো প্রকারের ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান থাকে না, বরং কেবল প্রাণ রশ্মিগুলোই বিদ্যমান থাকে।

এই আর্ষ বচনগুলোর উপরে বিচার করার পর আমি 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থের আধারে অসুর পদার্থের বিষয়ে কিছু বিন্দুকে উদ্ধৃত করবো –

১. যেসব ছন্দ রশ্মি মনস্তত্ত্ব দ্বারা প্রেরিত হতে পারে না, সেগুলো আসুরী রশ্মি রূপে পরিবর্তিত হয়।

২. সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে কিছু ছন্দ রশ্মির কিছু সার ভাগ আকাশের মধ্যে চুইয়ে পড়ে। তারপর সেগুলো সার ভাগ থেকে রহিত হয়ে অথবা সার ভাগের ন্যূনতম ছন্দ রশ্মিগুলোই অসুর তত্ত্বের রূপে প্রকট হয় কিংবা সেই অসুর তত্ত্বকে উৎপন্ন করে। একথা থেকে এই সংকেত পাওয়া যায় যে আসুরী রশ্মির নির্মাণ অন্য রশ্মির থেকে কিছু সার ভাগের চুইয়ে পড়ার জন্য হয়।

সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়ার অন্য জ্ঞাতব্য তথ্য

Vaidic Physics Youtube Channel

৩. যখন ব্যান রশ্মি মনস্তত্ত্বের দ্বারা পূর্ণতঃ সঙ্গত ও প্রেরিত হয় না, তখন প্রাণাপান এবং প্রাণোদান রশ্মিগুলো অসুর রশ্মির রূপ ধারণ করে নেয়। এই অবস্থাতে সেগুলো অপ্রকাশিত বিরাজমান হয়ে প্রতিকর্ষণ ও প্রক্ষেপণ বল দ্বারা বিশেষভাবে যুক্ত হয়।

৪. এই সৃষ্টির মধ্যে যেসব পদার্থ মন এবং বাক্ ('ওম্' রশ্মি) তত্ত্বের মিথুন দ্বারা প্রেরিত হয় না, সেগুলো সংযোগাদি থেকে পৃথক অপ্রকাশিত স্বরূপযুক্ত অসুর তত্ত্বেরই রূপ হয়।

৫. প্রলয়কালের প্রক্রিয়া প্রারম্ভ হলে অসুর পদার্থ নিরন্তর শক্তিশালী হওয়া শুরু করে তথা তাকে নষ্ট ও নিয়ন্ত্রণকারী রশ্মিগুলো নিরন্তর দুর্বল বা নষ্ট হতে থাকে। এরদ্বারা বিভিন্ন লোক আদি পদার্থের বিনাশ হতে থাকে। সুপারনোভা আদির বিস্ফোরণেও অসুর তত্ত্ব প্রবল হয়।

৬. বিভিন্ন গায়ত্র্যাদি ছন্দ রশ্মির সঙ্গে সর্বদা অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি সংযুক্ত থাকে। যেসব ছন্দ রশ্মির সঙ্গে অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি সংযুক্ত থাকে না, সেই রশ্মিগুলো অসুর রশ্মিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি সঙ্গে সংযুক্ত রশ্মিগুলোই দেব(দৃশ্য) পদার্থের নির্মাণ করতে সক্ষম হয়, অন্যথা সেগুলো নিষ্ক্রিয় রূপেও এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকতে পারে আর অসুর তত্ত্বের রূপেও পরিবর্তিত হতে পারে।

৭. সমগ্র ছন্দ রশ্মির সঙ্গে মনস্তত্ত্ব এবং মূল বাক্ তত্ত্বের অতিরিক্ত সমগ্র প্রাথমিক প্রাণ রশ্মিগুলো বিদ্যমান থাকে। এগুলোর মধ্যে প্রাণ ও অপান রশ্মি দুই মাথায় তথা অন্য প্রাণ রশ্মিগুলো ছন্দ রশ্মির মধ্যখানে উপস্থিত থাকে। যেসব ছন্দ রশ্মির সঙ্গে প্রাণ রশ্মিগুলো পরস্পর ছড়িয়ে থাকা অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, সেই ছন্দ রশ্মিগুলো দেব পদার্থকে উৎপন্ন করে

Vaidic Physics Youtube Channel

তথা যেসব ছন্দ রশ্মির মধ্যে প্রাণ পরস্পর অতি নিকটস্থ সংযুক্ত থাকে, সেগুলো আসুরী ছন্দরশ্মিতে পরিবর্তিত হয়ে অসুর পদার্থকে উৎপন্ন করে।

৮. প্রাণ এবং অপান তত্ত্বের পারস্পরিক সামঞ্জস্য হল সৃষ্টি রচনার গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু। যখন এমন হতে পারে না, সেই সময় বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিগুলো ছন্দ রশ্মির সঙ্গে উপযুক্ত ভাবে সংযোগ করতে পারবে না আর এর পরিণাম-স্বরূপ সেই প্রাণ রশ্মিগুলো সূক্ষ্ম অসুর রশ্মিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

৯. অসুর পদার্থ নিজের প্রতিকর্ষণ বলের প্রভাবে বিভিন্ন লোকের মাঝে উপযুক্ত অবকাশ বজায় রাখতে সহযোগী হয়ে সেগুলোকে ধারণ বা স্থায়িত্ব প্রদান করতেও সহযোগী হয়।

১০. অসুর তত্ত্বের মধ্যেও বিশেষ প্রকারের ধ্বংসকারী ও প্রতিকর্ষক বিদ্যুৎ বিদ্যমান থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই পদার্থেরও প্রবাহ সর্বত্র নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে।

১১. যেসব ছন্দ রশ্মি নিজের ধারক ধায়্যা সংজ্ঞক ছন্দ রশ্মির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না তথা যেসব প্রাণ রশ্মিগুলো মরুদ্ রশ্মির সঙ্গে যুগ্ম বানাতে পারে না, সেগুলো আসুরী পদার্থের জন্মদাতা হয়ে যায়।

এই সম্পূর্ণ প্রকরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে এই সৃষ্টির মধ্যে সেই পদার্থ, যা দিয়ে এই সৃষ্টি তৈরি হয়েছে, তার অতিরিক্ত দৃশ্য পদার্থের তুলনায় অনেক বড় মাত্রায় এক এমন পদার্থও বিদ্যমান আছে, যেটা অদৃশ্য বা অপ্রকাশিত হয়। দৃশ্য পদার্থ সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন লোকের সৃষ্টির মুখ্য উপাদান হয়, অথচ অদৃশ্য পদার্থ কোনো লোকেরই নির্মাণ করতে পারে না। এতকিছুর পরেও দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড বানাতে অদৃশ্য পদার্থের অনিবার্য ভূমিকা আছে। বৈদিক বাঙ্ময়ের মধ্যে দৃশ্য পদার্থকে দেব তথা অদৃশ্য পদার্থকে অসুর বলা হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানও দুই

Vedic Physics Youtube Channel

প্রকারের পদার্থকে স্বীকার করে। তারা অপ্রকাশিত পদার্থকে ডার্ক মেটার ও ডার্ক এনার্জি নাম দিয়েছে। বর্তমান ভৌতিকী এই ডার্ক পদার্থকে এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে পরিভাষিত করতে পারেনি আর না এগুলোর কাজ এবং অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ বা স্পষ্ট করতে পেরেছে।

ডার্ক মেটারের বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞানের মতকে দেখানোর জন্য আমি কিছু বৈজ্ঞানিককে উদ্ধৃত করবো –

''To explain the lumps of galaxies, one inevitably requires large amounts of invisible dark matter in the form of unusual particles. The most popular models are CDM (Cold Dark Matter) and HDM (Hot Dark Matter).''

(Discovery of Cosmic Fractals, Pg.147 By Yurij Baryshev, Pekka Teerikorpi)

এই বিষয়ে আমেরিকান ভৌতিকশাস্ত্রী জন গ্রিবিন বলেছেন –

''Two kinds of dark matter we refered to earlier are known as 'hot' and 'cold' dark matter. Neutrinos are hot, in the sense that they move around at a sizable fraction of the speed of light. But what we need to explain the pattern of galaxies on the sky is a profusion of particles of slow-moving cold Dark matter, or CDM.''

(The origin of Future - ten questions for the next ten years, Pg.105)

বর্তমান বিজ্ঞান এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ৪% দৃশ্য পদার্থ ও দৃশ্য উর্জা, ২৬% সিডিএম তথা ৭০% ডার্ক এনার্জি মানে। তারা যাকে হট ডার্ক মেটার নাম দিয়েছে, সেই নিউট্রিনোর বিষয়ে সিডিএমের তুলনায় অধিক জানে। তারা

Vaidic Physics Youtube Channel

সিডিএমের অনেক কল্পনা করে, সেগুলোকে উইকলি ইন্টারেকটিং পার্টিকল বলে, তবুও তারা এখন পর্যন্ত কোনো উইকলি ইন্টারেকটিং পার্টিকলকে ডিটেক্ট করতে পারেনি। ধ্যাতব্য হল, ডার্ক মেটারের স্বরূপ এবং উৎপত্তির বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান স্বয়ং অন্ধকারের মধ্যে আছে। ভারতের অনেক ভৌতিক শাস্ত্রীর সঙ্গে আমার চর্চা হয়েছে, কিন্তু সিডিএমের উপর তারা এটাই বলে যে এখনও সবকিছু ডার্ক অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যেই আছে অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত কোনো কিছু জানা যায়নি। বৈজ্ঞানিকদের অনুসারে সিডিএম-ই সব লোক ও গ্যালাক্সিকে ধরে রেখেছে। ডার্ক এনার্জির বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মত হল এই এনার্জি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার করছে। বিগ-ব্যাং সময় থেকে ব্রহ্মাণ্ড নিরন্তর প্রসারিত হচ্ছে।

বর্তমান বিজ্ঞানের ডার্ক সাবস্টেন্টের (ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জি) সংক্ষিপ্ত চর্চা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে বর্তমান বিজ্ঞান ডার্ক এনার্জির স্বরূপ ও তার কাজের বিষয়ে নিতান্ত ভ্রমের মধ্যে আছে। এখন আমি আমাদের বৈদিক অপ্রকাশিত (ডার্ক সাবস্টেন্ট) পদার্থের বিষয়ে পূর্বোক্ত ক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবো –

আমরা পূর্বদ্ধৃত ঐতরেয় বিবরণের বচনের আধারে অসুর (বৈদিক ডার্ক মেটার) পদার্থকে নিম্নানুসারে শ্রেণিবিভাগ করতে পারি –

১. এমন ছন্দ রশ্মি, যেগুলো মনস্তত্ত্ব কিংবা মন এবং বাক্ তত্ত্বের মিথুন দ্বারা সঠিকভাবে প্রেরিত হতে পারে না, সেগুলো যখন প্রাণ রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন সেগুলো থেকে অসুর তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

২. এমন ছন্দ রশ্মি, যেগুলোর কিছু সার ভাগ আকাশের মধ্যে চুইয়ে গেছে, সেগুলো যখন প্রাণ রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখনও সেগুলো অসুর

Vedic Physics Youtube Channel

তত্ত্বকে উৎপন্ন করে।

৩. এমন ছন্দ রশ্মি, যেগুলো ধায়্যা সংজ্ঞক ছন্দ রশ্মি অথবা অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি রহিত হয়, সেগুলো প্রাণ রশ্মির সঙ্গে মিলিত হয়ে অসুর তত্ত্বকে জন্ম দেয়।

৪. এমন ছন্দ রশ্মি, যেগুলো অব্যবস্থিত রূপে বিভিন্ন প্রাণ রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত হয়, সেগুলোও অসুর তত্ত্বকে উৎপন্ন করে।

৫. এমন প্রাণাপান কিংবা প্রাণোদান রশ্মি, যেগুলো মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্যক সঙ্গত না হওয়া ব্যান প্রাণের সঙ্গে সঙ্গত হয়, তখন সেই প্রাণাপান কিংবা প্রাণোদান রশ্মিগুলো সূক্ষ্ম অসুর রশ্মিকে উৎপন্ন করে।

৬. এমন প্রাণ রশ্মি, যেগুলো ছন্দ অথবা মরুত্ রশ্মির সঙ্গে সঙ্গত হতে পারে না, সেগুলোও সূক্ষ্ম অসুর রশ্মিকে জন্ম দেয়।

ডার্ক মেটারের সমান পদার্থ

এখানে এমন মনে হয় যে উপরোক্ত প্রথম চার প্রকারের অসুর তত্ত্ব কণীয় অবস্থাকে প্রাপ্ত করে। এই কণাগুলোর মাঝে আকর্ষণ বল অত্যল্প মাত্রায় থাকে। বর্তমান বিজ্ঞানের ডার্ক মেটারের অনুরূপ পদার্থ হল এটা। এগুলোর মধ্যে ছন্দ রশ্মি স্বয়ং দুর্বল বন্ধনযুক্ত হওয়ার কারণে সবল বন্ধনযুক্ত দৃশ্য (দেব) পদার্থের কণার প্রতি আকর্ষণের ভাব নগণ্য দেখায়, তবুও প্রাণ রশ্মির সঙ্গে এগুলোর মিলন হওয়াতে এগুলো ঘন রূপ প্রাপ্ত করে কণা রূপে প্রকট হয় অবশ্য। আমার মতে এই কণার মধ্যে এমন ঘনত্ব হয় না, যেমনটা দৃশ্য (দেব) পদার্থের কণার মাঝে হয়। এই কারণে এই কণাগুলো সৃষ্টির প্রত্যক্ষ অঙ্গ হতে পারে না।

এই পদার্থ দৃশ্য পদার্থের সঙ্গে আকৃষ্ট না হলেও অথবা নগণ্য হলেও, কিন্তু এগুলোর পরস্পর স্বল্প আকর্ষণ অবশ্য থাকে, অন্যথা সম্পূর্ণ অসুর পদার্থ

Vaidic Physics Youtube Channel

বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত তথা কোনো কাজই সম্পাদিত করতে পারতো না। আজ ডার্ক মেটার দ্বারা গ্যালাক্সির ধারণে সহযোগিতার কথা বলা হয়, সেই ধারণ গুণও সেই সময় বিদ্যমান হতে পারবে না, যদি সেই কণার মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ বল শূন্য হতো। ধ্যাতব্য হল, দৃশ্য কণার সঙ্গেও অসুর কণার আকর্ষণ একদম শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। যদি এমন হতো, তাহলে সেগুলোকে ধারণ করা সম্ভব হতো না। এই কণাগুলোকে ডিটেক্ট করা এইজন্য কঠিন হয়, কারণ এগুলোর কণা দুর্বল বন্ধনযুক্ত রশ্মি দিয়ে তৈরি হওয়াতে তুলনামূলক ভাবে অনেক কম ঘনত্বের হয়।

বর্তমান বিজ্ঞান ডার্ক মেটারের বিষয়ে এখনও অনুসন্ধানরত আছে। আমাদের এই অসুর পদার্থের স্বরূপকে জানলে তারা তাদের অনুসন্ধানে অবশ্যই সহায়তা পাবে। সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ ডিটেক্ট হতেই হবে, এমনটা আবশ্যক নয়। বিজ্ঞানকে সর্বত্র প্রায়োগিক (এক্সপেরিমেন্টাল) করার চেষ্টা করা তথা সেই সীমার মধ্যেই থাকা বাস্তবিক বিজ্ঞানকে সংকুচিত করা হবে। তর্ক, যুক্তি আদির আধারেও থিওরেটিকাল ফিজিক্সকে পর্যাপ্ত বিস্তার দেওয়া যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, এর তাৎপর্য এটাও নয় যে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান থেকে প্রয়োগ, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকেই বের করে দেওয়া উচিত, তবে এই সীমার থেকে বাইরেও বিচার করা আবশ্যক।

বৈদিক বিজ্ঞানের মধ্যে উপরোক্ত বর্ণিত অসুর তত্ত্বের প্রথম চার প্রকারের পদার্থ আমি বর্তমান বিজ্ঞানের ডার্ক মেটারের প্রায় সমকক্ষ ধরে নিয়েছি। বৈদিক অসুর (ডার্ক মেটার) তত্ত্বের চারটা শ্রেণী দেখিয়েছি, তবে বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিকল্পিত ডার্ক মেটারের শ্রেণীর বিষয়ে বর্তমানে কোনো মতামত আমাদের জানা নেই। তবে হ্যাঁ, এটুকু অবশ্য আছে যে বর্তমান বিজ্ঞান হট

Vedic Physics Youtube Channel

ডার্ক মেটার নামে নিউট্রিনোকে গ্রহণ করে তথা অবশিষ্ঠ ডার্ক মেটারকে সিডিএম নাম দেয়। আমার দৃষ্টিতে নিউট্রিনোকে বৈদিক অসুর তত্ত্বের ভাগ মানা সম্ভব নয়, কারণ সেটা সংযোগযোগ্য শক্তি হতে রহিত হয়। যদিও সেটা বিভিন্ন কণার সঙ্গে প্রায় ইন্টারেক্ট হয় না, কিন্তু ইলেকট্রন, ম্যুওন এবং টাউ নামক কণাকে সেগুলোর নিজ-নিজ নিউট্রিনোর সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ থাকে।

বৈদিক অসুর তত্ত্বের চারটা শ্রেণী অবশ্যই সর্বথা সমান গুণের হয় না। আমার দৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণীর রূপে বর্ণিত অসুর তত্ত্ব সবথেকে দুর্বল হয়, কারণ সেটা মন এবং বাক্ তত্ত্ব দ্বারা একটুকুও প্রেরিত হয় না। আমার দৃষ্টিতে যখন দেব পদার্থ এবং অসুর পদার্থের সংঘর্ষ হয়ে অসুর পদার্থ খণ্ড-খণ্ড হয়ে আকাশের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যায়, সেই সময় তার এই দুর্বলতম রূপ প্রকট হয়। আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর অসুর তত্ত্ব, যারমধ্যে ছন্দ রশ্মিগুলো অব্যবস্থিত প্রাণ রশ্মির সঙ্গে মিলন করে, সর্বাধিক তীক্ষ্ণ হয়, কারণ এরমধ্যে ছন্দ রশ্মিগুলো অব্যবস্থিত প্রাণ রশ্মির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে না। এইভাবে অসুর তত্ত্বের সঙ্গে দেব পদার্থের অনেকত্র সংঘর্ষ চলতে থাকে। বাকি দুই প্রকারের অসুর পদার্থ (ক্রমাঙ্ক ২ ও ৩) দুর্বল হয়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে। সম্ভবতঃ এগুলো নিজের দ্রব্যমানের কারণে বিভিন্ন লোককে প্রভাবিত করে ধরে রাখতে নিজের ভূমিকা পালন করে।

ডার্ক এনার্জির সমান ঊর্জা

বৈদিক অসুর (ডার্ক মেটার) তত্ত্বের পশ্চাৎ এখন আসুরী (ডার্ক এনার্জি) ঊর্জার চর্চা করবো। আমার মতে, অসুর পদার্থের পূর্বোক্ত ৫ ও ৬ ক্রমাঙ্কের মধ্যে বর্ণিত শ্রেণীর পদার্থ আসুরী ঊর্জার রূপ হয়। এগুলোর মধ্যে প্রথম ঊর্জা মন দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ব্যানের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রাণাপান ও প্রাণোদান দ্বারা নির্মিত হয়

Vedic Physics Youtube Channel

তথা আরেকটা ঊর্জা ছন্দ রশ্মি বিনা কেবল প্রাণ রশ্মির রূপে হয়। এই দুই প্রকারের ঊর্জা অপ্রকাশিত ঊর্জার রূপ হয়। বর্তমান বিজ্ঞান যাকে ডার্ক এনার্জি বলে, তারসঙ্গে এর এতই সমতা আছে যে বৈদিক ডার্ক এনার্জিও প্রতিকর্ষণ প্রভাব দেখায়। এর কারণ হল এরমধ্যে কেবল প্রাণ রশ্মি বিদ্যমান থাকে, এগুলোর মিথুন তৈরির জন্য ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান থাকে না। বর্তমান বিজ্ঞান ডার্ক এনার্জির স্বরূপ সম্বন্ধে অধিকাংশ অপরিচিত আছে আর তারা এটাও জানে না যে ডার্ক এনার্জির প্রভাব প্রতিকর্ষকই কেন হয়? আমাদের বৈদিক বিজ্ঞান এই বিষয়ে পর্যাপ্ত ও স্পষ্ট প্রকাশ ফেলে।

প্রশ্ন – বৈদিক অসুর ঊর্জা, যা প্রত্যেক সংযোগ প্রক্রিয়াতে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে, এই সৃষ্টি রচনাতে তার কি উপযোগিতা আছে?

উত্তর – অসুর ঊর্জা বর্তমান বিজ্ঞানের তথাকথিত বিগ-ব্যাং এর কারণ হয় না আর না ব্রহ্মাণ্ডের তথাকথিত প্রসারের জন্য উত্তরদায়ী হয়। তবে হ্যাঁ, এটা বড়-বড় লোক এবং কোস্মিক মেঘের মধ্যে বিস্ফোরণ বা বিভাজনে নিজের ভূমিকা অবশ্য পালন করে। বিশাল খগোলীয় মেঘের ছড়িয়ে পড়াতে কোনো নক্ষত্র ও গ্রহের নির্মাণ তথা সেগুলোর পরস্পর দূরে সরে গিয়ে নিশ্চিত কক্ষের মধ্যে ব্যবস্থিত হওয়ার বিভিন্ন ক্রিয়ার শৃঙ্খলার মধ্যেও এর প্রতিকর্ষক ও প্রক্ষেপক ভূমিকা থাকে। দুটো সূক্ষ্ম কণা থেকে শুরু করে বিশাল-বিশাল লোকের মাঝে সংযোগের সময় এই ঊর্জা বাধক হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু দৃশ্য ঊর্জার প্রহারের কারণে এর চেষ্টা বিফল হয়ে যায়, আবার কণা বা লোকের পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যেও এই সূক্ষ্ম ঊর্জা সেগুলোর মাঝে একটা অন্তরাল (অবকাশ) বানিয়ে রাখতে সহায়ক হয়। যদি এমনটা না হতো, তাহলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড একটা সবচেয়ে ঘন সংঘাতকে প্রাপ্ত করে ন্যূনতম আয়তনকে প্রাপ্ত করতো।

Vedic Physics Youtube Channel

এইভাবে বৈদিক ডার্ক এনার্জি এই সৃষ্টি রচনার প্রত্যেক কর্মের মধ্যে বিভাজক, প্রক্ষেপক ও প্রতিকর্ষক প্রভাবের দ্বারা সর্বত্র নিজের অনিবার্য ভূমিকা পালন করে। এটা যখন তীক্ষ্ণ রূপকে প্রাপ্ত করে, তখন বিস্ফোরক এবং বাঁধক রূপ প্রাপ্ত করে।

প্রশ্ন – বৈদিক বিজ্ঞানের মধ্যে কি অসুর পদার্থের আরও কিছু রূপ বা নাম আছে?

উত্তর – অসুর পদার্থের আরও কিছু নাম বৈদিক বাঙ্ময়ের মধ্যে আছে। পাপ, রাক্ষস, ভ্রাতৃব্য আদি কিছু নাম 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থের মধ্যে অনেকবার এসেছে। এগুলোর বিষয়ে আমি ওই গ্রন্থের মধ্যে চর্চা করেছি আর এগুলোর স্বরূপকেও দেখিয়েছি। এই কারণে আমি এখানে তার পিষ্টপেষণ করতে চাইবো না। এইসব পদার্থ অসুর তত্ত্বেরই রূপ হয়।

প্রশ্ন – আপনি দেব (ছন্দ বা প্রাণ) রশ্মির দ্বারা অসুর পদার্থ তৈরির প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন। সম্পূর্ণ অসুর পদার্থের উৎপত্তি কি এইভাবেই হয়? সমস্ত আসুরী ছন্দ রশ্মির নির্মাণ পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া বা কোনো বিকৃতির দ্বারাই হয় নাকি দেব পদার্থ (ছন্দ ও প্রাণ) রশ্মির মতো আসুরী ছন্দ রশ্মির নির্মাণও একটা ব্যবস্থিত প্রক্রিয়ার দ্বারা হয়?

উত্তর – আপনার প্রশ্ন নিতান্ত উচিত ও স্বাভাবিক। উচিত প্রক্রিয়ার দ্বারাও আসুরী ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়। এইরকম ছন্দ রশ্মি অসুর তত্ত্ব, বিশেষ করে আসুরী ঊর্জা উভয় প্রকারে উৎপন্ন হয়। আসুরী ছন্দ রশ্মি দ্বারা উৎপন্ন ঊর্জাকেও আসুরী ঊর্জা বলা হয়, তার প্রক্রিয়া দেব (দৃশ্য) ঊর্জার নির্মাণের সমান হয়।

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রশ্ন – যেভাবে কোনো কারণে উৎপন্ন পূর্বোক্ত বিকৃতির কারণে দেব ছন্দাদি রশ্মিগুলো অসুর পদার্থকে উৎপন্নকারী হয়ে যায়, সেইভাবে এই সৃষ্টির মধ্যে কোথাও অসুর পদার্থও কি দৃশ্য (দেব) পদার্থে পরিবর্তিত হয়?

উত্তর – হ্যাঁ, নক্ষত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াতে একটা এমনও চরণ আসে, যেখানে অসুর পদার্থ দেব পদার্থে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যখন খগোলীয় মেঘের ভিতরে সংকোচন ক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন লোকের নির্মাণ হতে থাকে, সেই সময় পদার্থের মধ্যে বিশাল জ্বালা যুক্ত অগ্নি বিদ্যমান থাকে। এই সময় ডার্ক এনার্জির কিছু অংশ বিভিন্ন তীক্ষ্ম ছন্দ রশ্মির সঙ্গে ক্রিয়া করে দৃশ্য ঊর্জাতে বদলে যায়। ধ্যাতব্য হল, এই প্রক্রিয়া কোথাও-কোথাও অপবাদ রূপেই হয়, এমন নয় যে এটা একটা সামান্য প্রক্রিয়া।

বিশেষ জ্ঞাতব্য – এই গ্রন্থের মধ্যে অসুর পদার্থকে বৈদিক ডার্ক মেটার এবং বৈদিক ডার্ক এনার্জির স্থানে ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীই লেখা হয়েছে। এরদ্বারা পাঠক যেন বর্তমান ভৌতিকীতে বর্ণিত ডার্ক মেটার ও ডার্ক এনার্জীর গ্রহণ না করেন, এটা মাথায় রাখবেন।

বিদ্যুতের স্বরূপ

বিদ্যুৎ কিংবা আবেশ কি? বর্তমান ভৌতিকীর মধ্যে এটা স্পষ্ট নয়। চার্জের বিষয়ে বলা হয় যে –

''A property of some elementary particles that gives rise to an interaction between them.''

(Oxford dictionary of Physics, Pg.69)

অর্থাৎ কিছু মূলকণার পারস্পরিক আকর্ষণ-প্রতিকর্ষণ বলের উৎপাদক গুণকেই

Vaidic Physics Youtube Channel

আবেশ বলা হয়। বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞান পৃথক-পৃথক স্তরে পৃথক্-পৃথক্ প্রকারের চার্জের কল্পনা করে। সেটা কোয়ার্কের মাঝে কার্যরত চার্জকে ফ্লেবার চার্জ তথা কোয়ার্কস এবং গ্লুওন্সের মাঝে কলর চার্জের বিদ্যমানতার চর্চা করে। বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাসও (mass) হল এক প্রকারের চার্জ। এইসব চার্জ দুটো বস্তুর মাঝে ইন্টারেকশনের কারণে হয়। অন্যদিকে বিদ্যুতের পরিভাষাও বর্তমান বিজ্ঞানের মধ্যে স্পষ্ট নয় আর তার স্বরূপও সর্বথা অস্পষ্ট আছে।

এখন আমি বৈদিক ভৌতিকীর দৃষ্টিতে বিদ্যুতের বিষয়ে কিছু চর্চা করবো। এই বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. তপো বিদ্যুত্। (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.৩৭৩)
২. বলমিতি বিদ্যুতি। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৯.১.২;
তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩.১০.৩)
৩. বিদ্যুত্ সাবিত্রী। (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ৪.১২.১.৯)
৪. বীব বা ইদমদ্যুতদিতি। সৈষা বিদ্যুদভবত্। (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.৩৮০)
৫. বিদ্যুদ্বা sঅপাম্ জ্যোতিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৫.২.৪৯)

এই বচনগুলো থেকে নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকট হয় –

১. যারদ্বারা ক্রিয়াশীলতা ও উষ্মার উৎপত্তি হয়, সেই পদার্থকে বিদ্যুৎ বলে।
২. যারদ্বারা বল গুণের উদয় হয়, সেই পদার্থকে বিদ্যুৎ বলে।
৩. বিদ্যুৎ প্রত্যেক কণা আদি পদার্থকে উৎপন্ন ও প্রেরিত করে।
৪. বিদ্যুৎ 'বী' এর মতো দ্যোতিত হওয়াতে বিদ্যুৎ বলা হয়। ঋষি দয়ানন্দ 'বীব' শব্দের অর্থ ঋগ্বেদ ৭.৫৫.২ মন্ত্রের ভাষ্যতে 'পক্ষীব' করেছেন। এর থেকে এই সংকেত পাওয়া যায় যে বিদ্যুদাবেশিত কণার ব্যবহার পক্ষীর সমান হয়। যেভাবে পক্ষী দ্রুত অকস্মাৎ উড়ে ও সংক্ষিপ্ততম ও সরল

Vedic Physics Youtube Channel

মার্গকে গ্রহণ করে, ঠিক সেইরূপ ব্যবহার বিভিন্ন আবেশিত কণা করে। এখানে 'বী' ধাতুর বিভিন্ন অর্থকে দৃষ্টিগত রেখে বিদ্যুৎ আবেশিত কণার ব্যবহারকে জানার চেষ্টা করবো –

যাওয়া – এর থেকে গমন-আগমন ব্যবহার উপরোক্তবৎ সিদ্ধ হয়।
আক্রমণ করা– যেভাবে কোনো পক্ষী অন্য কোনো পক্ষীর উপর অকস্মাৎ দ্রুত আক্রমণ করে, সেইভাবে আবেশিত কণার মধ্যে ইন্টারেকশন হয়।
ফেলে দেওয়া, দৌড়ানো – যেভাবে কোনো পক্ষী অন্য পক্ষীকে মেরে তাড়িয়ে দেয়, সেইরূপ ব্যবহার সমান আবেশিত কণার মধ্যে হয়।
ভক্ষণ করা – যেভাবে পক্ষী তার ভোজনকে তৎকাল গিলে নেয়, সেই-ভাবে আবেশিত কণা তার সংযোগযোগ্য লঘু কণাকে নিজের মধ্যে আকস্মিকভাবে অবশোষিত করে নেয়।

৫. বিদ্যুৎ 'আপঃ' অর্থাৎ প্রাণাপানাদি রশ্মির জ্যোতিরূপ প্রকাশিত হয়ে প্রতীয়মান হয়।

বিদ্যুতের এই স্বরূপের উপরে বিচার করলে বিদিত হয় যে এই সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যুৎ পৃথক-পৃথক স্তরে পৃথক-পৃথক স্তরের হয়। বৈদিক বিজ্ঞান মহত্তত্ত্ব থেকেই আকর্ষণ আদি গুণের প্রাদুর্ভাবকে মানে, এই কারণে একেই কারণ বিদ্যুৎ, যা সূক্ষ্মতম রূপে হয়, বলা হয়। তার পশ্চাৎ প্রাণ ও অপান, প্রাণ ও মরুত্, প্রাণ ও ছন্দ আদির মিথুন হওয়াতে কার্য বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের কোনো প্রকারের ইন্টারেকশনই এই যুগ্মগুলোর থেকে সূক্ষ্ম কিংবা এগুলোর সমকক্ষ পদার্থকে মেলাতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, তারা যাকে ফিল্ড বলে আর তার ফিল্ড পার্টিকলসকে ভেক্যুম এনার্জি থেকে উৎপন্ন হওয়ার কল্পনা করে, সেই ভেক্যুম এনার্জি অবশ্য এইসব পদার্থেরই সম্মিশ্র রূপ হয়।

সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়ার অন্য জ্ঞাতব্য তথ্য

Vaidic Physics Youtube Channel

এইসব মিথুন থেকেই এই সৃষ্টির মধ্যে আকর্ষণ-প্রতিকর্ষণ, ধারণ-ক্ষেপণ আদি ক্রিয়ার মধ্যে বৃদ্ধি হয়।

বর্তমান বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের চার্জ বস্তুতঃ প্রাণ ও মরুদ্ বা ছন্দ রশ্মির বিভিন্ন স্তরের মিলনের কারণেই উৎপন্ন বা প্রতীত হয়। এইসবের মিলনের মধ্যে মূল কারণ প্রাণ ও বাক্ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণ রশ্মির সঙ্গে 'ওম্' ছন্দ রশ্মির মিথুনই হয়। মূল বল 'ওম্' ছন্দ রশ্মিরই হয় আর এই রশ্মি ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত ও নির্মিত হয় তথা তাঁর সঙ্গে ক্রমাগত সম্বন্ধ বজায় রাখে। এই সম্বন্ধের বিচ্ছেদ কখনও হয় না। যখন এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হবে, তখন 'ওম্' রশ্মি সমাপ্ত হয়ে সমস্ত রশ্মি পুনরায় সব মূলকণা আর ক্রমশঃ সম্পূর্ণ লোক ধ্বংস হয়ে মূল উপাদান কারণ পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এইজন্য বিদ্যুতের মূল উৎপত্তি ঈশ্বর তত্ত্ব কিংবা তদুৎপন্ন ও তৎপ্রেরিত 'ওম্' রশ্মি থেকেই হয়।

একে এইভাবেও বলা যেতে পারে যে এই সৃষ্টির মধ্যে যে সমস্ত প্রকারের বল আছে, তার মূল হল 'ওম্' রশ্মি। আর 'ওম্' রশ্মির বলের কারণ হল 'ওম্' নামক চেতনতত্ত্ব অর্থাৎ পরমাত্মা। এই কারণে সমস্ত মূলের মূল স্রোত ঈশ্বরই হয়, কোনো জড় পদার্থের মধ্যে নিজের কোনো বল নেই আর হওয়াও সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, অন্য চেতন তত্ত্ব জীবাত্মার মধ্যে তার পৃথক বল অবশ্য আছে।

পাঠকগণ! বিদ্যুতের বিষয়ে কিছু বিবেচনা অগ্নি মহাভূত প্রকরণের মধ্যে পড়েছেন।

ঊর্জার স্বরূপ

বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগৎ ঊর্জার ভরপুর উপভোগ করে, কিন্তু সেটা এর স্বরূপের বিষয়ে প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ আছে। এই বিষয়ে আমি বর্তমান বিজ্ঞানের

Vaidic Physics Youtube Channel

মত রিচার্ড পি. ফাইনম্যানের শব্দে 'অগ্নি' মহাভূত বিষয়ের মধ্যে উদ্ধৃত করেছি। ঊর্জার অনেক রূপকে বর্তমান বিজ্ঞান স্বীকার করে, যথা – স্থিতিজ ঊর্জা, গতিজ ঊর্জা, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ঊর্জা, ডার্ক এনার্জী, ভেক্যুম এনার্জী, ধ্বনি, উষ্মা আদি। এইসব ঊর্জা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একে-অপরের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনের ক্রিয়াবিজ্ঞান (মেকানিজম) কি, বর্তমান বিজ্ঞান এটা স্পষ্ট রূপে জানে না। এই পরিবর্তনের কারণ কি, এটাও বিজ্ঞান জানে না। বস্তুতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত ঊর্জার স্বরূপ ও গঠনের বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মেকানিজমকে জানা অসম্ভব।

ঊর্জার বৈদিক স্বরূপ

চলুন, আমরা সর্বপ্রথমে 'ঊর্জা' শব্দের উপরে বিচার করি। এই শব্দ 'ঊর্জ বলপ্রাণনয়োঃ' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এরফলে বল এবং প্রাণ যুক্ত পদার্থকেই ঊর্জা বলা হয়। এখন বলের বিষয়ে ঋষিদের কথন নিয়ে বিচার করবো –

১. বলম্ কস্মাত্ বলম্ ভরম্ ভবতি বিভর্তেঃ (নিরুক্ত ৩.৯)
২. বলম্ বা দ্রবিণম্ য়দেনেনাভিদ্রবন্তি (নিরুক্ত ৮.২)
৩. আত্মা বৈ বলম্ (কাঠক সংকলন ৭২.৫ – ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত)
৪. বলম্ বিশ্বেদেবাঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪.৭.৮)

এই বচনগুলোর অভিপ্রায় হল –

১. বল হল সেই গুণ, যা কোনো পদার্থের ধারণ ও পোষণ করে।
২. বলের কারণে পদার্থ তার দিকে গতিশীল হয়, বিশেষ করে আকর্ষণ বলের কারণে।
৩. বল কোনো পদার্থের ভিতরে আত্মারূপ হয়ে বিচরণ করে।

Vaidic Physics Youtube Channel

৪. সমস্ত দেব অর্থাৎ প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মিগুলো বলরূপ হয়। এইসবের মূলের মধ্যেও চেতন পরমাত্মা ও আত্মাই বলরূপ হয়।

এইভাবে ঊর্জা হল সেই পদার্থ, যার কারণে বিভিন্ন পদার্থ ধারণ করা হয় বা গতি করে। একইসঙ্গে ঊর্জার কারণেই পদার্থের অস্তিত্ব বজায় বা সার্থক থাকে। এই ঊর্জা মূলতঃ চেতন (ঈশ্বর অথবা জীবাত্মা) তত্ত্বের দ্বারা প্রকৃতিরূপী জড় পদার্থের মধ্যে উৎপন্ন হয়। জড় জগতের মধ্যে এটা 'ওম্' রশ্মি ও মনস্তত্ত্বের রূপে প্রকট হয়। তারপর প্রাণ ও ছন্দ বা মরুদাদি রশ্মির রূপে বৈদিক স্বরূপ যুক্ত ঊর্জা উৎপন্ন হয়। এই ঊর্জার তুলনা বর্তমান ভৌতিকী দ্বারা জ্ঞাত বা ব্যবহৃত ঊর্জাগুলোর সঙ্গে করা সম্ভব নয়। এই বিষয়ে আমি পূর্বে লিখেছি। প্রাণ আর মরুদ্ বা ছন্দ রশ্মির মিথুনই হল বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিচিত ঊর্জার উৎপত্তির কারণ।

এখন আমি বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা জানা গেছে এমন ঊর্জাগুলোর বিষয়ে ক্রমশঃ বৈদিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করবো –

১. ভেক্যুম এনার্জী – বর্তমান বিজ্ঞান এরই ভিতরে বিভিন্ন ফিল্ড পার্টিকলের উৎপত্তির কথাকে স্বীকার করে। এই পার্টিকলগুলো এটা থেকেই উৎপন্ন হয়, এমনও মানা হয়, কিন্তু এই এনার্জী স্বয়ং কিরূপে কি দিয়ে নির্মিত হয় তথা এরদ্বারা ফিল্ড পার্টিকল কিভাবে নির্মিত হয়, এটা বর্তমান বিজ্ঞানের জ্ঞাত নেই। আমার মতে সম্পূর্ণ স্পেসের মধ্যে সূত্রাত্মা বায়ু এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাণ, মরুত্ ও ছন্দ রশ্মির মিশ্রণ ভরা থাকে, সেগুলোর উৎপত্তি ও স্বরূপকে আমি পূর্বে বর্ণিত করেছি। রশ্মির এই মিশ্রণই ভেক্যুম এনার্জীর রূপ হয়। দুটো সংযোজনীয় পদার্থ নিকটে আসলে সেগুলোর মাঝে স্থিত ভেক্যুম এনার্জী দ্বারা কিভাবে ফিল্ড পার্টিকল উৎপন্ন হয়, এই বিজ্ঞান 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থের

Vaidic Physics Youtube Channel

মধ্যে অনেকত্র বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে অন্য কোনো পৃথক গ্রন্থের মধ্যে সবিস্তারে লেখার চেষ্টা করবো। এখানে এটুকু লেখাই যথেষ্ট যে দুটো পদার্থ থেকে নিঃসৃত প্রাণ ও মরুদ্ রশ্মি ভেক্যুম এনার্জী রূপে বিদ্যমান প্রাণ ও মরুত্ ও গায়ত্র্যাদি ছন্দ রশ্মির মিলন থেকে ফিল্ড পার্টিকলকে উৎপন্ন করে। সেই পার্টিকলগুলো কাল্পনিক (ভার্চুয়াল) হয় না, কিন্তু এগুলোর আয়ু অত্যল্প হয়। এগুলোর উৎপত্তির লম্বা ও ব্যবস্থিত প্রক্রিয়া আছে, যাবে 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থের মধ্যে দেখা যেতে পারে।

ধ্যাতব্য হল, প্রাণ ও মরুত্ এবং প্রাণ ও ছন্দের মিথুনই বল ও ঊর্জার রূপ হয়, একাকী কোনো রশ্মি ভেক্যুম এনার্জীর রূপ হতে পারে না। এই এনার্জী সম্পূর্ণ স্পেসে একরস রূপে ভরা থাকে। একে ভেক্যুম এনার্জীর কারণ বলা হয়, কারণ এটা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেক্যুম অর্থাৎ রিক্ত স্থানকে ভরে থাকে। সামান্য রূপে এরমধ্যে কোনো ফ্ল্যাকচুয়েশন হয় না, কিন্তু যখনই দুটো কণা বা পিণ্ডের মাঝে আকর্ষণ ও প্রতিকর্ষণ বলকে উৎপন্ন করতে হয় অর্থাৎ যখনই সেই দুটো পদার্থ পরস্পর নিকটে আসে, তখনই সেগুলোর মাঝে বিদ্যমান ভেক্যুম এনার্জীর মধ্যে ফ্ল্যাকচুয়েশন হতে থাকে। এই ফ্ল্যাকচুয়েশন যদি না হয়, তাহলে আকর্ষণ ও প্রতিকর্ষণ বল আর ফিল্ড পার্টিকল উৎপন্নই হবে না। এই ফ্ল্যাকচুয়েশনের মধ্যে মূল রূপে চেতন তত্ত্ব ঈশ্বরের ভূমিকা আছে। তাঁর প্রেরণা ছাড়া এমন হওয়া সম্ভব নয়।

২. ডার্ক এনার্জী – এর সম্বন্ধে আমি পূর্বে অসুর ঊর্জার বিষয়ে লিখেছি। তবে হ্যাঁ, এটুকু নিশ্চিত যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার ও মহাবিস্ফোট থেকে সৃষ্টির প্রারম্ভ করে এমন কোনো ডার্ক এনার্জী এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে না তো কখনও বিদ্যমান ছিল আর না এখন আছে। বৈদিক ডার্ক এনার্জীর গঠন, স্বরূপ এবং তার

Vaidic Physics Youtube Channel

গুণধর্মের বিবেচনা আমি পূর্বে করেছি।

৩. স্থিতিজ ঊর্জা – আমরা এবিষয়ে জানি যে প্রত্যেক কণা বা ফিল্ড বিভিন্ন ছন্দ, মরুত্ ও প্রাণ রশ্মির মিলন থেকে উৎপন্ন হয় তথা সেই স্বরূপেই সেটা বিদ্যমান থাকে, সেটা গতিশীল হোক বা স্থির সে যাই হোক না কেন। তারমধ্যে এই রশ্মিগুলো সংঘাত রূপে বিদ্যমান থাকে। এর অভাবে সেই কণা, কোয়ান্টা বা পিণ্ডের কোনো অস্তিত্ব নেই। সেই কণা বা পিণ্ডকে সূত্রাত্মা বায়ু ও বৃহতী ছন্দ রশ্মি সবদিক থেকে আবৃত্ত করে থাকে কিংবা এই রশ্মিগুলোই প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মিকে ঘনীভূত করে সেই কণা বা পিণ্ডকে উৎপন্ন করার জন্য উত্তরদায়িনী হয়। যেকোনো কণা বা পিণ্ড সর্বদা সেই স্থিতিতে থাকতে চায়, যারমধ্যে রশ্মির মাঝে ন্যূনতম ইন্টারেকশন বা উত্তেজনা হবে। বিরাম অবস্থায় কোনো কণা বা পিণ্ডের পরিতঃ প্রাণ ও অপান রশ্মিরও বিদ্যমানতা থাকে, সেগুলোর মধ্যে অপান রশ্মিগুলো তার ভিতরের দিকে এবং প্রাণ রশ্মিগুলো বাইরের দিকে স্পন্দিত হতে থাকে।

যখন সেই কণা বা পিণ্ডের উপরে বহিরাগত বল লাগানো হয়, সেই সময় বল প্রয়োগকারী কারক সেই পিণ্ডের মধ্যে ঊর্জার সঞ্চারণ করে। এই ঊর্জা সেই কণা বা পিণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে সেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির বিন্যাসকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে। যখন আমরা কোনো স্প্রিংকে টানি বা চাপ দিই অথবা হাত দিয়ে কোনো পাথরকে উপরে তুলে ধরি, সেই সময় স্প্রিং বা পাথরের ভিতরে বিদ্যমান প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির বিন্যাস প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হয়। আমরা যখন স্প্রিংকে ছেড়ে দিই, তখন তার ভিতরে বিদ্যমান প্রাণ বা ছন্দাদি রশ্মির বিন্যাস পুনরায় নিজের পূর্ব রূপকে প্রাপ্ত করার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন স্প্রিংয়ের মধ্যে কম্পন হতে থাকে।

সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়ার অন্য জ্ঞাতব্য তথ্য

Vaidic Physics Youtube Channel

অন্যদিকে যখন আমরা পাথরকে হাত থেকে নিচে ফেলে দিই, তখন পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণ বল তাকে নিচের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে অর্থাৎ সেই পিণ্ডের উপরে সেই বল কাজ করতে থাকে। এরফলে সেই পিণ্ডের ভিতর ও বাইরের রশ্মি বিন্যাস পুনরায় প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে। এরফলে তার স্থিতিজ ঊর্জা গতিজ ঊর্জাতে পরিবর্তিত হতে থাকে।

স্থির পিণ্ড **গতিমান পিণ্ড**

৪. গতিজ ঊর্জা – উপরোক্তানুসারে যখন আমরা পাথরকে নিচে ফেলে দিই, সেই সময় সেই পাথরের উপর পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণ বল অথবা আমাদের প্রক্ষেপক বল কাজ করে। এরফলে সেই পাথরের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন ছন্দ ও প্রাণাদি রশ্মির বিন্যাস পরিবর্তিত হতে থাকে। আমার মতে এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে নিম্ন ক্রমানুসারে প্রভাব হয় –

(অ) যখন পাথর নিচের দিকে পরে, তখন পৃথিবীর দ্রব্যমান ও গুরুত্বাকর্ষণ বলের রূপে বিদ্যমান প্রাণ রশ্মি ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দাদি রশ্মিগুলো পাথরের মধ্যে বিদ্যমান অপান রশ্মিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে। এরফলে যে অপান রশ্মিগুলো পাথরের ভিতরের দিকে যেতে-যেতে স্পন্দিত হচ্ছিল, সেগুলো গুরুত্ব বলের দিকে উন্মুখ হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে। অপান রশ্মি ক্রিয়াপ্রধান হওয়াতে সেই পাথর পৃথিবীর দিকে গতি করতে থাকে। সেই পাথর

Vedic Physics Youtube Channel

যতটা পৃথিবীর নিকটে আসতে থাকে, ততই পৃথিবীর প্রাণ ও ত্রিষ্টুপ্ রশ্মি পাথরের অপান রশ্মির প্রতি আকর্ষণের গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এটাই হল কারণ যে পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণ বল সেই পাথরের মধ্যে ত্বরণ উৎপন্ন করে, এমন নয় যে সেই পাথর সমান গতিতে নিচে পরে। বর্তমান বিজ্ঞান এই মেকানিজমকে জানতে পারেনি।

(ব) যখন আমরা সেই পাথরকে কোনো দিশাতে ছুঁড়ে ফেলি, তখন আমাদের হাতের প্রক্ষেপক বল সেই পাথরের বাইরে এবং ভিতরে বিদ্যমান রশ্মি বিন্যাসকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করতে থাকে। আমাদের প্রক্ষেপক বলের মধ্যে অপান রশ্মির প্রাধান্য আছে। এরফলে সেই পাথরের বিন্যাস এইরকম হয়ে যায় যে পাথরের ভিতরের দিকে স্পন্দিত হওয়ার সাথে অপান রশ্মিগুলো প্রক্ষেপক বলের দিশাতে স্পন্দিত হতে থাকে। এই কারণে সেই পাথর সেই দিশাতে গতিশীল হয়ে ওঠে। তার গতিশীল থাকাকালীন পৃথিবীর দ্রব্যমান ও গুরুত্বাকর্ষণ বলের প্রাণ ও ত্রিষ্টুপ্ আদি রশ্মিগুলো পূর্বোক্তানুসারে নিজের প্রভাব দেখাতে থাকে, যারফলে সেই পাথর বর্তুলাকার (পেরাবোলিক) মার্গের অনুসরণ করে অন্ততঃ নিচে পরে যায়।

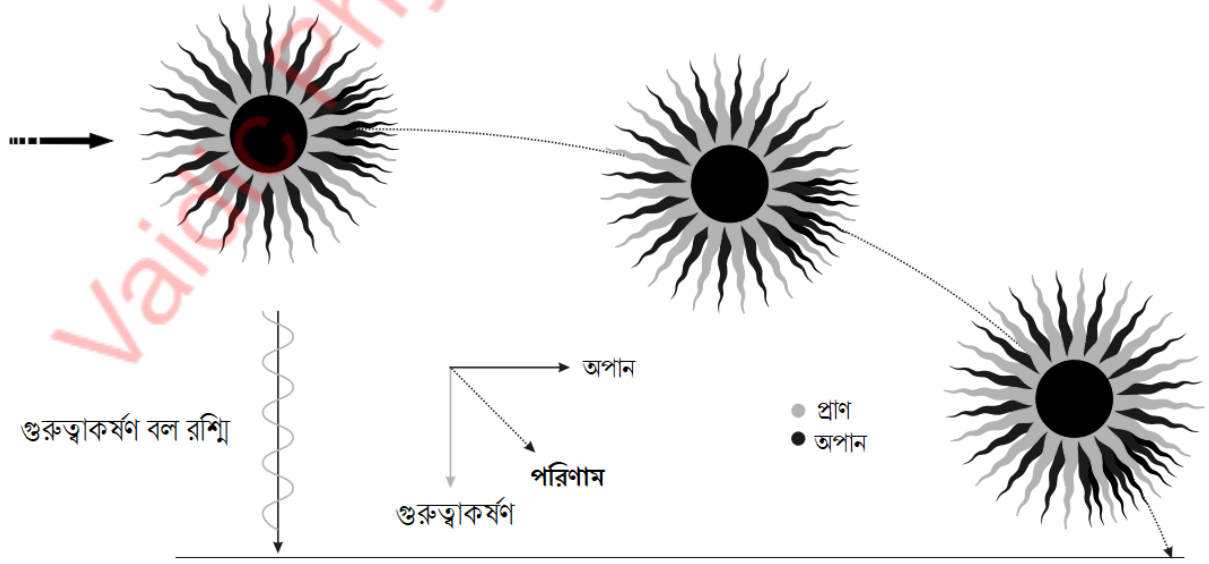

সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়ার অন্য জ্ঞাতব্য তথ্য

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রশ্ন – পাথর যখন নিচে পরে, তখন পৃথিবীর সঙ্গে টক্কর অথবা কোনো দেয়ালে পাথর ছুঁড়ে মারলে উষ্মা, প্রকাশ ও ধ্বনির উ ৎপত্তি হয়। এইভাবে পাথরের গতিজ ঊর্জা উষ্মা, প্রকাশ ও ধ্বনি ঊর্জাতে কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়? স্থিতিজ ঊর্জা গতিজ ঊর্জাতে পরিবর্তনের মেকানিজম তো আপনি উপরে বলেছেন, এইভাবে ধ্বনি আদির মধ্যে পরিবর্তনের মেকানিজম কি হবে?

উত্তর – চলুন, আমরা একে এইভাবে জানি। যখন পাথরের সঙ্গে কোনো বস্তুর ধাক্কা লাগে, তখন সেই বস্তুর চারিদিকে বিদ্যমান রশ্মির সঙ্গে পাথরের চারিদিকে বিদ্যমান বস্তুর সংঘর্ষ হয়, বিশেষ করে সেই পাথরের বহিরাগত ভাগস্থ ক্রিয়াশীল অপান রশ্মিগুলো সেই বস্তুর রশ্মির সঙ্গে অধিক জড়িয়ে পড়ে উভয় বস্তুর সমস্ত রশ্মিকে ক্ষুব্ধ করে দেয়। এই বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের মধ্যে কিছু রশ্মি ঘনীভূত হয়ে ফোটনের রূপ ধারণ করে প্রকাশের রূপে দেখা দেয়। কিছু রশ্মি উভয় বস্তুর অণুগুলোকে কম্পিত করে সেগুলোকে তাপ প্রদান করে, আবার কিছু ছন্দ রশ্মি পরস্পর জড়িয়ে পড়ে এমন বৈখরী ধ্বনির রূপ ধারণ করে, যা তীব্র ধ্বনির রূপে শুনতে পাওয়া যায়। এই সংঘর্ষে উভয় বস্তুর ভিতরে রশ্মির বিন্যাস ও সূত্রাত্মা প্রাণ ও বৃহতী রশ্মির আবরণ বিকৃত হয়ে যায়, যারফলে সেই বস্তুগুলো ভাঙা বা বিকৃত দেখা যায় বা দেখা যেতে পারে অর্থাৎ সেগুলো ভেঙে যায় বা ভেঙে যেতে পারে।

প্রশ্ন – আমরা কোনো পাথরের তুলনায় কম ঘনত্বের কোনো বস্তুকে সমান বল লাগিয়েও কম বেগেই কেন ছুঁড়তে পারি?

উত্তর – যেরূপ আমি স্পষ্ট করেছি যে কোনো পিণ্ডকে ছুঁড়ে দিলে সেই পিণ্ডের ভিতরে ও বাইরে বিদ্যমান প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনে অপান রশ্মির দিশা প্রক্ষেপক বলের দিশাতে হওয়াতে তার গতি

Vaidic Physics Youtube Channel

সেই দিশাতে হয়। পিণ্ড যখন অধিক সঘন হয়, তখন তাতে অপান রশ্মির মাত্রা অধিক হওয়াতে তথা তার দ্বারা প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মি তথা সেগুলোর অনুচরী ছন্দ বা মরুদ্ রশ্মিও সেগুলোর দিশাতে উন্মুখ হওয়ার কারণে সঘনতর পিণ্ড অধিক বেগে গতি করে।

এর বিপরীত পিণ্ড যখন হালকা হয় আর আকারে যদি সেটা সঘন পিণ্ডের সমান হয়, তাহলে তাতে প্রাণ তথা ছন্দাদি রশ্মির মাত্রা ও ঘনত্ব কম হয়, কিন্তু আকাশ কিংবা হাওয়ার মধ্যে বিদ্যমান অবরোধক রশ্মি তত মাত্রাতেই বিদ্যমান থাকে, যত মাত্রায় পূর্বোক্ত অধিক সঘন পিণ্ডের সম্মুখে বিদ্যমান হয়। এই কারণে অবরোধক বল তো দুই পিণ্ডের উপর সমান লাগে, কিন্তু আমাদের হাত দ্বারা প্রক্ষেপক বল দিয়ে স্থানান্তরিত ঊর্জার মাত্রা কমই হতে পারে। বস্তুতঃ কম মাত্রায় বিদ্যমান রশ্মি প্রক্ষেপক অপান রশ্মিকে কম মাত্রাতেই সঞ্চিত করতে পারে তথা অপান রশ্মি সেই পিণ্ডের মধ্যেই কম মাত্রায় হওয়াতে বেগের মাত্রা সঘনতর পিণ্ডের তুলনায় কম হয়। একইভাবে এই হালকা পিণ্ডের টক্করে উষ্মা, ধ্বনি ও প্রকাশের মাত্রাও তুলনামূলক ভাবে কম হয়।

৫. ধ্বনি ঊর্জা – 'ভাষা এবং জ্ঞানের উৎপত্তি' নামক অধ্যায়ের মধ্যে আমি বাণীর অনেক রূপ তথা চার স্তরের বিষয়ে সবিস্তারে লিখেছি। বর্তমান বিজ্ঞান বাণীর বৈখরী রূপকেই ধ্বনি ঊর্জা নাম দিয়েছে। যেকোনো ধ্বনি পরা, পশ্যন্তী আর মধ্যমার স্তর দিয়ে গিয়েই বৈখরী অবস্থাকে প্রাপ্ত করে। আমি এখানে বৈখরীর সংক্ষিপ্ত চর্চা করবো। বর্তমান বিজ্ঞান ধ্বনিকে কোনো পদার্থের মধ্যে চাপ হিসেবেই উপলব্ধি করে। যে পদার্থ যত সঘন হবে, তারমধ্যে ধ্বনি ততই অধিক গতিতে প্রবাহিত হবে। একথা ঠিক, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান জানে না যে কোনো পদার্থের মধ্যে চাপ অথবা ফ্ল্যাকচুয়েসনকে উৎপন্নকারী পদার্থ কি?

Vedic Physics Youtube Channel

দুটো পিণ্ডের টক্করে কিভাবে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, এটা আমি লিখেছি। এখানে আমরা বিচার করবো যে যখন আমরা মুখ দিয়ে কথাবলি, তখন বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কিভাবে চাপ উৎপন্ন হয়?

বৈদিক বিজ্ঞানের মান্যতা হল আমাদের স্বরযন্ত্র মধ্যমা ছন্দ রশ্মিগুলোকে বৈখরীতে পরিবর্তিত করে বাইরে নির্গত করে দেয়। সেই ছন্দ রশ্মিগুলো বায়ুমণ্ডল অথবা অন্য কোনো পদার্থ রূপী মাধ্যমে বিদ্যমান বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডল অথবা অন্য পদার্থের মধ্যে চাপ উৎপন্ন করে। এই চাপের গতিকেই বর্তমান বিজ্ঞান ধ্বনি তরঙ্গ বলে। পদার্থ যখন সঘন হবে, তখন তাতে ছন্দ রশ্মির সঘনতার কারণে চাপের ক্ষেত্র অধিক হবে, যারফলে সেগুলোর গতি অধিক বলে মনে হবে অর্থাৎ ধ্বনি তরঙ্গের গতি অধিক হবে। নির্বাতে স্থিত ছন্দ রশ্মিগুলো বিরলাবস্থায় বিদ্যমান প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির মধ্যে সেই চাপ কিংবা ফ্ল্যাকচুয়েসন উৎপন্ন করতে পারবে না, যেটা আমরা কান দিয়ে শুনতে পারবো। এর কারণ হল আমাদের কান রশ্মির ফ্ল্যাকচুয়েসনকে গ্রহণ করতে পারে না, অথচ অণুর ফ্ল্যাকচুয়েসন অনুভব করতে সক্ষম হয়। এরফলে আমাদের এমন ভ্রম হয় যে ধ্বনির জন্য কোনো পদার্থ রূপী মাধ্যমের হওয়াটা অনিবার্য। বস্তুতঃ এটা আমাদের কানের শোনার ক্ষমতার একটা সীমার কারণ হয়, বাস্তবে এমন নয়।

পাঠকগণ! শেষ ঊর্জা যথা – বিদ্যুৎ ঊর্জা এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বিষয়ে অগ্নি মহাভূতের বিষয়ের মধ্যে পড়তে পারবেন।

প্রশ্ন – যখন সমস্ত ঊর্জার মূল শক্তিদাতা ঈশ্বর হয়, তাহলে ঈশ্বরকে ঊর্জা হিসেবেই ধরে নেওয়া হচ্ছে না কেন?

উত্তর – যদি 'ঊর্জা' শব্দের সঙ্গে আপনার এতই প্রেম থাকে, তাহলে মানা

Vaidic Physics Youtube Channel

যেতে পারে যে ঈশ্বরও এক প্রকারের ঊর্জা হয়, কিন্তু আমার প্রশ্ন হল ঊর্জার মধ্যে কি বুদ্ধি বা বিবেকও থাকে? ঊর্জার কি স্বয়ং কিছু করার বোধ ও করার প্রয়োজন জ্ঞাত হয়? ঊর্জার মধ্যে কি কোনো কাজ করার ইচ্ছা ও স্বতন্ত্রতা আছে বা হতে পারে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে আপনি যদি বলেন যে ব্রহ্মাণ্ডের কোনো ঊর্জার মধ্যেই এমন গুণ নেই, অথচ এই গুণের অভাবে এই সৃষ্টি কেন, একটা সাধারণ পিণ্ডেরও নির্মাণ হওয়া সম্ভব নয়। যদি আমরা শরীরের একটা কোষিকা, একটা এটম, কোয়ার্ক, ফোটন আদি কোনকিছুর গঠনের উপর বিচার করি, তাহলে আমরা তারমধ্যে অপ্রতিম বুদ্ধির চমৎকার দেখতে পাবো। এই অপ্রতিম বুদ্ধিযুক্ত সর্বোচ্চ তত্ত্বকেই ঈশ্বর বলা হয়। ঊর্জাই ঈশ্বর হয়, এটা বলা নিতান্ত অজ্ঞানতা হবে। তবে হ্যাঁ, একে এইভাবেও বলা যেতে পারে যে ঈশ্বরই প্রত্যেক ঊর্জার মূল প্রেরক বা স্রোত হয়, তাহলে ঠিক আছে।

যদি ঈশ্বরকে ঊর্জা বলারই জিদ থাকে, তাহলে মেনে নিন, কিন্তু সেটা চেতন ঊর্জা হবে, একইভাবে জীবাত্মাও চেতন ঊর্জা হবে। এই ঊর্জার মধ্যে না কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্য আছে, না কোনো আবৃত্তি আর না আয়াম। ঈশ্বরীয় ঊর্জা সর্বত্র, সর্বথা ও নিরপেক্ষ রূপে একরস ভরা আছে। সেটাই সমস্ত দ্রব্য, ঊর্জা, আকাশ, প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি, মন ও 'ওম্' রশ্মি, কাল তত্ত্ব ও মূল প্রকৃতির আধার ও নিয়ন্ত্রক হয়। সেটা স্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ক্রিয়া ও ইচ্ছা দ্বারা সর্বথা পরিপূর্ণ আছে। সেটা পূর্ণ, সর্বব্যাপক, শাশ্বত্ এবং সর্বশক্তিশালী হয়। সবার নিয়ন্ত্রক হওয়ার কারণেই তাঁর নাম হল ঈশ্বর। আমি আমার সুধী পাঠকদের এটাই পরামর্শ দিবো যে ঈশ্বরকে ঊর্জা নাম দিবেন না, তবেই উচিত হবে, তাঁকে চেতনা ঊর্জাই বলা হোক না কেন। কারণ এতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক ভাবনাশীল ব্যক্তিরা বিভ্রান্ত হতে পারে। উচ্চ বিবেকশীল পাঠক যদি এমন

Vaidic Physics Youtube Channel

বলেন, তাহলে দোষ নেই, কিন্তু সবার আগে ঈশ্বরের স্বরূপকে সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে বসিয়ে নিবেন, অন্যথা নাস্তিকতার ভাব উৎপন্ন হতে পারে।

ইন্দ্র

পৌরাণিক প্রচলিত কথার মধ্যে ইন্দ্রকে বলা হতো দেবরাজ, কিন্তু তাঁকে লম্পট ও কামী রূপে প্রচারিত করা হয়। বস্তুতঃ বৈদিক বাঙ্ময় তথা ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে 'ইন্দ্র' পদ তিনটা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে –

১. সৃষ্টি রচয়িতা ঈশ্বর তত্ত্ব
২. ঐতিহাসিক দেবরাজ ইন্দ্র, যিনি মহান পরাক্রমী, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্মাত্মা পুরুষ ছিলেন।
৩. আধিদৈবিক পদার্থ ইন্দ্র।

এখানে কেবল আধিদৈবিক ইন্দ্র পদার্থের চর্চা করবো। এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. অগ্নিহোত্রেণদর্শপূর্ণমাসাভ্যামিন্দ্রমসৃজত। (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ৬.১৫)
২. অথ য়ত্র (অগ্নিঃ) বর্ষিষ্ঠম্ জ্বলতি তদ্ধেন্দ্রো ভবতি।
(কাশ. ৩.১.১.১ – ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত)
৩. অয়ম্ বাऽইন্দ্রো য়োऽয়ম্ (বাতঃ) পবতে (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.২.২.৬)
৪. ইন্দ্রস্যৈবৈতচ্ছন্দো য়ত্ ত্রিষ্টুপ্। (শাংখায়ন আরণ্যক ১.২)
৫. ইন্দ্রো বলম্ বলপতিঃ।
(শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.৪.৩.১২; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২.৫.৭.৪)
৬. ইন্দ্রো বৈ দেবানামধিরাজঃ। (মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.২.১১)

Vaidic Physics Youtube Channel

৭. ইন্দ্রো দেবানামোজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ।
(কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ৬.১৪; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭.১৬)

৮. ইন্দ্রো বৈ মরুতঃ সান্তপনাঃ। (গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ১.২৩)

৯. ঋক্সামে বা ইন্দ্রস্য হরী।
(মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩.১০.৬; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.১৪)

১০. প্রাণাপানৌ বা অস্য (ইন্দ্রস্য) হরী তৌ হীদম্ সর্বম্ হর্তারৌ হরতঃ।
(জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.৭৯)

১১. ক্ষত্রম্ বা ইন্দ্রঃ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.১০.১৩;
শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৫.২.২৭; কপিষ্ঠল সংহিতা ৪৬.৩)

১২. ইন্দ্রঃ ইরাম্ দৃণাতীতি বা। ইরাম্ দদাতীতি বা। ইরাম্ দধাতীতি বা। ইরাম্ দারয়তে, ইতি বা। ইরাম্ ধারয়তে, ইতি বা। ইন্দবে দ্রবতীতি বা। ইন্দৌ রমতে, ইতি বা। ইন্ধে ভূতানীতি বা (নিরুক্ত ১০.৮)

১৩. মরুত্বান্ বা ইন্দ্রঃ। (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.১১৬)

১৪. বাগ্ ইন্দ্রঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৭.২.৬),
প্রাণ এবেন্দ্রঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৯.১.১৪)

এই বিন্দুগুলোর উপর বিচার করলে নিম্নানুসার নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

১. দর্শপূর্ণমাস তথা অগ্নিহোত্রের মিশ্রণ থেকে ইন্দ্র তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। দর্শপূর্ণ-মাসের বিষয়ে একজন ঋষির মত হল – মন এব পূর্ণমা...বাগেব দর্শ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.২.৪.৭)। অন্যদিকে অগ্নিহোত্রের বিষয়ে বলা হয়েছে – অগ্নিহোত্রম্ দশহোতা (কাঠক সংহিতা ৯.১৩; মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৯.৫)। এর অভিপ্রায় হল মনস্তত্ত্ব এবং 'ওম্' রশ্মি রূপ বাক্ প্রাণাপানাদি দশটা প্রাণ রশ্মির [প্রাণো বৈ দশহোতা (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৯.৫)] সঙ্গে মিলিত

Vedic Physics Youtube Channel

হয়ে ইন্দ্রতত্ত্বকে তৈরি করে। বস্তুতঃ বিদ্যুতের তীক্ষ্ম রূপকেই ইন্দ্র বলা হয়। ঋষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৮৭.৫ মন্ত্রের মধ্যে 'ইন্দ্রম্' পদের অর্থ 'বিদ্যুদাখ্যমগ্নিম্' করেছেন, আবার ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৭.১ মন্ত্রের মধ্যে 'মহাবলবন্তম্ বায়ুম্' অর্থ করেছেন। এরদ্বারা এই সংকেত পাওয়া যায় যে এমন বিদ্যুৎ, যারমধ্যে বায়ু অর্থাৎ প্রাণ রশ্মির বাহুল্য আছে, তাকে ইন্দ্র বলা হয়। এটা হল এর মূল রূপ।

২. যখন বিদ্যুৎ অত্যন্ত বিশাল স্তরে জ্বলতে থাকে, সেই স্বরূপকেও ইন্দ্র বলে।

৩. ইন্দ্র তত্ত্ব নিরন্তর প্রবহমান বায়ু অর্থাৎ প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির রূপে বর্তমান হয়।

৪. এরমধ্যে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির প্রাধান্য আছে।

৫. এই তত্ত্ব অত্যন্ত বলবান হয় তথা অন্য পদার্থের বলের রক্ষক তথা পালক হয়।

৬. এটা অন্য সমস্ত প্রকাশিত পদার্থের উপরে শাসন করে।

৭. এটা সমস্ত পদার্থের মধ্যে সর্বাধিক ওজ ও বল যুক্ত হয়।

৮. বিভিন্ন সন্তপ্ত মরুত্ রশ্মিগুলোই ইন্দ্র স্বরূপ হয়।

৯. ঋক্ ও সাম রশ্মি ইন্দ্র তত্ত্বের দুটো হরণশীল দড়ি হয়।

১০. প্রাণ ও অপান রশ্মি ইন্দ্র তত্ত্বের দুটো হরণশীল দড়ি হয়।

১১. ইন্দ্র তত্ত্ব ক্ষত্র রূপ অর্থাৎ তীব্র ভেদক শক্তিসম্পন্ন হয়।

১২. [ইরা = ইরা অন্ননাম (নিঘন্টু ২.৭), ইরা = ইলেতি মে মতম্। ইলা = পশব ইলা (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১.৩০০,৩০৭), অয়ম্ বৈ (পৃথিবী) লোক ইলা (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ১.৩০৭)] ইন্দ্র নামক তীক্ষ্ম বিদ্যুৎ সংযোগযোগ্য কণা বা ছন্দাদি রশ্মিগুলোকে বিখণ্ডিত করে, সেগুলোকে ধারণ করে, সোম অর্থাৎ

Vaidic Physics Youtube Channel

সূক্ষ্ম মরুদ্ রশ্মির মধ্যে রমণ করে তথা সেগুলোর দিকে উন্মুখ হয়ে ছোটে। একইসঙ্গে বিভিন্ন পদার্থকে জ্বালায় বা প্রকাশিত করে।

১৩. ইন্দ্র নামক বিদ্যুতের মধ্যে অনেক প্রকারের মরুদ্ রশ্মি বিদ্যমান আছে।

১৪. এই বিদ্যুৎ বিভিন্ন ছন্দ এবং প্রাণ রশ্মির মিথুন থেকে নির্মিত হয় তথা সেগুলোর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

সারাংশ হল বিভিন্ন বিদ্যুদাবেশিত কিরণ বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ যখন অতি তীব্র ঊর্জা দ্বারা সম্পন্ন হয়ে দেদীপ্যমান হতে-হতে বিভিন্ন এটম, মলিকিউল আদি কণা তথা বড়-বড় মেঘ সমূহ ও লোককে পর্যন্ত বিখণ্ডিত করার ক্ষমতা যুক্ত হয়, তখন এমনই তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ তরঙ্গকে ইন্দ্র বলা হয়। এই রশ্মিগুলো বৈদিক ডার্ক এনার্জির তীক্ষ্ম ও অবাঞ্ছিত প্রহারকে নষ্ট করে তথা কোসমিক মেঘগুলোকে বিখণ্ডিত করে। সূর্যাদি লোকের ভিতরে এমন তীক্ষ্ম তরঙ্গের ভাণ্ডার আছে, এই কারণে এই দেদীপ্যমান লোকগুলোকেও ইন্দ্র বলে।

সোম

এর বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

১. পশবো বৈ সোম। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬.১.৯.৭)

২. মিথুনম্ বা অগ্নিশ্চ সোমশ্চ, সোমো রেতোধা অগ্নি প্রজনয়িতা (কাঠক সংহিতা ৮.১০; কপিষ্ঠল সংহিতা ৭.৬)

৩. প্রাণঃ সোমঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৩.১.২)

৪. য়োऽয়ম্ বায়ুঃ পবত ऽ এষ সোম। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৩.১.১)

৫. সোমো রাত্রিঃ। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৪.৪.১৫)

৬. এছাড়া বেদের মধ্যেও বলা হয়েছে – সোমঃ অন্তরিক্ষম্ দাধার (ঋগ্বেদ ৬.৪৭.৪)

Vedic Physics Youtube Channel

এই বচনগুলো থেকে নিষ্কর্ষ নিম্নানুসারে প্রাপ্ত হয় –

১. বিভিন্ন মরুদ্ রশ্মিকেই সোম বলা হয়।

২. মরুত্ রূপ সোম রশ্মিগুলো বিভিন্ন প্রাণ বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ রূপী অগ্নির সঙ্গে যুগ্ম তৈরি করে, যারমধ্যে সোম বৃষারূপ তথা অন্য পদার্থ (অগ্নি) য়োষা রূপ ব্যবহার করে।

৩. মরুত্ রূপ সোম রশ্মিগুলো প্রাণবৎ ব্যবহারও করে।

৪. বিভিন্ন সূক্ষ্ম ছন্দ ও মরুত্ রশ্মি সোমেরই রূপ হয়।

৫. সোম রূপ রশ্মিগুলো অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে।

৬. সোম রশ্মি আকাশ তত্ত্বকে ধারণ বা আকর্ষিত করে।

এর অতিরিক্ত ঋষি দয়ানন্দ তাঁর বেদভাষ্যের মধ্যে 'সোম' শব্দের নিম্নানুসারে অর্থ করেছেন –

১. উৎপন্ন পদার্থসমূহঃ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.২১.১)

২. কারণাখ্যো বায়ুঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৯৩.৫)

৩. মরুত্ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৬.৭২.৩)

৪. শান্তগুণয়ুক্তঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৩.৩৩.১২)

৫. বিদ্যুৎ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৬.৭২.২)

৬. সর্বোৎপাদকঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৯১.৪)

এই বচনগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে মরুদ্ রশ্মির প্রাধান্যকারী সোম রশ্মিগুলো প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মির সঙ্গেও যুক্ত হয়। এই রশ্মিগুলোর মধ্যে শান্তগুণযুক্ত বিদ্যুৎ বিদ্যমান থাকে, যাকে অতি সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ বলা যেতে পারে। সোম রশ্মিগুলো এমন সূক্ষ্ম রূপে হয়, যেগুলোকে বায়ুর কারণরূপ বলা হয়েছে। এরদ্বারা সিদ্ধ হয় যে এরমধ্যে বড় ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান থাকে না। সোম

Vaidic Physics Youtube Channel

রশ্মির মধ্যে উষ্মার মাত্রা নগণ্য হয়। ইন্দ্র রূপী তীক্ষ্ম বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ অথবা বিদ্যুদাবেশিত তরঙ্গ এই সোম রশ্মিরই নিরন্তর ভক্ষণ করে, একেই ইন্দ্রের সোমপান বলা হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র সোমরস পান করে মাদকতায় মেতে থাকেন, এমন মিথ্যা কথার প্রচারকদের বেদবিদ্যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। দুঃখের বিষয় যে এমনই নির্বোধ তথাকথিত বিদ্বানদের আজ এই দেশ ও বিশ্বের মধ্যে মহিমা হচ্ছে। এখানে একটা কথা উল্লেখনীয় যে যেসকল বিদ্বান ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় সোমযাগ মানেন, তারা একথা ভালো ভাবে বিচার করে নিবেন যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল সৃষ্টি বিজ্ঞান আর সোমযাগ এই সৃষ্টিকেই বলা হয়। এর কারণ হল মূল প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন সোম রশ্মির য়জন ও সংযোগ থেকেই এই সৃষ্টির নির্মাণ হয়েছে।

এপর্যন্ত আমরা বৈদিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মূল উপাদান পদার্থ থেকে শুরু করে মূলকণা, দৃশ্য ঊর্জা (অগ্নি), এটম, মলিকিউল এবং ডার্ক মেটার ও ডার্ক এনার্জী পর্যন্ত (বস্তুতঃ বৈদিক ডার্ক মেটার এবং বৈদিক ডার্ক এনার্জী) উৎপত্তি, আন্তরিক পরিকাঠামো এবং স্বরূপের সংক্ষিপ্ত চর্চা করেছি। এগুলো হল এমন পদার্থ, যার বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান গভীর অন্ধকারের মধ্যে আছে। মূল পদার্থ, কাল, দিশা ও আকাশের বিষয়ে প্রায়শঃ বেখবর আছে, অথচ বৈদিক ভৌতিকী এই বিষয়গুলোর উপর গম্ভীর প্রকাশ ফেলে। এই পর্যন্ত বর্ণিত পদার্থের তৈরির প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত জটিল ও রহস্যময়ী হওয়াতে আমাকে তার বিস্তৃত বিবেচনা করতে হয়েছে, কিন্তু এরপর কোসমিক মেঘের নির্মাণ, গ্যালাক্সি ও নক্ষত্রের নির্মাণ, সেগুলোর স্থায়িত্ব তথা কক্ষীয় পরিভ্রমণ ও অক্ষীয় ঘূর্ণন, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সির কেন্দ্রের আন্তরিক পরিকাঠামো আদির বিষয়ে যদিও বর্তমান ভৌতিকী বিস্তৃত প্রকাশ ফেলে, কিন্তু এই বিষয়গুলোর মধ্যেও অনেক সমস্যা

Vaidic Physics Youtube Channel

বিদ্যমান আছে, যার সফল সমাধান বর্তমান ভৌতিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে নেই।

কোসমিক মেঘের নির্মাণ কার্য কিভাবে প্রারম্ভ হয়? ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ছড়ানো সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে ঘনত্ব ক্রিয়া প্রারম্ভ হয়ে নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় বিন্দুর নির্মাণ কিভাবে প্রারম্ভ হয়? কিভাবে কেবল গুরুত্বাকর্ষণ বলের কারণে এই কাজ হয়? ছড়িয়ে থাকা পদার্থের মধ্যে গুরুত্বাকর্ষণ বল এতটা প্রভাবী কিভাবে হতে পারে যে লোকের নির্মাণের প্রক্রিয়া প্রারম্ভ হতে পারে? নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগের নির্মাণের প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া যেকোনোভাবে প্রারম্ভ হলেও, তো সেই ভাগগুলোর মধ্যে নাভিকীয় সংযোজনের জন্য আবশ্যক পরিস্থিতি কিভাবে উৎপন্ন হয়? এই সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বর্তমান ভৌতিকবিদদের বিদিত নেই। বর্তমান ভৌতিকী চার প্রকারের বল যথা – গুরুত্বাকর্ষণ বল, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল, প্রবল নাভিকীয় বল এবং নির্বল বলকেই মূল বল মানে, কিন্তু এই বলগুলোর গম্ভীর ক্রিয়াবিজ্ঞানের পূর্ণ বোধ তার নেই।

এইদিকে বৈদিক ভৌতিকী ন্যূনতম নয়টা বলকে মূল বল মানে। এর পাশাপাশি সেই বলগুলোর সম্পূর্ণ ক্রিয়াবিজ্ঞানেরও বিবেচনা করে। সমস্ত বল মূলতঃ ঈশ্বর তত্ত্বের বল থেকেই বল প্রাপ্ত করে তথা সমস্ত ঊর্জা মূলতঃ ঈশ্বর দ্বারাই প্রেরিত হয়, এই গম্ভীর বিজ্ঞানের কাছে বর্তমান ভৌতিকী না কেবল নিতান্ত অনভিজ্ঞ আছে, বরং এই তথ্যের উপহাসও করে। এই কারণেই বর্তমান ভৌতিকী তার প্রত্যেক সিদ্ধান্তকে এক এমন প্রান্তে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়, যেখান থেকে আগে অগ্রসর হয়ে কিছু জানার কোনো মার্গ সেটা খুঁজে পায় না। তখন সেটা মূলভূত বা তাত্ত্বিক ভৌতিকীর মধ্যে অনুসন্ধানের জন্য কিছুই বুঝতে পারে না। এই কারণেই বর্তমান তাত্ত্বিক ভৌতিকশাস্ত্রী আজ নিরাশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। বর্তমান ভৌতিকী বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের থেকে

Vaidic Physics Youtube Channel

সূক্ষ্ম কোনো পদার্থের বিষয়ে বিচারও করে না, অথচ বৈদিক ভৌতিকীর জন্য এগুলো হচ্ছে অনেক স্থূল রচনা।

...without new discoveries it's hard to keep a younger generation interested: ‘‘If both the LHC and the upcoming cosmological surveys find no new physics, it will be difficult to motivate new theorists. If you don't know where to go or what to look for, it's hard to see in which direction your research should go and which ideas you should explore.’’

(In Theory: Is theoretical physics in crisis? Posted by Harriet Kim Jarlett on 18 May 2016.)

আমাদের বিজ্ঞপাঠক! এই সমস্ত বিষয়কে আমি এখানে বোঝাবো, এটা সম্ভব ও উচিত বলে মনে হয় না। ‘বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ’ এবং ‘বেদার্থ-বিজ্ঞানম্’ গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন স্থলে এইসব বিন্দুর উপরে সবিস্তারে চর্চা করা হয়েছে। এইসব বিষয় ততটা গূঢ় নয়, যতটা মূলকণার থেকে পূর্বের উৎপত্তির ক্রিয়া বিজ্ঞান হয়। এই কারণে আমি এই বিষয়গুলোর বিবেচনা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে ছেড়ে দিয়ে এই অধ্যায়ের সমাপন করছি।

* * * * *

Vaidic Physics Youtube Channel

বেদের যথার্থ স্বরূপ

পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্যে আমি এটা স্পষ্ট করেছি যে ভাষা ও জ্ঞান উভয়ের উৎপত্তি জগতের চেতন কর্তা পরমাত্মার দ্বারাই করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার কিছু বিস্তার আমি পূর্বে বলেছি যে কিভাবে সৃষ্টি উৎপত্তির সময় ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দ (ভাইব্রেশন) প্রাণ উৎপন্ন হয় আর সৃষ্টির প্রথম প্রজন্মের চারজন ঋষি কিভাবে অন্তরীক্ষ থেকে এই ছন্দ রশ্মিগুলোকে গ্রহণ করেছেন? এই অধ্যায়ের মধ্যে আমরা এই বিষয়ে চর্চা করবো যে বেদ কি আর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কিভাবে এর উৎপত্তি হয়েছে? বর্তমানে উপলব্ধ বেদ সংহিতার স্বরূপ কি? বেদের ছন্দ, দেবতা, ঋষি, স্বর আদি কি কি? বেদার্থ এবং সৃষ্টি বিজ্ঞানে এগুলোর কি উপযোগিতা আছে? মানব জাতির জন্য বেদের কি উপযোগিতা আছে এবং বেদকে মানব মাত্রের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করার উপায় কি হতে পারে? এইসব বিষয়ের সঙ্গে বেদার্থের প্রক্রিয়া, ঋষি দয়ানন্দ, আচার্য সায়ণ আদি বেদ ভাষ্যকারের বেদভাষ্যের তুলনা আদি বিষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমার ত্রিবিধ বেদভাষ্য শৈলীর উপরেও প্রকাশ ফেলার চেষ্টা করবো।

বেদার্থ মীমাংসা

বেদ হল সেই ছন্দ রশ্মির সমূহ বা সংগ্রহ, যা অগ্নি, বায়ু আদি চার মহর্ষির দ্বারা মানব সৃষ্টি উৎপত্তির প্রারম্ভে এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে গ্রহণ করা হয়, একথা আমি ‘ভাষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎপত্তি’ নামক অধ্যায়ের মধ্যে সবিস্তারে লিখেছি। আমি সেখানে এই কথারও চর্চা করেছি যে এই ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণে

Vedic Physics Youtube Channel

এমন অনেক ছন্দ রশ্মিও (মন্ত্র) উৎপন্ন হয়, যেগুলোকে সেই চার মহর্ষি গ্রহণ করেননি। সেই মন্ত্রগুলো বেদ সংহিতার মধ্যে বিদ্যমান নেই। এমন অনেক মন্ত্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এবং আশ্বলায়ন শ্রৌত্র সূত্রাদির মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রী পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক তাঁর 'বৈদিক ছন্দো-মীমাংসা' নামক গ্রন্থের মধ্যে এমন মন্ত্রকে য়াজ্ঞিক প্রক্রিয়ার পোষক আচার্যের রচনা বলে অবৈদিক ঘোষিত করেছেন। আমি পূজ্য পণ্ডিতজীর বিদ্যাকে নমন করেই এটা বলতে চাইবো যে এটা পণ্ডিতজীর নিতান্ত ভ্রম ছিল।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থকার মহর্ষি সাধারণ আচার্য ছিলেন না। তাঁরা এই সৃষ্টি তথা বেদ উভয়েরই তলস্পর্শী বিদ্বান এবং সাক্ষাৎকৃতধর্মা ছিলেন। তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্পন্দিত হওয়া সেই ঋচাগুলোকে স্বয়ং সমাধিস্থ অবস্থায় গ্রহণ করে সৃষ্টি বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যকে জেনেছেন আর সংসারের সম্মুখে প্রস্তুত করেন। আমাদের এমন মানা উচিত নয় যে চার সংহিতার মধ্যে বিদ্যমান মন্ত্র রূপী ছন্দ রশ্মিগুলোই এই ব্রহ্মাণ্ডকে বানানোর হেতু পর্যাপ্ত। বস্তুতঃ পণ্ডিতজী বৈদিক ছন্দ বিজ্ঞানের উপরে কিছুই চিন্তন করেননি, অন্যথা তাঁর এমন ভ্রম হতো না। শ্রী পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত রিসার্চ স্কোলার অবশ্যই এই বিষয়ে কিছু চিন্তন করেছেন আর তাঁর চিন্তন থেকেই আমি বৈদিক ছন্দ বিজ্ঞানের উপর গম্ভীরতা পূর্বক বিচারের প্রেরণাও প্রাপ্ত করি, পুনরপি সম্ভবতঃ তিনি এমন বিষয়ের উপরে বিচার করেননি। তিনি এই বিষয়ে কেবল কিছু ঝলক মাত্রই দিয়েছেন, সবিস্তারে কিছু বলেননি।

বেদ ব্রহ্মাণ্ডের গ্রন্থ

কিছু সহস্র বর্ষ পূর্ব থেকেই বেদের যথার্থ স্বরূপ সংসার থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। একে এই ভারত দেশ, যাকে একদা আর্য্যাবর্ত বলা হতো, এর সঙ্গে-সঙ্গে

Vaidic Physics Youtube Channel

তথাকথিত হিন্দু জাতি এবং তার তথাকথিত ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা শুরু হয় এবং দেখা হচ্ছে। এইসবের কারণ কেবলমাত্র এটাই ছিল যে ভারতবর্ষ থেকে বেদ এবং ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের যথার্থ বিজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বেদ মন্ত্রের ব্যবহার কেবলমাত্র কিছু সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড তথা কিছু ধার্মিক পরম্পরা পালনের সীমার মধ্যে সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছিল।

যে বেদ সেই ছন্দের সমূহ হয়, যা সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মূল কারণ পদার্থের মধ্যে ভাইব্রেশনের রূপে উৎপন্ন হয়েছিল, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে সেই ছন্দের সমূহ বেদকে বর্গ, দেশ ও সম্প্রদায়ের ক্রূর বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যেসব বৈদিক ঋচা দিয়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড, যারমধ্যে প্রাণীমাত্রের শরীরও সম্মিলিত আছে, নির্মিত হয়েছে, সেই বেদ কিভাবে এতটা সংকুচিত বা হেয় হয়ে যায়? এটা হল এক লম্বা দুর্ভাগ্যপূর্ণ কাহিনী, সেটা নিয়ে এখানে লেখা আমি আবশ্যক বলে মনে করছি না। আমি সংসারের প্রবুদ্ধজনকে এটা অবশ্যই বলতে চাইবো যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে উৎপন্ন বিভিন্ন লোক, গ্যালাক্সি, এটম, মলিকিউল, সূক্ষ্ম কণা, বিকিরণ, প্রাণী-শরীর এবং বনস্পতি আদি পদার্থ কি কোনো দেশ, বর্গ, জাতি বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাঁধা আছে? সেগুলোর বিদ্যা= বিজ্ঞান কি কোনো ক্ষেত্র, বর্গ আদি পর্যন্ত সীমিত আছে? যদি এমন না হয়, তাহলে কেন এইসবের মধ্যে ব্যাপ্ত তথা এগুলোর উৎপত্তির উপাদান কারণভূত বৈদিক ঋচা (ছন্দ রশ্মি রূপ ভাইব্রেশন) গুলোকে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয়তার সঙ্গে সম্বন্ধ মানা হচ্ছে? কেন বেদকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের গ্রন্থ মানা হচ্ছে না? কেন 'ওম্' এর পবিত্র ধ্বনি, যেটা এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বপ্রথম উৎপন্ন এবং সবার প্রেরক রশ্মি, তাকে হিন্দুর সঙ্গে জুড়ে সাম্প্রদায়িক সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা হচ্ছে? কেন এই মহান বৈজ্ঞানিক এবং সবার মূল কারণ পদার্থ

রূপ ‘ওম্’ রশ্মির বিরোধ করা হচ্ছে? কেউ একে নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে জুড়ছে, তো কেউ একে অন্যের মেনে বিরোধ করছে, এইসব বেদবিদ্যার স্বরূপের বিষয়ে নিতান্ত ভ্রম ও অজ্ঞানের স্থিতির কারণে হচ্ছে।

এই তো সেদিন বিশ্বপ্রসিদ্ধ আমেরিকান বৈজ্ঞানিক সংস্থান নাসার রিপোর্টের বিষয়ে শুনি যে তারা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ‘ওম্’ ধ্বনিকে ব্যাপ্ত হওয়া পেয়েছে। আমি এই গ্রন্থের মধ্যে এরথেকে আগে গিয়ে ‘ওম্’ রশ্মির বিস্তৃত ক্রিয়াবিজ্ঞানের রহস্যোদ্ঘাটন করেছি, সেটা জেনে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের মহান আশ্চর্য হবেন। আমার বিশ্বাস আছে যে বর্তমান বিজ্ঞান যতই বিকশিত হতে থাকবে আর সেটা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে থাকবে, ততই সেটা ‘ওম্’-এর সঙ্গে-সঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সহস্র বৈদিক ঋচার বিদ্যমানতারও বোধ করবে। সেই সময় বিশ্বের কোনো বৈজ্ঞানিক কিংবা বিচারশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বৈদিক পদকে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত মানতে তথা বেদ নামক গ্রন্থকে না কেবল মানবমাত্র, বরং সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিদ্যমান সকল বুদ্ধিজীবী প্রজাতির গ্রন্থ মানতে বাধ্য হবেন। একইসঙ্গে তারা এই মহান গ্রন্থকে অবশ্যই শ্রদ্ধা সহিত পড়তে চাইবেন।

সেই ব্যক্তি বেদের সঙ্গে-সঙ্গে এরথেকে প্রসূত বিভিন্ন আর্ষগ্রন্থের (মনুস্মৃতি, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, আরণ্যক, উপনিষদ, দর্শন, বাল্মীকিয় রামায়ণ, মহাভারত, কল্পসূত্রাদি গ্রন্থ) মধ্যে আমাদের মতোই শ্রদ্ধা রাখবেন। তখন তার এই সত্যেরও বোধ হবে যে বৈদিক সংস্কৃতির শব্দ নিত্য হয়েই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত আছে, এরফলে বৈদিক সংস্কৃত ভাষাই হল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মূল ভাষা। এই কারণে এর পঠন-পাঠনও বিশ্বের জন্য সকল মানব মিলে উদ্যোগ করবেন, এটা আমার বিশ্বাস। এর জন্য সারা সংসারের প্রবুদ্ধ মহানুভবদের নিজ-নিজ

Vaidic Physics Youtube Channel

সম্প্রদায়, বর্গ আদির মান্যতাকে স্বয়ং নিষ্পক্ষ হয়ে বিবেচনা করতে হবে তথা সংকুচিত মানসিকতাকে ত্যাগ করে উদার হৃদয় এবং প্রখর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক দিয়ে নিষ্পক্ষ চিন্তন করে মানব একতার মার্গ প্রশস্ত করার পাবন সংকল্প নিতে হবে।

সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে বৈদিক ঋচাগুলোর অবদান

আমি পূর্বে এই চর্চা করেছি যে বৈদিক ঋচাগুলো বস্তুতঃ সৃষ্টির উপাদান পদার্থের মধ্যে উৎপন্ন সূক্ষ্ম ভাইব্রেশনরূপ হয়। এই ভাইব্রেশন বা ঢেউগুলোই সংসারের সমস্ত মূর্তিমান পদার্থের নির্মাণ করে। যেরকম পূর্ণ শান্ত জলের মধ্যে বাইরের কোনো বলের কারণে ঢেউ উৎপন্ন হয়, সেই রকম প্রকৃতি-মহত্-অহংকার ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্ব দ্বারা প্রেরিত সূক্ষ্ম 'ওম্' রশ্মির বলের কারণে সূক্ষ্ম ঢেউ (ভাইব্রেশন) উৎপন্ন হয়। যেরকম জলের মধ্যে উৎপন্ন ঢেউ জল দিয়ে পরিপূর্ণ তথা সেটা দিয়েই তৈরি হয়, সেইরকম বৈদিক ঋচা রূপী ছন্দ রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্বাদির মধ্যে উৎপন্ন তথা সেটা দিয়েই পরিপূর্ণ হয়। যেরকম জলের তরঙ্গের মধ্যে জলের অতিরিক্ত তরঙ্গকে উৎপন্নকারী ঊর্জাও বিদ্যমান আছে, সেইরকম বৈদিক ঋচার মধ্যে মনস্তত্ত্বাদির অতিরিক্ত এই ভাইব্রেশনকে উৎপন্নকারী 'ওম্' রশ্মি এবং সেগুলোরও মূল ঈশ্বর তত্ত্বের বিশেষ ঊর্জাও সর্বদা বিদ্যমান আছে। এইভাবে ঈশ্বর তত্ত্বের মূল বল বা ঊর্জা তো সর্বদা সবার সঙ্গে নিশ্চিত রূপে বিদ্যমান থাকে। যদি সেটা না থাকে, তাহলে সৃষ্টির কোনো জড় পদার্থের মধ্যে কোনো প্রবৃত্তিই হবে না।

ঋচার প্রভাব

অন্যদিকে বৈদিক ঋচার বিভিন্ন ছন্দের এই সৃষ্টির উপরে কি কি প্রভাব হয়? প্রত্যেক পদার্থ এই রশ্মিগুলোর দ্বারা কিভাবে-কিভাবে নির্মিত ও প্রভাবিত

Vaidic Physics Youtube Channel

হয়? আমি এটা পূর্বে সবিস্তারে লিখেছি। এখন আমি সেই বিষয়কেই আরও অধিক স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো –

কোনো ঋচার ছন্দের প্রভাবের সঙ্গে-সঙ্গে সেই ঋচার মধ্যে বিদ্যমান প্রত্যেক পদ আর সেই পদের প্রত্যেকটা অক্ষরেরও নিজের বিশিষ্ট প্রভাব আছে। যদি এমনটা না হতো, তাহলে সৃষ্টি নির্মাণে সমান ছন্দ যুক্ত সব ঋচার সমান ভূমিকা হতো। এমন পরিস্থিতিতে সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে এক ছন্দ যুক্ত অনেক ঋচার উৎপত্তির আবশ্যকতাই হতো না অথচ আমাদের এটা জ্ঞাত আছে যে বেদ এবং সৃষ্টির মধ্যে একই ছন্দ যুক্ত সহস্র ঋচা বিদ্যমান আছে। এই কারণে প্রত্যেক ঋচার ছন্দের প্রভাবের সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক পদ ও অক্ষরের পৃথক-পৃথক ভূমিকা অনিবার্য হয়। ঈশ্বরের কোনো কাজই নিরর্থক হয় না, বরং সম্পূর্ণ সৃষ্টি হল তাঁর অত্যুচ্চ বুদ্ধিপূর্বক রচনা।

পদের প্রভাব

এই সৃষ্টির মধ্যে যখন কোনো পদ রূপ রশ্মি বা অবয়ব উৎপন্ন হয়, সেই সময় সেই পদ যে ঋচার (ছন্দ রশ্মি) মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তার প্রভাবে নিজের ভূমিকার নির্বহন করার সঙ্গে-সঙ্গে নিজের স্বতন্ত্র প্রভাবও দেখায়। বস্তুতঃ সমস্ত পদের স্বতন্ত্র প্রভাবই সেই ঋচার প্রভাবের রূপে প্রকট হয়। তবে হ্যাঁ, এটুকু নিশ্চিত যে পদের বিন্যাস ও ছন্দের ভেদেরও ভূমিকা অনিবার্য হয়। আমি এখানে পদের প্রভাবের উপরে বিচার করবো। উদাহরণ রূপে ধরে নিন যে এই সৃষ্টির মধ্যে উৎপন্ন কোনো ঋচাতে 'অগ্নিঃ' নামক পদ বিদ্যমান আছে, তখন এর প্রভাবের কারণে সেই ঋচা অর্থাৎ ছন্দ রশ্মি অগ্নি অর্থাৎ যেকোনো প্রকারের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ অথবা বিদ্যুদাবেশ কিংবা উষ্মা বা প্রকাশকে উৎপন্ন, প্রেরিত বা সমৃদ্ধ অবশ্যই করবে। আমি অগ্নি মহাভূতের দ্বারা যেসব পদার্থের

Vaidic Physics Youtube Channel

গ্রহণ করেছি, সেইসব পদার্থ 'অগ্নি' পদের প্রভাবে উৎপন্ন, প্রেরিত বা সমৃদ্ধ হবে।

ঋচা ও তার পদের প্রভাবকে জানার প্রক্রিয়া

বৈদিক ঋচার রূপে উৎপন্ন ছন্দ রশ্মির সৃষ্টির উপর প্রভাবের সেই ঋচার আধিদৈবিক অর্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং নিত্য সম্বন্ধ আছে। এই কারণে কোনো ঋচার আধিদৈবিক অর্থ না জেনে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উপর তার প্রভাব জানা অসম্ভব। এই প্রভাবকে জানার চরণ নিম্নানুসারে হবে –

১. ছান্দস প্রভাব – আমি পূর্বে গায়ত্রী আদির সঙ্গে-সঙ্গে তার বিভিন্ন রূপের প্রভাব বলেছি। বিজ্ঞ পাঠক তার আধারে যেকোনো ঋচার ছান্দস প্রভাব স্বয়ং সহজভাবে বুঝতে পারবেন।

২. দৈবত প্রভাব – প্রত্যেক ঋচার দেবতা তার প্রতিপাদ্য বিষয় হয়। সেই ঋচার এই সৃষ্টির উপর প্রভাবের দৃষ্টিতে দেবতাবাচী পদ এই সংকেত দেয় যে সেই ঋগ্ রূপী ছন্দ রশ্মির প্রমুখ প্রভাব বা পরিণাম কি হয়? উদাহরণ রূপে ধরে নিন যে কোনো ঋচার দেবতা হল অগ্নি, তখন এই ছন্দ রশ্মির প্রভাবে অগ্নি মহাভূত সমৃদ্ধ ও সক্রিয় হবে আর সেই ঋচার প্রমুখ প্রভাব বা পরিণাম এটাই হবে। অন্য ছান্দস প্রভাব এবং পদের পৃথক-পৃথক বিশেষ প্রভাব পৃথক হবে। এতকিছু হওয়ার পরেও পদের প্রভাব দেবতাবাচী পদার্থকে সমৃদ্ধ ও সক্রিয়-কারী তো অবশ্যই হবে।

৩. পদের প্রভাব – এটা জানার জন্য প্রত্যেক পদের পৃথক-পৃথক আধিদৈবিক অর্থ জানা অনিবার্য। একইসঙ্গে প্রত্যেক পদের প্রত্যেকটা অক্ষরেরও প্রভাব জানা অনিবার্য। ধ্যাতব্য হল পদ প্রায়শঃ শব্দ ও ধাতু অথবা নিপাত রূপ হয়। এই তিনটার অর্থ তদ্বৎ প্রভাবই দর্শায়।

Vaidic Physics Youtube Channel

প্রশ্ন – শব্দ রূপ পদ বিভিন্ন বিভক্তি তথা বচনের মধ্যে হতে পারে তথা বিভিন্ন ধাতুরূপ ভিন্ন-ভিন্ন বচন ও পুরুষের মধ্যে হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সেই পদের আধিভৌতিক প্রভাব পৃথক-পৃথক কিভাবে জানা যাবে কিংবা সবার প্রভাব সমান হবে?

উত্তর – যেকোনো ঋচার মধ্যে যে পদের যে বিভক্তি, বচন বা পুরুষ আছে, সেগুলোর প্রভাবও প্রায়শঃ তদ্বৎ বোঝা উচিত। একে আমরা নিম্নানুসারে বুঝতে পারবো –

১. অগ্নিঃ – এই পদের প্রভাবে অগ্নি তত্ত্ব কর্তৃরূপ হয়ে ঋচার কারণরূপ ঋষি প্রাণ রশ্মিগুলো থেকে প্রেরিত হয়ে ঋচার মধ্যে বিদ্যমান কোনো কর্ম কারকের মধ্যে বিদ্যমান পদ রূপ পদার্থকে ক্রিয়াপদ রূপ প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত করে। এই দুই পদার্থ সেই সময় সৃষ্টির মধ্যে হয় নির্মিত হতে থাকে অথবা বিদ্যমান থাকে। সেখানেই এই প্রভাব উৎপন্ন হয়।

২. অগ্নিম্ – এই পদের প্রভাবে অগ্নি তত্ত্ব সেই ঋচার মধ্যে কর্মরূপে বিদ্যমান হয়ে অন্য কোনো কর্তৃরূপ পদবাচী পদার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রিয়াপদ রূপী প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই দুই প্রকারের পদার্থের বিষয়েও পাঠক যথাযত বুঝে নিবেন।

৩. অগ্নিনা – এই পদের প্রভাবে অগ্নি তত্ত্ব সেই ঋচার মধ্যে বিদ্যমান কোনো কর্তৃরূপ পদবাচী পদার্থের সাথী বা সহযোগী হয়ে কর্মরূপ পদবাচী পদার্থের উপরে ক্রিয়াপদরূপী প্রভাবকে দর্শায় অথবা এমন করতে সহযোগ প্রদান করে।

৪. অগ্নয়ে – এই পদের প্রভাবে ঋচার মধ্যে বিদ্যমান কর্মরূপ পদবাচী পদার্থ অগ্নি পদবাচী পদার্থকে ঋচার মধ্যে বিদ্যমান ক্রিয়াপদবাচী প্রভাব বা অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে যুক্ত করে।

Vedic Physics Youtube Channel

৫. অগ্নেঃ – এই পদ হল পঞ্চমী ও ষষ্ঠী বিভক্তির একবচন। এরদ্বারা এর দুটো প্রভাব হয় –

(অ) ব্যাকরণ শাস্ত্রের মধ্যে পঞ্চমী বিভক্তির যে-যে রূপে প্রয়োগ মানা হয়েছে, সেই-সেই রূপে এটা নিজের প্রভাব দর্শায়। উদাহরণস্বরূপ অগ্নি নামক পদার্থ থেকে কোনো কর্তৃবাচী পদরূপী পদার্থের পৃথক হওয়া, কম্পিত হওয়া আদি।

(ব) ব্যাকরণ শাস্ত্রের মধ্যে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধকে দর্শায়। অন্য অপবাদ রূপে যে-যে প্রয়োগ আছে,সেই-সেই রূপে এটা তদ্বৎ প্রভাব দর্শায়। এই প্রভাব কর্তা বা কর্মবাচী পদরূপ পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে।

৬. অগ্নৌ – ব্যাকরণ শাস্ত্রের মধ্যে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ যেখানে-যেখানে যে-যে রূপে হয়, সেই রকম প্রভাব এই 'অগ্নৌ' পদের জানা উচিত। এর সম্বন্ধ ঋচার মধ্যে বিদ্যমান কর্তৃবাচী ও কর্মবাচী পদ রূপ পদার্থের সঙ্গে নিশ্চিত মানা উচিত।

৭. অগ্নে – এই সম্বোধনবাচী পদ ঋচার মধ্যে বিদ্যমান কোনো পদবাচী পদার্থ কিংবা সেই ঋচার কারণ রূপ ঋষি প্রাণ রশ্মির দ্বারা প্রেরিত বা সক্রিয় করা হয়, এটাই হল এই সম্বোধনবাচী পদের প্রভাব।

এইভাবে আমি শব্দ রূপ পদের প্রয়োগ দেখালাম। এখন বচনের প্রভাবের বিষয়ে আমি এটুকুই লিখতে চাইবো যে 'অগ্নী' পদের প্রভাবে দুই প্রকারের অগ্নি তত্ত্বের উপরোক্ত প্রভাব উৎপন্ন হয় বা হতে পারে। এইভাবে অন্য বিভক্তি ও বচনের মধ্যেও বুঝে নেওয়া উচিত।

এখন আমরা ক্রিয়াপদবাচী প্রভাবের উপরে বিচার করবো। উদাহরণ রূপে আমি 'বহ প্রাপণে' ধাতু থেকে নিয়ে নিম্নানুসারে প্রভাব দেখাবো –

Vaidic Physics YouTube Channel

বহতি – এই ক্রিয়াপদের প্রভাবে ঋচার মধ্যে বিদ্যমান কর্তৃ পদবাচী পদার্থ কর্ম পদবাচী পদার্থকে বহন করে কিংবা সেগুলোর মধ্যে ব্যাপ্ত হতে থাকে।

বহসি – এই ক্রিয়াপদের প্রভাবে ঋচার মধ্যে বিদ্যমান কর্তৃ পদবাচী এবং কর্ম পদবাচী পদার্থের উপরোক্ত ব্যবহার ঋচা অর্থাৎ ছন্দ রশ্মির কারণ রূপ ঋষি প্রাণ রশ্মির প্রেরণা দ্বারা সম্পাদিত হয়।

বহামি – এই ক্রিয়াপদের প্রভাবে ঋচা রূপ ছন্দ রশ্মির কারণ রূপ ঋষি প্রাণ রশ্মিগুলোই কর্তৃ রূপ প্রভাব দর্শায় তথা সেই রশ্মিগুলো ছন্দ রশ্মির এক ভাগ রূপে ব্যবহার করে।

এগুলো হল বর্তমান কালের ক্রিয়ার উদাহরণ। যদি ক্রিয়া ভূতকালে হয়, তখন তারদ্বারা সিদ্ধ হবে যে সেই ঋচা উৎপন্ন হলে সেই ক্রিয়া নিজ প্রভাবকে পূর্ণ করে থাকবে। যখন ক্রিয়া ভবিষ্যত কালে হবে, তখন ক্রিয়ার প্রভাব পরবর্তীতেও বজায় থাকবে। যখন ক্রিয়া লিঙ্গ বা লোট্ -এর মধ্যে হবে, তখন এর অর্থ এই হবে যে সেই ঋচার উৎপাদিকা ঋষি প্রাণ রশ্মিগুলো কর্তৃ রূপে পদার্থকে প্রেরিত করে ক্রিয়াপদবাচী প্রভাবকে দর্শানোর চেষ্টা করবে।

বিজ্ঞ পাঠক দ্বিবচন তথা বহুবচন বাচী পদের প্রভাব পূর্ববৎ স্বয়ং বুঝে নিতে পারবেন।

প্রশ্ন – বেদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ব্যত্যয়ের মান্যতা আছে। অনেক কাজ পাণিনীয় ব্যাকরণের বিরুদ্ধেও হয়, এমনটা স্বয়ং মহর্ষি পাণিনি স্বীকার করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পদের প্রভাব কি ব্যত্যয়ানুসারে পরিবর্তিত হয় কিংবা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রভাবে ব্যত্যয়াদির উপযোগিতা বা সত্তা নেই?

উত্তর – বেদের মধ্যে ব্যত্যয়াদির নিজের একটা গম্ভীর বিজ্ঞান আছে। আমি সব প্রকারের ব্যত্যয়ের বিজ্ঞান পৃথক-পৃথক বর্ণিত করে এই গ্রন্থের কলেবরে বৃদ্ধি

Vedic Physics Youtube Channel

করতে চাই না। কেবল উদাহরণ রূপে আমি ক্রিয়াপদে একটা ব্যত্যয়ের উপরে এখানে বিচার করবো –

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকऽআসীত্।
স দাধার পৃথিবীম্ দ্যামুতেমাম্ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। (য়জুর্বেদ ২৩.১)

এই মন্ত্র য়জুর্বেদের মধ্যে অন্যত্র দুটো স্থানে ১৩.৪; ২৫.১০ তথা ঋগ্বেদ ১০.১২১.১ মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এরমধ্যে 'দাধার' ক্রিয়াপদে ব্যত্যয় আছে। য়জুর্বেদ ২৩.১ ভাষ্যের মধ্যে ঋষি দয়ানন্দ এর ভাষ্য 'ধৃতবান্ ধরতি ধরিষ্যতি বা' করেছেন। এই পদ হল লিট্ (পরোক্ষ ভূতকাল) লকারের, অথচ এর অর্থ তিন কালের মধ্যে যথাযথ সিদ্ধ হয়। বেদার্থের দৃষ্টিতে বিচার করলে, তখন এটা বেদের অর্থের গম্ভীরতা হবে, কারণ একই ক্রিয়াপদ থেকে তিনটা অর্থ একসঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে। যদি এটা ব্যত্যয় না হতো, তাহলে ঈশ্বরের ধারণ কর্মকে বোঝানোর জন্য তিন ক্রিয়াপদের ব্যবহার করতে হতো। এতে হয়তো তিনটা ঋচার আবশ্যকতা হতো কিংবা একটাই ঋচার মধ্যে তিনটা ক্রিয়াপদের উপয়োগ করতে হতো। এরফলে ঋচার ছন্দ পরিবর্তন হয়ে যেতো। এইভাবে বিস্তৃত অর্থ প্রকাশিত করার হেতু সবথেকে কম পদের ব্যবহারের বিজ্ঞানই ব্যত্যয় বলা হতো। বেদের মধ্যে সমস্ত বিজ্ঞানাদি পদ্ধতি সূত্র রূপে হওয়াতে ব্যত্যয়ের অত্যাবশ্যকতা বা অনিবার্যতা হবেই।

এখন আমরা এটা বিচার করবো যে এরফলে সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে ঋচার প্রভাবে কি ভিন্নতা আসবে? আমার মতে এখানে ভূতকালের ক্রিয়া হওয়ার পূর্বোক্ত প্রভাব তো হবেই, এর পাশাপাশি ভবিষ্যত ও বর্তমান কালের প্রভাবও দেখাবে। এইভাবে একই ছন্দ রশ্মির দীর্ঘকালিক প্রভাব হবে। কিছু ধারণ কর্ম সম্পন্ন হয়েছে, কিছু হচ্ছে আর কিছু হতে চলেছে। এই প্রভাব ব্যত্যয় বিজ্ঞানের দ্বারা

Vedic Physics Youtube Channel

কেবল 'দাধার' পদ দ্বারা জানা যেতে পারে। যদি এখানে ব্যত্যয় না হতো, তাহলে ঋচার প্রভাব, বিশেষ করে ধারণ কর্ম পূর্ণতা প্রাপ্তকারী হতো অর্থাৎ ধারণ কর্ম হয়ে সমাপ্ত হয়েছে, পরবর্তীতে হবে না, এমনটা সিদ্ধ হতো, সেটা মিথ্যাই হতো। বেদের মধ্যে কোথায় ব্যত্যয় আছে আর কোথায় নেই, একথা শুদ্ধ-বিজ্ঞানাত্মা ঋষিই জানতে পারবেন। আমি ঋষি দয়ানন্দের ভাষ্যের আধারে ব্যত্যয়কে স্বীকার করেছি। একইসঙ্গে সামান্য যুক্তির আধারেও এখানে ব্যত্যয় সহজ সিদ্ধ হয়ে যায়।

আমি এখানে ক্রিয়াপদের কালের ব্যত্যয় দেখিয়েছি। এইভাবে বিজ্ঞ পাঠক বিভক্তি, বচন, বর্ণ আদি সব প্রকারের ব্যত্যয়ের বিজ্ঞানের যথাযথ বোধ স্বয়ং করতে পারবেন।

৪. ঋষির প্রভাব – আমি পূর্বে লিখেছি যে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির সময় তথা অন্যত্রও ঋষি রূপ সূক্ষ্ম প্রাণ রশ্মিগুলো থেকেই বিভিন্ন ঋচা অর্থাৎ ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয়। এর তাৎপর্য হল যখন কোনো ঋচা=ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয়, সেই সময় বা তার পূর্বেই তার কারণ রূপ কোনো ঋষি প্রাণ রশ্মি অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। এই কারণে যেকোনো ছন্দ রশ্মির মধ্যে তার উপাদান কারণভূত ঋষি প্রাণ রশ্মির যৎসামান্য প্রভাবও সেইরূপ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে, যেরূপ পিতা-মাতার প্রভাব সন্তানে তথা কারণ পদার্থের প্রভাব কার্যরূপ পদার্থের মধ্যে হয়। একইসঙ্গে সেই ছন্দ রশ্মির প্রভাবের পাশাপাশি তার নিকটই বিদ্যমান তার কারণ রূপ ঋষি প্রাণ রশ্মিরও কিছু-না-কিছু প্রভাব সেই প্রক্রিয়ার উপর অবশ্যই হবে। আমি এই গ্রন্থে বিভিন্ন ঋষি প্রাণ রশ্মির স্বরূপ সার রূপে দেখিয়েছি, পাঠক সেইভাবে বিভিন্ন ঋষি প্রাণ রশ্মির স্বরূপকে জেনে তার প্রভাব স্বয়ং জানতে পারবেন।

Vedic Physics Youtube Channel

বেদার্থ প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন ঋচার প্রভাব

সংসারের মধ্যে ঋষি দয়ানন্দের সবথেকে বড় দান হল তিনি সহস্র বর্ষ পশ্চাৎ বেদার্থের যথাযথ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংসারকে অবগত করেছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি না তো বেদার্থ হেতু পর্যাপ্ত সময় পেয়েছেন আর না অনুকূল পরিস্থিতি। এই কারণে তিনি যেমনটা চেয়েছিলেন, সেইরূপ বেদভাষ্য করতে পারেননি। কিছু পূর্বাগ্রহী কিংবা আবেগপ্রবণ মহানুভব আমার এই কথাকে যথাযথ ভাবে না জেনে বিবাদী হওয়ার জন্য সমুদ্যত থাকে। তারা জানে না যে বেদ বিদ্যার গম্ভীর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান অতি ভাবুকতা এবং পূর্বাগ্রহগ্রস্ততার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য সমুচিত ধৈর্য, বৌদ্ধিক উদারতা এবং বিশেষ প্রখরতা, পূর্ণ নিষ্পক্ষতা, গম্ভীর তর্ক ও ঊহা, পরমেশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস, অর্থ-কামাদির প্রতি অনাসক্ত ভাব, ব্যাপক অধ্যয়ন এবং উচিত সাধনার আবশ্যকতা হয়।

ঋষি দয়ানন্দের প্রিয় অনুরাগীগণ! আপনারা তাঁর বেদভাষ্যকে পর্যাপ্ত, পূর্ণ ও অন্তিম মেনে তাঁর সঙ্গে অন্যায় করছেন। তাঁর পরিস্থিতিকে না বুঝে আমরা আমাদের অল্পজ্ঞানের আধারে তৎকাল কোনো ধারণা বানিয়ে নিই। অন্যদিকে অন্য বৈদিক বিদ্বান বেদার্থের মধ্যে প্রবেশও করতে পারেননি। আমার এই মতের প্রমাণ প্রজ্ঞাবান্ পাঠকগণ আগামী উদাহরণগুলো থেকে স্বতঃ পেয়ে যাবেন। আমি এখানে ঋষি দয়ানন্দের পরিস্থিতির উপরে কিছু লেখা আবশ্যক বলে মনে করছি।

আর্য বিদ্বান আচার্য বিশ্বশ্রবা ব্যাস ‘ঋগ্বেদমহাভাষ্য’ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪ লিখেছেন –

‘‘(ঋষি দয়ানন্দের দৃষ্টিতে) এত অতি বিস্তৃত বেদভাষ্য করতে এক-একটা

Vaidic Physics Youtube Channel

বেদের উপরে এক-একশো বছর লেগে যাবে অর্থাৎ এমন বেদভাষ্য করতে চারশো বছর সময়ের আবশ্যকতা আছে।''

অন্যদিকে আচার্য বিশ্বশ্রবা এরপূর্বে এই পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন –

''সম্বত্ ১৯৩৩ সালে নিয়মিতরূপে বিস্তৃত বেদভাষ্য আর ভূমিকা লেখার কাজ ঋষি দয়ানন্দ প্রারম্ভ করে দেন।''

আমরা জানি যে ঋষি দয়ানন্দ সম্বত্ ১৯৪০ সালে শরীরত্যাগ করেছিলেন, এইভাবে তিনি বেদভাষ্য করার জন্য ৭-৮ বছর সময় পেয়েছিলেন, অথচ তাঁর ৪০০ বছর সময়ের আবশ্যকতা ছিল। ৭-৮ বছরের মধ্যেও অনেক কাজ করেন এবং অনেকত্র ভ্রমণ চলাকালীন বেদভাষ্য করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে এই বেদভাষ্যকে পূর্ণ, পর্যাপ্ত এবং অন্তিম মেনে বসে পড়া আর তারপর কোনো কিছুই বিচার না করা, এটা স্বয়ং ঋষির সঙ্গে-সঙ্গে বেদ বিদ্যারও অপমান হবে। বস্তুতঃ ঋষি দয়ানন্দের ভাষ্য সাংকেতিক আছে, কিন্তু আমার মতো অধ্যেতার জন্য মার্গদর্শকের সমান আছে। অস্তু।

এখন আমি বেদার্থ প্রক্রিয়ার উপরে সংক্ষিপ্ত বিচার করবো। বেদার্থের মধ্যে প্রকরণ এবং দেবতা জ্ঞানের অনিবার্যতা এবং এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে ঊহা এবং তর্কের অপরিহার্যতার চর্চা আমি পূর্বে করেছি। বেদার্থের মধ্যে ছন্দ, ঋষি এবং ষড়জাতি স্বরের জ্ঞানের প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয় না, কিন্তু আধিদৈবিক অর্থ করার সময় এগুলোর জ্ঞানও কিছু অংশে পরোক্ষরূপেণ উপযোগী হয়, এর সংকেত আমার আধিদৈবিক ভাষ্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। এখন আমি কিছু মন্ত্রকে উদাহরণস্বরূপ প্রস্তুত করবো –

১. ন সেশে য়স্য রম্বতেऽন্তরা সকথ্যা৩কপৃত্।

বেদের যথার্থ স্বরূপ

VaidicPhysics Youtube Channel

সেদীশে য়স্য রোমশম্ নিষেদুষো বিজৃম্ভতে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥

(ঋগ্বেদ ১০.৮৬.১৬)

সায়ণভাষ্য –

হে ইন্দ্র স জনো নেশে মৈথুনম্ কর্তুম্ নেষ্টে ন শক্নোতি য়স্য জনস্য কপৃচ্ছেপঃ সকথ্যা সকিথনো অন্তরা রম্বতে লম্বতে। সেত্ স এব স্ত্রীজন ঈশে মৈথুনম্ কর্তুম্ শক্নোতি য়স্য জনস্য নিষেদুষঃ শয়ানস্য রোমশমুপস্থম্ বিজৃম্ভতে বিবৃতম্ ভবতি। য়স্য চ পতিরিন্দ্রো বিশ্বাস্মাদুত্তরঃ।

পণ্ডিত বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী ভাষ্য –

পদার্থ – (ন) না (সঃ) সেই জীব (ঈশে) নিজ ইন্দ্রিয় আদির উপর শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে (য়স্য) যার (কপৃত্) প্রজনন ইন্দ্রিয় নিরন্তর (সকথ্যাঃ) স্ত্রীর উরুর (অন্তরা) ভিতরে (রম্বতে) ঝুলে থাকে (সঃ) সেটা (ইত্) ই (ঈশে) নিয়ন্ত্রণে রাখে (নিষেদুষঃ) সদা দৃঢ় স্থির (য়স্য) যার (রোমশম্) প্রজনন ইন্দ্রিয় (বিজৃম্ভতে) তীব্রভাবে দীপ্তমান এবং স্থির থাকে। (ইন্দ্রঃ) পরমৈশ্বর্যবান্ পরমেশ্বর (বিশ্বস্মাদ্) সব পদার্থ থেকে (উত্তরঃ) সূক্ষ্ম আর উৎকৃষ্ট হয়।

ভাবার্থ – সেই মানব বা জীব নিজ ইন্দ্রিয়ের উপর শাসন আর নিয়ন্ত্রণ প্রাপ্ত করতে পারবে না, যে সদা স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভোগেই লেগে থাকে। তবে হ্যাঁ, ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে সে রাখতে পারবে, যে ব্রহ্মচর্য আদি তপের দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয়কে দৃঢ় স্থির রাখে। পরমৈশ্বর্যবান্ প্রভু হলেন সব পদার্থ থেকে সূক্ষ্ম আর উৎকৃষ্ট।

২. ন সেশে য়স্য রোমশম্ নিষেদুষো বিজৃম্ভতে।
সেদীশে য়স্য রম্বতেऽন্তরা সকথ্যা৩ কপৃদ্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥

(ঋগ্বেদ ১০.৮৬.১৭)

বেদের যথার্থ স্বরূপ

Vaidic Physics Youtube Channel

সায়ণভাষ্য –

স জনো নেশে মৈথুনম্ কর্তুম্ নেষ্টে য়স্য জনস্য নিষেদুষঃ শয়ানস্য রোমশমুপস্থম্ বিজৃম্ভতে বিবৃতম্ ভবতি। সেত্ স এব জন ঈশে মৈথুনম্ কর্তুম্ শক্নোতি য়স্য জনস্য কপৃত্ প্রজননম্ সকথ্যা সকিথনী অন্তরা রম্বতে লম্বতে। সিদ্ধ্যমন্যত্। পূর্বোক্তব্যতিরেকোऽত্র দ্রষ্টব্যঃ। পূর্বস্যামৃচি য়িয়ক্ষুরিন্দ্রাণীন্দ্রম্ বদতি অত্র ত্বয়িয়ক্ষুরিন্দ্র ইন্দ্রাণীম্ বদতীত্যবিরোধঃ।।

পণ্ডিত বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী ভাষ্য –

পদার্থ – (ন) না (সঃ) সে (ঈশে) সক্ষম হয় পত্নীর সঙ্গে সম্ভোগ আর সন্ততি জননে (নিষেদুষঃ) শুয়ে থাকা (য়স্য) যে গৃহস্থের (রোমশম্) প্রজনন ইন্দ্রিয় (বিজৃম্ভতে) সম্ভোগের পূর্বেই খুলে রেতচ্যুত হয়ে যায়, (সঃ, ইত্) কেবল সে এই কাজে (ঈশে) সক্ষম হয় (য়স্য) যার (কপৃত্) প্রজনন ইন্দ্রিয় (সকথ্যা) সকিথর (অন্তরা) ভিতরে (রম্বতে) লম্বা আর খাড়া হয়ে ভিতর পর্যন্ত পৌঁছায়, (ইন্দ্রঃ) পরমৈশ্বর্যবান্ পরমেশ্বর (বিশ্বস্মাদ্) সব পদার্থ থেকে (উত্তরঃ) সূক্ষ্ম আর উৎকৃষ্ট হয়।

ভাবার্থ – পত্নীর সম্ভোগ আর সন্ততি জননে সে সক্ষম হয় না যার শুয়ে থাকা ইন্দ্রিয় সম্ভোগের পূর্বে ক্ষরিতবীর্য হয়ে যায়। সে সক্ষম হয়, যার প্রজনন ইন্দ্রিয় য়োনির ভিতরে লম্বা খাড়া ভিতর পর্যন্ত প্রবিষ্ট হয়। পরমৈশ্বর্যবান্ প্রভু হলেন সব পদার্থ থেকে সূক্ষ্ম আর উৎকৃষ্ট।

স্বামী ব্রহ্মমুনি পরিব্রাজক ভাষ্য –

সং. অন্বয়ার্থ – ইষ্টম্ গার্হস্থ্যমধিকরোতি (য়স্য কপৃত্) য়স্য সুখম্ পৃণাতি দদাতি য়ত্তদঙ্গম্ 'পৃণাতি দানকর্মা' (নিঘন্টু ৩.২০) কপূর্বকাত্ পৃ ধাতো ক্বিপি রূপম্ তুক্ চ (সকথ্যা–অন্তরা রম্বতে) সকিথনী অন্তরা লম্বতে (সঃ–ইত্–ঈশে)

Vaidic Physics Youtube Channel

স এব গার্হস্থ্যমধিকরোতি (য়স্য নিষেদুষঃ) য়স্য নিষদতো নিকটম্ শয়ানস্য (রোমশম্ বিজৃম্ভতে) রোমশমঙ্গ বিজৃম্ভণম্ করোতি বিশিষ্টম্ গাত্রবিনাম করোতি (ন সঃ–ঈশে) ন হি স খলু গার্হস্থ্যমধিকরোতি (য়স্য নিষেদুষঃ–রোমশম্ বিজৃম্ভতে) য়স্য নিকটম্ শয়ানস্য রোমশমঙ্গম্ গাত্রবিনাম করোতি (সঃ–ইত্–ঈশে) স এব গার্হস্থ্যমধিকরোতি (য়স্য সকথ্যা–অন্তরা কপৃত্–রম্বতে) য়স্য নিকটম্ শয়ানস্য সকিথনী অন্তরা সুখদায়কমঙ্গম্ লম্বতে রোমশাঙ্গস্য বিজৃম্ভণম্ সুখপ্রদাঙ্গস্য য়োনৌ লম্বনঞ্চ।

ভা. অন্বয়ার্থ – (ন সঃ–ঈশে) সে স্বামিত্ব করে না, আর না গৃহস্থভাবকে প্রাপ্ত করে, (য়স্য কপৃত্) যার সুখ প্রদানকারী অঙ্গ (সকথ্যা-অন্তরা লম্বতে) দুই উরুর মাঝে লম্বিত হয় (সঃ–ইত্–ঈশে) সেই ব্যক্তিই গৃহস্থ কর্মে অধিকার করে (য়স্য নিষেদুষঃ) যার নিকট শয়নকারীর (রোমশম্ বিজৃম্ভতে) রোম যুক্ত অঙ্গ বিজৃম্ভণ করে – স্পন্দিত হয় (ন সঃ–ঈশে) সে গৃহস্থ কর্মে অধিকার করে না (য়স্য নিষেদুষঃ – রোমশম্ বিজৃম্ভতে) যার নিকট শয়নকারীর রোম যুক্ত অঙ্গ স্পন্দিত হয় (সঃ–ইত্–ঈশে) সেই ব্যক্তিই গৃহস্থ কর্মের অধিকার করে (য়স্য সকথ্যা–অন্তরা কপৃত্–লম্বতে) যার নিকট শয়ন করলে উরুর মাঝে সুখদায়ক অঙ্গ বিজৃম্ভিত হয়, সেই ব্যক্তিই গৃহস্থ কর্মের উপর অধিকার করে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ঋষি দয়ানন্দের অনুগামী বলে পরিচিত এই দুই আর্য বিদ্বান বেদভাষ্য করার অতি উৎসাহে ঋষি দয়ানন্দের যৌগিক শৈলীর অনুসরণ করতে পারার প্রতিভার অভাবে ঘোর অশ্লীল সায়ণভাষ্যেরই যথাযথ গ্রহণ করে বেদকে কলঙ্কিত করে ফেলেছেন। ধ্যাতব্য হল, বিদেশী ভাষ্যকার গ্রিফিথ, বেদার্থে যার কোনো যোগ্যতা ছিল না তথা বেদ এবং ভারতের প্রতি যার ভাবনাও ভালো ছিল না, তিনি এই মন্ত্রগুলোর ভাষ্যকে অশ্লীল এবং

Vedic Physics Youtube Channel

অসভ্যতাপূর্ণ বুঝে ছেড়ে দেন। তিনি ঋগ্বেদ ভাষ্যের এই সূক্তে পাদ টিপ্পণীতে লিখে দেন –

''I pass over stanzas 16 and 17, which I cannot translate into decent English.''

আশ্চর্যের বিষয় যে উপরোক্ত এই দুই আর্য বিদ্বানের এরমধ্যে অসভ্যতা ও অশ্লীলতা প্রতীত হয়নি। ধ্যাতব্য হল, এই কাম-বিজ্ঞান প্রতিপাদক কোনো গম্ভীর অর্থ নয়। বিজ্ঞানের একটা নিজের ভাষা ও বিষয় প্রতিপাদনের গম্ভীরতা থাকে, যাকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষই জানতে পারবে, সাহিত্যিক ব্যক্তি সেই গম্ভীরতাকে কখনও প্রাপ্ত করতে পারবে না, তাকে প্রত্যেক অশ্লীল এবং লম্পটতার বিষয়ের মধ্যে কাম-বিজ্ঞান দেখা দিবে বা দিতে পারে। আমি সংসারের মধ্যে বেদজ্ঞ বলে পরিচিত বিদ্বানদের ঘোষণাপূর্বক বলতে চাইবো যে যারা এমন অর্থ যারা করেছে তারা বেদার্থের মধ্যে প্রবেশই করেনি। অস্তু।

শ্রী পণ্ডিত জয়দেব শর্মা, বিদ্যালঙ্কার, মীমাংসাতীর্থ ভাষ্য –

(য়স্য কপৃত্) যার সুখগ্রাহী অন্তঃকরণ (সকেথ্যাঃ অন্তরা) আসক্তিজনক রাগ-দ্বেষাদির মাঝে (রম্বতে) লটকে যায়, মুগ্ধ হয়ে যায়, (ন সঃ ইত্ ঈশে) সে শাসন করতে পারে না। বরং (নিসেদুষঃ) নিত্য আর নিরন্তর নিগূঢ় রূপে বিদ্যমান (য়স্য) যারদ্বারা নির্মিত (রোমশম্) লোমের সমান কিরণযুক্ত সূর্য বিম্ব (বিজৃম্ভতে) গর্বপূর্বক দীপ্তমান হয়, সেই (ইন্দ্রঃ) সব জগতের স্বামী (বিশ্বস্মাত্ উত্তরঃ) সবথেকে উৎকৃষ্ট হয়।

শ্রী পণ্ডিত জয়দেব শর্মা, বিদ্যালঙ্কার, মীমাংসাতীর্থ ভাষ্য –

(ন সা ঈশে) সেই প্রকৃতি অধীশ্বরী (য়স্য রোমশম্) হয় না যার লোমের সমান ঔষধি-বনস্পতি বর্গ (বিজৃম্ভতে) বিভিন্ন প্রকারে ভূমিতে জন্মায়। (সঃ ইত্ ঈশে)

Vaidic Physics Youtube Channel

সেই প্রভুই সবার উপর শাসন করেন (য়স্য) যার দেওয়া সুখ তথা (ক-পৃত্) পালন সামগ্রী (সকথ্যা অন্তরা) পরস্পর সম্মিলিত আকাশ আর ভূমি উভয়ের মাঝে (রম্বতে) বিদ্যমান আছে। (ইন্দ্রঃ বিশ্বস্মাত্ উত্তরঃ) সেই প্রভুই হলেন সবথেকে উৎকৃষ্ট।

শ্রী পণ্ডিত শিবশঙ্কর কাব্যতীর্থ 'বৈদিক ইতিহাসার্থ নির্ণয়' গ্রন্থ থেকে –

পুনরায় ইন্দ্রাণী উত্তেজনা বাড়িয়ে বললেন যে হে ইন্দ্র! আপনি যে আশ্বাসজনক কথা বলেছেন, সেগুলো ঠিক আছে, কিন্তু বিষয়ী পুরুষ সংসারের মধ্যে কোনো বিশেষ কাজ করতে পারে না। আপনি সেই অজ্ঞানী পুরুষদের কুকর্মে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে আছেন যে নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা আপনার পক্ষে দুস্তর। হে স্বামীন্! দেখুন! (সঃ + ন + ঈশে) সেই পুরুষ জগতের শাসন করতে পারে না, (য়স্য + কপৃত্ + সকথ্যা + অন্তরা + রম্বতে) যার কপৃত্ অর্থাৎ কপাল = মস্তক সর্বদা নিচে নত থাকে, কিন্তু (সঃ + ইত্ + ঈশে) সেই পুরুষ জগতের শাসন করে (নিষেদুষঃ + য়স্য + রোমশম্ + বিজৃম্ভতে) নিজের গৃহে বসে থেকেও যে পুরুষের জ্ঞান পৃথিবীতে সূর্যবৎ প্রকাশিত হতে থাকে। (বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ) সকিথ = উরু। 'সকিথ ক্লীবে পুমানূরুঃ' কপৃত্, মস্তক, মাথা। কম্ সুখম্ পৃণাতীতি কপৃত্ = যা সুখের পালন করে। কপাল শব্দেরও এই অর্থ হয় – 'কম্ সুখম্ পালয়তীতি কপালঃ।' কোথাও 'ক' এই নামই মস্তকের হয়, যেমন – কেশ। সুতরাং কপাল আর কপৃত্ হল একার্থক।

শ্রী পণ্ডিত শিবশঙ্কর কাব্যতীর্থ 'বৈদিক ইতিহাসার্থ নির্ণয়' গ্রন্থ থেকে –

পুনরায় উক্ত অর্থকে অন্যভাবে বললেন। এই ঋচা ১৬ তম ঋচার থেকে ঠিক উল্টো প্রতীত হয়, কিন্তু ভাব আর শব্দার্থের মধ্যে ভেদ আছে। যথা (সঃ + ন + ঈশে) সেই পুরুষ ঐশ্বর্যবান হতে পারে না (নিষেদুষঃ + য়স্য + রোমশম্

Vaidic Physics Youtube Channel

+ বিজৃম্ভতে) বসে থাকা যে পুরুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান হাই তুলছে অর্থাৎ যেমন অলস ব্যক্তি বসে-বসে হাই তোলে। তারদ্বারা পুরুষার্থের কোনো কাজ হয় না, তদ্বৎ যে বিদ্বান লেখাপড়া করেও সদা আলস্য হয়ে বসে থেকে হাই তুলতে থাকে। যেন তার বুদ্ধিমান বিদ্যাও তার সঙ্গে হাই তুলছে, এমন পুরুষ ঐশ্বর্যশালী হতে পারে না। কিন্তু (সঃ + ঈশে) নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি 'ঐশ্বর্যশালী' হয় (য়স্য + কপৃত্ + সকথ্যা + অন্তরা + রম্বতে) যার মস্তক অর্থাৎ যার দৃষ্টি দুই উরুর মাঝে ঝুঁকে আছে অর্থাৎ কেবল বিদ্যার অধ্যয়ন করে কোনো লাভ নেই, কিন্তু যার দুই উরুতে পুরো বল আছে। যার দুটো উরু কখনও ভ্রষ্ট হয়নি, যার ইন্দ্রিয় দূষিত হয়নি, যে সদা ইন্দ্রিয়রক্ষার্থ সাবধান হয়ে আছে, যে সদা দেখতে থাকে যে আমার কোনো ইন্দ্রিয় কলঙ্কিত হয়নি তো, কেবল সে ঐশ্বর্যশালী হতে পারে ইত্যাদি। দুটো ঋচা পুরুষার্থসূচক আছে।

এই আর্য বিদ্বানদের ভাষ্য শিষ্ট ও একটু গ্রাহ্য তো আছে, কিন্তু এরদ্বারাও বেদার্থের গম্ভীরতা ব্যক্ত হয় না।

দুই মন্ত্রের উপর আমার ত্রিবিধ ভাষ্য –

ন সেশে য়স্য রম্বতেऽন্তরা সকথ্যা৩কপৃত্।
সেদীশে য়স্য রোমশম্ নিষেদুষো বিজৃম্ভতে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ।।

(ঋগ্বেদ ১০.৮৬.১৬)

ন সেশে য়স্য রোমশম্ নিষেদুষো বিজৃম্ভতে।
সেদীশে য়স্য রম্বতেऽন্তরা সকথ্যা৩ কপৃদ্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ।।

(ঋগ্বেদ ১০.৮৬.১৭)

এখন আমি এই দুই মন্ত্রের উপর আমার ত্রিবিধ ভাষ্য প্রস্তুত করবো –

অত্র প্রমাণানি (আধিদৈবিক পক্ষে)

Vaidic Physics Youtube Channel

ইন্দ্রঃ = কালবিভাগকর্ত্তাসূর্য়লোকঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.১৫.১), মহাবলবান বায়ুঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৭.১), বিদ্যুদাখ্যো ভৌতিকাऽগ্নিঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.১৬.৩)। ইন্দ্রাণী = ইন্দ্রস্য সূর্য়স্য বায়োর্বা শক্তিঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.২২.১২)। বৃষা = বীর্য়কারী (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৩.২.১১), বেগবান্(মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ২.১৬.৬), পরশক্তিবন্ধকঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ২.১৬.৪)। বৃষাকপিঃ = বৃষা চাऽসৌ কপিঃ। কপিঃ = কম্পতেऽসৌ (উণাদি কোষ ৪.১৪৫), আদিত্যঃ (গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ৬.১২)। কপৃত্ = ক+পৃত্, 'পদাদিষু মাম্স্পৃৎস্নূনামুপসম্খ্যানম্' (বা. অষ্টা. ৬.১.৬৩) থেকে পৃতনাকে পৃত্ আদেশ। পৃতনা = সেনা (আপ্টেকোষ), সম্গ্রামনাম (নিঘন্টু ২.১৭), কঃ = প্রাণঃ = প্রাণো বাব কঃ (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ৪.১১.২.৪)। সকিথ = সজতীতি (উণাদি কোষ ৩.১৫৪), ষঞ্জ সঙ্গে = আলিঙ্গন করা, ঘেঁষে থাকা (সং.ধা.কো. পণ্ডিত য়ুধিষ্ঠির মীমাংসক), সকিথভ্যাম্ ক্রৌঞ্চৌ-অজায়েতাম্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.২৬৭)। ক্রৌঞ্চঃ = রজ্জুঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৩.৯.১৭)। রজ্জুঃ = রশ্মিঃ। রশ্ময়ঃ = রজ্জবঃ কিরণা বা (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ২৯.৪৩), রশ্মেব = (রশ্মা + ইব) = কিরণবদ্ রজ্জুবদ্ বা (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৬.৬৭.১), প্রাণাঃ রশ্ময়ঃ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.২.৫.২)। রোমশঃ=লোমশঃ (রেফস্য লত্বম্), লোমাঃ = ছন্দাম্সি বৈ লোমানি (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৪.১.৬), পশবো বৈ লোম (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৩.১১.১১), প্রাণা = ছন্দাম্সি (তুলনা মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩.১.৯)। রম্বতে = লম্বতে (রেফস্য লত্বম্) কদাচিৎ রম্বতেও থাকবে। নিষেদুঃ = নিষণ্ণাঃ (নিরুক্ত ১৩.১০), নিতরাম্ দৃঢ়স্থিত, বিশ্রান্ত, নতমুখ, খিন্ন, কষ্টগ্রস্ত। ঋষয়ঃ = জ্ঞাপকাঃ প্রাণাঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৫.১১), প্রাপকা বায়বঃ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ

Vaidic Physics Youtube Channel

ভাষ্য ১৫.১০), বলবন্তঃ প্রাণাঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৫.১৩), প্রাণা বা ঋষয়ঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.২৭; শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.২.৩.৫), ধনঞ্জয়াদয়ঃ সূক্ষ্মস্থূলা-বায়বঃ প্রাণাঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৫.১৪)

অত্র প্রমাণানি (আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক পক্ষে)

ইন্দ্রঃ = রাজা (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৬.২৯.৬), বিদ্বান্মনুষ্যঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ২৬.৪), জীবঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৩.৩২.১০)। কপৃত্ = কম্ সুখনাম (নিঘন্টু ৩.৬), অন্নম্ (নিরুক্ত ৬.৩৫), উদকনাম (নিঘন্টু ১.১২), সুখস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ৫.১৮)। পৃত্ = পৃত্সু সম্গ্রামনাম (নিঘন্টু ২.১৭)। সেনা = সিন্বন্তি বধ্নন্তি শত্রূন্ য়াভিস্সা (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৭.৩৩)। বলম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ২.৩৩.১১), সেশ্বরা সমানগতির্বা (নিরুক্ত ২.১১)। ক্রৌঞ্চম্ = বাগ্ বৈ ক্রৌঞ্চম্ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১১.১০.১৯), রশ্মিঃ = জ্যোতিঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৩৫.৭), য়মনাত্ (নিরুক্ত ২.১৫), অন্নম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৫.৩.৩), এতে বৈ বিশ্বেদেবাঃ রশ্ময়ঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৩.১.৭)। দেবঃ = ধনম্ কাময়মানঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৭.১.২৫)। লোম = অনুকূলবচনম্ (ম.দয়ানন্দ য়জু. ভাষ্য ২৩.৩৬)। রোমা = রোমাণি ঔষধ্যাদীনি (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৬৫.৪)।

আমার আধিদৈবিক ভাষ্য –

১. (য়স্য) যখন সূর্যের ভিতরে (কপৃত্) বিভিন্ন প্রকারের প্রাণের সেনা অর্থাৎ ধারা (স্ট্রিম) এবং সেগুলোর সংঘর্ষণ বা ইন্টারেকশন সেই (অন্তরা, সকথ্যা) সূর্যের কেন্দ্রীয় ও বহির্ভাগকে যুক্তকারী উত্তরী ও দক্ষিণী দৃঢ় ভাগ, যেগুলো থেকে বিভিন্ন প্রকারের বিকিরণ ও প্রাণের (ভাইব্রেশন) ধারা (স্ট্রিম) উৎপন্ন হতে থাকে, তার মাঝে (রম্বতে=লম্বতে) পিছিয়ে পড়ে যেন থমকে যায় অথবা

Vaidic Physics Youtube Channel

ছড়িয়ে পড়ে ধীর হয়ে যায়। সেই সময় (ন, সঃ, ঈশে) সেই ইন্দ্রতত্ত্ব অর্থাৎ সূর্যের মধ্যে স্থিত বলবান বৈদ্যুৎ বায়ু সমস্ত সূর্য কিংবা দুইভাগের মাঝের গতি ও সঙ্গতির মধ্যে ভারসাম্য-সামঞ্জস্য রাখতে অক্ষম হয়ে যায়। এর তাৎপর্য হল সূর্যের দুই ভাগে অর্থাৎ নাভিকীয় সংযোজন যুক্ত কেন্দ্রীয় ভাগে, যারমধ্যে নিরন্তর অপার ঊর্জা উৎপন্ন হতে থাকে, যাকে সূর্যের অগ্নিকুণ্ড বলা যেতে পারে এবং বহির্ভাগের যে পৃথক-পৃথক ঘূর্ণন গতি আছে আর উভয়ের মাঝে যে এক এমন সন্ধি ক্ষেত্র আছে, যার মস্তক উত্তরী ও দক্ষিণী ধ্রুবের দিকে হয়, তার মাঝে ভারসাম্য হারাতে থাকে। এই কারণে সমস্ত সূর্যের উপর সংকট আসতে পারে। এরপর এই মন্ত্রের মধ্যেই বলা হয়েছে এমন অনিষ্ট স্থিতি কখন হয় না আর কখন এই সূর্য ভারসাম্যপূর্ণ ও অনুকূল স্থিতিতে থাকে?

(য়স্য, নিষেদুষঃ) যে নিরন্তর দৃঢ় তেজস্বী উপরোক্ত ইন্দ্রের প্রাণের সেনা অর্থাৎ ভাইব্রেশনের স্ট্রিম (রোমশম্= লোমশম্) বিভিন্ন ছন্দ রূপী প্রাণ তথা মরুত্ অর্থাৎ সূক্ষ্ম পবন দিয়ে ভালো ভাবে সম্পন্ন হয়ে (বিজৃম্ভতে) বিশেষরূপে জেগে অর্থাৎ সক্রিয় হয়ে নিজ বল ও তেজ দ্বারা সম্পন্ন হয়, (সঃ, ইত্, ঈশে) তখন এই ইন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যুদগ্নিযুক্ত বায়ু সূর্যের দুই ভাগের গতি ও স্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে সক্ষম হয়। এই প্রাণ সেনা স্ট্রিম উপরোক্ত সকিথ অর্থাৎ সূর্যের দুই ভাগকে মিলনকারী উত্তরী ও দক্ষিণী ধ্রুবের দিকে স্থিত সন্ধি ভাগস্থ দৃঢ় ভাগের মাঝেই উৎপন্ন ও সক্রিয় হয়। (বিশ্বস্মাত্, ইন্দ্রঃ, উত্তরঃ) এই ইন্দ্র তত্ত্ব অর্থাৎ বিদ্যুদগ্নিযুক্ত তেজস্বী বলবান বায়ু অন্য তেজস্বী পদার্থের তুলনায় উৎকৃষ্ট ও বলবত্তম হয়। এটাই বলপতি হয় তথা সৃষ্টি যজ্ঞকে উৎকৃষ্টতা সহিত তারনকারী হয়। (ঋগ্বেদ ১০.৮৬.১৬)

ভাবার্থ – যখন সূর্যের কেন্দ্রীয় ও বহির্ভাগকে মিলনকারী দৃঢ় স্তম্ভ রূপী উত্তরী

ও দক্ষিণী প্রাণ প্রাণ ধারাগুলো মন্দ হয়ে যায়, তখন সূর্যের দুই ভাগের মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে সূর্যের অস্তিত্ব সংকটগ্রস্ত হতে পারে আর যখন সেই দুই ধারা বিশেষ রূপে সক্রিয় ও সশক্ত হয়, তখন সূর্যের ভারসাম্য সঠিক ভাবে বজায় থাকে।

২. (য়স্য) যখন সূর্যের ভিতরে (কপৃত্) বিদ্যুদগ্নিযুক্ত বায়ুর বিভিন্ন প্রাণের সেনা (স্ট্রিম) সেই (অন্তরা, সকথ্যা) সূর্যের কেন্দ্রীয় ও বহির্ভাগের মাঝে উপস্থিত সেগুলোকে মিলনকারী উত্তরী ও দক্ষিণী দৃঢ় ভাগে, যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণের (ভাইব্রেশন) ধারা উৎপন্ন হতে থাকে, সেগুলোর মাঝে (রম্বতে=লম্বতে) আঁকড়ে ধরে সেগুলোকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে উত্তরী ভাগকে উপরেই টাঙিয়ে রাখতে ও ধারণ করতে সক্ষম হয়, তখন (সঃ, ইত্, ঈশে) বৈদ্যুত অগ্নি যুক্ত বায়ু রূপী ইন্দ্র এগুলোকে অর্থাৎ সূর্যের দুই ভাগকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সক্ষম হয় অর্থাৎ সেই সময় সূর্যের বহির্ভাগ তার কেন্দ্রীয় ভাগে, যার মধ্যে নাভিকীয় সংযোজন প্রক্রিয়া নিরন্তর চলে, (য়স্য, নিষেদুষঃ) তার উপর ভারসাম্য বজায় রেখে নিরন্তর পিছলে যেতে থাকে, কিন্তু যদি (রোমশম্= লোমশম্) প্রশস্ত বলযুক্ত ছন্দ, প্রাণ ও মরুত্ অর্থাৎ সূক্ষ্ম পবন (বিজৃম্ভতে) খুলে ছড়িয়ে পরে, যারফলে সেগুলোর প্রভাব কমে যায়। যেমন কোনো জলের ধারাকে যখন তীব্র চাপে ছোঁড়া হয়, তখন তারমধ্যে মারক ক্ষমতা তেজ হয়। সেটা পাথরকেও ছেদ করতে পারে, কোনো প্রাণীকেও মারতে পারে, কিন্তু যখন সেই ধারাই বড় ছিদ্রের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত করা হয়, তখন সেটা উন্মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে আর তার মাদক বা ছেদক প্রভাব কম বা বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে সেই কমে যাওয়ার চর্চা আছে।

(ন, সঃ, ঈশে) ঐ সময় সেই ইন্দ্র তত্ত্ব অর্থাৎ বিদ্যুদগ্নিযুক্ত বায়ু সূর্যের

Vaidic Physics Youtube Channel

সেই দুই ভাগের উপর ভারসাম্য-সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলতে পারে, যারফলে সূর্যের অস্তিত্ব সংকটে পড়তে পারে। (বিশ্বস্মাত্, ইন্দ্রঃ, উত্তরঃ) এই ইন্দ্র তত্ত্বই অখিল উৎপন্ন পদার্থ সমূহ রূপী সংসারের মধ্যে সবথেকে শ্রেষ্ঠতম ও বলবত্তম হয় তথা এটা সমস্ত অন্ন অর্থাৎ সংযোগযোগ্য পরমাণুকে উৎকৃষ্টতা সহিত উদ্ধার করতে-করতে জগতের রচনাতে নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (ঋগ্বেদ ১০.৮৬.১৭)

ভাবার্থ – যখন সূর্যের কেন্দ্রীয় ও বহির্ভাগের মাঝে প্রবাহিত উত্তরী ও দক্ষিণী প্রাণ ধারা তীব্র বলবতী হয়, তখন দুটো ভাগের মাঝের গতি ও অবকাশের ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বজায় থাকে, কিন্তু যখন সেই ধারাগুলো এদিক-সেদিক ছড়িয়ে দুর্বল হয়ে যায়, তখন দুটো ভাগের মাঝে অসামঞ্জস্য উৎপন্ন হয়ে সূর্যের অস্তিত্বের উপরে সংকট আসতে পারে।

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উপরে এই দুটো ঋচার প্রভাব –

আর্ষ ও দৈবত প্রভাব – এর ঋষি হল বৃষাকপি ইন্দ্র তথা ইন্দ্রাণী। এর তাৎপর্য হল বিদ্যুদ্বায়ুযুক্ত তীব্র বলবান সূর্যলোকের ভিতরের ভাগের মধ্যে উপস্থিত প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি থেকে এই ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয়। এই সময় প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি প্রবলরূপে বিদ্যমান হওয়াতে এই ছন্দ রশ্মিগুলো বিশেষ বলবতী হয়, এই কারণে এগুলোর প্রভাবেও বিশেষ বল উৎপন্ন হয়। এগুলোর দেবতা ইন্দ্র হওয়াতে এই ছন্দ রশ্মির দ্বারা সূর্যাদি নক্ষত্রের মাঝে বিভিন্ন বিদ্যুৎ বলের সমৃদ্ধি হয় অর্থাৎ বিদ্যুদাবেশিত কণার ঊর্জাতে ভারী বৃদ্ধি হয়।

ছান্দস প্রভাব – এর ছন্দ নিচৃত্ পঙক্তি হওয়াতে নক্ষত্রের বহির্ভাগ থেকে বিভিন্ন কণাকে নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় আর এরকম করতে-করতে বাহ্য ও আন্তরিক ভাগের মধ্যে ভারী ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, পুনরায়

Vaidic Physics Youtube Channel

সেই কণাগুলোর পারস্পরিক সংযোগযোগ্যতার মধ্যে বৃদ্ধি হয়। এর পঞ্চম স্বর সব ক্রিয়াকে নিরন্তর বিস্তৃত করতে সহায়ক হয়।

ঋচার প্রভাব – এই দুই ছন্দ রশ্মির প্রভাব নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগ (যারমধ্যে নাভিকীয় সংযোজনের ক্রিয়া হয়) তথা তার উপরে বিদ্যমান অবশিষ্ট সম্পূর্ণ বিশাল ভাগের মাঝে সন্ধি ক্ষেত্রের মধ্যে হয়। এই দুইভাগ পরস্পর একটু অসমান গতিতে একে-অপরের উপরে পিছলে পড়তে থাকে। সন্ধি ভাগের উত্তরী ও দক্ষিণী ভাগের মধ্যে বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির সুদৃঢ় ধারা বিদ্যমান থাকে, যা উভয় ভাগকে পরস্পর এক সীমাবদ্ধ দূরত্বে বজায় রাখার পাশাপাশি বিশাল ভাগকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। সেই ধারাগুলোর মধ্যে এই ছন্দ রশ্মিরও বিশেষ ভূমিকা আছে। এর প্রভাবে সেই সুদৃঢ় ধারাগুলো ক্রমশঃ দুর্বল এবং সবল রূপ প্রাপ্ত করতে থাকে। এই কারণে নক্ষত্রের বিশাল ভাগ সন্ধি ভাগের উপরে কখনও একটু নিকটে, আবার কখনও একটু দূরে হয় অর্থাৎ দোলন করতে থাকে। এর তাৎপর্য হল কেন্দ্রীয় ভাগ এবং অবশিষ্ট বিশাল ভাগের মাঝে বিদ্যমান সন্ধি ভাগ স্প্রিংয়ের মতো সূক্ষ্ম মাত্রায় কখনও প্রসারিত হয়, তো কখনও সংকুচিত হয়। এই ক্ষেত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের বিশেষ প্রাধান্য ও সক্রিয়তা আছে।

আমার আধিভৌতিক ভাষ্য –

১. (য়স্য) যে রাজার (কপৃত্) সেনাবল অথবা তার অন্ন-ধনের ভাণ্ডার (সকথ্যা, অন্তরা) সকল বিদ্বান বা ধনের কামনাকারী প্রজাজনের মাঝে উন্মোচিত রাগ-দ্বেষ রূপ সংঘর্ষের মাঝে (রম্বতে) পিছিয়ে পড়ে অথবা সেগুলোর বিশেষ আসক্তির কারণ হয়ে ওঠে। (সঃ, ন, ঈশে) সেই ঐশ্বর্যহীন রাজা নিজের দেশবাসীর উপর শাসন করতে পারেন না অর্থাৎ তার রাষ্ট্রের মধ্যে অরাজকতা

উৎপন্ন হয়, কিন্তু (য়স্য, নিষেদুষঃ) নিরন্তর স্থিরতায় আশ্রিত যে রাজার সেনাবল অথবা অন্ন-ধন সংসাধন (রোমশম্) যখন প্রশস্তরূপেণ সকল প্রজাজনের জন্য অনুকূল বচনযুক্ত এবং প্রচুর ঔষধি, পশু আদি দিয়ে সম্পন্ন হয় তথা (বিজৃম্ভতে) সকল প্রজাজনের জন্য যথাযোগ্য রীতিতে বিতরণ করা হয় তথা এই বিতরণ ব্যবস্থা সদা সুচারুরূপে চলে, (সঃ, ইত্, ঈশে) সেই রাজাই তার রাষ্ট্রের উপর সব ঐশ্বর্য যুক্ত হয়ে শাসন করতে পারবেন। (বিশ্বস্মাত্, ইন্দ্র, উত্তরঃ) এইরূপ সমগ্র ঐশ্বর্য সম্পন্ন রাজার শাসন অন্য সব ব্যবস্থার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়। (ঋগ্বেদ ১০.৮৬.১৬)

ভাবার্থ – রাজার উচিত যে তিনি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের জন্য অনুকূল বচন যুক্ত হয়ে নিজ প্রজার মাঝে গজিয়ে ওঠা রাগ-দ্বেষজন্য অসন্তোষ এবং সংঘর্ষকে দূর করার নিরন্তর চেষ্টা করবেন। তারসঙ্গে নিজের বল ও ধনের সম্পূর্ণ প্রজার হিতে যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনা করবেন।

২. (য়স্য, নিষেদুষঃ) যে বিশ্রান্ত এবং কষ্টগ্রস্ত রাজার (রোমশম্) প্রশস্ত অন্ন, ঔষধি ও পশ্বাদি সংসাধন (বিজৃম্ভতে) অব্যবস্থিতরূপে খোলা থাকে অর্থাৎ যার রাজ্যে অপব্যয়তা ও বিতরণের অব্যবস্থা আছে। (ন, সঃ, ঈশে) সেই ঐশ্বর্যহীন রাজা নিজের রাষ্ট্রের উপর শাসন করতে সক্ষম হন না। (সঃ, ইত্, ঈশে) সেই রাজাই ঐশ্বর্যবান হয়ে নিজের রাষ্ট্রের উপর সমুচিত রীতিতে শাসন করতে পারেন, (য়স্য, কপৃত্) যার সেনাবল তথা অন্ন-ধন ভাণ্ডার (সকথ্যা, অন্তরা) সকল বিদ্বান ও প্রজাজনের মাঝে উৎপন্ন রাগ-দ্বেষজন্য সংঘর্ষের মাঝে (রম্বতে) সেই রাগ-দ্বেষের ভাবনাকে সরিয়ে অর্থাৎ দূর করে প্রজাজনকে তারথেকে উপরে তুলে ধরেন। তারপর সেই রাজা সকল প্রজাজনের মধ্যে সেই বল ও ধনাদি পালন সামগ্রীর দৃঢ়তা সহিত যথাযোগ্য বিতরণ করার

Vedic Physics Youtube Channel

পাশাপাশি নিজের পালন কর্মের মাধ্যমে প্রজাজনের হৃদয়ে বাস করেন। (বিশ্বস্মাত্, ইন্দ্র, উত্তরঃ) এমন ঐশ্বর্যবান রাজা তার প্রজাজনকে নিজের অন্নাদি পদার্থের দ্বারা সর্ববিধ দুঃখ থেকে উদ্ধারকারী হন। (ঋগ্বেদ ১০.৮৬.১৭)

ভাবার্থ – ঐশ্বর্যের ইচ্ছুক রাজার উচিত যে তিনি তার রাষ্ট্রকে বাইরের আক্রমণাদি কষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি পূর্ণ পুরুষার্থের সঙ্গে নিজ অন্ন-ধন আদির পালন সামগ্রীর অপব্যয় বা অব্যবস্থিত বিতরণ যেন কখনও হতে না দেন, বরং নিজ প্রজাজনের ভিতরে উন্মোচিত রাগ-দ্বেষজন্য অসন্তোষ এবং সংঘর্ষকে উচিত পালনাদি ক্রিয়া ও আবশ্যকতা হলে উচিত দণ্ডের আশ্রয় নিয়ে দূর করে সবার হিত করার সর্বদা চেষ্টা করতে থাকবেন, যাতে তিনি সকলের পিতৃবত্ প্রিয় হয়ে ওঠেন।

আমার আধ্যাত্মিক ভাষ্য –

(য়স্য) যে বিদ্বান পুরুষের (কপৃত্) মন এবং সুখকারী প্রাণের সমূহ (সকথ্যা, অন্তরা) রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বের মধ্যে আসক্তি এবং কোলাহলের মাঝে (রম্বতে) আঁকড়ে থাকে অর্থাৎ সেগুলোর মধ্যেই রত থাকে, (ন, সঃ, ঈশে) তিনি নিজের ইন্দ্রিয়ের উপরে শাসন করতে পারেন না, বরং (য়স্য, নিষেদুষঃ, রোমশম্) দৃঢ় ও ব্রহ্মবর্চস্ দ্বারা তেজস্বী হয়ে নিজের অন্তঃকরণকে প্রণব তথা গায়ত্র্যাদি ছন্দরূপ বেদের পবিত্র ঋচার মধ্যে প্রশস্ত রূপে রমণ করতে-করতে (বিজৃম্ভতে) স্বয়ংকে পরমপিতা সুখস্বরূপ পরমেশ্বরের আনন্দে বিস্তৃত করে দেন (সঃ, ইত্, ঈশে) সেই য়োগী পুরুষই নিজ ইন্দ্রিয়ের উপর শাসন করতে পারেন। (বিশ্বস্মাত্, ইন্দ্র, উত্তরঃ) এমন জিতেন্দ্রিয় বিদ্বান অন্য প্রাণীদের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ হন। (ঋগ্বেদ ১০.৮৬.১৬)

ভাবার্থ – বিদ্বান পুরুষের উচিত স্বয়ংকে য়োগযুক্ত করে পরমপিতা পরমাত্মার

Vaidic Physics Youtube Channel

মধ্যে রমণ করার জন্য নিজের অন্তঃকরণকে রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব থেকে দূরে সরিয়ে প্রণব তথা গায়ত্র্যাদি ঋচার বিধিপূর্বক জপ দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করার জন্য নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর জয় প্রাপ্ত করা।

২. (য়স্য, নিষেদুষঃ, রোমশম্) যে নিরন্তর বিশ্রান্ত ও বিষণ্ন থাকা বিদ্বান পুরুষের অন্তঃকরণ বিভিন্ন গায়ত্র্যাদি ঋচার জপ করার সময় অর্থাৎ উপাসনার অভ্যাস করার সময় (বিজৃম্ভতে) এদিক-সেদিক ছড়িয়ে যায় অর্থাৎ অস্থির হয়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে যায়, (ন, সঃ, ঈশে) সেই বিদ্বান নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন না, বরং (য়স্য, কপৃত্) যার মন তথা সুখকারী প্রাণ সমূহ (সকথ্যা, অন্তরা) বিভিন্ন দ্বন্দ্ব তথা সাংসারিক ব্যবহারের মাঝে (রম্বতে) স্থির হয়ে তপ্ত হয়ে এক স্থানে দৃঢ় থেকে নিরন্তর পরমেশ্বরের জপে সংলগ্ন থাকে, (সঃ, ইত্, ঈশে) সেই বিদ্বান য়োগী হয়ে নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর শাসন করে সমগ্র ঐশ্বর্যকে প্রাপ্ত করেন। (বিশ্বস্মাত্, ইন্দ্র, উত্তরঃ) এমন য়োগী স্বয়ংকে সব দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ করে অন্য প্রাণীদেরও দুঃখ থেকে উদ্ধারকারী হন।

ভাবার্থ – মুমুক্ষু বিদ্বান পুরুষের উচিত ঈশ্বরোপাসনা বা জপ করার সময় মনকে একাগ্র করে নিরন্তর পরমেশ্বরের মধ্যে মগ্ন রাখা তথা এর পাশাপাশি নিজের সম্পূর্ণ দ্বন্দ্বকে জিতে স্বয়ং মোক্ষকে প্রাপ্ত করে অন্য প্রাণীদেরও দুঃখ থেকে দূর করার চেষ্টা করতে থাকা।

৩. ত্বম্ সূকরস্য দর্দৃহি তব দর্দ্দর্তু সূকরঃ ।
স্তোতৃনিন্দ্রস্য রায়সি কিমস্মান্দুচ্ছুনায়সে নি ষু স্বপ ॥ (ঋগ্বেদ ৭.৫৫.৪)

সায়ণভাষ্যম্

হে সারমেয় ত্বম্ সূকরস্য বরাহস্য ॥ দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী ॥ দর্দৃহি। বিদারয়।

সূকরোऽপি তব দর্দর্তু। বিদারয়তু। য়ুবয়োর্নিত্যবৈরিত্বাৎ। অস্মান্মা দশেত্যর্থঃ ॥ স্তোতৃনিত্যর্ধর্চঃ পূর্বস্যামৃচি ব্যাখ্যাতঃ ॥

H.H. Wilson

Do the rend the hog: let the hog rend thee: Why dost thou assail the worshippers of Indra? Why dost thou intimidate us? Go to sleep.

Ralph T.H. Griffith

Be on the guard against the boat, and let the boar beware of thee. At Indra's singers barkest thou? Why dost thou seek to terrify us? Go to sleep.

এই দুই বিদেশী ভাষ্যকারই সায়ণাচার্যের অনুকরণ করেছেন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য বেদভাষ্যকারদের মধ্যে সেই যোগ্যতাই ছিল না যে তারা বেদাদি শাস্ত্রের ভাষ্য করতে পারবেন। দু র্ভাগ্যবশতঃ না কেবল পাশ্চাত্য দেশ, অপিতু আর্য্যাবর্তীয় (ভারতীয়) তথাকথিত প্রবুদ্ধ বর্গ এদেরকেই বিশেষ প্রামাণিক মানে। আচার্য সায়ণেরও বেদার্থের মধ্যে কোনো যোগ্যতা ছিল না। এই তিনজনের করা ভাষ্যের সার হল –

‘‘হে শুয়োর ও কুকুর! তোমরা পরস্পর লড়াই করো, একে-অপরকে মারো, কাটো। ইন্দ্রের উপাসক বা স্তুতিকারীর উপর কেন আক্রমণ করো? আমাদের কেন কষ্ট দিচ্ছো? যাও, চুপচাপ চলে যাও।’’

পৃথিবীর প্রবুদ্ধ (জ্ঞানী) ব্যক্তিবর্গ! তথাকথিত বেদভাষ্যকারদের ভাষ্যের মধ্যে কি আপনারা কোনো সার্থকতা দেখতে পাচ্ছেন? এখন আমি এই মন্ত্রের

Vaidic Physics Youtube Channel

উপর ভিত্তি করে ঋষি দয়ানন্দের আধিভৌতিক ভাষ্য প্রস্তুত করবো –

পদার্থঃ – (ত্বম্) (সূকরস্য) য়ঃ সুষ্ঠু করোতি (দর্দৃহি) ভৃশম্ বর্ধয় (তব) (দর্দর্তু) ভৃশম্ বর্দ্ধতাম্ (সূকরঃ) য়ঃ সম্যক্ করোতি (স্তোতৃন্) বিদুষঃ (ইন্দ্রস্য) পরমৈশ্বর্য়স্য (রায়সি) রা ইবাচরসি (কিম্) (অস্মান্) (দুচ্ছুনায়সে) (নি) (সু) (স্বপ)।

ভাবার্থঃ – হে গৃহস্থ ত্বমৈশ্বর্য়ম্ সম্চিত্য ধর্মে ব্যবহারে সম্বীয় বিদুষঃ সৎকৃত্য শ্রীমানিবাচরাস্মান্ প্রতি কিমর্থম্ শ্বেবাচরতি নীরোগস্সন্ প্রতিসময়ম্ সুখেন শয়স্ব।

পদার্থ – হে গৃহস্থ! যে (সূকরস্য) সুন্দরভাবে কাজ সম্পাদনকারী (ইন্দ্রস্য) পরমৈশ্বর্যবান (তব) তোমার (সূকরঃ) কাজকে সুন্দরভাবে সম্পন্নকারী (দর্দর্তু) নিরন্তর বাড়ে (ত্বম্) তুমি (রায়সি) লক্ষ্মীর সমান আচরণ করো আর যারা সবাইকে (দর্দৃহি) নিরন্তর উন্নতি দেয় অর্থাৎ সবার বৃদ্ধি করে (স্তোতৃন্) স্তুতি পাঠক বিদ্বানগণ (অস্মান্) আমাদেরকে (কিম্) কি (দুচ্ছুনায়সে) দুষ্ট কুকুরের মধ্যে যেমন তেমন আচরণ দ্বারা প্রাপ্ত হও, সেই ঘরে সুখে (নি, ষু, ষ্বপ) নিরন্তর ঘুমাও।

ভাবার্থ – হে গৃহস্থ! আপনারা ঐশ্বর্যের সঞ্চয় করে ধর্ম ব্যবহারে সুন্দরভাবে বিস্তার করো আর বিদ্বানদের সৎকার করে শ্রীমানদের সমান আচরণ করো, আমাদের প্রতি কেন কুকুরের মতো আচরণ করছো? রোগমুক্ত হয়ে প্রতি সময় সুখে ঘুমাও।

এই মন্ত্রের উপর আমার মত –

এখন আমি এই মন্ত্রের উপর বিচার করবো। এই মন্ত্রের দেবতা হল ইন্দ্র, ঋষি বসিষ্ঠ, ছন্দ বৃহতী তথা স্বর মধ্যম। এই ঋচা তথা এরমধ্যে থাকা কিছু পদের উপর বিচার করবো –

Vedic Physics Youtube Channel

সূকরঃ = য়ঃ সুষ্ঠু করোতি (মহর্ষি দয়ানন্দ ভাষ্য)

দৃ বিদারণে = প্রভূত বৃদ্ধি করা [দর্দর্তু= ভৃশম্ বর্দ্ধতাম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ ভাষ্য)। দর্দৃহি= অত্যন্তম্ বর্ধয় (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৩.৩০.২১)]

রায়সি = রা ইবাচরসি (মহর্ষি দয়ানন্দ ভাষ্য)

দুচ্ছুনায়সে = দুষ্টেষ্বেবাচরসি (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৭.৫৫.৩)

সারমেয় = [সরমা = সরণাত্ (নিরুক্ত ১১.২৪), য়া সরতি সা সরলা নীতিঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৪.১৬.৮), সমানরমণা (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৫.৪৫.৭)] স্বার্থম্ মে তদ্ধিত।

আমার আধিদৈবিক ভাষ্য –

(ত্বম্) [সারমেয়–পূর্ব ঋচা থেকে অনুবৃত্ত] ইন্দ্র তত্ত্বের সঙ্গে-সঙ্গে রমণকারী মরুদ্ রশ্মি [ইন্দ্রো বৈ মরুতঃ ক্রীডিনঃ (গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ১.২৩), মরুতো হ বৈ ক্রীডিনো বৃত্রꣳ হনিষ্যন্তমিন্দ্রমাগতম্ তমভিতঃ পরিচিক্রীডুর্মহ-য়ন্তঃ। (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৫.৩.২০)] (সূকরস্য) যেগুলো নিজের সব কাজ সঠিকভাবে তথা তীব্রতাপূর্বক করে, এমন সেই ইন্দ্র তত্ত্ব=তীক্ষ্ণ বায়ু মিশ্রিত বিদ্যুৎকে (দর্দৃহি) প্রভূত মাত্রায় সমৃদ্ধ করে। এর পাশাপাশি সেগুলো মরুদ্ রশ্মি, বিশেষকরে প্রাণাপান রশ্মি সেই তীক্ষ্ম ইন্দ্র তত্ত্ব রূপী বিদ্যুতের অসুর তত্ত্ব আদি বাধক পদার্থের নিবারণ হেতু উচিত বিভাগও করে, যারফলে সেই ইন্দ্র তত্ত্ব সংযোজক পদার্থকে সম্যক রূপে সংকুচিত করতে পারে। (তব) সেই মরুদ্ রশ্মিগুলোকে (সূকরঃ) সুষ্ঠুকারী ও শীঘ্রকারী ইন্দ্র তত্ত্বও (দর্দর্তু) বিভিন্ন প্রকারে উপযুক্ত দিশাতে বিভক্ত করে, যারফলে সেগুলো বিভিন্ন পরমাণুর মাঝে সংযোজন ক্রিয়া করতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

সেই মরুদ্ রশ্মি এবং ইন্দ্র তত্ত্ব (স্তোতৃন্, ইন্দ্রস্য) সেই ইন্দ্র সংজ্ঞক

Vaidic Physics Youtube Channel

বিদ্যুতের দ্বারা প্রকাশিত ও সক্রিয় পরমাণু আদি পদার্থকে (কিম্, রায়সি) [রায়ঃ = পশবো বৈ রায়ঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৩.১.৮)] ছন্দাদি রশ্মির সমান তরঙ্গের তুল্য ব্যবহার করার জন্য কেন প্রেরিত বা বিবশ করে? এখানে 'কিম্' পদকে প্রশ্নবাচী না মেনে প্রাণবাচী 'কঃ'–এর দ্বিতীয় রূপ মানা অধিক উপযুক্ত হবে। এইভাবে এখানে বলা হয়েছে যে এই ছন্দ রশ্মির কারণরূপ ঋষি রশ্মিগুলো বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিকে মরুদ্ রশ্মির সঙ্গে আর সেগুলোর অনুকূল ব্যবহার হেতু প্রেরিত করে। (অস্মান্, দুচ্ছুনায়সে) এখানে আমাদের সঙ্গে তাৎপর্য এই ঋচার কারণরূপ বসিষ্ঠ ঋষি অর্থাৎ প্রাণ রশ্মিগুলো দুষ্ট অসুর রশ্মির ভিতরে [ইব = পাদপূরণার্থ] সর্বতঃ বিচরণ করতে-করতে (নি, যু, স্বপ) নিতরাম্ ব্যাপ্ত হয়ে যায়, যারফলে অসুর তত্ত্ব ক্ষীণ বল হয়ে প্রসুপ্তবৎ আকাশ তত্ত্বের মধ্যে লীন হয়ে যায়।

ভাবার্থ – ইন্দ্র রূপী বিদ্যুৎকে বিভিন্ন মরুদ্ রশ্মি, যেগুলো তার সঙ্গে ক্রিয়া করতে-করতে নিরন্তর গমন করে, অনুকূলতা ও প্রচুরতাপূর্বক সমৃদ্ধ করে। এরই সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থের সংযোগ ও বিয়োগের সময় বিদ্যুৎ বলের উচিত বিভাগও করে। অন্যদিকে ইন্দ্র রূপী বিদ্যুৎও পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগের প্রক্রিয়ার সময় মরুদ্ রশ্মির উচিত বিভাগ করে, যারফলে সেগুলোর মাঝে অনুকূল আকর্ষণাদি বল উৎপন্ন হতে পারে। সেই মরুদ্ রশ্মি এবং বিদ্যুৎ দুটোই সংযোগ বা বিয়োগকারী পরমাণুকে সেই প্রক্রিয়ার সময় তরঙ্গীয় গতির সমান গতি প্রাপ্ত করায়। একইসঙ্গে এই প্রক্রিয়াতে সংযোজক বলযুক্ত প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মিগুলো সংযোগ প্রক্রিয়াতে বাধক হতে চলা ডার্ক এনার্জীর ভিতরে ব্যাপ্ত হয়ে সেগুলোকে নিরন্তর দুর্বল বানিয়ে দেয়। এরফলে সেই পুরোপুরি ক্ষীণবল ডার্ক এনার্জী বিক্ষণ্ডিত হয় আর আকাশে মিশে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

Vaidic Physics YouTube Channel

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উপর এই ঋচার প্রভাব –

আর্ষ ও দৈবত প্রভাব – এর উৎপত্তি বসিষ্ঠ অর্থাৎ প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মি থেকে হয়। [বসিষ্ঠঃ = প্রাণা বৈ বসিষ্ঠ ঋষিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.১.১.৬)] এরদ্বারা সিদ্ধ হয় যে এই ছন্দ রশ্মির উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে বিদ্যমান প্রাণ রশ্মিগুলো এই ছন্দ রশ্মিকে প্রভাবিত ও সক্রিয় করতেও সহায়ক হয়। এর দেবতা ইন্দ্র হওয়াতে ইন্দ্র তত্ত্ব সমৃদ্ধ হয় অর্থাৎ বিদ্যুৎ বলের তীক্ষ্ণতা বেড়ে যায়।

ছান্দস প্রভাব – এর ছন্দ বৃহতী হওয়াতে এটা বিভিন্ন পরমাণুকে বেঁধে অপেক্ষাকৃত বড় অণুর নির্মাণে সহায়ক হয়। এর স্বর মধ্যম হওয়াতে এই ছন্দ রশ্মি সংযোগযোগ্য পরমাণুর বাইরের আবরণ, যেটা সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির হয়, তার মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে নিজের বন্ধক প্রভাব প্রদর্শিত করে।

ঋচার প্রভাব – যখন দুটো বিদ্যুৎ আবেশিত কণাকে পরস্পর নিকটে নিয়ে আসা হয়, সেইসময় সেগুলোর চারিদিকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল উৎপন্ন হয়ে যায়। সেই বল রশ্মির চারিদিকে সূক্ষ্ম মরুদ্ রশ্মিগুলো নিরন্তর ক্রীড়া করতে-করতে গমন করে। সেই এমন মরুদ্ রশ্মিগুলো বিদ্যুৎ আবেশের উচিত বলকে সমৃদ্ধ করে। এরফলে ঋণাবেশিত কণা আকাশ তত্ত্বের মধ্যে আকর্ষণ তৈরি করতে শুরু করে। এই ঋণাবেশিত কণাই নিজের ভিতর থেকে উৎসর্জিত মরুদ্ রশ্মিকে উচিত রীতিতে বিভক্ত করে ধনাবেশিত কণার থেকে উৎসর্জিত ধনঞ্জয় আদি প্রাণ রশ্মিকে আকৃষ্ট করতে সহযোগিতা করে। সেই রশ্মিগুলো অর্থাৎ ফিল্ড রশ্মিগুলো দুই সংযোগযোগ্য কণাকে কোনো হানি করে না, বরং সেগুলো ওই কণাগুলোকে সেই সময় তরঙ্গের সমান কম্পিত (ভাইব্রেশন) করে অবশ্য। এই ভাইব্রেশনে প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মি, যা ধনাবেশিত কণা থেকে উৎসর্জিত হয়, কণার মাঝে সূক্ষ্ম রূপে বিদ্যমান ডার্ক এনার্জীর উপর প্রহার

করে তাকে পুরোপুরি ক্ষীণ করে আকাশের মধ্যে মিলিয়ে দেয়। এরফলে সেটা সংযোগ প্রক্রিয়াতে বাধা উৎপন্ন করতে পারে না।

আমার আধ্যাত্মিক ভাষ্য –

(ত্বম্ = সারমেয়) য়োগ সাধনায় প্রবৃত্ত মানুষের সঙ্গে প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা তথা স্মৃতি নামক পাঁচটা বৃত্তি (সূকরস্য, দর্দৃহি) সাধককে শীঘ্রতাপূর্বক নিজের প্রভাব দ্বারা আচ্ছাদনকারী পঞ্চ ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশকে বৃদ্ধি করে তথা (তব) সেই পাঁচ বৃত্তিকে (সূকরঃ) সেই পঞ্চ ক্লেশও (দর্দর্তু) সমৃদ্ধ করে। (স্তোতৃন্, ইন্দ্রস্য, কিম্, রায়সি, অস্মান্) ইন্দ্র অর্থাৎ পরমৈশ্বর্যবান পরমেশ্বরের স্তোতাদের = য়োগ সাধকদের চিত্তকে এই বৃত্তিগুলো এবং ক্লেশ [রায়সি = গচ্ছসি — সায়ণভাষ্য] কেন চঞ্চল করে তোলে? এর উত্তর হল (দুচ্ছুনায়সে) এরফলে য়োগপথের পথিক মানুষ সেইসব দুষ্ট বৃত্তি ও ক্লেশের প্রভাবে বয়ে গিয়ে (নি, ষু, স্বপ) সেই সাধনা থেকে সর্বতোভাবে উপরত হয়ে যায়। এই কারণে য়োগ সাধকের উচিত যে সে এই দুই বৃত্তি ও ক্লেশকে নিরন্তর অভ্যাস ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্মূল করে সেগুলোকে প্রসুপ্তবৎ বানানোর চেষ্টা করতে থাকবে।

ভাবার্থ – যখন কোনো য়োগসাধক য়োগ মার্গে অগ্রসর হয়, তখন প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি নামক পাঁচ বৃত্তি তথা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ নামক পাঁচ ক্লেশ তার মনকে বারংবার অস্থির করতে থাকে। এরফলে য়োগাভ্যাসী তার পথ থেকে সরে যেতে থাকে। এই কারণে য়োগাভ্যাসীর উচিত যে সে এই বৃত্তি ও ক্লেশ থেকে দূরে থাকার ধৈর্যপূর্বক চেষ্টা নিরন্তর করতে থাকবে, যাতে তার য়োগমার্গে নিরন্তর প্রবৃত্তি বজায় থাকে।

Vaidic Physics Youtube Channel

৪. এতদ্বা উ স্বাদীয়ো য়দধিগবম্ ক্ষীরম্ বা মাম্সম্ বা তদেব নাশ্নীয়াৎ॥

(অথর্ববেদ ৯.৬.৩.৯)

আচার্য সায়ণ এই মন্ত্রের ভাষ্য করেননি।

পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদর সাতবলেকর ভাষ্য –

পদার্থ – এতৎ বৈ উ স্বাদীয়ঃ = যেটা সুস্বাদু হয়, য়ৎ অধিগবম্ ক্ষীরম্ বা মাম্সম্ বা = গাভী থেকে প্রাপ্ত হওয়া যে দুধ বা অন্য মাংসাদি পদার্থ আছে, তৎ এব ন অশ্নীয়াৎ = তারমধ্যে কোনো পদার্থ অতিথির পূর্বে খাবেন না।

এর উপর আমার মত –

এর ভাষ্যতে আর্য বিদ্বান প্রফেসর বিশ্বনাথ বিদ্যালঙ্কার মাংসের অর্থ পনীর করেছেন, তো পণ্ডিত ক্ষেমকরণ দাস ত্রিবেদী মনন সাধন (বুদ্ধিবর্ধক) পদার্থকে মাংস বলেছেন। সকলে এই মন্ত্র তথা সূক্তের অন্য মন্ত্রের বিষয় অতিথি সৎকার বলেছেন। পণ্ডিত ক্ষেমকরণদাস ত্রিবেদীর দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের দেবতা অতিথি ও অতিথিপতি, অথচ পণ্ডিত সাতবলেকর অতিথি বিদ্যা বলেছেন। পণ্ডিত সাতবলেকর এর ঋষি ব্রহ্মা বলেছেন। এর ছন্দ হল পিপীলিকা মধ্যা গায়ত্রী। [ব্রহ্মা = মনো বৈ য়জ্ঞস্য ব্রহ্মা (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.৬.১.৭), প্রজাপতির্বৈ ব্রহ্মা (গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ৫.৮)। অতিথিঃ = য়ো বৈ ভবতি য়ঃ শ্রেষ্ঠতামশ্নুতে স বা অতিথির্ভবতি (ঐতরেয় আরণ্যক ১.১.১)। অতিথিপতিঃ = অতিথিপতির্বা-বাতিথেরীশে (ক.৪৬.৪ ব্রা.উ.কো. থেকে উদ্ধৃত)। পিপীলিকা = পিপীলিকা পেলতেগতিকর্মণঃ (দৈবত ব্রাহ্মণ ৩.৯)। স্বাদু = প্রজা স্বাদু (ঐতরেয় আরণ্যক ১.৩.৪), প্রজা বৈ স্বাদুঃ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.১৪৪), মিথুনম্ বৈ স্বাদু (ঐতরেয় আরণ্যক ১.৩.৪)। ক্ষীরম্ = য়দত্যক্ষরৎ তৎ ক্ষীরস্য ক্ষীরত্বম্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.২২৮)। মাম্সম্ = মাম্সম্ বৈ পুরীষম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৬.২.১৪), মাম্সম্

Vedic Physics Youtube Channel

মাননম্ বা মানসম্ বা মনোऽস্মিন্ সীদতীতি বা (নিরুক্ত ৪.৩), মাম্সম্ সাদনম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৪.৫)]

আমার আধিদৈবিক ভাষ্য –

(এতত্, বা, উ, স্বাদীয়ঃ) এই অতিথি অর্থাৎ নিরন্তর গন্ত্রী প্রাণ, ব্যান রশ্মি এবং অতিথিপতি অর্থাৎ প্রাণাপান রশ্মির নিয়ন্ত্রক সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিগুলো স্বাদুযুক্ত হয় অর্থাৎ এগুলো বিভিন্ন ছন্দাদি রশ্মির মিথুন বানিয়ে বিভিন্ন পদার্থকে উৎপন্ন করতে সহায়ক হয়। (য়ৎ) যে প্রাণ, ব্যান ও সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি (অধিগবম্, ক্ষীরম্, বা, মাম্সম্, বা) গো অর্থাৎ 'ওম্' ছন্দ রশ্মি রূপী সূক্ষ্মতম বাক্ তত্ত্বের মধ্যে আশ্রিত হয়, একইসঙ্গে নিজের পুরীষ= পূর্ণ সংযোগযোগ্য বলের [পুরীষম্ = পূর্ণম্ বলম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১২.৪৬), ঐন্দ্রম্ হি পুরীষম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৭.৩.৭), অন্নম্ পুরীষম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.১.৪.৫)] সঙ্গে নিরন্তর বিভিন্ন রশ্মি বা পরমাণু আদি পদার্থের উপরে ঝরতে থাকে। এই 'ওম্' রশ্মির ঝরে পড়াই ক্ষীরত্ব তথা পূর্ণ সংযোগযোগ্যতা এবং পর্যাপ্ত বলই মাম্সত্ব বলা হয়। এখানে 'মাম্স' শব্দ এই সংকেত দিচ্ছে যে এই 'ওম্' রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সর্বাধিক রূপে নিকটতম সম্বন্ধ রাখে কিংবা মনস্তত্ত্ব এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক মাত্রায় বিরাজমান থাকে। এই 'ওম্' রশ্মিগুলো প্রাণ, ব্যান এবং সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির উপর ঝরে পড়তে-পড়তে অন্য স্থূল পদার্থের উপর পড়তে থাকে।

(তৎ, এব, ন, অশ্নীয়াৎ) এই কারণে বিভিন্ন রশ্মি বা পরমাণু আদি পদার্থের মিথুন হওয়ার প্রক্রিয়া নষ্ট হয় না। এই প্রক্রিয়া অতিথিরূপ প্রাণব্যানের মিথুন হতে কিংবা এগুলোর দ্বারা বিভিন্ন মরুদাদি রশ্মিকে আকৃষ্ট করার প্রক্রিয়া শান্ত হওয়ার পূর্বে নষ্ট হয় না, বরং তার পশ্চাৎ অর্থাৎ দুটো কণার সংযুক্ত হওয়ার পশ্চাৎ মিথুন হওয়ার প্রক্রিয়া নষ্ট বা বন্ধ হতে পারে, এটা জেনে রাখা উচিত।

Vaidic Physics Youtube Channel

সৃষ্টির উপর এই ঋচার প্রভাব –

আর্ষ ও দৈবত প্রভাব – এর ঋষি ব্রহ্মা হওয়াতে এই সংকেত পাওয়া যায় যে এর উৎপত্তি 'ওম্' রশ্মি থেকেই হয়। এই রশ্মিগুলো এই ছন্দ রশ্মিকে নিরন্তর ও নিকট থেকে প্রেরিত করতে থাকে। এর দৈবত প্রভাবে প্রাণ, ব্যান তথা সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে বিভিন্ন সংযোগ কর্মকে সমৃদ্ধ করে। ছান্দস প্রভাব – এর ছন্দ পিপীলিকা মধ্যা গায়ত্রী হওয়াতে এই ছন্দ রশ্মি বিভিন্ন পদার্থের সংযোগের সময় সেগুলোর মাঝে তীব্র তেজ ও বল সহিত নিরন্তর সঞ্চারিত হয়। এরফলে সেই পদার্থগুলোর মাঝে বিভিন্ন পদার্থ তেজ এবং বলকে প্রাপ্ত করতে থাকে।

ঋচার প্রভাব – যখন দুটো কণার সংযোগ হয়, তখন সেগুলোর মাঝে প্রাণ, ব্যান সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির বিশেষ যোগদান থাকে। এই রশ্মিগুলো বিভিন্ন মরুদ্ রশ্মির দ্বারা আকুঞ্চিত আকাশ তত্ত্বকে ব্যাপ্ত করে নেয়। এই সময়ই এই রশ্মিগুলোর উপর সূক্ষ্ম 'ওম্' রশ্মিগুলো নিজের সেচন করে এগুলোকে অধিক বল যুক্ত করে। এরফলে দুই কণার মাঝে ফিল্ড নিরন্তর প্রভাবি হয়ে সেই দুই কণাকে পরস্পর সংযুক্ত করে দেয়।

আমার আধিভৌতিক ভাষ্য –

(এতত্, বা, উ, স্বাদীয়ঃ) এই যে সুস্বাদু ভোজ্য পদার্থ আছে। (য়ৎ, অধিগবম্, ক্ষীরম্, বা) গাভী থেকে প্রাপ্ত হওয়া যে দুধ, ঘৃত, মাখন, দই আদি পদার্থ আছে অথবা (মাস্সম্, বা) মনন, চিন্তন আদি কর্মে উপযোগী ফল, শুকনো ফল আদি পদার্থ আছে।[10] (তদেব ন অশ্নীয়াৎ) সেই পদার্থগুলো অতিথিকে খাওয়ানোর

[10] পরিশিষ্ট ১ দেখুন

পূর্বে খাবে না অর্থাৎ অতিথিকে খাওয়ানোর পশ্চাৎই খাওয়া উচিত। এখানে অতিথির পূর্বে না খাওয়ার প্রসঙ্গ এর পূর্বের মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হয়, যেখানে লেখা আছে – 'অশিতাবত্যতিথাবশ্নীয়াৎ' অশিতাবতি অতিথৌ অশ্নীয়াৎ। এই প্রকরণকে পূর্ব আধিদৈবিক ভাষ্যের মধ্যেও বুঝে নিবেন।

আমার আধ্যাত্মিক ভাষ্য –

[মাস্সম্ = মন্যতে জ্ঞায়তেঽনেন তৎ মাস্সম্ (উনাদি কোষ ৩.৬৪), মাস্সম্ পুরীষম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৭.৪.১৯)। পুরীষম্ = পুরীষম্ পৃণাতেঃ পূরয়তের্বা (নিরুক্ত ২.২২), সর্বত্রাঽভিব্যাপ্তম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ৩৮.২১), য়ৎ পুরীষম্ স ইন্দ্রঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.৪.১.৭), স এষ প্রাণ এব য়ৎ পুরীষম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৭.৩.৬)]

(এতত্, বা, উ, স্বাদীয়ঃ) য়োগী পুরুষের নিকট পরমানন্দের আস্বাদনকারী এই পদার্থগুলো বিদ্যমান থাকে, যার কারণে পরমাত্মার সঙ্গে জীবের সাযুজ্য থাকে, (য়ৎ, অধিগবম্, ক্ষীরম্, বা, মাস্সম্, বা) সেই পদার্থগুলো য়োগীর মন আদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পদার্থগুলো কি, এর উত্তর হল সর্বত্র অভিব্যাপ্ত পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্ররূপ পরমাত্মা থেকে ঝরে পড়া 'ওম্' বা গায়ত্রী আদি বেদের ঋচাই হল সেই পদার্থ, যেগুলো য়োগীর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের মধ্যে নিরন্তর নিঃসৃত হতে থাকে। যখন য়োগী সেই আনন্দময়ী ঋচার রসাস্বাদন করা শুরু করেন, তখন তিনি পরমানন্দের অনুভব করতে থাকেন। (তদেব, ন, অশ্নীয়াৎ) য়োগী সেই ঋচার আনন্দকে ততক্ষণ পর্যন্ত অনুভব করতে পারেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত অতিথিরূপ প্রাণ তত্ত্ব, যা য়োগীর মস্তিষ্ক ও শরীরের মধ্যে নিরন্তর সঞ্চারিত হয়, সেই ঋচার সঙ্গে সঙ্গত হয় না। এখানে অতিথির থেকে পূর্বের প্রকরণ পূর্ববৎ বুঝে নিবেন।

Vedic Physics Youtube Channel

ভাবার্থ – যখন কোনো য়োগী য়োগসাধনা করেন আর এতদর্থ প্রণব বা গায়ত্রী আদির যথাবিধ জপ করেন, যখন সর্বত্র অভিব্যাপ্ত পরমৈশ্বর্যবান ইন্দ্ররূপ ঈশ্বরের সঙ্গে নিরন্তর প্রবাহিত **'ওম্'** রশ্মিগুলো সেই য়োগীর অন্তঃকরণ তথা প্রাণের ভিতরে নিঃসৃত হতে থাকে। এরফলে সেই য়োগী সেই রশ্মির রসাস্বাদন করতে-করতে আনন্দে নিমগ্ন হয়ে যান।

* * * * *

Vaidic Physics Youtube Channel

পরিশিষ্ট — ১

‘মাস্সম্’ পদের বিবেচনা

এই বিষয়ে আর্য বিদ্বান পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মা ‘বৈদিক সম্পত্তি’ নামক গ্রন্থের মধ্যে আয়ুর্বেদের কিছু গ্রন্থকে উদ্ধৃত করে বলেছেন –

সুশ্রুতের মধ্যে আমের ফলের বর্ণনাতে লেখা আছে – ‘‘অপক্কে চূতফলে স্নায্বস্থিমজ্জানঃ সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে পক্কে ত্বাऽবির্ভূতা উপলভ্যন্তে।’’

অর্থাৎ কাঁচা আম ফলের মধ্যে স্নায়ু, হাড্ডি আর মজ্জা আদি প্রতীত হয় না, কিন্তু পাকার পর সব আবির্ভূত হয়।

এখানে আঁটির তন্তু কেশ, আঁটি হাড়, আশ স্নায়ু আর কোমল ভাগকে মজ্জা বলা হয়েছে। এইরকম বর্ণনা ভাবপ্রকাশের মধ্যেও আছে। সেখানে লেখা আছে – ‘‘আম্রাস্যানুফলে ভবন্তি য়ুগপন্মাস্সাস্থিমজ্জাদয়ো লক্ষ্যন্তে ন পৃথক্ পৃথক্ তনুতয়া পুষ্টাস্ত এব স্ফুটাঃ। এবম্ গর্ভসমুদ্ভবে ত্ববয়বাঃ সর্বে ভবন্ত্যেকদা লক্ষ্যাঃ সূক্ষ্মতয়া ন তে প্রকটতামায়ান্তি বৃদ্ধিঙ্গতাঃ।’’

অর্থাৎ যেরকম কাঁচা আমের ফলের মধ্যে মাংস, অস্থি আর মজ্জাদি পৃথক-পৃথক দেখা যায় না, কিন্তু পাকার পরেই জ্ঞাত হয়, সেইরকম গর্ভের আরম্ভে মানুষের অঙ্গও জ্ঞাত হয় না, কিন্তু যখন তার বৃদ্ধি হয়, তখন স্পষ্ট হয়।

এই দুটো প্রমাণের থেকে প্রকট হয় যে ফলের মধ্যেও মাংস, অস্থি, নাড় আর মজ্জা আদি সেইরকমভাবে বলা হয়েছে, যেভাবে প্রাণীদের শরীরের মধ্যে বলা হয়। বৈদ্যকের একটা গ্রন্থে লেখা আছে – ‘প্রস্থম্ কুমারিকামাস্সম্।’ অর্থাৎ এক সের কুমারিকার মাংস। এখানে ঘীকুমারকে কুমারিকা আর তার শাঁসকে মাংস বলা হয়েছে।

Vaidic Physics Youtube Channel

বলার তাৎপর্য হল, যেরকম ওষুধ আর পশুর নাম একই শব্দের সঙ্গে রাখা হয়েছে, সেইরকম ওষুধ আর পশুদের শরীরাবয়বও একই শব্দে বলা হয়েছে। এই ধরণের বর্ণনা আয়ুর্বেদ গ্রন্থের মধ্যে ভরে পরে আছে। শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, মুম্বাইতে ছাপানো 'ঔষধিকোষ'–এর মধ্যে নীচে লেখা সব পশুসংজ্ঞক নাম আর অবয়ব বনস্পতির জন্যও এসেছে তা দেখানো হয়েছে। উদাহরণের জন্য আমি কিছু শব্দ উদ্ধৃত করছি –

বৃষভ — ঋষভকন্দ	সিংহী — কটেলী, বাসা
শ্বান — কুত্তাঘাস, গ্রন্থিপর্ণ	খর — খরপর্ণিনী
মার্জার — বিল্লীঘাস, চিত্তা	কাক — কাকমাচী
ময়ুর — ময়ুরশিখা	বারাহ — বারাহীকন্দ
বীছূ — বীছূবূটী	মহিষ — মহিষাক্ষ, গুগ্গুল
সর্প — মর্পিণীবূটী	শ্যেন — শ্যেনঘন্টী (দন্তী)
অশ্ব — অশ্বগন্ধা, অজমোদা	মেষ — জীবশাক
নকুল — নাকুলীবূটী	কুক্কুট (টী)— শাল্মলীবৃক্ষ
হংস — হংসপদী	নর — সৌগন্ধিক তৃণ
মৎস্য — মত্স্যাক্ষী	মাতুল — ঘমরা
মূষক — মূষাকর্ণী	মৃগ–সহদেবী,ইন্দ্রায়ণ,জটামাম্সী,কপুর
গো — গৌলোমী	পশু — অম্বাড়া, মোথা
মহাজ — বড়ী অজবায়ন	কুমারী — ঘীকুমার
হস্তি — হস্তিকন্দ	মেদ — মেদা
বপা — ঝিল্লী=বক্কলের ভিতরের জালা	লোম (শা)— জটামাম্সী
অস্থি — গুঠলী	হৃদ — দারচীনী

Vaidic Physics Youtube Channel

মাংস — শাঁস, জটামাম্সী	পেশী — জটামাম্সী
চর্ম — বক্কল	রুধির — কেসর
স্নায়ু — রেশা	আলম্ভন — স্পর্শ
নখ — নখবূটী	

এই সূচীর মধ্যে সমস্ত পশু-পক্ষীর আর তাদের অবয়বের নাম তথা সমস্ত বনস্পতির আর তাদের অবয়বের নাম একই শব্দের মাধ্যমে সূচিত করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কোনো শব্দের দ্বারা পশু আর তার অবয়বকে গ্রহণ করা উচিত নয়।

বিজ্ঞ পাঠক এখানে বিচার করবেন এমন পরিস্থিতিতে এখানে 'মাম্সম্' পদ দ্বারা গৌ আদি পশু বা পক্ষীর মাংস গ্রহণ করা কি মূর্খতা হবে না? এখানে কোনো পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা অভিভূত তথা বৈদিক বা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপহাসকর্তা তথাকথিত প্রবুদ্ধ কিংবা মাংসাহারের পোষক সংস্কৃত ভাষার এইরূপ নামের উপর যেন ব্যঙ্গ না করেন, এই কারণে আমি এখানে ইংরেজি ভাষারও কিছু উদাহরণ দিচ্ছি –

১. 'Lady Finger' ভেণ্ডীকে বলা হয়। যদি ভোজন বিষয়ে কেউ এর অর্থ কোনো মহিলার আঙ্গুল করে, তখন কি তার অপরাধ হবে না?

২. 'Vegetable' কোনো শাক বা বনস্পতিকে বলা হয়। অন্যদিকে Chamber dictionary তে এর অর্থ Dull understanding person দেওয়া আছে। যদি Vegetable খেতে বসা কোনো ব্যক্তিকে দেখে কেউ তাকে মন্দবুদ্ধি মানুষের খাদ্য পদার্থ বলে, তখন কি এটা মূর্খতা হবে না?

Vedic Physics Youtube Channel

৩. আয়ুর্বেদের মধ্যে একটা চারাগাছ আছে – গোবিষ, যাকে হিন্দীতে 'কাকমারী' তথা ইংরেজিতে 'Fish Berry' বলা হয়। যদি কেউ এর অর্থ মাছের রস বলে, তখন তাকে কি বলবেন?

৪. 'Potato' আলুকে বলা হয়, অন্যদিকে এর অর্থ A mentally handicapped person –ও হয়, তখন কি আলু খাওয়া ব্যক্তিকে মানসিক রোগী মানুষের ভক্ষণকারী মানা হবে?

৫. 'Hag' এটা হল এক প্রকারের ফল, অন্যদিকে An ugly old woman –কেও 'hag' বলা হয়, তখন কি এখানেও কেউ 'hag' ফলের অর্থ উল্টোই করার চেষ্টা করবেন?

এখন আমরা এর উপর বিচার করবো যে ফলের শাঁসকে মাংস কেন বলে? যেমন আমি আধিদৈবিক ভাষ্যের মধ্যে লিখেছি যে পূর্ণ বলযুক্ত বা পূর্ণ বলপ্রদ পদার্থকে মাংস বলা হয়। সংসারের সব মানুষ ফলের শাঁসেরই ব্যবহার করে, অন্য ভাগকে করে না, কেননা ফলের সার ভাগ সেটাই হয়। সেই ভাগই বল-বীর্যের ভাণ্ডার হয় অর্থাৎ তার ভক্ষণ করলে বল-বীর্য-বুদ্ধি আদির বৃদ্ধি হয়। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে প্রাণীর শরীরের মাংসকে মাংস কেন বলা হয়েছে?

এর উত্তর হল যেকোনো প্রাণীর শরীরের বল তার মাংসপেশির ওপর নির্ভর করে, এই কারণে একেও মাংস বলা হয়। যেমন শাকাহারী প্রাণী ফলের শাঁস বা ভেতরের অংশকে বিশেষ খাবার হিসেবে গ্রহণ করে, তেমনই সিংহাদি মাংসাহারী প্রাণী কোনো প্রাণীর মাংস ভাগকেই বিশেষ রূপে ভক্ষণ করে। এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। যে স্থানটা ফলের মধ্যে শাঁসের হয়, সেই স্থানই প্রাণীর শরীরের মধ্যে মাংসের হয়। মানুষ হল প্রাকৃতিক রূপে কেবল শাকাহারী ও দুগ্ধাহারী প্রাণী, তাই তথাকথিত 'বেদজ্ঞ' ব্যক্তিদের দ্বারা বেদের দোহাই

Vaidic Physics Youtube Channel

দিয়ে মাংস খাওয়ার আলোচনা করা আসলে বেদাদি শাস্ত্রের পরম্পরা সম্পর্কে তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। যারা এ ধরনের আলোচনা করেন, আমার দৃষ্টিতে তারা বেদাদি শাস্ত্রের বর্ণমালাও জানেন না, তারা বিদেশি হোন বা স্বদেশি, আর তারা ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের যতই বড় পণ্ডিত বা অধ্যাপক হোন না কেন।

প্রশ্ন – বেদের মধ্যে 'মাম্সম্' পদের অর্থ প্রাণীদের মাংস কখনও হয় না, এটা আপনার পূর্বাগ্রহও তো ধরে নেওয়া যেতে পারে, যা শুধুমাত্র শাকাহারের আগ্রহবশেই করা হয়েছে?

উত্তর – যে পরম্পরায় সাধারণ য়োগাভ্যাসকারীর জন্য 'অহিংসা'কে প্রথম ধাপ হিসেবে গণ্য করা হয়, যেখানে মন, বচন এবং কর্মের দ্বারা কোনো প্রাণীর প্রতিই যেন হিংসা বা শত্রুতা পোষণ না করা হয়, সেখানে সিদ্ধ পুরুষ য়োগীগণ এবং সেই ক্রমে নিজের য়োগসাধনা দ্বারা ঈশ্বর ও মন্ত্রের সাক্ষাৎকৃতধর্মা মহর্ষিগণ, তাঁদের গ্রন্থে এবং বেদরূপ ঈশ্বরীয় গ্রন্থের দ্বারা হিংসার বার্তা দিবেন – এটা কি মূর্খতা ও দুষ্টতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে? যারা বৈদিক অহিংসার স্বরূপ দেখতে চান, তারা পাতঞ্জল য়োগ দর্শনের ব্যাসভাষ্য নিজে পড়ে দেখতে পারেন। এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যে যেখানে প্রায় সব ভাষ্যকার পশুর নৃশংস বধ এবং তার অঙ্গকে ভক্ষণের বিধান করেছেন, সেখানে আমি তার কেমন গূঢ় বিজ্ঞান প্রকাশিত করেছি, এটা পাঠক 'বেদবিজ্ঞান-আলোক' গ্রন্থের সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করে জানতে পারবেন। পাঠকদের জানার জন্য আমি বেদ থেকেই কিছু প্রমাণ দিচ্ছি –

- য়দি নো গাম্ হন্সি য়দ্যশ্বম্ য়দি পুরুষম্। তম্ ত্বাম্ সীসেন বিধ্যামো।

(অথর্ববেদ ১.১৬.৪)

Vedic Physics Youtube Channel

অর্থাৎ – তুমি যদি আমাদের গাভী, ঘোড়া বা মানুষকে মারো, তবে আমি তোমাকে সীসে দিয়ে ছেদ করে দিবো।

- মা নো হিম্সিষ্ট দ্বিপদো মা চতুষ্পদ দঃ। (অথর্ববেদ ১১.২.১)
  অর্থাৎ – আমাদের মানুষ আর পশুদের নষ্ট করো না।
- ইমম্ মা হিম্সীর্দ্বিপাদ পশুম্। (য়জুর্বেদ ১৩.৪৭)
  অর্থাৎ – এই দুই খুরওয়ালা পশুর হিংসা করো না।
- ইমম্ মা হিম্সীরেকশফম্ পশুম্। (য়জুর্বেদ ১৩.৪৮)
  অর্থাৎ – এই এক খুরওয়ালা পশুর হিংসা করো না।
- য়জমানস্য পশুন্ পাহি। (য়জুর্বেদ ১.১)
  অর্থাৎ – য়জমান পশুদের রক্ষা করো।

এখন আপনি বলতে পারেন য়জমান বা কোনো মানুষ বিশেষের পালিত পশুর হবে না কি সকল প্রাণীদের। এই ভ্রমের নিবারণার্থ অন্য প্রমাণ দিচ্ছি –

- মিত্রস্যাহম্ চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। (য়জুর্বেদ ৩৬.১৮)
  অর্থাৎ – আমি সকল প্রাণীদের মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি।
- মা হিম্সীস্তন্বা প্রজাঃ। (য়জুর্বেদ ১২.৩২)
  অর্থাৎ – এই শরীর দিয়ে প্রাণীদের মেরো না।
- মা স্রেধত (ঋগ্বেদ ৭.৩২.৯)
  অর্থাৎ – হিংসা করো না।

মহর্ষি জৈমিনীর পশ্চাৎ সবথেকে মহান বেদবেত্তা ঋষি দয়ানন্দের মাংসাহারের বিষয়ে বিচারগুলোকেও পাঠক পড়বেন –

Vaidic Physics Youtube Channel

"মদ্যমাংসাহারী ম্লেচ্ছ, যার শরীর মদ্যমাংসে পরমাণুর দ্বারা পরিপূর্ণ, তার হাতে খাবে না।"

"এই পশুদের হত্যাকারীরা সব মানুষের হত্যাকারী জানবে।"

"যখন থেকে বিদেশী মাংসাহারী এই দেশে এসে গাভী আদি পশুদের হত্যাকারী মদ্যপায়ী রাজ্যাধিকারী হয়েছে, তখন থেকে ক্রমশঃ আর্যদের দুঃখের সীমা বাড়তে থাকে।"

– সত্যার্থ প্রকাশ, দশম সমুল্লাস

দেখুন দয়ার সাগর ঋষি দয়ানন্দ কি বলেছেন –

"পশুদের গলায় ছুরি দিয়ে কেটে, যারা নিজের পেট ভরে, তারা সারা বিশ্বের ক্ষতি করছে। বিশ্বের মধ্যে তাদের থেকে অধিক কোনো বিশ্বাসঘাতক, অনুপকারী, দুঃখ দায়ী পাপীজন আর কে হবে?"

"হে মাংসাহারীরা ! যখন তোমরা কিছু সময় পশ্চাৎ পশু পাবে না, তখন মানুষের মাংসকেও ছাড়বে কি?"

"হে ধার্মিকগণ! আপনারা এই পশুদের রক্ষা তন, মন আর ধন দ্বারা কেন করছেন না?"

– গোকরুণানিধি

আশা করি বুদ্ধিমান এবং নিষ্পক্ষ পাঠকদের মাংসাহারের ভ্রান্তি নির্মূল হয়ে গেছে।

* * * * *

Vaidic Physics Youtube Channel

বেদ-রক্ষার্থ মার্মিক নিবেদন

বৈদিক সনাতন বিচারধারা হল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ, সনাতন এবং সর্বহিত-কারিণী বিচারধারা। সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে মহাভারত কাল পর্যন্ত বৈদিক সত্য সনাতন ধর্ম সংসারের মানুষের একমাত্র ধর্ম ছিল। মহর্ষি ব্রহ্মা, ভগবান্ মনু, মহারাজা ইক্ষ্বাকু, মহারাজা হরিশচন্দ্র, ভগবান্ শিব, ভগবান্ শ্রীরাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহর্ষি পরশুরাম, মহর্ষি বশিষ্ঠ, মহর্ষি অগস্ত্য, মহর্ষি ভরদ্বাজ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, মহর্ষি বাল্মীকি, মহর্ষি ব্যাস, মহাবীর হনুমান, মহর্ষি পতঞ্জলি, মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস, কণাদ, কপিলের মতো দিব্য পুরুষগণ, ভগবতী উমা, দেবী সীতা, সতী অনসূয়া, দেবী লোপামুদ্রা, দেবী রুক্মিণী, গার্গী, অপালার মতো মহিমাময়ী নারীগণ হলেন এই বৈদিক ধর্মেরই উপহার। বেদ দ্বারা প্রতিপাদিত ধর্মের (ভৌতিক ও পদার্থ বিজ্ঞান) কারণে সম্পূর্ণ আর্যবর্ত সম্পূর্ণ বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর তাই সম্পূর্ণ বিশ্ব সুখী, সম্পন্ন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিতে পরিপূর্ণ ছিল। ভগবান্ শ্রীরামের রাজ্য, যেখানে কোনো প্রাণীর কোনো প্রকার কোনো দুঃখ ছিল না, আজ পর্যন্ত সারা সংসারে বিখ্যাত হয়ে আছে।

আপনি কি জানেন এইসবের কারণ কি ছিল? এর উত্তর বর্তমান কালে কেবল ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী দিয়েছেন আর বলেছেন ভূমণ্ডলের সম্পূর্ণ উন্নতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও টেকনিকের উৎকর্ষের মূল কারণ ছিল – বেদ। সকল মানুষ বেদের বিদ্বান এবং তদনুসারে আচরণবান্ হতেন। সম্পূর্ণ বিশ্বের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার আর্যাবর্ত থেকেই হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাভারত কালের পূর্বেই আর্যাবর্তের সাথে-সাথে বিশ্বের মধ্যে মানুষের সত্ত্বগুণের হ্রাস হয়ে যাওয়ার কারণে বেদবিদ্যারও অত্যধিক হ্রাস হতে থাকে। এই কারণে

Vaidic Physics Youtube Channel

বৈদিক সনাতন ধর্ম বিদ্রূপ হয়ে যায়। এর নামে পশুবলি, নরবলি, মাংসাহার, রঙভেদ, অস্পৃশ্যতা, মদ্যপান, অশ্লীলতা আদি পাপের প্রচলন হয়। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন আদি মতের প্রাদুর্ভাব হয়। চার্বাক মত নিতান্ত ভোগবাদী ছিল, কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ মতের প্রবর্তক পবিত্রাত্মা হওয়ার কারণে সদাচারের পথিক হয়, কিন্তু মহাত্মা বুদ্ধের মৃত্যুর পশ্চাৎ বৌদ্ধ মত বৈদিক ধর্মের প্রবল বিরোধী এবং বৈদিক সাহিত্যের বিধ্বংসক হয়ে যায়।

এইরকম অন্ধকারময় কালে কুমারিল ভট্ট এবং আদ্য শঙ্করাচার্যের মতো মহাপুরুষগণ বৈদিক ধর্মকে আর্যাবর্তের মধ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নেন, কিন্তু আচার্য শঙ্করের মহতী প্রজ্ঞার সামনে ভয় পেয়ে বেদবিরোধীরা ছল করে তাঁকে বিষ দিয়ে দেয় আর এই অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন শাস্ত্রার্থ সমরের যোদ্ধাকে ভারতভূমি থেকে বিদায় করে দেয়। তাঁর চলে যাওয়ার পশ্চাৎ তাঁর অনুগামীও তাঁর মন্তব্যকে সঠিকভাবে জানতে পারেনি আর স্বয়ংকে ব্রহ্ম মেনে কমণ্ডলু নিয়ে মিথ্যা বৈরাগী ভিক্ষোপজীবী হয়ে যায়। অন্যদিকে বৌদ্ধ ও জৈন মতের দ্বারা অহিংসার মিথ্যা পরিভাষার প্রচারের কারণে ক্ষত্রিয়রাও ক্ষাত্রধর্ম ভুলে গিয়ে ভীরু তথা শস্ত্রাস্ত্র-বিহীন হয়ে যায়।

এইদিকে বিশ্বের অন্য দেশের মধ্যে পারসী, ইহুদী, ঈশাই ও ইসলাম আদি মতও প্রচলিত হওয়াতে সম্পূর্ণ বিশ্বের মধ্যে বিভিন্ন পাপ, দুঃখ, অশান্তি ও অরাজকতার তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। এইরকম দুষ্কালে গুরু নানকদেব, সন্ত কবীর, সন্ত রবিদাস, সন্ত জ্ঞানেশ্বর আদি জন নিজ-নিজ স্তরে সমাজকে দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু বেদবিদ্যার পূর্ণ প্রকাশ না হওয়ার কারণে এইসব মহাপুরুষ কালের ক্রূর গতিকে থামাতে পারেনি নি, বরং নতুন-নতুন সম্প্রদায় আরও উৎপন্ন হয়ে যায়। বেদের নাম নেওয়া তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ অন্য বর্ণ

Vaidic Physics Youtube Channel

এবং মহিলাদের বেদ পড়ার থেকেই বঞ্চিত করে দেয় আর স্বয়ংও বেদের নামে মাত্র কর্মকাণ্ডোপজীবী হয়ে থেকে যায়। পশুবলি, নরবলি, মাংসাহার, মদ্যপান, অস্পৃশ্যতা, নারী শোষণ, বাল্যবিবাহের মতো পাপ বৈদিক কর্মকাণ্ডের নামে প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে দেশের ক্ষত্রিয় রাজা মূর্তিপূজা ও ফলিত জ্যোতিষের ভ্রমজালে ফেঁসে গিয়ে তথা পারস্পরিক দ্রোহের কারণে বিদেশী আক্রমণ-কারীদের কাছে পরাজিত হতে থাকে আর বিদেশী লুণ্ঠনকারীরা আমাদের ঘরে শাসক হয়ে যায়। তারা আমাদের ধন লুট করে, আমাদের সাহিত্য জ্বালিয়ে দেয়, অন্যদিকে ইংরেজরা সেগুলো লুট বা চুরি করে নিজের দেশে নিয়ে যায়। এমন সময়ে এই ভারতভূমিতে ঋষি দয়ানন্দের মতো দিব্য পুরুষ জন্ম নেন। তিনি বেদবিদ্যাকে ভুলে যাওয়াকেই, কেবল নিজের দেশই নয়, অপিতু সম্পূর্ণ বিশ্বের অধঃপতনের কারণ বলেন।

এই কারণে তিনি সম্পূর্ণ ক্রান্তির শঙ্খনাদ করার সংকল্প নেন। স্বরাজ্যের প্রথম ঘোষণা করেন, সামাজিক অপকর্মের বিরুদ্ধে শঙ্খনাদ করেন, কিন্তু তাঁর সব কাজের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল – বেদোদ্ধার করা। তিনি মধ্যকালীন বেদভাষ্যকারদের ভাষ্যের দোষগুলোকে দেখিয়ে বেদের যথার্থ ভাষ্য শৈলী, যা বেদের বেদত্বের সংকেত দিতে পারে, তাকে সংসারের সম্মুখে প্রস্তুত করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঋষি দয়ানন্দের জীবন অনেক ছোট ছিল, বিধর্মীরা তাঁকেও সংসার থেকে বিদায় করে দেয়। এই কারণে তাঁর বেদভাষ্য খুবই সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক থেকে যায়।

এটাই কারণ ছিল যে তাঁর অনুগামী আর্য বিদ্বানও সেটা পূর্ণতঃ বুঝতে পারেননি আর বাকি যে শেষ বেদের ভাষ্য এই বিদ্বানরা করেছেন, তারমধ্যেও অনেকত্র সেই দোষ এসে গেছে, যা সায়ণ, মহীধর, স্কন্দস্বামী আদির ভাষ্যতে

Vaidic Physics Youtube Channel

বিদ্যমান ছিল। আর্যসমাজ এই দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে-সাথে সমাজ সুধারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। যেকোনো সংস্থা-সংগঠন বা সম্প্রদায়ের থেকে অধিক বলিদান আর্য সমাজ দিয়েছে, কিন্তু বেদের অপৌরুষেয়ত্ব তথা সর্ববিজ্ঞানময়ত্বের সিদ্ধির দিশাতে বিগত দেড়শো বছরের মধ্যে আর্যসমাজ কোনো কাজ করতে পারেনি। আর্য সমাজ সর্বদা শাস্ত্রার্থ-সমরের একছত্র বিজেতাও হয়েছে, কিন্তু বেদের যথার্থ বিজ্ঞান বিনা এই বিজয় অপূর্ণ আছে।

আজ পরমপিতা পরমাত্মা পূজ্য আচার্য অগ্নিব্রতের রূপে আমাদের পুনরায় একটা সুযোগ দিয়েছে। ভীনমাল, রাজস্থান থেকে ১০ কিমি দূরে একটা ছোট্ট গ্রামে থেকে আচার্য শ্রী বেদের বাস্তবিক স্বরূপ সংসারের সম্মুখে রাখার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টায় প্রথমে তিনি ঋগ্বেদকে জানতে তার ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, যাকে প্রায় সাত হাজার বছরের পুরোনো মানা হয়, তার বৈজ্ঞানিক (বস্তুতঃ বাস্তবিক) ভাষ্য বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ (প্রায় ২৮০০ পৃষ্ঠা) রূপে বিশ্বের মধ্যে প্রথমবার করেছেন। এই গ্রন্থ সৃষ্টি বিজ্ঞানের এমন অত্যন্ত গম্ভীর ও অমীমাংসিত রহস্যের উদ্বোধন করে, যেগুলো নিয়ে বিজ্ঞানের বর্তমান পদ্ধতি দিয়ে কয়েকশো বছরেও জানা সম্ভব হবে না।

এর পশ্চাৎ আচার্য শ্রী বেদকে জানার জন্য বৈদিক পদের ব্যাখ্যাকারী এক অনিবার্য গ্রন্থ মহর্ষি য়াস্ক বিরচিত নিরুক্তের বৈজ্ঞানিক ভাষ্য ‘বেদার্থ-বিজ্ঞানম্’ (প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠা) রূপে সংসারের সামনে প্রস্তুত করেছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে আচার্য শ্রী কয়েকশো মন্ত্রের ভাষ্য করেছেন, কোনো মন্ত্রের এক, কোনো মন্ত্রের দুই, তো কোনোটার তিন প্রকারের ভাষ্য করেছেন। উদাহারণার্থ ‘বিশ্বানি দেব···’ মন্ত্রের ১৬ প্রকারের ভাষ্য করে আচার্য শ্রী এটা সিদ্ধ করেছেন যে

Vaidic Physics Youtube Channel

যেকোনো বেদ মন্ত্রের অনেক প্রকারের ভাষ্য হওয়া সম্ভব, যেমন তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১০.১১ বলা হয়েছে –

'অনন্তা বৈ বেদাঃ'

অর্থাৎ বেদের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান আছে। এই দুটো গ্রন্থ কেবল আর্যসমাজই নয়, অপিতু সনাতন ধর্মের গৌরব আর আমরা গর্বিত যে আমাদের মাঝে আচার্য শ্রীর রূপে এখনও এমন বৈজ্ঞানিক (বর্তমান ভাষাতে) বিদ্যমান আছেন, যিনি আমাদের মূল বেদ, ঈশ্বর, ভূমি মাতা ও গৌ মাতার সঙ্গে জুড়ে দেন। এটা এক অকাট্য সত্য যে নিজের মূল থেকে যে ব্যক্তি আলাদা হয়ে যায়, সে নষ্ট হয়ে যায় আর এটাই হচ্ছে। বেদ আর ঈশ্বর থেকে দূরে যাওয়া এই সংসার নিরন্তর বিনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সমাধান একটাই আছে – আচার্য শ্রীর এই কঠিন কাজের মধ্যে আমাদের অধিক-অধিক সহযোগ করতে হবে, তা নাহলে সময় চলে যাওয়ার পশ্চাৎ আমাদের কাছে অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না। ভারতের ডি.আর.ডি.ও, ইসরো থেকে নাসা, সার্ন পর্যন্ত ও নোবেল পুরস্কার বিজেতা পর্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক আচার্য শ্রীর অনুসন্ধান কার্যকে লোহা মেনেছে অথবা বর্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর তোলা প্রশ্ন থেকে অভিভূত হয়েছে বা নিরুত্তর হয়েছে। যে কাজে বৈজ্ঞানিকদের কয়েক আরব-খরব ডলার ব্যয় করার পরেও সাফল্য প্রাপ্ত হয়নি, সেই কাজ আচার্য শ্রী অত্যল্প সংসাধনের মধ্যে একটা ছোট্ট স্থানে থেকে আর বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে অনেক প্রকারের বিরোধকে সহ্য করেও করে দেখিয়েছেন। এর পশ্চাৎ আচার্য শ্রীর যোজনা বেদের এমন সূক্তের ভাষ্য করা, যেগুলোর ভাষ্য অত্যন্ত কঠিন বা যারমধ্যে বিজ্ঞানের গম্ভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

Vaidic Physics Youtube Channel

এইজন্য আমাদের এটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে বৈদিক বিজ্ঞানের এই মহান যজ্ঞতে আমরা নিজের পবিত্র আহুতি অবশ্যই প্রদান করি আর পরমপিতা পরমাত্মার আশীর্বাদের পাত্র হই। এর অতিরিক্ত বেদ, বৈদিক ধর্ম আর রাষ্ট্রকে বাঁচানোর অন্য কোনো পথ নেই।

নিবেদক – বিশাল আর্য ও ডাক্তার মধুলিকা আর্যা,
প্রাচার্য ও উপ-প্রাচার্য,
আধুনিক এবং বৈদিক ভৌতিকী শোধ সংস্থান
(শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস দ্বারা সঞ্চালিত)
ভীনমাল (রাজস্থান) ৩৪৩০২৯

জয় মা বেদ ভারতী

একটা আহুতি বৈদিক বিজ্ঞান যজ্ঞের জন্য

সজ্জনগণ! এই সংস্থান আপনার দানের উপরই নির্ভর করে, আপনি আপনার শ্রদ্ধা আর সামর্থ্য অনুসারে যতটা অধিক পারবেন আর্থিক সহায়তা অবশ্যই করবেন, আপনার কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশিত। দয়া করে নৈতিক ব্যবসা দ্বারা প্রাপ্ত ধনই দান করবেন।

UPI : 9829148400@upi donate.vaidicphysics.org

' ন্যাসকে করা দান আয়কর অধিনিয়মের ধারা ৪০-জি অন্তর্গত করমুক্ত আছে। '

9829148400 /vaidicphysics www.vaidicphysics.org vaidicphysics@gmail.com

Vaidic Physics Youtube Channel

বৈদিক রশ্মি বিজ্ঞানম্

/vaidicphysics

আচার্য অগ্নিব্রত

‘বৈদিক রশ্মি বিজ্ঞান’ বেদের সাথে সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে বোঝার এক অনন্য বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান বেদের স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে হাজার-হাজার বছর ধরে চলে আসা ভুল এবং আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানের অনেক অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানের সর্বোত্তম মাধ্যম। এই গ্রন্থ **‘বেদবিজ্ঞান–আলোকঃ’**–এর প্রথম সংস্করণের পূর্বপীঠিকার সংশোধিত রূপ। এই গ্রন্থ **‘বেদবিজ্ঞান–আলোকঃ’** এবং **‘বেদার্থ–বিজ্ঞানম্’**–কে বোঝার চাবিকাঠি। এই গ্রন্থ বেদ ও আর্ষ গ্রন্থসমূহের ঐতিহ্যবাহী শৈলী তথা বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞানের গবেষকদের সম্পূর্ণ এক নতুন বস্তুতঃ সনাতন আর্ষ দৃষ্টি প্রদান করবে। এই গ্রন্থের গভীর অধ্যয়নের ফলে প্রতিভাবান ও সাত্ত্বিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং অন্তঃকরণ সমৃদ্ধ পাঠকদের কাছে বেদাদি শাস্ত্র ও ব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম রহস্যগুলো সহজেই উন্মোচিত হচ্ছে বলে মনে হবে। তাদের এমন মনে হবে যেন শাস্ত্র এবং সৃষ্টি উভয়ই নিজেদের রহস্যের পর্দা সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

বস্তুত, এই বিজ্ঞান আমার নিজের নয়, বরং মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস, মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্য, মহর্ষি তিত্তির, মহর্ষি জৈমিনী, মহর্ষি য়াস্কের মতো এবং এঁদেরও পূর্ববর্তী বেদের মহান তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিদের সনাতন বিজ্ঞান। আমি কেবল সেই মহাপুরুষদের বিজ্ঞানকে প্রকাশ করেছি মাত্র। সম্পূর্ণ সৃষ্টি বেদমন্ত্রের স্পন্দন (vibrations) থেকেই তৈরি হয়েছে, এটাই হল এই বিজ্ঞানের সারতত্ত্ব। বিষয়টা নতুন মনে হওয়াতে পাঠকদের এটা অধ্যয়নে কিছুটা অসুবিধা অবশ্যই হতে পারে, কিন্তু বেদের ও ঋষিদের মহান জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভগবৎপাদ পরমর্ষি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ঋষি দয়ানন্দ পর্যন্ত ঋষিদের বেদের প্রতি ঘোষণার উপর বিশ্বাস রাখলে, এই গ্রন্থ পাঠ করে তারা আনন্দিত ও রোমাঞ্চিত অবশ্যই হবেন।

thevedscience.com

দ্য বেদ সাইন্স পাবলিকেশন

ISBN 978-81-976604-2-9